আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব

২

আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী

আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী (রহ)

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫

ISBN 984-842-001-0

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন ২০০৩
তৃতীয় প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৭

প্রচ্ছদ
মনজুর কাদির

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

Apnader Prosner Jawab Vol. II Written by Allama Muhammad Yusuf Ludhianabi Translated by Muhammad Khalilur Rahman Mumin Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 First Edition July 2003 Third Edition November 2007 Price Taka 140.00 only.

প্রকাশকের কথা

আল-কুরআন ও আল-হাদীস থেকে সরাসরি বিভিন্ন মাছআলার সমাধান যাঁরা বের করতে পারেন না তাঁরা ইসলামের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সমাধান জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী আমল করে থাকেন।

মাছআলার সমাধান পেশ করার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে এই উপ-মহাদেশে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন তাঁদের একজন ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী (রহ)।

তিনি আনুমানিক খৃস্টীয় ১৯৩২ সনে পূর্ব পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জিলার ইসাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৫ সনে মুলতানের জামিআতুল খাইরুল মাদারিস নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি মামুনকুঞ্জের ইহইয়াউল উলুম মাদ্রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৭৪ সনে তিনি মুলতান থেকে করাচীতে এসে জামিআ আল-উলুমুল ইসলামিয়াতে অধ্যাপনা শুরু করেন।

১৯৭৮ সন থেকে পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াব দেয়া শুরু করেন। এই জওয়াবগুলো পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আমরা অনুভব করি যে তাঁর প্রদত্ত জওয়াবগুলো বাংলাভাষী মুসলিমদেরও জানা প্রয়োজন। বহু ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবীর (রহ) জওয়াবগুলো বাছাই ও অনুবাদ করার দায়িত্ব পালন করেছেন। "আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব" নামে ইতিপূর্বে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে গ্রন্থটির প্রকাশনা সম্পন্ন হলো।

গ্রন্থটি বাংলাভাষী ভাই-বোনদের বিরাট উপকার করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উল্লেখ্য যে আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী (রহ) ২০০০ সনের ১৮ই মে গাড়িতে রক্ষিত একটি বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারান। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন। আমীন!

সূচীপত্র

হাজ্জ ও উমরাহ্ অধ্যায়

হাজ্জের প্রকারভেদ

বদলি হাজ্জ

ইহ্‌রাম

তাওয়াফ

হাজ্জের সময় করণীয়

হাজ্জের সময় নামায

রামী (শয়তানকে কংকর মারা)

হাজ্জের সময় কুরবানী

হাল্‌ক (মাথা কামানো)

তাওয়াফে যিয়ারত

তাওয়াফে বিদা'

হাজ্জ সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বিষয়

ঈদুল আযহার কুরবানী

কুরবানীর গোশ্ত

কুরবানীর চামড়া

যবেহ্ সংক্রান্ত আরও কতিপয় মাসয়ালা

আকীকাহ্

শিকার অধ্যায়

কুকুর পোষা

মরণোত্তর চক্ষুদান ও অঙ্গ সংযোজন অধ্যায়

কসম বা শপথ অধ্যায়

কোন ধরনের আচরণে কসম হয়না

বিয়ে অধ্যায়

বাগদান (এনগেজমেন্ট)

বিয়ের নিয়ম

বিয়েতে উকিল (মুখপাত্র) নিয়োগ

বিয়েতে সমতা (কুফু)

দ্বীনি আকীদাগত কারণে যাদের সাথে বিয়ে বৈধ নয়

যেসব মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয

যাদেরকে বিয়ে করা জায়েয নয়

বল প্রয়োগে বিয়ে

রিযা'আহ্ (বুকের দুধ পান করানো)

যৌতুক

দ্বিতীয় বিয়ে

স্বামী নিরুদ্দেশ হলে

দেন মোহর

ওয়ালিমা (বিবাহ ভোজ)

নবজাতকের বংশ পরিচয়

দাম্পত্য অধিকার

যেসব কারণে বিয়ে নষ্ট হয়না

বিয়ের আরও কতিপয় মাসয়ালা

তালাক অধ্যায়

রিজঈ তালাক

বাইন তালাক

মুগাল্লাযা তালাক

মু'আল্লাক তালাক

গর্ভবতীকে তালাক

খুলা'

যিহার

বিবাহ বিচ্ছেদ

তালাকের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলে

নপুংসক (যৌন অক্ষম) স্বামীর স্ত্রী

বিচ্ছিন্ন দম্পত্তির সন্তান পালনের দায়িত্ব কার?

ব্যয়ভার নির্বাহ (খোরপোষ)

বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রম ও মজুরী অধ্যায়

ক্রয় বিক্রয়ের আরো কতিপয় মাসয়ালা

সূদ অধ্যায়

ইন্স্যুরেন্স বা বীমা

উত্তরাধিকার অধ্যায়

ওসিয়ত

বিবিধ অধ্যায়

হাজ্জ ও উমরাহ্ অধ্যায়

হাজ্জ ও উমরার ফযীলত

প্রশ্ন-৯৮৫. শুনেছি কোনো ব্যক্তি হাজ্জ করার পর যদি তার হাজ্জ কবুল হয় তাহলে সে গুনাহ্ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়ে যায় যেমন নবজাতকরা হয়ে থাকে। তাহলে গুনাহর সাথে সাথে তার আগের সকল নেকীও কি শেষ হয়ে যায়?

উত্তর ঃ গুনাহ্ মাফের সাথে সাথে নেকীও শেষ হয়ে যাবে এমন ধারণা আপনার কী করে হলো? হাজ্জ অনেক বড়ো ইবাদত যার কারণে গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তাই বলে কোন ইবাদত নেকীকে নষ্ট করে দেয় না। হাদীসে বলা হয়েছে, "এমনভাবে তার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয় যেন নবজাতক শিশু" —এ কথাটি দিয়ে বুঝানো হয়েছে, তার সকল গুনাহ্-ই মাফ করে দেয়া হয়।

তাওয়াফ করা উত্তম নাকি উমরাহ্

প্রশ্ন-৯৮৬. মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে বেশী বেশী তাওয়াফ করা উত্তম নাকি উমরাহ করা উত্তম?

উত্তর ঃ উমরার চেয়ে তাওয়াফ করা উত্তম কিন্তু শর্ত হচ্ছে, একটি উমরাহ করতে যতক্ষণ সময় লাগে কমপক্ষে ততক্ষণ কিংবা তারচেয়ে বেশী সময় তাওয়াফ করা উচিত, তা না হলে উমরার পরিবর্তে মাত্র দু'একবার তাওয়াফ করা উত্তম হতে পারে না।

হাজ্জের বাধ্যবাধকতা (ফারযিয়াত)

হাজ্জ কার উপর ফরয

প্রশ্ন-৯৮৭. কতটুকু সম্পদ থাকলে হাজ্জ ফরয হয় মেহেরবানী করে জানাবেন। একজন বলেছে সাড়ে সাত ভরি সোনা কিংবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা কিংবা সমমূল্যের সম্পদ থাকলে তার উপর হাজ্জ ফরয। কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ যে কথা আপনি শুনেছেন তা ঠিক নয়। যার কাছে মক্কা শরীফ যাওয়া এবং আসার খরচ এবং তার অনুপস্থিতিতে পরিবারের সদস্যবৃন্দ চলতে পারেন এই পরিমাণ টাকা থাকে তার উপর হাজ্জ ফরয হয়।

প্রশ্ন-৯৮৮. এক ব্যক্তি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। সরকার থেকে পেনশন বাবদ দু'লাখ টাকা পেয়েছেন। এই টাকা দিয়ে হাজ্জে যাতায়াত

এবং তার অনুপস্থিতিতে পরিবারের ভরণপোষণ হয়ে যায়। কিন্তু হাজ্জ থেকে ফিরে আসার পর পরিবার পরিজন নিয়ে চলার জন্য কিছু একটা করবেন, তার কোন ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় তার উপর হাজ্জ ফরয কিনা?

উত্তর ঃ হাজ্জ করতে গিয়ে একটি পরিবার পুঁজির অভাবে পথে বসবে, এমন পরিস্থিতিতে হাজ্জ ফরয নয়। তবু আপনি এ ব্যাপারে অন্য আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

প্রথমে হাজ্জ করবেন, না বিবাহযোগ্য মেয়ের বিয়ে দেবেন

প্রশ্ন-৯৮৯. এক ব্যক্তির কাছে এই পরিমাণ টাকা আছে, তিনি হাজ্জ করতে পারেন। আবার তার একজন বিয়ের উপযুক্ত কন্যাও আছে। তিনি যদি হাজ্জ করেন তাহলে মেয়ের বিয়ে দেয়ার টাকা থাকেনা। আর যদি মেয়ের বিয়ে দেন তাহলে হাজ্জে যাওয়ার মত টাকা আর অবশিষ্ট থাকেনা। এমতাবস্থায় তিনি কী করবেন, মেয়ে বিয়ে দেবেন নাকি হাজ্জ করবেন?

উত্তর ঃ তার উপর হাজ্জ ফরয। আগে হাজ্জ করবেন। নইলে গুনাহগার হবেন।

হাজ্জের সফরে ব্যবসা করা

প্রশ্ন-৯৯০. সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের উপর জীবনে একবার হাজ্জ করা ফরয। কিন্তু অনেক হাজী সাহেব আছেন যারা হাজ্জের সময়ও ব্যবসায়িক কাজ চালিয়ে যান। যেমন হাজ্জে যাওয়ার সময় এদেশ থেকে কিছু মাল নিয়ে গেলেন, সেখানে বিক্রির জন্য। আবার ফেরার পথে কিছু মাল নিয়ে এলেন এখানে বিক্রির জন্য। এরূপ করলে তার হাজ্জ হবে কি?

উত্তর ঃ হাজ্জের সফরে ব্যবসা করার অনুমতি তো স্বয়ং কুরআন-ই দিয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য হতে হবে হাজ্জের, ব্যবসার নয়। হাজ্জ করাটাই তার আসল উদ্দেশ্য হবে, ব্যবসাটা হবে গৌণ। আর যদি কেউ ব্যবসাটাকেই আসল উদ্দেশ্য মনে করে নেয়, সেটি তার মনের ব্যাপার। বিনিময় তো নিয়তের উপর ভিত্তি করেই দেয়া হয়।

মহিলাদের হাজ্জ

প্রশ্ন-৯৯১. মহিলাদের উপর হাজ্জ ফরয হয় কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ মহিলাদের উপরও হাজ্জ ফরয হয়, যদি তার (আর্থিক সংগতি এবং) মুহরিম সঙ্গী থাকে। আর যদি মুহরিম সঙ্গী না থাকার কারণে হাজ্জ করতে সক্ষম না হয় তাহলে মৃত্যুর সময় বদলি হাজ্জ করানোর জন্য ওসীয়াত করে যেতে হবে।

সদ্য বিধবার হাজ্জ

প্রশ্ন-৯৯২. এক মহিলার উপর হাজ্জ ফরয হয়েছে। তিনি হাজ্জে যাবার নিয়তও করেছিলেন। কিন্তু এমন সময় তার স্বামী মারা গেলেন, ইদ্দত পালন করতে হলে হাজ্জের সময় পার হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তিনি কী করবেন?

উত্তর ঃ আগে ইদ্দত পালন করবেন। ইদ্দত পালনের সময় সফর করা ঠিক হবে না। (সম্ভব হলে পরবর্তী বছর তিনি হাজ্জ করবেন)

মেয়ের উপার্জিত টাকায় হাজ্জ করা

প্রশ্ন-৯৯৩. মেয়ে যদি তার উপার্জিত টাকা দিয়ে মাকে হাজ্জ করাতে চায়, তাহলে মা হাজ্জ করতে পারবেন কি?

উত্তর ঃ অবশ্যই পারবেন। তবে মুহরিম সাথী ছাড়া হাজ্জে যাওয়া তার জন্য বৈধ নয়, হারাম।

হাজ্জ না করে উমরাহ্ করা

প্রশ্ন-৯৯৪. এক ব্যক্তি রমযান মাসে উমরাহ্ করার জন্য মক্কা শরীফ গেলেন। সেখানে রমযান শেষ হয়ে শাওয়ালের মাস শুরু হয়ে গেলো। ঐ ব্যক্তির উপর কি হাজ্জ ফরয হয়ে যাবে? যদি ইতিপূর্বে তিনি হাজ্জ করে থাকেন তবু? আর যিনি এর আগে হাজ্জ করেননি তার ব্যাপারে নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ যদি একবার কেউ হাজ্জ করে থাকেন তাহলে দ্বিতীয়বার তার উপর হাজ্জ ফরয হবেনা। যদি না করে থাকেন তাহলে হাজ্জ ফরয হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, হাজ্জের সময় পর্যন্ত যদি সেখানে থাকা সম্ভব হয় কিংবা ফিরে এসে পুনরায় যাবার সামর্থ্য থাকে। এদুটো শর্তের কোন একটি না পাওয়া গেলে হাজ্জ ফরয হবে না।

হাজ্জের জন্য পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন আছে কি?

প্রশ্ন-৯৯৫. হাজ্জের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি নেয়া জরুরী কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ হাজ্জ যদি ফরয হয়ে যায় তাহলে সেই হাজ্জের জন্য পিতামাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু নফল হাজ্জের জন্য অবশ্যই তাদের অনুমতির প্রয়োজন আছে। তাদের অনুমতি ছাড়া নফল হাজ্জ করা উচিত নয়।

পিতামাতা হাজ্জ না করে থাকলে সন্তানের হাজ্জ হবে কি?

প্রশ্ন-৯৯৬. পিতামাতা হাজ্জ করেননি, এমনকি তাদের উপর হাজ্জ ফরযও নয় কিন্তু সন্তানের উপর হাজ্জ ফরয হলো, এমতাবস্থায় সে হাজ্জ করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ যদি কারো হাজ্জ করার মত সামর্থ্য থাকে তাহলে পিতামাতা হাজ্জ না করে থাকলেও তার উপর হাজ্জ ফরয। আর ফরয হাজ্জ করার জন্য পিতামাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই।

না বালিগের হাজ্জ

প্রশ্ন-৯৯৭. যদি কেউ না বালিগ ছেলে-মেয়েকে সাথে নিয়ে হাজ্জ করে সেই হাজ্জ কি ফরয হবে নাকি নফল?

উত্তর ঃ নাবালিগ ছেলেমেয়ের হাজ্জ নফল বলে গণ্য হবে। কিন্তু বালিগ হওয়ার পর তাদের কারো যদি হাজ্জ করার সামর্থ্য হয় তাহলে পুনরায় হাজ্জ করা তাদের উপর ফরয।

যারা সাউদী আরবে চাকুরীরত তাদের হাজ্জ ও উমরাহ্

প্রশ্ন-৯৯৮. যে ব্যক্তি চাকুরীর জন্য জিদ্দা কিংবা সাউদী আরব অবস্থান করেন তার হাজ্জ বা উমরাহ সম্পর্কে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

উত্তর ঃ কেউ চাকুরীর উদ্দেশ্যে সাউদী আরব গেলে এবং হাজ্জের সময় বাইতুল্লাহ পৌঁছার সুযোগ বা অবকাশ থাকলে তার উপর হাজ্জ ফরয হয়ে যায়। তাছাড়া যাদের উমরাহ করার সুযোগ আছে তারা যদি উমরাহ করেন, সে তো উত্তম কথা।

ঋণ করে হাজ্জ করা

প্রশ্ন-৯৯৯. এক ব্যক্তি যায়িদকে বললেন, 'আপনি হাজ্জ করতে চাইলে যান, টাকা যা লাগে দেবো, পরে সময় ও সুযোগ মত পরিশোধ করে দেবেন।' এমতাবস্থায় ঋণের টাকায় যায়িদের হাজ্জ হবে কি?

উত্তর ঃ যদি হাজ্জ ফরয হয় এবং সময়মত ঋণও পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই (ঋণ করে হলেও) হাজ্জ করা উচিত। আর যদি হাজ্জ ফরয না হয় তবু ঋণের টাকা দিয়ে হাজ্জ করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে সেই হাজ্জ নফল বলে গণ্য হবে।

আত্মসাৎকৃত টাকায় হাজ্জ

প্রশ্ন-১০০০. এক ব্যক্তি অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করলো। যার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা। সে যদি হাজ্জ করে, তার হাজ্জ হবে কিনা? এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ অপরের সম্পদ জোর করে দখল করা কিংবা আত্মসাৎ করা কবীরাহ গুনাহ্।

এরূপ ব্যক্তি যদি হাজ্জ করে, তাহলে হাজ্জের যে ফায়দা পাওয়ার কথা তা সে পাবেনা। হাজ্জে যাবার আগে প্রত্যেকেরই উচিত তার যিম্মায় যদি কারো কোন অধিকার থেকে থাকে তা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া। কারো আমানত থাকলে তা ফিরিয়ে দেয়া। কোন বস্তু জবরদখল করে থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা। এসব কাজ না করে হাজ্জে গেলে তা হবে নাম কা ওয়াস্তের হাজ্জ। হাদীসে বলা হয়েছে–

'এক ব্যক্তি বহুদূর থেকে সফর করে বাইতুল্লাহ্য় গেলো। মাথার চুল উসকো খুসকো, শরীর ধুলো মলিন। সে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলো— 'হে প্রভু! হে আমার প্রতিপালক!' অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, এমনকি শরীরের পোশাকটিও হারাম টাকায় কেনা। তার দু'আ কীভাবে কবুল হতে পারে!'

অবৈধ অর্জনকারী যদি হালাল টাকায় হাজ্জ করে

প্রশ্ন-১০০১. আমি যেখানে চাকুরী করি সেখানে উপরি আয় অনেক। কিন্তু আমি বেতনের টাকা (যা হালাল) পৃথক করে রাখছি। সেই টাকা দিয়ে আমি এবং আমার স্ত্রী হাজ্জ করতে পারবো কি? উল্লেখ্য যে, বেতনের টাকার মধ্যে একটি টাকাও হারাম নেই।

উত্তর ঃ আপনি যখন দাবী করছেন আপনার বেতনের হালাল টাকা দিয়ে হাজ্জ করবেন। তাহলে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কী? তাছাড়া আপনার উপরি আয় কথাটি দিয়ে যদি হারাম উপার্জন বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আপনার প্রশ্নটি এভাবে করা উচিত ছিলো— আমি হালাল উপার্জনের টাকা জমা করছি এবং হারাম উপার্জনের টাকা খাচ্ছি, আমার এ কাজ কেমন?

হাদীসে বলা হয়েছে—

'হারাম খাদ্য ও পানীয় দিয়ে যে শরীর গঠিত হয়, তা জাহান্নামেরই উপযোগী।'

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে—

'এক ব্যক্তি অনেক দূর থেকে সফর করে হাজ্জের জন্য এলো। মাথার চুল উসকো খুসকো, শরীর ধুলো ধূসরিত। সে কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে লাগলো— হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সবই হারাম। তার দু'আ কবুল হতে পারে কীভাবে?'

এ কথা বলার উদ্দেশ্য– হাজ্জ করতে চাইলে হারামের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং খাস দিলে তাওবা করে তারপর হাজ্জের প্রস্তুতি নিতে হবে।

ইহ্‌রাম বাঁধার পর অসুস্থতার কারণে উমরাহ্ করতে না পারলে

প্রশ্ন-১০০২. উমরার জন্য আমি ২৭ রমযান জিদ্দা থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছিলাম। হঠাৎ আমার শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। চলাফেরা করতেও অক্ষম হয়ে পড়ি। ফলে উমরাহ না করেই ইহ্‌রাম খুলে ফেলি। এখন এ গুনাহ্ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

উত্তর ঃ ইহ্‌রাম বেঁধে পুনরায় খুলে ফেলার কারণে আপনার উপর একটি দম (কুরবানী) ওয়াজিব হয়ে গেছে এবং উমরার কাযা আদায় করাও আপনার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

যিলহাজ্জ মাসে হাজ্জের আগে ক'টি উমরাহ্ করা যায়?

প্রশ্ন-১০০৩. হাজ্জের দিনগুলোতে (অর্থাৎ জিলহাজ্জের ১ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত) মানুষ যখন ইহ্‌রাম বেঁধে পবিত্র মক্কা নগরীতে উপস্থিত হয় তখন একটি উমরাহ্ করেই ইহ্‌রাম খুলে ফেলে। প্রশ্ন হচ্ছে, হাজ্জের আগে সর্বোচ্চ ক'টি উমরাহ্ করা যেতে পারে?

উত্তর ঃ হাজ্জের আগে বেশি উমরাহ না করা উচিত। হাজ্জ শেষ করার পর যত খুশি (উমরাহ্) করা যেতে পারে। তবে হাজ্জের আগে বেশি বেশি তাওয়াফ করায় কোনো দোষ নেই।

আরাফাতের দিন (৯ যিলহাজ্জ) থেকে ১৩ যিলহাজ্জ পর্যন্ত উমরাহ্ করা

প্রশ্ন-১০০৪. আমার এক বন্ধু বলেছেন, আরাফাতের দিন থেকে নিয়ে ১৩ যিলহাজ্জ পর্যন্ত উমরাহ্ করা নিষিদ্ধ। যদি নিষিদ্ধ হয়, তার কারণ কী?

উত্তর ঃ ৯ যিলহাজ্জ (আরাফাতের দিন) থেকে ১৩ যিলহাজ্জ (এই পাঁচ দিন) হাজ্জের জন্য নির্দিষ্ট। এ দিনগুলোতে উমরাহ্ করার অনুমতি নেই। সেজন্য এই পাঁচদিন উমরাহ্ করাকে মাকরূহ্ তাহ্‌রীমী বলা হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির জন্য উমরাহ্

প্রশ্ন-১০০৫. আমার মরহুমা আম্মাজানের জন্য শাওয়াল মাসে একটি উমরাহ্ করার ইচ্ছে করেছি। কিভাবে সম্পন্ন করলে আম্মাজান তার সওয়াব পাবেন?

উত্তর ঃ দু'ভাবেই তা করা যেতে পারে। এক ঃ আপনি নিজের নামে উমরাহ্ করে তারপর তার সওয়াব আপনার আম্মার নামে বখ্‌সে দেবেন। দুই ঃ আপনি ইহ্‌রাম বাঁধার সময় নিয়ত করবেন যে, আপনি এ উমরাহ্ আপনার মরহুমা আম্মার পক্ষ থেকে পালন করছেন।

হাজ্জ ও উমরার কতিপয় পরিভাষা[১]

আইয়্যামে তাশরীক ঃ যিলহাজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে 'আইয়্যামে তাশরীক' বলে। কারণ এই তিনদিন ৯ এবং ১০ যিলহাজ্জ তারিখের মত প্রত্যেক নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ' পড়া হয় এ জন্য।

আইয়্যামে নহর ঃ যিলহাজ্জ মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখ (আসর) পর্যন্ত সময়কে 'আইয়্যামে নহর' (বা কুরবানীর দিনসমূহ) বলা হয়।

আফাকী ঃ সেইসব হাজীদেরকে 'আফাকী' বলা হয় যারা মীকাতের পরিসীমার বাইরে বসবাস করেন। যেমন ভারতী, বাংলাদেশী, মিশরী ইত্যাদি।

আরাফাত ঃ মক্কা মুকাররমা থেকে প্রায় ৯ মাইল (সাড়ে ১৪ কিঃ মিঃ প্রায়) পূর্বদিকে একটি মাঠ। যেখানে ৯ যিলহাজ্জ হাজীগণ অবস্থান করেন।

ইফরাদ ঃ শুধু হাজ্জের নিয়তে ইহ্রাম বেঁধে হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করা।

ইয্তিবা ঃ ইহ্রামের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখাকে ইয্তিবা' বলে।

ইস্তিলাম ঃ হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর)-কে চুমো দেয়া, কিংবা হাত দিয়ে স্পর্শ করা অথবা হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়েমেনীকে হাত দিয়ে ঈশারা করা।

ইয়াওমুল আরাফা ঃ যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখকে ইয়াওমুল আরাফা বলা হয়। এই দিনে হাজীগণ আরাফাতের মাঠে অবস্থান করেন।

ইয়ালামলাম ঃ মক্কা মুকাররমা থেকে দু'মনজিল দক্ষিণে একটি পাহাড়ের নাম। বর্তমানে তা সা'দীয়া নামে পরিচিত। এটি ভারত, বাংলাদেশ সহ পূর্বাঞ্চলের হাজীদের মীকাত (ইহ্রাম বাঁধার স্থান)।

ওকূফ ঃ ওকূফ অর্থ অবস্থান করা। হাজ্জের পরিভাষায় আরাফাতের ময়দান এবং মুযদালিফায় একটি নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করাকে 'ওকূফ' বলে।

---

১. লেখক এ অংশটি কোনো প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। হাজ্জের পরিভাষা জানা হাজ্জ ও উমরাহ্ পালনকারীদের জন্য আবশ্যক ও সুবিধাজনক, একথা ভেবে এ অংশটি জুড়ে দিয়েছেন। আমরাও এ অংশটির হুবহু অনুবাদ করে দিলাম। তবে যেহেতু এটি কোনো প্রশ্নের অংশ নয় তাই আমরাও এখানে প্রশ্নের নম্বর দেয়া থেকে বিরত রইলাম। —অনুবাদক।

উমরাহ্ ঃ হাল্লা অথবা মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়া সাঈ করাকে উমরাহ্ বলে।

কাস্‌র ঃ চুল ছোট করাকে 'কাস্‌র' বলে।

কার্‌ণ ঃ মক্কা মুকাররমা থেকে প্রায় ৪২ মাইল (৬৮ কিঃ মিঃ প্রায়) দক্ষিণে অবস্থিত একটি পাহাড়। এটি নজদে ইয়েমেন, নজদে হিজায এবং নজদে তিহামা অঞ্চলের হাজীদের জন্য মীকাত।

কিরান ঃ একই সাথে হাজ্জ ও উমরার নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ্ এবং তারপর হাজ্জ করাকে 'কিরান' বলে।

জামরাত বা জিমার ঃ মিনায় তিনটি জায়গায় শয়তানের প্রতীক স্থাপন করা আছে, সেখানে হাজীগণ (শয়তানকে উদ্দেশ্য করে) কংকর নিক্ষেপ করেন। তার মধ্যে যেটি মসজিদে খায়িফের নিকটে পশ্চিম দিকে অবস্থিত সেটিকে 'জুমরাতুল উলা' বলে। আর যেটি মক্কা মুকাররমার দিকে মাঝে অবস্থিত সেটিকে 'জুমরাতুল ওস্‌তা' এবং সবচেয়ে দূরে যেটি অবস্থিত সেটিকে 'জুমরাতুল কুবরা' বলে। অবশ্য এটিকে 'জুমরাতুল আকাবা' এবং 'জুমরাতুল উখরা' ও বলে।

জাবালে রহমত ঃ আরাফাতের মাঠে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম।

জান্নাতুল মা'আল্লা ঃ মক্কা মুকাররমার কবরস্থানকে 'জান্নাতুল মা'আল্লা' বলে।

জুহ্‌ফাহ্ ঃ মক্কা মুকাররমা থেকে তিন মনজিল দূরে 'রাবিগ' এর নিকটবর্তী একটি এলাকার নাম। শাম বা সিরিয়া থেকে আগত হাজীগণ এখান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধেন।

তাসবীহ্ ঃ 'সুবহানাল্লাহ্' বলাকে 'তাসবীহ্' বলে। •

তামাত্তু' ঃ হাজ্জের মাসে ইহ্‌রাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ্ করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলে পুনরায় হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধে হাজ্জ সম্পন্ন করাকে তামাত্তু' বলে।

তাওয়াফ ঃ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সাতবার বাইতুল্লাহ্‌কে কেন্দ্র করে চক্কর লাগানোকে তাওয়াফ বলে।

তালবিয়াহ্ ঃ 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক; ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাক, ওয়ালমুলকা লা শারীকা লাকা।'

ইহ্‌রাম বেঁধে এই দু'আ পড়াকে 'তালবিয়াহ্' বলে।

তাহ্লীল ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়াকে 'তাহলীল' বলে।

দম ঃ ইহ্রাম অবস্থায় কতিপয় নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলার প্রতিকার স্বরূপ ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি যবাহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সেগুলোকে হাজ্জের পরিভাষায় 'দম' বলে।

মাসজিদে খায়িফ ঃ মিনায় অবস্থিত বড়ো মসজিদের নাম। যা মিনার উত্তর দিকে পাহাড় সংলগ্ন অবস্থিত।

মাসজিদে নামিরাহ্ ঃ আরাফাতের মাঠের একপাশে অবস্থিত মসজিদের নাম।

মাওকুফ ঃ অবস্থানের জায়গা। হাজ্জের পরিভাষায় আরাফাতের ময়দান এবং মুযদালিফাকে 'মাওকুফ' বলা হয়।

মাকামে ইবরাহীম ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন, সেই পাথরটিকে জালি দিয়ে ঘিরে কা'বার পূর্বদিকে যমযমের নিকট রাখা হয়েছে। তা মাকামে ইবরাহীম নামে পরিচিত।

মাতাফ ঃ বাইতুল্লাহ্র চারদিকে তাওয়াফ করার জন্য যে জায়গা নির্দিষ্ট, তাকে 'মাতাফ' বলা হয়।

মারওয়া ঃ বাইতুল্লাহ্র পশ্চিম উত্তর কোণে অবস্থিত একটি পাহাড়, যেখানে এসে হাজীগণ সাঈ শেষ করেন।

মীকাত ঃ ঐসব স্থানকে মীকাত বলা হয়, হাজীগণ যেখান থেকে ইহ্রাম বেঁধে থাকেন।

মীলাইন আখদারীন ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝামাঝি মাসজিদে হারামের দেয়ালে দুটো সবুজ রঙের চিহ্নকে মীলাইন আখদারীন বলে। চিহ্নিত স্থানের মধ্যস্থিত অংশটুকু দৌড়ে চলতে হয়।

মুফরাদ ঃ যিনি মীকাত থেকে শুধু হাজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধেন।

মুদ্দাঈ ঃ দু'আ করার জায়গা। মসজিদে হারাম এবং মক্কা মুকাররমার কবরস্থানের মাঝামাঝি একটি জায়গা, যেখানে দাঁড়িয়ে দু'আ করে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব।

মুলতাযিম ঃ হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহ্র দরোজার মধ্যস্থ্ দেয়াল, যা স্পর্শ করে দু'আ করা সুন্নাত।

মুযদালিফা ঃ মিনা এবং আরাফাতের মধ্যবর্তী একটি ময়দান। যা মিনা থেকে ৩ মাইল (৪.৮ কিঃ মিঃ প্রায়) পূর্ব দিকে অবস্থিত।

মুহরিম ঃ যিনি হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন তাঁকে 'মুহরিম' বলা হয়।

মুহাস্‌সার ঃ মুযদালিফা সংলগ্ন একটি এলাকা। চলার সময় সেখানে দ্রুত অতিক্রম করতে হয়। কারণ বাইতুল্লাহ্ ধ্বংস করতে আসা হাতী বাহিনীর উপর এখানেই আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হয়েছিলো।

যমযম ঃ মসজিদে হারামে কা'বা সংলগ্ন একটি বিখ্যাত ঝর্ণার নাম। যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মায়ের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। এটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অন্যতম কুদরত।

যাতি ইর্‌ক ঃ একটি স্থানের নাম। যা অধুনা বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মক্কা মুকাররমা থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত। এটি ইরাক থেকে আগত হাজীদের মীকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান।

যুল হুলাইফা ঃ মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে প্রায় ছ'মাইল (৯½ কিঃ মিঃ প্রায়) দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। মদীনা থেকে আগত হাজীগণের মীকাত। বর্তমান এটি 'বিরে আলী' নামে পরিচিত।

রমল ঃ তাওয়াফের (সাত চক্করের মধ্যে) প্রথম তিন চক্কর বুক ফুলিয়ে দ্রুত (বীরের মত) চলাকে 'রমল' বলে।

রামী ঃ (শয়তানের উদ্দেশ্যে) কংকর নিক্ষেপ করাকে 'রামী' বলে।

রুকনে ইয়ামানী ঃ কা'বা শরীফের দক্ষিণ পশ্চিম কোণকে রুকনে ইয়ামানী বলে। যা ইয়েমেনের দিকে অবস্থিত।

শাউত ঃ খানায়ে কা'বার চারদিক একবার ঘুরে আসাকে 'শাউত' বলে।

সাঈ ঃ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে সাতবার দৌড়ানোকে সাঈ বলে।

সাফা ঃ বাইতুল্লাহ্‌র দক্ষিণ দিকে একটি ছোট পাহাড়ের নাম। হাজীগণ এখান থেকে সাঈ শুরু করেন।

হাজারে আসওয়াদ ঃ অর্থ কালো পাথর। খানায়ে কা'বার পূর্ব দক্ষিণ কোণে বুক সমান উঁচু করে দেয়ালের সাথে সেটে দেয়া হয়েছে। চারদিক রূপা দিয়ে মুড়ানো। তাওয়াফের সময় একে চুমো খেতে হয়।

হাতীম ঃ আল্লাহ্‌র ঘরের উত্তর পাশের সীমানা সংলগ্ন একটি জায়গা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে তাকে 'হাতীম' বা 'খাতীরাহ্' বলে। নবী করীম (সা)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির কিছুদিন আগে কুরাইশরা কা'বা শরীফ পুন:নির্মাণের

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো এবং একথার সাথে সবাই একমত হয়েছিলো যে, এ ঘর নির্মাণে কেবলমাত্র হালাল সম্পদ-ই ব্যবহার করা হবে। যখন দেখা গেলো তাদের যে সম্পদ তা দিয়ে পুরো অংশ পুন:নির্মাণ সম্ভব নয়, তখন উত্তর দিকে প্রায় ছয় গজ পরিমাণ জায়গা তারা ছেড়ে দিয়ে কা'বা ঘর পুন:নির্মাণ করলো। সেই ছেড়ে দেয়া অংশ 'হাতীম' নামে পরিচিত।

হাদী ঃ হাজীগণ কুরবানীর জন্য যে পশু সাথে নিয়ে যান তাকে 'হাদী' বলা হয়।

হারাম ঃ খানায়ে কা'বা সংলগ্ন চারদিকের একটি নির্দিষ্ট এলাকে 'হারাম' বলা হয়। এলাকাটি চিহ্নিত করা আছে। সেই চিহ্নিত এলাকার মধ্যে শিকার করা, গাছ কাটা, চারণভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হারাম।

হাল্‌ক ঃ মাথা মুড়িয়ে ফেলাকে 'হাল্‌ক' বলা হয়।

হাল্লা ঃ হারামের নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে মীকাত পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ এলাকা তাকে হাল্লা বলে। হারামের মধ্যে যেসব কাজ নিষিদ্ধ তা হাল্লার মধ্যে বৈধ।

হাজ্জের প্রকারভেদ

প্রশ্ন-১০০৬. আমি এক মাওলানা সাহেবের কাছে শুনেছি হাজ্জ তিন প্রকার। ১. কিরান ২. তামাত্তু ৩. ইফরাদ। পৃথক পৃথকভাবে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। এগুলোর মধ্যে কোন পদ্ধতি উত্তম? যার উপর হাজ্জ ফরয তিনি উল্লেখিত কোন পদ্ধতি অনুসরণ করবেন? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ হাজ্জে কিরান ঃ মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধার সময় হাজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহ্‌রাম বেঁধে, মক্কা মুকাররমা পৌঁছে প্রথমে উমরা করবেন, তারপর (ইহ্‌রাম না খুলে সেই ইহ্‌রামেই) হাজ্জ আদায় করবেন এবং ১০ যিলহাজ্জ 'রামী' ও কুরবানীর পর ইহ্‌রাম খুলে হালাল হবেন।

হাজ্জে তামাত্তু ঃ মীকাত থেকে উমরার নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা মুকাররমায় গিয়ে উমরা শেষ করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলবেন। তারপর ৮ যিলহাজ্জ পুনরায় হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধবেন। ১০ যিলহাজ্জ 'রামী' এবং কুরবানী শেষ করে ইহ্‌রাম খুলবেন।

হাজ্জে ইফরাদ ঃ মীকাত থেকে শুধু হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধে হাজ্জ শেষ করে ১০ যিলহাজ্জের রামীর পর ইহ্‌রাম খুলে ফেলবেন (এ অবস্থায় কুরবানী ওয়াজিব হয় না)। প্রথম পদ্ধতি উত্তম। দ্বিতীয় পদ্ধতি সহজ এবং তৃতীয় পদ্ধতি থেকে উত্তম। যিনি হাজ্জ করবেন তিনি এর যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

বদলি হাজ্জ

কার পক্ষ থেকে বদলি হাজ্জ করানো জরুরি

প্রশ্ন-১০০৭. বদলি হাজ্জ কার পক্ষ থেকে করতে হয়? বদলি হাজ্জের নিয়ম ও শর্তাবলী কি কি?

উত্তর ঃ যার উপর হাজ্জ ফরয ছিলো কিন্তু করা সম্ভব হয়নি, তবে মৃত্যুর সময় তাঁর সম্পদ থেকে বদলি হাজ্জ করানোর ওসিয়াত করে গেছেন, এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলি হাজ্জ করানো তাঁর ওয়ারিশদের উপর ফরয।

হাজ্জ ফরয ছিলো কিন্তু করে যাননি এবং এমন সম্পদও রেখে যাননি যার এক তৃতীয়াংশ থেকে হাজ্জ করানো যায় কিংবা বদলি হাজ্জ করানোর জন্য ওসিয়াতও করে যাননি। এসব অবস্থায় বদলি হাজ্জ করানো তাঁর ওয়ারিশদের উপর বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু যদি ওয়ারিশগণ তাঁর পক্ষ থেকে বদলি হাজ্জ করিয়ে দেয়, তবে আশা করা যায় আল্লাহ্ তাঁকে ফরয হাজ্জের দায়মুক্ত করে দেবেন।

কোনো ব্যক্তি জীবিত আছেন এবং তাঁর উপর হাজ্জও ফরয হয়ে গেছে কিন্তু শরঈ ওজরের কারণে তিনি হাজ্জে যেতে পারছেন না কিংবা এমন অসুস্থ যে সুস্থতার কোনো আশা-ই আর তার নেই। এমতাবস্থায় তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে বদলি হাজ্জের জন্য পাঠানো জায়েয আছে।

বদলি হাজ্জ করতে পারেন কে?

প্রশ্ন-১০০৮. যিনি নিজের পক্ষ থেকে হাজ্জ করেননি তিনি কি কারো পক্ষ থেকে বদলি হাজ্জ করতে পারবেন? অনেকে বলেন, নিজে হাজ্জ না করলে বদলি হাজ্জ করা যায় না। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ হ্যাঁ পারবেন। তবে হানাফী মাযহাব মতে যিনি নিজের হাজ্জ করেননি তাকে দিয়ে বদলি হাজ্জ করানো মাকরূহ্ বা খিলাফে আওলা। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিকে দিয়ে হাজ্জ করালে হাজ্জ আদায় হয়ে যাবে।

মুহাররাম সাথী ছাড়া হাজ্জ

প্রশ্ন-১০০৯. স্বামী স্ত্রী উভয়েই হাজ্জে যাচ্ছেন। স্বামী সৎ এবং পরহেজগার। স্ত্রীর এক আত্মীয় তাদের সাথে হাজ্জে যেতে ইচ্ছুক। আত্মীয়ার সম্পর্ক এমন, স্ত্রীর উপস্থিতিতে তার স্বামীর সাথে সেই মহিলার বিয়ে বৈধ নয়। যেমন স্ত্রীর ভাইয়ের মেয়ে কিংবা বোনের মেয়ে প্রমুখ। এরূপ অবস্থায় তাদের সাথে হাজ্জে যাওয়া সেই মহিলার বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ মুহাররাম তো তাকেই বলে, যার সাথে কোনো দিনই বিয়ে বৈধ হয় না। স্ত্রীর ভাইঝি, বোনঝি (এদের সাথে বিয়ে সাময়িকভাবে হারাম, কাজেই) এরাও গাইরি মুহাররামের অন্তর্ভুক্ত। মুহাররাম সঙ্গী ছাড়া হাজ্জে যাওয়া তাদের জন্য জায়েয নয়।

দুর্বল ও বুড়ো মহিলা যদি গাইরি মুহাররাম পুরুষের সাথে হাজ্জ করতে চায়

প্রশ্ন-১০১০. ৫০/৬০ বৎসর বয়সের কোনো মহিলা যদি ৬০/৭০ বৎসর বয়সী গাইরি মুহাররাম কোনো পুরুষের সফর সঙ্গী হয়ে হাজ্জ করতে চায়, করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ গাইরি মুহাররাম কোনো পুরুষের সাথে গিয়ে হাজ্জ কিংবা উমরা করা কোনো মহিলার জন্যই জায়েয নেই। চাই তিনি যুবতী হোন অথবা বুড়ি।

ভাগ্নেকে সাথে নিয়ে মামীর হাজ্জ করা

প্রশ্ন-১০১১. স্বামীর ভাগ্নেকে নিয়ে স্ত্রী হাজ্জে যেতে পারবে কি? তাদের সম্পর্ক তো মামী ভাগ্নের?

উত্তর ঃ শরঈ দৃষ্টিতে মামী মুহাররাম নয়। এজন্য স্বামীর আপন ভাগ্নের সাথেও হাজ্জে যাওয়া জায়েয নয়।

কোনো মহিলা যদি আমরণ মুহাররাম সাথী না পায় সে কী করবে?

প্রশ্ন-১০১২. এক মহিলা বয়স প্রায় ৬৩ বছর। মুহাররাম কোনো সাথী না পাওয়ায় হাজ্জে যেতে পারছেন না, এখন তিনি কী করবেন ?

উত্তর ঃ মুহাররাম সাথী ছাড়া কোনো মহিলার (একাকী) হাজ্জ করা জায়েয নেই। সারা জীবনেও যদি তিনি মুহাররাম সঙ্গীর ব্যবস্থা করতে না পারেন তাহলে তার উপর হাজ্জ ফরয হয় না। তবে যদি হাজ্জে যাওয়ার মত অথবা অন্যকে হাজ্জ করানোর মত সামর্থ্য থাকে তাহলে মৃত্যুর সময় বদলি হাজ্জ করিয়ে দেয়ার জন্য ওসিয়াত করা যেতে পারে।

ইহ্‌রাম

গোসলের পর ইহ্‌রাম বাঁধার আগে সুগন্ধি ব্যবহার

প্রশ্ন-১০১৩. গোসলের পর এবং ইহ্‌রাম বাঁধার আগে শরীরে ও ইহ্‌রামের কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা যায় কি? তেল এবং সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে শরঈ বিধান কী?

উত্তর ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার আগে তেল এবং সুরমা ব্যবহার জায়েয। তবে কাপড়ে এরূপ সুগন্ধি লাগানো জায়েয যার কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না। যেসব সুগন্ধির চিহ্ন কাপড়ে লেগে যায় সেগুলো ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

মীকাতের ফলক ও তানঈমের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন-১০১৪. মক্কা শরীফে হারামের পর মীকাতের যে ফলক লাগানো রয়েছে তাতে লেখা আছে– "অমুসলিমের জন্য সামনে যাওয়া নিষিদ্ধ।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইহ্‌রাম কি সেখান থেকে বাঁধলেই হবে নাকি তানঈমে গিয়ে মসজিদে আয়িশা (রা) থেকে বাঁধলে হবে? মীকাতের ফলক এবং তানঈমের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ঃ ওগুলো মীকাতের ফলক নয়, ওগুলো হচ্ছে হারাম শরীফের এলাকা চিহ্নিত করার ফলক। তানঈমও হারাম শরীফের বাইরে অবস্থিত। সেজন্য চিহ্নিত ফলকের বাইরের এলাকা এবং তানঈমের এলাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মক্কাবাসী তানঈম থেকে ইহ্‌রাম বাঁধে, তার কারণ হারাম শরীফের বাইরের এলাকাসমূহের মধ্যে এটি নিকটতর। তাছাড়া উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশাও (রা) সেখান থেকে উমরার জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। আবার অনেকে জী'রানা নামক স্থান থেকেও উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন। কারণ নবী করীম (সা) হুনাইন যুদ্ধের পর সেখান থেকে উমরার জন্য ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন। মক্কার অধিবাসীদের জন্য শুধু এ দুটো স্থানই ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য নির্দিষ্ট নয়। হারাম শরীফের সীমানার বাইরে যে কোনো জায়গা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা তাঁদের জন্য জায়েয।

ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় মাথা ও মুখমণ্ডলের ঘাম মুছে ফেলা

প্রশ্ন-১০১৫. মুহরিম অবস্থায় হাত কিংবা কাপড় দিয়ে মাথা ও মুখমণ্ডলের ঘাম মুছে ফেলা জায়েয কি?

উত্তর ঃ এরূপ করা মাকরুহ্‌।

প্রশ্ন-১০১৬. মুহরিম অবস্থায় হাজারে আসওয়াদ চুমো দেয়া এবং মুলতাযিম স্পর্শ করা জায়েয কি? আমাদের এক মাওলানা সাহেব বলেছেন, সেখানে যদি আতর লাগানো থাকে তাহলে তা স্পর্শ করা যাবে না।

উত্তর ঃ হাজারে আসওয়াদ এবং মুলতাযিমে যদি আতর লেগে যায় তাহলে তা স্পর্শ করা জায়েয নয়।

শীতের কারণে ইহ্‌রাম অবস্থায় সুয়েটার বা চাদর ব্যবহার করা

প্রশ্ন-১০১৭. অত্যধিক শীতের কারণে কেউ যদি ইহ্‌রামের দুটো কাপড় ছাড়াও আরও অতিরিক্ত কাপড় ব্যবহার করতে চায় যেমন সুয়েটার, চাদর ইত্যাদি, করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ এরূপ অবস্থায় গরম চাদর ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু মাথা ঢাকা যাবে না। তবে যেসব কাপড় সেলাই করা সেগুলো ব্যবহার করা যাবে না।

ইহ্‌রামের সময় মহিলাদের চেহারা খোলা রাখা

প্রশ্ন-১০১৮. আমি শুনেছি হাদীসে বলা হয়েছে, ইহ্‌রামের সময় মহিলাদের চেহারা ঢেকে রাখা যাবে না, খোলা রাখতে হবে। তাহলে তারা পুরুষ থেকে পর্দা করবে কিভাবে?

উত্তর ঃ এটি ঠিক যে, ইহ্‌রামের অবস্থায় মহিলাদের চেহারা ঢেকে রাখা জায়েয নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় তাদেরকে পর্দা করতে হবে না। যথাসাধ্য পর্দা করা আবশ্যক। সম্ভব হলে মাথায় শেড জাতীয় কিছু লাগিয়ে তারপর একটি কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া। তবে সতর্ক থাকতে হবে, সেই কাপড়টি যেন চেহারা স্পর্শ না করে। অথবা হাতে একটি পাখা রাখতে পারেন যা দিয়ে চেহারাকে আড়াল করে রাখা যায়। অবশ্য একথা ঠিক, হাজ্জের এ দীর্ঘ সফরে মহিলাদের সত্যিকার পর্দা করা খুবই কঠিন কাজ। তবু চেষ্টা করে যেতে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন।

পুরুষ ও মহিলাদের ইহ্‌রামের পার্থক্য

প্রশ্ন-১০১৯. পুরুষরা তো ইহ্‌রামের জন্য সেলাই ছাড়া দুটো কাপড় ব্যবহার করেন। মহিলারা ইহ্‌রামের সময় কী ধরনের কাপড় পরবেন? আমাদের ইহ্‌রাম কি বাড়ি থেকে বেঁধে বেরুতে হবে?

উত্তর ঃ ইহ্‌রামের সময় সেলাই করা কাপড় ব্যবহার করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। এজন্য তারা ইহ্‌রামের সময় সেলাই ছাড়া দু'প্রস্থ কাপড় ব্যবহার করেন (একটি পরিধেয় হিসেবে এবং অপরটি চাদর হিসেবে)। ইহ্‌রামের জন্য মহিলাদের নির্দিষ্ট কোনো কাপড় নেই। এজন্য তারা যে কোনো ধরনের কাপড় পরে ইহ্‌রাম বাঁধতে পারেন। মহিলাদের ইহ্‌রাম মূলত চেহারায়। সেজন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা নিষেধ। অবশ্য পর্দার জন্য ১০১৮ নং প্রশ্নে বর্ণিত নিয়ম পালন করা যেতে পারে।

হাজ্জের ইহ্‌রাম মীকাত থেকে বাঁধা প্রয়োজন। বাড়ি থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে হাজ্জের জন্য বেরুতে হবে এটি জরুরি নয়।

ইহ্‌রাম অবস্থায় মহিলাদের মাথার কাপড়ের উপর মাসেহ্‌ করা

প্রশ্ন-১০২০. যেসব মহিলা হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন, বার বার তাদের মাথার কাপড় খুলতে কষ্ট হয়, এমতাবস্থায় ওযুর সময় মাথার কাপড় না খুলে কাপড়ের উপর মাসেহ্‌ করলে জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ মহিলারা যে রুমাল, স্কার্ফ অথবা ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে রাখেন ইহ্‌রামের সাথে মূলত তার কোনো সম্পর্ক নেই। মাথার চুল যাতে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য এটি ব্যবহার করা হয়। এই রুমাল বা স্কার্ফের উপর মাসেহ্‌ করা জায়েয নয়। স্কার্ফ খুলে তারপর মাথা মাসেহ করতে হবে। যদি কেউ এরূপ করেন তার ওযু, নামায, তাওয়াফ, হাজ্জ বা উমরা কিছুই হবে না। কারণ উক্ত কাজগুলো বিনা ওযুতে করা জায়েয নেই। যেহেতু মাথা মাসেহ করা ফরয তাই মাথা মাসেহ ছাড়া ওযুও শুদ্ধ হবে না।

ইহরাম বাঁধার আগেই মাসিক শুরু হলে

প্রশ্ন-১০২১. জিদ্দা রওয়ানা হওয়ার আগেই যদি মাসিক শুরু হয়ে যায় তাহলে ইহরাম বাঁধা যাবে কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ মাসিকের সময় মহিলারা ইহ্‌রাম বাঁধতে পারেন। তবে ইহ্‌রাম বাঁধার পর যে দু'রাকায়াত নামায পড়া হয় তা তারা আদায় করতে পারবেন না। শুধু হাজ্জ কিংবা উমরার নিয়ত বেঁধে তালবিয়া পড়তে থাকবেন।

হাজ্জের সময় পর্দা

প্রশ্ন-১০২২. আজকাল অনেকেই হাজ্জে যান কিন্তু পর্দা করেন না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় পর্দা করলে চেহারার উপর কাপড়ের স্পর্শ লেগে যায়, এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে পর্দা করবো। আপনি মেহেরবানী করে এ সম্পর্কে জানাবেন।

উত্তর ঃ হাজ্জের সময়ও পর্দা সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। ইহ্‌রাম বাঁধার পর মহিলাদের কপালের উপর এমন ধরনের শেড্‌ (Shade) বা শক্ত কাপড় বেঁধে নেয়া উচিত যাতে পর্দাও হয়ে যায় আবার চেহারায় সেই কাপড়ের স্পর্শও না লাগে।

তাওয়াফের সময় ছাড়া অন্য সময় কাঁধ খোলা রাখা

প্রশ্ন-১০২৩. হাজ্জ এবং উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার পর অনেকে কাঁধ খোলা রাখেন, এ সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ জানতে চাই।

উত্তর ঃ হাজ্জ এবং উমরার যে তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়া সাঈ করা হয় সেই তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা করা জরুরী। রমল বলা হয় বুক ফুলিয়ে কাঁধ ঢুলিয়ে বীরদর্পে চলাকে আর ইযতিবা বলা হয় ডান কাঁধ খোলা রেখে ডান বগলের নিচ দিয়ে চাদর পরাকে।[1] এরূপ তাওয়াফ ছাড়া অন্য সময় বিশেষ করে নামাযে কাঁধ খোলা রাখা মাকরুহ।

একবার ইহ্‌রাম বেঁধে একাধিক উমরা করা

প্রশ্ন-১০২৪. আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি এ বৎসর হাজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। মক্কা মুআয্‌যামায় অবস্থানকালীন সময়ে আমি আমার পিতামাতার পক্ষ থেকে পাঁচটি উমরা করতে চাই। সেই উমরার জন্য হুদূদের বাইরে তানঈম অথবা জীরানা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে তাও জানি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, একবার ইহ্‌রাম বেঁধে একাধিক উমরা করা যাবে, নাকি প্রত্যেক উমরার জন্য পৃথক পৃথকভাবে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে?

উত্তর ঃ প্রত্যেক উমরার জন্য আলাদাভাবে ইহরাম বাঁধতে হবে। একবার ইহ্‌রাম বেঁধে তাওয়াফ ও সাঈ করার পর ইহ্‌রাম খুলে পুনরায় তানঈম কিংবা জীরানা গিয়ে নতুন করে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। এক ইহ্‌রামে একাধিক উমরাহ্‌ জায়েয নয়। আর উমরাহ্‌ (তাওয়াফ ও সাঈ) করার পর যতক্ষণ চুল ছেটে কিংবা কেটে ইহ্‌রাম খোলা না হবে ততক্ষণ দ্বিতীয় উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধাও জায়েয নেই।

শুধু উমরার জন্য রওয়ানা হলে কোথা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে?

প্রশ্ন-১০২৫. আমি এক কিতাবে দেখেছি আফাকী কেউ যদি হাজ্জের নিয়তে রওয়ানা হয় তাকে মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে–

ক. যদি কেউ হাজ্জের ইচ্ছে না করে শুধু উমরার জন্য রওয়ানা দেয় তাহলে মীকাত থেকে ইহ্‌রাম না বেঁধে হুদূদে হারামের বাইরে (যেমন জিদ্দা) থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে পারবে কিনা?

খ. জিদ্দা গিয়ে দু'একদিন অবস্থান করার পর উমরা করার ইচ্ছে হলো; এমতাবস্থায় সে কোথা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে?

উত্তর ঃ মীকাতের বাইরে যারা বসবাস করেন তারা হাজ্জ কিংবা উমরার জন্য বেরুলে ইহ্‌রাম বাঁধা ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা তাদের জন্য জায়েয নেই। কেউ

---

১. 'রমল' ও ইযতিবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য হাজ্জ ও উমরার পরিভাষা শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য। – অনুবাদক

মীকাত অতিক্রম করে সামনে চলে গেলে, পুনরায় ফিরে এসে মীকাত থেকে তাকে ইহ্রাম বাঁধতে হবে। এরূপ না করলে একটি দম ওয়াজিব হবে।

যে ব্যক্তি মক্কা মুকাররমা যাবার নিয়তে ঘর থেকে বেরিয়েছে, দু'একদিন জিদ্দা অবস্থান করা তার জন্য কোনো ব্যাপার নয়। আর এজন্য তাকে 'আহলু হাল্লা' বা হাল্লার অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য করা যাবে না। হ্যাঁ, যদি কেউ জিদ্দা পর্যন্ত সফর করার নিয়তেই বাড়ি থেকে বের হয় এবং সেখানে পৌঁছে মক্কা মুকাররমায় যাবার ইচ্ছা করে তাকে আহলে হাল্লার মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

যারা মক্কায় বসবাস করেন তারা কোথা থেকে ইহ্রাম বাঁধবেন

প্রশ্ন-১০২৬. আমরা যারা মক্কা মুকাররমায় মীকাতের সীমানার ভেতর বসবাস করি। ফরয হাজ্জ কিংবা উমরার জন্য আমরা কি বাসা থেকেই ইহ্রাম বাঁধতে পারি, নাকি ইহ্রাম বাঁধার জন্য মীকাতে যেতে হবে?

উত্তর : যারা মীকাত এবং হারামের সীমানার মাঝামাঝি বসবাস করেন তারা হাল্লার অধিবাসী বলে গণ্য হবেন। হাজ্জ এবং উমরার জন্য তারা হারাম শরীফের সীমানার বাইরে যে কোনো জায়গা থেকে ইহ্রাম বাঁধতে পারেন। আর যারা মক্কা মুকাররমায় বা হারাম শরীফের সীমানার ভেতর বসবাস করেন তারা হাজ্জের ইহ্রাম হারাম শরীফের সীমানার ভেতর থেকেই বাঁধতে পারবেন, তবে উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধতে হবে হারাম শরীফের সীমানার বাইরে থেকে। যেমন মক্কা শরীফের অধিবাসীগণ হাজ্জের ইহ্রাম মক্কা শরীফ থেকেই বেঁধে থাকেন কিন্তু তারা উমরার ইহ্রাম বাঁধেন তানঈমে অবস্থিত মসজিদে আয়িশা অথবা জীরানা থেকে।

যারা প্লেনে চড়ে মক্কায় যাবেন তারা কোথা থেকে ইহরাম বাঁধবেন

প্রশ্ন-১০২৭. রিয়াদ থেকে প্লেনে হাজ্জ কিংবা উমরার জন্য গেলে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছামাত্র প্লেন থেকে ঘোষণা করা হয়– 'মীকাত এসে গেছে, আপনারা ইহ্রাম বেঁধে নিন।' অনেকে ওযু করে প্লেনেই ইহ্রাম বেঁধে নেন আবার অনেকে জিদ্দা এয়ারপোর্ট নেমে ওযু কিংবা গোসল করে ইহ্রাম বাঁধেন। তারপর দু'রাকায়াত নামায় পড়ে মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা দেন। জিদ্দা থেকে মক্কা যাওয়ার পথেও মীকাত রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, প্লেন থেকে যে মীকাতের ঘোষণা দেয়া হয় সেখান থেকে ইহ্রাম না বেঁধে জিদ্দা থেকে বাঁধলে কোনো দোষ আছে কিনা?

উত্তর : যারা মীকাত পার হয়ে জিদ্দা আসেন তাদের মীকাত থেকেই ইহ্রাম বাঁধা উচিত। ইহ্রাম বাঁধার সময় নফল পড়া সুন্নাত। সম্ভব না হলে নফল পড়া ছাড়াও ইহ্রাম বাঁধা জায়েয। জিদ্দা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে কোনো মীকাত নেই।

অবশ্য জিদ্দা মীকাতের ভেতরে, না জিদ্দা-ই স্বয়ং মীকাত এ সম্পর্কে ইখতিলাফ (মতানৈক্য) আছে। যারা প্লেনে জিদ্দায় আসেন তাদের উচিত প্লেনে আসন গ্রহণের আগে অন্তত ইহ্‌রামের চাদরটি পরে নেয়া। তারপর মীকাতের ঘোষণা হলে পুরো ইহ্‌রাম বেঁধে নেয়া। জিদ্দা পৌঁছানোর প্রতীক্ষা না করা উচিত।

প্রশ্ন-১০২৮. উমরা করার জন্য রওয়ানা হলে বাসা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে নাকি জিদ্দা পৌঁছে ইহ্‌রাম বাঁধলে হবে?

উত্তর ঃ মীকাত পার হওয়ার আগে ইহ্‌রাম বাঁধা ফরয। প্লেনে সফর করলে প্লেনে উঠার আগে ইহ্‌রাম বেঁধে নেয়া ভালো। জিদ্দা পৌঁছে ইহ্‌রাম বাঁধার ব্যাপারে আলিমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। সতর্কতা স্বরূপ জিদ্দা পৌঁছার আগেই ইহ্‌রাম বেঁধে নেয়া উচিত।

ইহ্‌রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করলে

প্রশ্ন-১০২৯. উমরা শেষ করে আমি মদীনা শরীফ চলে যাই এবং সেখানে আসর ও মাগরিব নামায আদায় করে জিদ্দা চলে আসি। মীকাত অতিক্রম করে জিদ্দা এসে রাত কাটাই। পরদিন ভোরে মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা দেই এবং মক্কা শরীফের কাছাকাছি এক জায়গা থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা করি। মীকাত অতিক্রম করে ইহ্‌রাম বেঁধে যে উমরা করেছি তাতে কোনো অসুবিধা আছে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যদি আপনি নিয়ত করে থাকেন মক্কা গিয়ে উমরা করবেন, এমতাবস্থায় মীকাত অতিক্রমের সময় ইহ্‌রাম বাঁধা আপনার জন্য অপরিহার্য ছিলো। যেহেতু আপনি তা করেননি, তাই আপনার উপর 'দম' ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যদি তখন জিদ্দা পৌঁছার নিয়ত করে থাকেন এবং জিদ্দা পৌঁছার পর উমরার নিয়ত করেন তাহলে আপনার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

প্রশ্ন-১০৩০. এক ব্যক্তি হাজ্জের জন্য সৌদী আরব গেলেন। কিন্তু প্রথমে রিয়াদ অবস্থান করলেন, তারপর মদীনা পৌঁছুলেন। সেখান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা শরীফ পৌঁছে উমরাহ্ করলেন। পুনরায় রিয়াদ ফিরে গেলেন। তারপর হাজ্জের এক সপ্তাহ আগে ইহ্‌রাম ছাড়া মক্কা মুকাররমায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। কেউ বললেন, 'আপনি ভুল করেছেন। এখানে বিনা ইহ্‌রামে আসা উচিত হয়নি।' তখন তিনি তানঈম গিয়ে ইহ্‌রাম বেঁধে এসে উমরাহ্ করলেন। এতে কি তার ভুল সংশোধন হয়েছে? নাকি তার উপর দম ওয়াজিব রয়ে গেছে?

উত্তর ঃ প্রশ্ন থেকে বুঝা যায়, তিনি মীকাত অতিক্রমের সময় মক্কা মুকাররমায় যাওয়ার ইচ্ছা করেননি। বরং রিয়াদ এবং মদীনা মুনাওওারায় গিয়ে সেখান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা করেছিলেন। তাই ইহ্‌রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রমের জন্য তাকে দম দিতে হবে না। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন তিনি রিয়াদ থেকে বিনা ইহ্‌রামে মক্কা শরীফ পৌছেছিলেন তখন তার উপর দম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিলো। তানঈমে গিয়ে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধায় সেই ভুলের সংশোধন হবেনা এবং দম দেয়াও স্থগিত হবেনা। হাঁ, যদি তিনি মীকাতে ফিরে যেতেন এবং সেখান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে হাজ্জ কিংবা উমরার জন্য আসতেন তাহলে দম মাফ হয়ে যেত।

ইহরাম মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া

প্রশ্ন-১০৩১. হাজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য যেমন কিছু শর্ত মানা হয় তেমনিভাবে ইহ্‌রাম খোলার জন্যও কিছু শর্ত আছে। যেমন চুল কাটানো। প্রশ্ন হচ্ছে, চুল কাটাতে হলে কতটুকু পরিমাণ কাটা শর্ত, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ইহ্‌রাম মুক্ত হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডানো উত্তম এবং চুল ছোট করা জায়েয। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে, ইহ্‌রাম খোলার শর্ত হচ্ছে— কমপক্ষে মাথার এক চতুর্থাংশের চুল আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ কাটতে হবে। যদি মাথার চুল আঙ্গুলের এক করের চেয়ে কম লম্বা হয় তাহলে চেঁছে ফেলতে হবে। নইলে ইহরাম খোলা যাবে না।

উমরাহ্ শেষ করে মাথা কামানোর আগে ইহ্‌রাম খুলে ফেললে

প্রশ্ন-১০৩২. দু'বছর আগে উমরাহ্ করার জন্য গিয়েছিলাম। প্রায় দশদিন মক্কা মুকাররমায় ছিলাম। শেষ দিন যখন উমরাহ্ করছিলাম তখন বেশ তাড়া ছিলো। কারণ চার ঘন্টা পরেই ছিলো আমার ফ্লাইট। ভয় হচ্ছিলো হয়তো ফ্লাইট মিস করে ফেলবো। তাড়াহুড়োর ভেতর উমরাহ্ শেষ করে মাথা কামানোর আগেই ইহরাম খুলে অন্য পোশাক পরে ফেলি তারপর মাথার চুল কাটাই। তখন ব্যস্ততার কারণে একথাও স্মরণ ছিলোনা যে, আমি ভুল করছি। দেশে এসে এক বন্ধুর সাথে আলাপচারিতার সময় হঠাৎ মনে হলো, আমি মাথা মুণ্ডনের আগেই সেদিন ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছিলাম। মেহেরবানী করে বলবেন আমার উপর দম ওয়াজিব হয়েছে কিনা? যদি দম ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে তা কোথায় দিতে হবে, মক্কা মুকাররমায় নাকি অন্য কোথাও? ইনশাআল্লাহ আমি এ বছর হাজ্জে যাবার ইচ্ছে করেছি, হাজ্জের আগেই সেই দম দিতে হবে, না হাজ্জের পর কুরবানীর সময় দিলেই হবে।

উত্তর ঃ এই ভুলের জন্য আপনার উপর দম ওয়াজিব হয়নি, তবে সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ (অর্থাৎ ১ কেজি ৭০০ গ্রাম) সাদাকা ওয়াজিব হয়ে গেছে। আপনি যে কোনো জায়গা থেকে তা আদায় করলেই হয়ে যাবে।

ইহ্‌রাম খোলার জন্য কতটুকু চুল কাটাতে হবে

প্রশ্ন-১০৩৩. হাজ্জ অথবা উমরার পর চুল কাটাতে হয়। অনেকে সামান্য কিছু চুল কাটিয়েই খালাস। এ সম্পর্কে শরঈ দৃষ্টিকোণ কী? এরূপ করে ইহ্‌রাম খোলা জায়েয কি?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে ইহ্‌রাম খোলার আগে কমপক্ষে মাথার এক চতুর্থাংশের চুল আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ কাটা শর্ত। যারা সামান্য কিছু চুল কাটিয়ে নেন তারা ঠিক করেন না। এজন্য দম ওয়াজিব হয়ে যায়।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, মাথার এক চতুর্থাংশের চুল কাটানো ইহ্‌রাম খোলার শর্ত। কিন্তু মাথার কিছু চুল কেটে কিছু রেখে দেয়া জায়েয নয়। হাদীসে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই মাথার এক চতুর্থাংশের চুল কাটালে ইহ্‌রাম খোলা যাবে সত্যি, তবে সব চুল না কাটানোর জন্য গুনাহ্‌গার হতে হবে।

প্রশ্ন-১০৩৪. এবার উমরার সময় অনেক লোককে দেখলাম উমরার পর চুল না কাটিয়েই ইহ্‌রাম খুলে ফেলছেন। আবার অনেকে মাথার চার পাশ থেকে সামান্য চুল কাটিয়ে মন্তব্য করেন— যেখানে মাথার এক চতুর্থাংশের চুল কাটানোর নির্দেশ সেখানে এই তো ঢের। আবার অনেকে মেশিন দিয়ে চুল কাটায়, এরূপ করা কেমন? এভাবে ইহ্‌রাম খুললে দম ওয়াজিব হবে কি? না হলে সুন্নাত পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ হাজ্জ কিংবা উমরার ইহ্‌রাম খোলার জন্য চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রত্যেকটি পদ্ধতির হুকুম আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করছি—

এক. সম্পূর্ণ মাথার চুল চেঁছে ফেলা।[1] একে হাজ্জের পরিভাষায় হাল্‌ক বলা হয়। এ পদ্ধতিটি উত্তম। কারণ হাল্‌ককারীদের জন্য নবী করীম (সা) তিনবার রহমতের দু'আ করেছেন। যিনি হাজ্জে গিয়ে নবী করীম (সা)-এর (রহমতের) দু'আ থেকে বঞ্চিত রইলেন, তিনি তো বিরাট কিছু থেকেই বঞ্চিত রয়ে গেলেন। এজন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে— যারা হাজ্জের পর ইহ্‌রাম খুলবেন তারা যেন সকলেই মাথা

---

১. এ পদ্ধতিটি মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। — অনুবাদক

কামিয়ে নেন এবং রাসূলের (সা) দু'আ থেকে যেন কেউ মাহরুম না হন।

দুই. কাঁচি অথবা মেশিন দিয়ে মাথার সব চুল ফেলে দেয়া। এ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে জায়েয।

তিন. কমপক্ষে মাথার এক চতুর্থাংশের চুল ফেলে দেয়া। এ পদ্ধতি মাকরূহ তাহ্রীমী। কারণ হাদীসে মাথার আংশিক চুল কাটাতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য কেউ এ ধরনের কাজ করলে সে ইহ্রাম মুক্ত হয়ে যাবে। তবে তার ভেবে দেখা উচিত, এরূপ অসুন্দর একটি কাজের মাধ্যমে হাজ্জ কিংবা উমরার ইহ্রাম খোলা ঠিক কিনা।

চার. মাথার বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু চুল কেটে ফেলা। (সেগুলোর সমষ্টি যদি এক চতুর্থাংশের সমান কিংবা তার চেয়ে বেশী হয়, তাহলে তিনি ইহরাম মুক্ত হয়ে যাবেন। যদিও এটি সুন্নাতের খেলাফ। —অনুবাদক) আর যদি তা মাথার এক চতুর্থাংশের চেয়ে কম হয় তাহলে তিনি ইহ্রাম মুক্ত হবেন না। এরূপ করার পর যদি তিনি সেলাই করা কাপড় চোপড় পরেন কিংবা এমন কোনো কাজ করেন যা মুহরিম অবস্থায় করা জায়েয নেই তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

আজকাল অনেক লোক অপরের দেখাদেখি এমনটি করে থাকেন। ফলে তারা সর্বদা মুহরিম বলে গণ্য হন এবং যা কিছু করেন তা নিষিদ্ধ কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। অথচ তারা নিজেদেরকে হাজ্জ সমাপণকারী হাজী মনে করেন।

উমরার ইহ্রাম খোলার পর এবং হাজ্জের ইহরাম বাঁধার আগে স্ত্রীর সাথে বিছানায় যাওয়া

প্রশ্ন-১০৩৫. তামাত্তু হাজ্জের নিয়তে ইহ্রাম বেঁধে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছে কেউ উমরা করে ইহ্রাম খুলে ফেললেন। এমতাবস্থায় হাজ্জের জন্য পুনরায় ইহ্রাম বাঁধার আগে তিনি স্ত্রীর সাথে বিছানায় যেতে পারবেন কি? যদি কেউ যান তার হাজ্জ কবুল হবে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ উমরা শেষ করে ইহ্রাম খোলার পর থেকে হাজ্জের ইহ্রাম বাঁধার আগ পর্যন্ত যে সময়টুকু অবকাশ পাওয়া যায়– সেই সময়ে ঐসব জিনিস হালাল, যা মুহরিম অবস্থায় হারাম ছিলো। তাই এ সময়ে কেউ তার স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে হাজ্জের কোন ক্ষতি হবে না।

মুহরিমের জন্য স্ত্রী কখন হালাল হয়

প্রশ্ন-১০৩৬. তাওয়াফে যিয়ারাত না করলে নাকি স্ত্রী তার জন্য হারামই থেকে যায়,

এটি কি ঠিক? মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানাবেন। আর কুরবানীর আগে তাওয়াফে যিয়ারত করা যায় কি?

উত্তর ঃ যতক্ষণ তাওয়াফে যিয়ারত করা না হবে ততক্ষণ স্ত্রী সম্ভোগ হালাল হবে না। স্ত্রী সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহ্‌রাম অবশিষ্ট থেকে যাবে। কুরবানীর আগে তাওয়াফে যিয়ারত জায়েয। তবে উত্তম হচ্ছে পরে করা।

ইহ্‌রাম বাঁধার পর হাজ্জ না করে ফিরে আসা

প্রশ্ন-১০৩৭. আকাশ পথে হাজ্জে যান এমন অনেক যাত্রী বাসা থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে এয়ারপোর্ট গিয়ে থাকেন। যদি দুর্ঘটনাবশত কিংবা কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে কেউ হাজ্জে যেতে পারলেন না, ফিরে এলেন। এমতাবস্থায় তিনি কী করবেন? ইহ্‌রাম থেকে হালাল-ই বা হবেন কিভাবে?

উত্তর ঃ বাসা থেকে ইহ্‌রামের চাদর পরা যেতে পারে কিন্তু ইহরাম বেঁধে বেরুনো ঠিক নয়। ইহরাম তখনই বাঁধা উচিত যখন সিট কনফার্ম হয়ে যায়। ইহরাম বাঁধা বলতে হাজ্জ কিংবা উমরার উদ্দেশ্যে তালবিয়া পড়া শুরু করা।

ইহরাম বেঁধে ফেলেছে কিন্তু হাজ্জে যেতে পারলো না, এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে অন্য হাজীদের মাধ্যমে কুরবানীর টাকা মক্কায় পাঠিয়ে দিতে হবে এবং দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে নিতে হবে যে, অমুক দিন তিনি কুরবানীর পশু যবেহ করে দেবেন। যেদিন কুরবানীর পশু যবেহ করা হবে সেদিন সে ইহ্‌রাম খুলে ফেলবে এবং পরের বছর গিয়ে সেই হাজ্জের কাযা আদায় করে নেবে।

ইহ্‌রাম অবস্থায় শরীর নাপাক হয়ে গেলে

প্রশ্ন-১০৩৮. ইহরাম বাঁধার পর কোনো পুরুষ কিংবা মহিলা যদি ওজরবশত নাপাক হয়ে যায়, সেজন্য তাকে দম দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ না, সেজন্য কোন দম বা কাফফারা দিতে হবে না।

নাপাকীর কারণে ইহ্‌রামের নিচের কাপড় বদলে নেয়া

প্রশ্ন-১০৩৯. আল্লাহ আমাকে অনেকগুলো উমরাহ্‌ করার সৌভাগ্য দান করেছেন। আমি প্লেনে উঠার আগেই ইহরাম বেঁধে নেই। কিন্তু বার্ধক্যের কারণে বারবার পেশাব করতে হয়। প্লেনের টয়লেট এতো সংকীর্ণ যে, কাপড় নাপাকী থেকে রক্ষা করা যায় না, এমতাবস্থায় পরিধেয় কাপড়টি বদলে নেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, ইহ্‌রামের আরেক প্রস্থ কাপড় পরে আগেরটি বদলে নিলেই হয়ে যাবে।

মুহরিম অবস্থায় চুল ঝরে পড়লে

প্রশ্ন-১০৪০. আমার চুল এবং দাড়ি এমনিই ঝরে পড়ে যায়। শুনেছি ইহরাম অবস্থায় যতগুলো চুল পড়বে ততগুলো কুরবানী করতে হবে, এটি তো আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যতটি চুল ঝরে পড়বে ততটি কুরবানী করতে হবে এ মাসয়ালা ভুল। অবশ্য সতর্কতার সাথে ওযু করা উচিত (যাতে মাথা মাসেহের সময় হাতের চাপে চুল ঝরে না পড়ে)। তবু যদি দু'একটি ঝরে পড়ে সেজন্য কিছু দান সাদকা করলেই যথেষ্ট।

উমরা শেষে এবং হাজ্জের আগে ইহরামের কাপড় ধুয়ে নেয়া

প্রশ্ন-১০৪১. তামাত্তু হাজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে উমরাহ্ করার পর, ৮ই যিলহাজ্জ হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার আগে তা ধুয়ে নেয়া উচিত, নাকি না ধুয়েই তা ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর ঃ তামাত্তু হাজ্জের ইহরাম বেঁধে উমরাহ্ করার পর ইহ্‌রামের কাপড় ধুয়ে নেয়া জরুরী নয়। যদি তা পাক হয়, তাহলে সেই কাপড়েই হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা যাবে।[১]

ইহ্‌রামের কাপড় ব্যবহারের পর কাউকে তা দিয়ে দেয়া

প্রশ্ন-১০৪২. হাজ্জের পর আমাদের ব্যবহৃত ইহরামের কাপড় কোনো গরীবকে দান করা যাবে কি? যদি দান না করে নিজে ব্যবহার করে তাহলে?

উত্তর ঃ ব্যবহৃত ইহ্‌রামের কাপড় নিজেও ব্যবহার করতে পারবে আবার ইচ্ছে করলে কাউকে দান করতেও পারবে। উল্লেখ্য যে, ইহরামে ব্যবহৃত কাপড় হাজ্জের পর যে কোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয।

তাওয়াফ

তাওয়াফের আগে সাঈ করা

প্রশ্ন-১০৪৩. হারামাইন শারীফাইনে নামায পড়ার জন্য ওষুধ ব্যবহার করে মহিলাদের মাসিক বন্ধ রাখা জায়েয কি?

---

১. সতর্কতা স্বরূপ ৩/৪ সেট ইহ্‌রামের কাপড় নিয়ে যাওয়া ভালো। – অনুবাদক

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জায়েয আছে।

প্রশ্ন-১০৪৪. আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে— মহিলাদের বিশেষ পিরিয়ডে তাওয়াফ না করে তাওয়াফের আগে সাঈ করা যাবে কিনা? যদি না যায় তাহলে উমরাহ্ করবেন কিভাবে? পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, নাকি ইহ্রাম খুলে ফেলবেন?

উত্তর ঃ তাওয়াফের আগে সাঈ করা ঠিক নয়। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করে ইহ্রাম খুলবেন। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ইহ্রাম অবস্থায় থাকবেন।

আযানের সময় তাওয়াফ শুরু করা

প্রশ্ন-১০৪৫. আযানের সময় তাওয়াফ শুরু করা জায়েয কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আযান ও নামাযের মাঝে যদি এতটুকু বিরতি থাকে যাতে তাওয়াফ শেষ করা যায়, তাহলে আযানের সময় তাওয়াফ শুরু করায় কোনো দোষ নেই।

তাওয়াফের সময় কাউকে কষ্ট দেয়া

প্রশ্ন-১০৪৬. দেখা যায় অনেকে তাওয়াফের সময় খুব তাড়াহুড়ো করে। এত দ্রুত চলে যে সামনে কেউ থাকলে তাকে ধাক্কা দিয়ে অগ্রসর হতে চায়, এরূপ করা কেমন?

উত্তর ঃ তাওয়াফের সময় কাউকে ধাক্কা দেয়া খুব খারাপ কাজ।

হাজারে আসওয়াদকে চুমো দেয়ার নিয়ম

প্রশ্ন-১০৪৭. অনেক হাজী সাহেব আছেন তাওয়াফের এক চক্কর দিয়েই হাজারে আসওয়াদকে ৭ বার হাতের ইশারায় চুমো দেন তারপর পরের চক্কর শুরু করেন। এতে তাওয়াফে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এরূপ করা ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ সাতবার চুমো দেয়া ঠিক নয়, একবার চুমো দেয়াই যথেষ্ট। তাওয়াফ শুরু করার আগে এবং প্রতিটি চক্কর শেষ করে হাজারে আসওয়াদকে চুমো খেতে হয়। যদি সরাসরি চুমো খাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে হাতের ঈশারা করে চুমো খেতে হবে। (হাজারে আসওয়াদকে চুমো দেয়া সুন্নাত। —অনুবাদক)

তাওয়াফের প্রতিটি চক্করে নতুন দু'আ পড়া

প্রশ্ন-১০৪৮. তাওয়াফের প্রতি চক্করেই কি নতুন দু'আ পড়তে হবে, নাকি অন্য যে কোনো দু'আ পড়লেই হবে?

উত্তর ঃ প্রত্যেক চক্করেই আলাদা আলাদা দু'আ পড়তে হবে এটি জরুরী নয়। বরং যে দু'আ পড়লে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায় সেই ধরনের দু'আ পড়া উচিত। নবী

করীম (সা) রুকনে ইয়েমেনী ও হাজারে আসওয়াদ এর মধ্যবর্তী স্থানে 'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাহ্ ওয়া কিনা আযাবান্নার'— এই দু'আ পড়েছেন বলে বর্ণিত আছে। তাওয়াফের সাত চক্করের জন্য যে সাতটি দু'আ কিতাবে দেখতে পাওয়া যায় তা সরাসরি রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত নয়। কতিপয় বুজুর্গের রেফারেন্সে তা বর্ণিত। সাধারণ লোক তা সঠিকভাবে বলতেও পারে না এবং তার অর্থ এবং তাৎপর্যও বুঝতে পারে না। তাওয়াফের সময় উচ্চস্বরে সেগুলো তারা পড়ার চেষ্টা করে, এতে অন্যদের অসুবিধা হয়। আবার অনেকে জোরে জোরে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকেন এটিও ঠিক নয়। চার কালিমা, দরূদ শরীফ, অথবা অন্য যে কোনো দু'আ ইচ্ছানুযায়ী চুপি চুপি পড়া যেতে পারে।

বাইতুল্লাহ্‌র দেয়ালে চুমো দেয়া

প্রশ্ন-১০৪৯. বাইতুল্লাহর দেয়ালে চুমো খাওয়া যায় কি? যদি কেউ এরূপ করে সেকি গুনাহ্গার হবে? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ শুধু হাজারে আসওয়াদকে চুমো দিতে হবে। অন্য কোথাও চুমো দেয়া মাকরূহ্ এবং আদবের খেলাফ।

উমরার তাওয়াফের সময় হাতিমের ভেতর পাশ দিয়ে চক্কর দেয়া

প্রশ্ন-১০৫০. আমি এবং আমার এক বন্ধু হাজ্জে গিয়েছিলাম। আমরা কিরান হাজ্জের জন্য ইহ্রাম বেঁধেছিলাম। যখন তাওয়াফ করছিলাম তখন অত্যধিক ভিড়ের চাপে পড়ে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ চক্করে হাতিমের ভেতর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলাম, প্রথমে ব্যাপারটি বুঝতে পারিনি, যখন হাতিমের অপর দিক দিয়ে বেরুলাম তখন বুঝতে পারলাম। এভাবে আমাদের একটি চক্কর অপূর্ণাঙ্গ থেকে গেল, এটি আর পুনরায় করিনি। ব্যাপারটি নিয়ে তখন গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশও পাইনি। কিন্তু এখন অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছি। কারণ উমরার প্রতিটি চক্করই ওয়াজিব। আর আমি কিরান হাজ্জ আদায়কারী হিসেবে ওয়াজিব তরক করায় দম প্রদান বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। আমি এখন কিভাবে তা আদায় করতে পারি মেহেরবানী করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আপনি আর আপনার বন্ধুর তাওয়াফের এক চক্কর বাদ পড়ায় আপনাদের প্রত্যেকের উপর একটি করে দম ওয়াজিব হয়ে গেছে। কিরান হাজ্জ আদায়কারীর দম দুটো ওয়াজিব হয় কিন্তু এখানে আপনাদের জন্য তা প্রযোজ্য হয়নি। দম আদায় করার নিয়ম হচ্ছে— আপনারা মক্কা মুকাররমা গমনকারী যে কোনো ব্যক্তির নিকট

এই পরিমাণ টাকা পাঠিয়ে দেবেন যাতে তিনি সেই টাকা দিয়ে ছাগল কিনে হদূদে হারামের মধ্যে যবেহ করে গরীব মিসকিনদের মধ্যে সেই গোশ্ত বিলিয়ে দিতে পারেন। ধনী বা সচ্ছল ব্যক্তি সেই গোশ্ত খেতে পারবেন না।

তাওয়াফের পর দু'রাকায়াত নামায পড়া

প্রশ্ন-১০৫১. তাওয়াফ শেষে যে দু'রাকাআত নামায পড়তে হয় তা কি মাকামে ইবরাহীমেই পড়তে হবে, না অন্য কোথাও পড়লে চলবে? মেহেরানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যদি সম্ভব হয় তবে মাকামে ইবরাহীমে পড়া উত্তম। সম্ভব না হলে হাতিমের ভেতর পড়ে নিতে পারে। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে যে কোনো জায়গায় তা পড়া যাবে। এমন কি হারাম শরীফের বাইরে নিজের ঘরে এসেও যদি পড়ে তবু দোষের কিছু নেই।

তাওয়াফের সময় ওযু নষ্ট হয়ে গেলে

প্রশ্ন-১০৫২. কা'বা শরীফ তাওয়াফের সময় ওযু নষ্ট হয়ে গেলে অবশিষ্ট তাওয়াফ কিভাবে শেষ করতে হবে? আর যদি আরাফাতে কিয়ামের সময় কিংবা সাঈ করার সময় ওযু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে?

উত্তর ঃ তাওয়াফের জন্য ওযু শর্ত। তাই তাওয়াফের সময় ওযু নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় ওযু করে অবশিষ্ট তাওয়াফ শেষ করতে হবে। আর যদি পুনরায় ওযু করে নতুনভাবে তাওয়াফ শুরু করতে চায়, তাও জায়েয আছে। অবশ্য আরাফাতে কিয়াম এবং সাঈ করার জন্য ওযু শর্ত নয়। যদি ওযু ছাড়াও এ কাজগুলো কেউ করে, আদায় হয়ে যাবে।

উমরার তাওয়াফের সময় মাসিক শুরু হলে

প্রশ্ন-১০৫৩. এক মেয়ে তার পিতামাতার সাথে উমরাহ্ ও মদীনা শরীফ যিয়ারতের জন্য রওয়ানা হলো। রওয়ানা হওয়ার সময় মেয়ে বালিগা (প্রাপ্ত বয়স্কা) ছিলো না। তার বয়স ছিলো প্রায় ১২ বৎসর। মক্কা মুকাররমা পৌঁছে উমরার তাওয়াফ করেছে তারপর সাঈ করেছে। অতপর তার মাকে অত্যন্ত বিচলিতভাবে প্রথম মাসিকের কথা বলে। মা তাকে জিজ্ঞেস করে এটি কখন থেকে শুরু হয়েছে? জবাবে সে বলে, তাওয়াফের সময় শুরু হয়েছে। সেতো না জানার কারণে অবশিষ্ট তাওয়াফ শেষ করেছে এবং সাঈ করেছে, এ অবস্থায় তার উপর কিছু ওয়াজিব রয়ে গেছে কি? থাকলে তা কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ তার উচিত ছিলো উমরার ইহরাম না খোলা। পবিত্র হওয়ার পর পুনরায় তাওয়াফ ও সাঈ করে উমরার ইহরাম খোলা। যাহোক, সে যেহেতু নাবালিগা অবস্থায় ইহরাম বেঁধেছিলো তাই তার উপর কোন দম ওয়াজিব হয়নি। মানাসিক মোল্লা আলী কারীতে বলা হয়েছে–

"এবং যদি ইহরাম অবস্থায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করে বসে সেজন্য সে দায়মুক্ত। এমনকি বালিগ হওয়ার পর পুরোপুরি বুদ্ধি হওয়ার আগেও যদি করে তবু।"

যমযমের পানি পান করার নিয়ম

প্রশ্ন-১০৫৪. হাদীসে বলা হয়েছে যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করার জন্য। প্রশ্ন হচ্ছে, এ নির্দেশ যারা হাজ্জ কিংবা উমরাহ্ করবেন তাদের জন্য, নাকি সকলের জন্যই এ নির্দেশ সমানভাবে কার্যকরী? আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে— যমযমের পানি কি কিবলামুখী হয়ে পান করতে হয়? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যমযমের পানি দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে পান করা মুস্তাহাব। এ নিয়ম শুধু হাজ্জ ও উমরাকারীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। সবার জন্যই প্রযোজ্য।

হাজ্জের সময় করণীয়

হাজ্জের সময় অন্যদেরকে তালবিয়া পড়ানো

প্রশ্ন-১০৫৫. হাজ্জের সময় দেখা যায় একজন জোরে জোরে তালবিয়া পড়ছেন অন্যরা সাথে সাথে তার পুনরাবৃত্তি করছেন। এরূপ করা কেমন?

উত্তর ঃ সাধারণ লোকদের সুবিধার্থে এরূপ করলে তাতে কোনো দোষ নেই। অন্যথায় অন্যের সাথে তাল না মিলিয়ে একাকী পড়া ভালো।

অশিক্ষিত লোকের হাজ্জ

প্রশ্ন-১০৫৬. ধরুন যায়িদ হাজ্জ করতে চায়। সাথে পিতামাতাকে নিয়ে যাবে হাজ্জ করানোর জন্য। কিন্তু তারা লেখা-পড়া জানেন না। এমন কি সূরা ফাতিহা পর্যন্ত সহীহ করে পড়তে পারেন না। চেষ্টা করে শেখানোও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় যায়িদ তাদেরকে নিয়ে হাজ্জে যেতে পারবে কি? কেননা হাজ্জ তো শুধু নামের জন্য নয়, সেখানে গিয়ে তো কিছু করণীয় আছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ হাজ্জে তালবিয়া পাঠ করা ফরয। এটি ছাড়া ইহরাম বাঁধা যাবেনা। তাদেরকে তালবিয়া শেখাতে হবে। যদি মনে রাখতে না পারে তাহলে অন্তত

ইহরাম বাঁধার সময় তাদেরকে তালবিয়ার শব্দগুলো বলে দিতে হবে। তারা শুনে শুনে আপনার সাথে উচ্চারণ করবে। এভাবে তারা ফরযের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

হারামের বাইরে কাতারবন্দী হয়ে নামাযের জামাতে শরীক হওয়া

প্রশ্ন-১০৫৭. হারাম শরীফের ভেতর জায়গা থাকা সত্ত্বেও হারামের বাইরে কাতারবন্দী হয়ে জামায়াতে শরীক হতে চাইলে তাদের নামায হবে কি? অথচ হারাম শরীফ থেকে ৩/৪ শ' গজ কিংবা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ জায়গা খালি পড়ে থাকে। এর মধ্যে কোনো কাতার থাকেনা। আবার অনেকে মিসফালাহ্র সুড়ঙ্গে দাঁড়িয়েও জামায়াতে শরীক হতে চায়। এদের ব্যাপারে শরঈ হুকুম কী?

উত্তর ঃ হারাম শরীফের ভেতর মাঝখানে ফাঁক থাকলেও নামায হয়ে যাবে। আর হারাম শরীফের বাইরে কাতার করলে হারাম শরীফের কাতারের সাথে যদি ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, মাঝে ফাঁক না থাকে তাহলে নামায হবে। আর যদি মাঝে সড়ক কিংবা বেশী পরিমাণ ফাঁক থাকে তবে নামায হবে না।

হাজ্জ সম্পর্কিত মহিলাদের কতিপয় বিধান

প্রশ্ন-১০৫৮. এ বছর হাজ্জে যাবার ইচ্ছা করেছি। কিন্তু একটি ব্যাপারে আমি অত্যন্ত বিচলিত, হাজ্জের সময় যদি মাসিক শুরু হয়ে যায় তাহলে কি করবো? মসজিদে নববীতে যে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়তে হয় তাই বা পড়বো কীভাবে। মেহেরবানী করে সুপরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ মাসয়ালা না জানার কারণে আপনি বিচলিত হচ্ছেন। হাজ্জের সময় একমাত্র বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ছাড়া আর এমন একটি কাজও নেই যা মাসিকের সময় মহিলাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

যদি হাজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধার আগেই মহিলাদের মাসিক শুরু হয়ে যায়, তাহলে গোসল কিংবা ওযু করে ইহ্রাম বেঁধে নেবে। ইহ্রাম বাঁধার আগে যে দু'রাকায়াত নামায (পড়া সুন্নাত) তা পড়বে না। হাজীদের জন্য মক্কা মুকাররমায় পৌঁছে যে তাওয়াফ করা হয় (যাকে তাওয়াফে কুদূম বলে) তা সুন্নাত। মহিলাদের শরীর (মাসিকের কারণে) অপবিত্র থাকলে সেই তাওয়াফ ছেড়ে দেবে। মিনায় যাবার আগে যদি শরীর পাক হয়ে যায় তাহলে তাওয়াফ করে নেবে, নইলে আর কোনো প্রয়োজন নেই। এমনকি সেজন্য কাফ্ফারাও দিতে হবেনা।

যিলহাজ্জের দশ তারিখে দ্বিতীয় তাওয়াফ করা হয় যাকে তাওয়াফে যিয়ারত বলে, এটি হাজ্জের অন্যতম ফরয। যদি তখন কোনো মহিলা অপবিত্র থাকে, সে অপেক্ষা করবে। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ করে নেবে।

তৃতীয় তাওয়াফ করা হয় মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের সময়ে। এটি ওয়াজিব। তখনও যদি কোনো মহিলা অপবিত্র থাকে তাহলে সে এ তাওয়াফ ছেড়ে দেবে। কেননা তার জন্য এ ওয়াজিব মুলতবী হয়ে যায়। মিনা, আরাফাত এবং মুযদালিফায় যেসব অনুষ্ঠান পালন করতে হয় সেজন্য মহিলাদের পবিত্র থাকা শর্ত নয়।

যদি মহিলারা উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে তাহলে পবিত্র হওয়ার আগে তারা তাওয়াফ ও সাঈ করতে পারবে না। আর যদি এমন হয়, উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে কিন্তু মাসিকের কারণে উমরা শেষ করতে পারছেনা, এদিকে মিনায় যাবার সময় হয়ে গেছে, তখন উমরাহ্ ছেড়ে দিয়ে হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। পবিত্র হওয়ার পর যে কোনো এক সময় এ উমরার পরিবর্তে আরেকটি উমরাহ্ করে দিতে হবে।

মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়া পুরুষের জন্য মুস্তাহাব, মহিলাদের জন্য নয়। মহিলাদের জন্য মক্কা মুকাররমা এবং মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে উপস্থিত হয়ে ওয়াক্তিয়া নামায না পড়ে বাড়িতে পড়ে নেয়া উত্তম। এতেই পুরুষের সমান সওয়াব তারা পাবে।

পাতলা ওড়না পরে হারাম শরীফে যাওয়া

প্রশ্ন-১০৫৯. দেখা যায় আমাদের অনেক বোন পাতলা ওড়না পরে হারাম শরীফে আসেন নামায ও তাওয়াফের জন্য। এটি জায়েয কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে কয়েকটি মাসয়ালা ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত।

এক. এরূপ পোশাক পরে মহিলাদের বাইরে যাওয়া হারাম, যে পোশাকের ভেতর দিয়ে শরীর ও চুল দেখা যায়।

দুই. এমন পাতলা ওড়না পরে নামায হয়না যার ভেতর দিয়ে চুল দেখা যায়।

তিন. মক্কা ও মদীনা শরীফ গিয়ে মহিলারা জামায়াতের সাথে নামায পড়তে চান। বিশেষ করে মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে পড়া জরুরী মনে করেন। এ মাসয়ালাটি ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, হারামাইন শরীফাইনে জামায়াতে নামায পড়ার ফযীলত শুধু পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। সেখানে মহিলাদের বাড়িতে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে মসজিদে

গিয়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার চেয়ে ঘরে নামায পড়া তাদের জন্য উত্তম। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, নবী করীম (সা) যখন নিজে নামায পড়াতেন তখন বলতেন–

মসজিদে এসে জামায়াতে নামায পড়ার চেয়ে মহিলাদের ঘরে নামায পড়া উত্তম।

যে নামাযে রাসূল (সা) ইমামাত করতেন এবং সাহাবা কিরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন মুকতাদী হতেন সেই নামাযের জামায়াতের চেয়েও মহিলাদের ঘরে নামায পড়া উত্তম ছিলো। তাহলে বর্তমানে মহিলাদের জন্য জামায়াতে নামায পড়া কি করে উত্তম হতে পারে?

মোটকথা, হারাম শরীফের নামাযের চেয়ে মহিলাদের ঘরে নামায পড়া উত্তম। তারা শুধু তাওয়াফের জন্য হারাম শরীফে যাবেন।

হাজ্জ ও উমরার সময় ওষুধ খেয়ে মাসিক বিলম্বিত করা

প্রশ্ন-১০৬০. হাজ্জ ও উমরার সময় ওষুধ খেয়ে মাসিক (সাময়িক) বন্ধ রাখা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ জায়েয আছে। কিন্তু হাজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানাদি পালনে মাসিকের সময়ও তো কোনো অসুবিধা হয় না, তাহলে মাসিক বন্ধ রাখার ব্যাপারে এতো পেরেশানী কেন? ঐ সময় শুধু তাওয়াফ ছাড়া আর সকল কাজ করাই বৈধ।

হাজ্জের সময় নামায

(বহিরাগত) হাজীগণ মক্কা, মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় মুকীম হিসেবে গণ্য হবেন, নাকি মুসাফির?

প্রশ্ন-১০৬১. (বহিরাগত) হাজীগণ যখন মক্কা শরীফে পনেরো দিনের বেশি অবস্থান করার নিয়ত করেন তখন তারা মুকীম হিসেবে গণ্য হবেন, না মুসাফির? মাঝে পাঁচ দিনের জন্য মিনা ও আরাফাতে গমন করেন, তখন মক্কা শরীফে অবস্থানের হুকুমই প্রযোজ্য হবে, নাকি পৃথক কোনো হুকুম? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ মক্কা, মিনা, আরাফাত এবং মুযদালিফা পৃথক পৃথক স্থান। সবগুলো স্থান মিলিয়ে যদি কেউ পনেরো দিন থাকার নিয়ত করেন তাহলে তিনি মুকীম হবেন না। অথচ যিনি ৮ যিলহাজ্জ মিনায় যাবার পনেরো দিন আগে মক্কা শরীফে আসবেন তিনি মুকীম বলে গণ্য হবেন। মিনা, আরাফাত এবং মুযদালিফায়ও তিনি মুকীম হিসেবেই পুরো নামায পড়বেন। আর যদি মক্কা মুকাররমায় অবস্থানের মেয়াদ

পনেরো দিন পুরা না হয় তাহলে তিনি মক্কায় যেমন মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন, তেমনিভাবে মিনা, আরাফাত এবং মুযদালিফায়ও তাকে মুসাফির হিসেবে কসর নামায পড়তে হবে। তেরো তারিখ মিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর যদি তিনি পনেরো দিন মক্কায়– অবস্থান করার ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি মুকীম হিসেবে বিবেচিত হবেন। আর যদি পনেরো দিন মক্কায় অবস্থানের সুযোগ না থাকে তবে তিনি মুসাফির হিসেবেই থাকবেন।

৮ যিলহাজ্জ মিনা কখন যেতে হবে?

প্রশ্ন-১০৬২. ৮ যিলহাজ্জ মিনা কখন যেতে হবে? সূর্য উঠার আগে মিনা যাওয়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ ৮ যিলহাজ্জ যে কোনো সময় মিনা যাওয়া সুন্নাত। তবে মুস্তাহাব হচ্ছে সূর্যোদয়ের পর রওয়ানা হওয়া এবং সেখানে গিয়ে যোহর নামায পড়া। সূর্যোদয়ের আগে রওয়ানা হওয়া খিলাফে আওলা, তবে জায়েয।

দশ ও এগারো তারিখের মধ্যবর্তী রাত মিনার বাইরে যাপন করা

প্রশ্ন-১০৬৩. এক ব্যক্তি মিনায় কুরবানী করে ইহ্‌রাম খোলার পর দশ ও এগারো যিলহাজ্জ তারিখের মধ্যবর্তী পুরো রাত এবং এগারো তারিখের আধা দিন মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করলেন, বাকী দিন মিনাতে। সেখানে বারো যিলহাজ্জের রামী (কংকর নিক্ষেপ) পর্যন্ত রইলেন। তার ব্যাপারে শরঈ নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ মিনায় রাত কটানো সুন্নাত। তিনি সুন্নাতের বরখেলাপ কাজ করেছেন। অবশ্য সেজন্য তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। হাজ্জ হয়ে যাবে।

হাজীগণ মিনা এবং আরাফাতে পুরো নামায পড়বে, না কসর পড়বে

প্রশ্ন-১০৬৪. এ বছর আমি হাজ্জে গিয়েছিলাম। প্রথমে গিয়ে মদীনা শরীফ যিয়ারত করেছি, সেখান থেকে মক্কা শরীফ আসার পর হাজ্জের টাইম হয়ে গেছে। তখন মক্কা থেকে মিনায় গিয়ে অবস্থান করি এবং সকল ওয়াক্তের নামায কসর পড়ি। এতে আমার নামায হয়েছে কি?

উত্তর ঃ যদি আপনি মিনা যাবার পনেরো দিন আগে মক্কা শরীফ পৌছে থাকেন তাহলে আপনি মুকীম ছিলেন এবং পুরো নামায পড়াই আপনার উপর বাধ্যতামূলক ছিলো। মিনা ও মুযদালিফায়ও। আর যদি মিনা রওয়ানা হবার পনেরো দিন আগে মক্কা শরীফে না পৌছে থাকেন তাহলে আপনি মুসাফির হিসেবেই ছিলেন। তাই মক্কা মুকাররমায় এবং মিনায় যেসব নামায কসর পড়েছেন তা সঠিক হয়েছে।

ওকুফে আরাফাতের নিয়ত কখন করতে হবে

প্রশ্ন-১০৬৫. কখন থেকে আরাফাতে অবস্থানের নিয়ত করতে হবে?

উত্তর ঃ পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে পড়ার সাথে সাথে ওকুফে আরাফাতের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। যাওয়াল বা সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে যখনই আরাফাতে প্রবেশ করবে তখনই নিয়ত করতে হবে। যদি নিয়ত না করে তবু ওকুফে আরাফাত হয়ে যাবে এবং ফরয আদায় হবে।

আরাফাতের ময়দানে যোহর এবং আসর নামায কেন কসর করা হয়

প্রশ্ন-১০৬৬. হাজ্জের দিন (অর্থাৎ ৯ যিলহাজ্জ) আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত মাসজিদে নামিরায় যোহর ও আসর নামায একত্রে পড়া হয়, কিন্তু সব সময় তা কসর পড়া হয় কেন? মক্কা মু'আযযামা থেকে আরাফাতের দূরত্ব তো মাত্র ৭/৮ কিঃ মিঃ। কসর পড়তে হলে তো কমপক্ষে ৭৭ কি.মি. দূরত্ব হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ হানাফীদের নিকট আরাফাতের ময়দানে শুধু মুসাফিরগণ কসর পড়বেন। যিনি মুকীম তিনি পুরো নামাযই পড়বেন। সাউদি আরবের আলিমগণ মনে করেন কসর হাজ্জেরই একটা অংশ। তাই ইমাম মুকীম হওয়া সত্ত্বেও কসর নামায পড়েন।

আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসর নামায একত্রিত করে পড়া

প্রশ্ন-১০৬৭. আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসর নামায একত্রিত করে জামায়াতে কসর পড়া হয়, যদি কোনো ব্যক্তি জামায়াতে শরীক হতে না পারেন তাহলে তিনি কি সেই দু'ওয়াক্তের নামায একত্রেই পড়বেন, নাকি পৃথক পৃথক ওয়াক্তে তা আদায় করবেন? যদি তাঁবুর মধ্যে নিজেরা জামায়াত করে পড়েন তাহলে?

উত্তর ঃ আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসর নামায একত্রিত করার জন্য মসজিদে নামিরার প্রধান ইমামের সাথে জামায়াতে পড়া শর্ত। যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদে নামিরায় উভয় নামাযের (অর্থাৎ যোহর ও আসরের) মধ্যে কমপক্ষে এক নামাযও জামায়াতে না পড়তে পারেন তাহলে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায তাকে পৃথক পৃথকভাবে সেই নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর আদায় করতে হবে। একাকীই পড়েন কিংবা জামায়াতে। নিজেরা জামায়াত করে পড়লেও যোহর আসর একত্রে পড়া জায়েয নেই।

মুযদালিফায় মাগরিব ও ই'শার নামায একত্রে পড়া

প্রশ্ন-১০৬৮. হাজ্জের সময় হাজীগণ দু'ওয়াক্তের নামায একত্রিত করে পড়ে

থাকেন, তা ইচ্ছা করে পৃথক পৃথকভাবে আদায় করলে হবে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আরাফাতের ময়দানে মসজিদে নামিরায় ইমামের পেছনে যোহর ও আসর নামায একত্রে পড়া হয়। যারা সেই জামায়াতে শামিল হতে পারবেন না, ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে তাদেরকে পৃথক পৃথক ওয়াক্তে সে নামায আদায় করতে হবে। একাকীই করেন কিংবা জামায়াতে।

পক্ষান্তরে আরাফাতের দিন সূর্যাস্তের পর মুযদালিফা রওয়ানা হতে হয় এবং সেখানে পৌঁছে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করতে হয়। যদি কেউ মাগরিব নামায আরাফাতে কিংবা রাস্তায় পড়ে নেয়, জায়েয নেই। মুযদালিফায় পৌঁছে তাকে আবার মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়তে হবে।

প্রশ্ন-১০৬৯. মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রিত করে জামায়াতে পড়তে হবে, নাকি একাকী পড়লেও হবে?

উত্তর ঃ জামায়াতের সাথেই পড়া উচিত। যদি জামায়াত না পাওয়া যায় তাহলে একাকী পড়ে নিলেও হবে। উভয় নামায এক আযান ও ইকামাতের সাথে পড়তে হবে এবং মাঝে কোনো সুন্নাত পড়া যাবে না। যদি মাগরিবের পর সুন্নাত পড়া হয় তাহলে ইশার নামাযের জন্য পুনরায় ইকামাত দিতে হবে।

মুযদালিফায় বিতর ও সুন্নাত নামায

প্রশ্ন-১০৭০. মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও ইশার নামায পড়ার পর সুন্নাত ও বিতর নামায পড়তে হবে কি?

উত্তর ঃ বিত্‌র নামায তো ওয়াজিব। মুকীম কিংবা মুসাফির সকলের জন্যেই তা অপরিহার্য। আর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মুকীমের জন্য আদায় করা জরুরী। যারা মুসাফির তারা ইচ্ছা করলে আদায় করতে পারেন আবার পরিত্যাগও করতে পারেন।

রামী (শয়তানকে কংকর মারা)

কখন শয়তানকে পাথর মারতে হবে?

প্রশ্ন-১০৭১. শয়তানকে পাথর মারার সময় কখন থেকে শুরু হয় এবং কবে পর্যন্ত তা জায়েয? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ প্রথম দিন ১০ যিলহাজ্জ শুধু জুমরাতুল আকাবা (অর্থাৎ বড়ো শয়তান)-কে কংকর মারা হয়। সময় সুবহে সাদিক থেকেই শুরু হয়ে যায় কিন্তু সূর্যোদয়ের

আগে কংকর মারা সুন্নাতের খেলাপ। সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত মারা। দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মারলেও দোষের কিছু নেই। সূর্যাস্তের পর থেকে পরদিন সুবহে সাদিক পর্যন্তও জায়েয তবে মাক্‌রূহ। অবশ্য সংগত কারণ থাকলে সূর্যাস্তের পরও কংকর মারা যাবে, মাকরূহ্ হবে না। ১১ এবং ১২ তারিখে দুপুরের পর থেকে রামী (কংকর নিক্ষেপ)-এর সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে। অবশ্য সূর্যাস্তের পর থেকে পরদিন সুবহে সাদিক পর্যন্তও কংকর মারা যায়, তবে মাকরূহ। আজকাল যে ভীড় পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে অত্যধিক চাপের কারণে দিনে রামী করতে না পারলে সূর্যাস্তের পরও করা যাবে, মাকরূহ হবে না। ১৩ তারিখেও দুপুরের পর থেকে রামীর সময় শুরু হয় কিন্তু ঐদিন সুবহে সাদিক থেকে দুপুরের আগ পর্যন্ত রামী করা ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে জায়েয, তবে মাক্‌রূহ।

রাতের বেলা রামী করা

প্রশ্ন-১০৭২. রামীর সময় প্রচণ্ড ভীড় হয়, হাজীদের পায়ের তলে পড়ে অনেক লোক মারাও যায়। এমতাবস্থায় দুর্বল পুরুষ এবং মহিলাগণ দিনে রামী না করে রাতে করতে পারবেন কি? সেখানকার আলিমদের মতে চব্বিশ ঘন্টাই রামী করা জায়েয।

উত্তর ঃ সবল পুরুষদের জন্য রাতের বেলা রামী করা মাকরূহ। অবশ্য দুর্বল পুরুষ ও মহিলাদের জন্য রাতের বেলা রামী করা শুধু জায়েযই নয় বরং মুস্তাহাব।

প্রশ্ন-১০৭৩. ১০ যিলহাজ্জ রামী করার সময় প্রচণ্ড ভিড় হয়। আমাদের সাথে মহিলা থাকায় আমরা সকালে কংকর না মেরে মাগরিবের সময় মারি। এটি আমাদের জন্য ঠিক হয়েছে কিনা, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ কংকর নিক্ষেপের জন্য মাগরিব পর্যন্ত অপেক্ষা করা দোষের নয়। তবে শর্ত হচ্ছে যতক্ষণ রামী না করবে ততক্ষণ তামাত্তু ও কিরান হাজ্জকারীগণ কুরবানী করতে পারবে না। আবার কুরবানী না করা পর্যন্ত চুল কাটাতে পারবে না। আপনারা যদি এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে থাকেন তাহলে কোনো দোষ নেই।

অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো

প্রশ্ন-১০৭৪. আমি আমার শ্বশুরের সাথে হাজ্জ করেছি। সেখানে আমার শ্বশুর ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমার এমন কেউ ছিলেন না যাকে শ্বশুরের কাছে রেখে আমি কংকর মারতে যেতে পারি। ফলে আমি এবং আমার শ্বশুর কেউ-ই কংকর মারতে যেতে পারিনি। আমাদের সাথে অপরিচিত এক ব্যক্তি ছিলেন। তাকে দিয়ে

আমার এবং আমার শ্বশুরের পক্ষ থেকে কংকর মারিয়েছি। আমি এক বইতে দেখলাম, যে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম, কংকর তাকেই মারতে হবে। নইলে ফিদইয়া দিতে হবে। এমনকি আমাদের কুরবানীও আমরা তাকে দিয়েই করেছি। মেহেরবানী করে জানাবেন, এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

উত্তর ঃ আপনার উপর কুরবানী অপরিহার্য হয়ে গেছে। মক্কা-যাত্রী কোনো ব্যক্তির কাছে আপনাকে টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, যেন তিনি সেখানে গিয়ে আপনার নামে একটি ছাগল যবেহ করে দেন।

ভিড়ের কারণে মহিলাদের পরিবর্তে অন্য কেউ কংকর মারা

প্রশ্ন-১০৭৫. কংকর কি মহিলাদের নিজেদেরই মারতে হবে নাকি তাদের পক্ষ থেকে অন্য কেউ মারলে চলবে?

উত্তর ঃ রাতের বেলা ভীড় কম থাকে, তখন মহিলাদের কংকর নিক্ষেপ করা উচিত। মহিলাদের পরিবর্তে অন্য কেউ রামী করা ঠিক হবে না। অবশ্য কেউ যদি অসুস্থতার কারণে রামী করতে না পারে, তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ রামী করলে জায়েয আছে।

অন্যের পক্ষ থেকে রামী করার নিয়ম

প্রশ্ন-১০৭৬. অন্যের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করতে হলে তা কিভাবে করতে হবে?

উত্তর ঃ সংগত কারণে কারো পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করতে হলে প্রথমে নিজের পক্ষের সাতটি কংকর আগে নিক্ষেপ করতে হবে তারপর অন্যের পক্ষ থেকে আবার সাতটি নিক্ষেপ করতে হবে। একটি নিজের পক্ষ থেকে তার পরেরটি অন্যের পক্ষ থেকে এভাবে কংকর মারা মাকরূহ।

১২ যিলহাজ্জ দুপুরের আগে রামী করা

প্রশ্ন-১০৭৭. ১২ যিলহাজ্জ দুপুরের আগেই অনেককে রামী করতে দেখা যায়, ভীড় এড়ানোর জন্যেই তারা এরূপ করে থাকেন। এটি জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ শুধু ১০ যিলহাজ্জ দুপুরের আগে রামী শুরু করা জায়েয। ১১ এবং ১২ যিলহাজ্জ দুপুরের পর থেকে রামী করার সময় শুরু হয়। কাজেই রামীর সময় শুরু হওয়ার আগে রামী করলে তা আদায় হবে না। এমতাবস্থায় দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য ১৩ যিলহাজ্জ দুপুরের আগে রামী করা জায়েয।

১২ যিলহাজ্জ দিবাগত রাতে মহিলা এবং দুর্বল লোকদের রামী করা

প্রশ্ন-১০৭৮. মহিলা ও দুর্বল লোকদের জন্য রাতে রামী করা জায়েয কিন্তু ১২

যিলহাজ্জ সূর্যাস্তের পর যদি সেখানে অবস্থান করে এবং রাতে রামী করে তাহলে ১৩ তারিখের রামীও কি তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে?

উত্তর ঃ মহিলা এবং যারা দুর্বল তারা ১২ তারিখ দিবাগত রাতে রামী করতে পারেন। ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পর থেকে ১৩ তারিখ সুবহে সাদিকের আগে মিনা থেকে আসা জায়েয, তবে মাকরূহ। যদি ১৩ তারিখ সুবহে সাদিকের আগেই মিনা থেকে চলে আসে তাহলে ১৩ তারিখের রামী তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। এমনকি সেজন্য দমও ওয়াজিব হবে না। হাঁ, যদি মিনা থাকাবস্থায় ১৩ তারিখের সুবহে সাদিক হয়ে যায় তাহলে ১৩ তারিখের রামী তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং তা পরিত্যাগ করার কারণে দম ওয়াজিব হবে।

হাজ্জের সময় কুরবানী

ঈদের দিন কুরবানী করা হাজীদের জন্যও কি ওয়াজিব?

প্রশ্ন-১০৭৯. যারা অন্যদেশ থেকে হাজ্জ করতে যান তারা হাজ্জের মধ্যে কুরবানী করেন। ঈদের দিন কি তাদের আবার কুরবানী করতে হবে?

উত্তর ঃ যারা মুসাফির এবং কিরান বা তামাত্তু হাজ্জ আদায় করেন তাদের জন্য হাজ্জের কুরবানী ওয়াজিব। আর যারা ইফরাদ হাজ্জ করেন তাদের জন্য কুরবানী ওয়াজিব নয়। যিনি মুসাফির নন মুকীম, সামর্থ্য থাকলে ঈদের দিন কুরবানী করা তাঁর জন্য ওয়াজিব।

মুসাফির হাজীদের জন্য কি কুরবানী মাফ?

প্রশ্ন-১০৮০. মুসাফির হলে তার জন্য কি কুরবানী মাফ। মুসাফির হওয়ার কারণে হাজ্জের সময়ও কি তার জন্য কুরবানী মাফ?

উত্তর ঃ যে হাজী সাহেব মুসাফির সেই সাথে তামাত্তু অথবা কিরান হাজ্জ করেন শুধু তাঁর উপর হাজ্জের কুরবানী ওয়াজিব। কিন্তু যিনি শুধু হাজ্জ (ইফরাদ হাজ্জ) করেন তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে না। আর যে হাজী সাহেব মুসাফির নন মুকীম, তিনি যদি কুরবানী করার সামর্থ্য রাখেন তাহলে কুরবানী তাঁর উপর ওয়াজিব।

প্রশ্ন-১০৮১. যারা দূর থেকে হাজ্জ করতে যান [অর্থাৎ মুসাফির হাজী] তাঁদের জন্য কি কুরবানী মাফ?

উত্তর ঃ দূর থেকে যিনি হাজ্জ করতে যান তিনি মুসাফির হওয়ার কারণে ঈদুল আযহার কুরবানী তাঁর উপর ওয়াজিব নয়। অবশ্য তিনি যদি তামাত্তু অথবা কিরান

হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন তাহলে হাজ্জের কারণে তাঁর উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে, ঈদুল আযহার জন্য নয়। তবু যদি তিনি কুরবানী করেন তাহলে অবশ্যই সওয়াব পাবেন।

হাজ্জের মধ্যে কুরবানী করবে নাকি দম দেবে

প্রশ্ন-১০৮২. আমরা শুনে আসছি কুরবানী একটিই। আজ এক মাওলানা সাহেবের কাছে শুনলাম কুরবানীর দিন যে কুরবানী দেয়া হয় তা দম হিসেবে গণ্য। হাজ্জের জন্য কুরবানী করা হাজীদের জন্য জরুরী নয়। কারণ তারা মুসাফির। এ কথা কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ যিনি তামাত্তু অথবা কিরান হাজ্জ করবেন হাজ্জের কারণে কুরবানী করা তাঁর উপর ওয়াজিব। তাঁকে শোকর এবং দমও বলে। তদ্রূপ হাজ্জ ও উমরার সময় কোনো ভুল হয়ে গেলে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে যেসব কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়, তাকেও দম বলে।

ঈদুল আযহার কুরবানী দুটো শর্তে ওয়াজিব হয়। এক. মুকীম হতে হবে দুই. হাজ্জের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর কুরবানী করার মত সামর্থ্য তাঁর থাকতে হবে।

যদি মুকীম না হয় তাহলে কুরবানী ওয়াজিব হবে না। আবার মুকীম হওয়ার পরও যদি হাজ্জের খরচ বহন করে অতিরিক্ত টাকা না থাকে, তবু কুরবানী ওয়াজিব হবে না।

রামী বিলম্বে শেষ করলে কুরবানীও কি বিলম্বে করতে হবে?

প্রশ্ন-১০৮৩. ভীড়ের কারণে মহিলারা যদি রামী করতে বিলম্ব করে ফেলে তাহলে কুরবানী আগে করা যাবে কি?

উত্তর ঃ যিনি তামাত্তু বা কিরান হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন, রামী এবং কুরবানী পর্যায়ক্রমে করা তাঁর জন্য ওয়াজিব। তিনি প্রথমে রামী করবেন তারপর কুরবানী করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলবেন। যে মহিলা তামাত্তু অথবা কিরান হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং ভীড়ের কারণে রামী করতে বিলম্ব করে ফেলেন, কুরবানীও বিলম্ব করা তার জন্য অপরিহার্য। রামী না করা পর্যন্ত তিনি কুরবানী করতে পারবেন না। আর কুরবানী করতে না পারলে ইহ্‌রাম খুলতে পারবেন না।

কোনো সংস্থাকে টাকা দিয়ে কুরবানী করানো

প্রশ্ন-১০৮৪. হাজ্জের সময় এক সংস্থা টাকা নিয়ে রসিদ প্রদান করে এবং বলে দেয় অমুক সময় আপনার পক্ষ থেকে কুরবানী করা হবে তখন আপনি চুল কাটিয়ে ইহ্‌রাম খুলে ফেলবেন। একথার উপর বিনা প্রমাণে চুল কাটানো এবং ইহ্‌রাম খুলে ফেলা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ যদি কুরবানীর আগে চুল কাটানো হয় তাহলে দম ওয়াজিব হয়ে যায়। কাজেই কুরবানীর ব্যাপারটি নিশ্চিত না হয়ে ইহ্‌রাম খোলা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন-১০৮৫. আমি আর আমার স্ত্রী হাজ্জ করে এসেছি। হাজ্জের আগে আমরা কুরবানীর টাকা সেখানকার এক ব্যাংকে জমা দিয়েছি, যাতে আমাদের কষ্ট করে কুরবানী করতে না হয়। কিন্তু দেশে আসার পর আমার ভাই বললেন এটি ঠিক হয়নি। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এটি ঠিক হয়েছে কিনা? যদি ঠিক না হয়ে থাকে তাহলে প্রতিকারের উপায় কি?

উত্তর ঃ যিনি তামাত্তু অথবা কিরান হাজ্জ করেন কুরবানী তাঁর উপর ওয়াজিব। সাথে এটিও ওয়াজিব যে, প্রথমে কুরবানী করতে হবে তারপর মাথা কামাতে হবে। যদি কুরবানীর আগে মাথা কামিয়ে ফেলে তাহলে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। আপনি ব্যাংকে যে টাকা জমা দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জানতে পারেন নি যে, কুরবানী হয়ে যাওয়ার পর আপনি মাথা কামিয়েছেন নাকি আগে, এজন্য সতর্কতা স্বরূপ আপনার একটি দম দেয়া উচিত।

হাজীগণ কোন ধরনের কুরবানীর গোশত খেতে পারেন

প্রশ্ন-১০৮৬. যাঁরা হাজ্জ ও উমরা করেন তাঁরা যে কুরবানী দেন তাকে দম বলে আর ১০ যিলহাজ্জ সাধারণ লোক যে কুরবানী দেন তা সুন্নাতে ইবরাহীম বলে পরিচিত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে দম প্রদানের পর সেই গোশত মিসকীনের হক, তা সচ্ছল হাজীগণ খেতে পারবেন কিনা?

উত্তর ঃ তামাত্তু অথবা কিরান হাজ্জ আদায়কারীগণ যে কুরবানী বা দম দেন তাকে 'শোকর' বলে। এর হুকুম সাধারণ কুরবানীর মত। অর্থাৎ ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলেই সেই গোশত খেতে পারেন। কিন্তু যাঁরা হাজ্জ কিংবা উমরার সময় কোনো ভুল করে ফেলেন এবং তার জরিমানা স্বরূপ যে দম প্রদান করেন তাকে 'জাবর' বলে। সেই গোশত গরীব মিসকীনদের মধ্যে দান করে দিতে হয়। ধনী এবং দম প্রদানকারী তা থেকে খেতে পারবেন না।

হাল্ক (মাথা কামানো)

রামী জিমারের পর মাথা কামানো

প্রশ্ন-১০৮৭. অনেক হাজী সাহেব ১০ যিলহাজ্জ কংকর মারার পর কুরবানীর আগেই মাথা কামিয়ে ফেলেন, এটি ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ যিনি ইফরাদ হাজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধেন কুরবানী তাঁর উপর ওয়াজিব হয় না। তাই তিনি রামীর পর মাথা কামাতে পারেন। যদি তামাত্তু কিংবা কিরান হাজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে থাকেন তাহলে রামীর পর প্রথমে কুরবানী করতে হবে তারপর ইহ্রাম খুলবেন। যদি কুরবানী করার আগেই ইহ্রাম খুলে ফেলেন সেজন্য দম ওয়াজিব হবে।

বারবার 'উমরাকারীর মাথা কামানো

প্রশ্ন-১০৮৮. হাজ্জ ও 'উমরার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে এক বইতে লেখা হয়েছে, হাজ্জ অথবা 'উমরা করার পর যদি চুল আঙ্গুলের এক কড়ের সমান না হয় তাহলে কাস্র অর্থাৎ ছোট করা যাবে না। মাথা কামিয়ে ফেলতে হবে। আর যদি চুল আঙ্গুলের এক কড়ের চেয়ে বড় হয় তাহলে কাস্র করা যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে যারা তায়িফ জিদ্দা অথবা মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন আল্লাহর ফযলে তাদের অনেকেই মাসে ২/৩ বার 'উমরা করে থাকেন, তাদের চুল ছোট হওয়ার কারণে প্রতিবারই কি তাদেরকে মাথা কামাতে হবে? কারণ একবার মাথা কামানোর পর দু'তিন মাসে চুল এতটুকু বড় হয়না যাতে কাস্র করা যায়। যদি কারো সুযোগ হয় প্রতি জুম'আর দিন 'উমরা করার এবং সে যদি মাথা কামাতে না চায় তাহলে কাস্র করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ কাস্র তখনই হতে পারে যখন মাথার চুল আঙ্গুলের এক কড়ের সমান হবে। যদি তার চেয়ে ছোট হয় তাহলে অবশ্যই হাল্ক বা মাথা কামাতে হবে। কাস্র করা ঠিক হবে না। এজন্য যিনি বারবার 'উমরা করার ইচ্ছে রাখেন তাকে প্রতিবারই মাথা কামাতে হবে। কাস্রের মাধ্যমে ইহ্রাম খুললে তা ঠিক হবে না।

স্বামী তার স্ত্রীর এবং পিতা তার কন্যার চুল কেটে দিতে পারেন কিনা?

প্রশ্ন-১০৮৯. স্বামী স্ত্রীর এবং পিতা কন্যার চুল ছোট করে কেটে দিতে পারেন কি?

উত্তর ঃ ইহ্রাম খোলার জন্য স্বামী তার স্ত্রীর এবং পিতা তার কন্যার চুল কেটে দিতে পারেন। মহিলারা নিজেরাও এ কাজটি করে নিতে পারেন।

রামী (কংকর নিক্ষেপ) ও যবেহের আগে তাওয়াফে যিয়ারত করা

প্রশ্ন-১০৯০. তামাত্তু ও কিরান হাজ্জকারীর জন্য রামী, কুরবানী এবং মাথা কামানো ক্রমানুসারে করতে হয়, কিন্তু রামীর পর ইহ্‌রাম অবস্থায় মাসজিদে হারামে গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করে তারপর মিনা ফিরে এসে কুরবানী করে মাথা কামানো যাবে কি?

উত্তর ঃ যিনি তামাত্তু অথবা কিরান হাজ্জ করেন তার জন্য উক্ত তিনটি কাজ ক্রমানুসারে করা ওয়াজিব। প্রথমে জুমরাতুল আকাবায় রামী করা, তারপর কুরবানী করা এবং সবশেষে মাথা কামানো। যদি এ ক্রমধারা ঠিক না রাখা হয় তাহ্‌লে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু সেই তিন কাজ এবং তাওয়াফে যিয়ারতের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব নয়, সুন্নাত। যদি কেউ উক্ত তিনটি কাজের আগে তাওয়াফে যিয়ারত করে ফেলে, সুন্নাতের বিপরীত হওয়ার কারণে তা মাকরুহ্‌। সেজন্য দম ওয়াজিব হবে না।

দুর্বল পুরুষ ও মহিলাগণ ৭/৮ যিলহাজ্জ তাওয়াফে যিয়ারত করতে পারেন কি?

প্রশ্ন-১০৯১. দুর্বল কোনো পুরুষ কিংবা মহিলা ১০ বা ১১ তারিখের ভীড় এড়ানোর জন্য যদি সাত কিংবা আট যিলহাজ্জ তাওয়াফে যিয়ারাত সেরে ফেলতে চান, জায়েয আছে কি? অথবা ১৩ কিংবা ১৪ তারিখে যদি তাওয়াফে যিয়ারত করেন তাহ্‌লে ফরয আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের সময় ১০ যিলহাজ্জ (ইয়াওমুন নাহ্‌র) এর সুবহে সাদিক থেকে শুরু হয়, এর আগে তাওয়াফে যিয়ারত জায়েয নেই। ১২ যিলহাজ্জ সূর্যাস্তের আগেই তাওয়াফ শেষ করা ওয়াজিব। যদি ১২ তারিখে সূর্য ডুবে যায় আর তাওয়াফ শেষ করা না হয় তাহ্‌লে দম ওয়াজিব হবে।

তাওয়াফে যিয়ারতেও কি রমল (তিন চক্কর দ্রুত চলা) ও ইযতিবা (ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে কাঁধের উপর রাখা) করতে হবে?

প্রশ্ন-১০৯২. তাওয়াফে যিয়ারতের সময়ও কি রমল, ইযতিবা ও সাঈ করতে হবে?

উত্তর ঃ যদি প্রথমে সাঈ করা না হয়, তাওয়াফে যিয়ারতের পর করতে হয় তাহ্‌লে রমল করতে হবে। তাওয়াফে যিয়ারত সাধারণত নরমাল পোশাকেই হয়ে থাকে

এজন্য ইযতিবা করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য যদি ইহ্‌রামের পোশাক না খুলে সেই পোশাকেই তাওয়াফ করে তাহলে ইযতিবা করতে হবে।

তাওয়াফে যিয়ারতের আগে স্বামী স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা

প্রশ্ন-১০৯৩. তাওয়াফে যিয়ারতের আগে স্বামী স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ হাল্‌ক বা মাথা কামানোর পর যেসব জিনিস ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ থাকে, তা পুনরায় বৈধ হয়ে যায়। কিন্তু তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন না করা পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন-১০৯৪. আমি হানাফী মাযহাবের অনুসারী। গত বছর সস্ত্রীক হাজ্জ করে এসেছি কিন্তু কিছু ভুল হয়ে গেছে। ১২ যিলহাজ্জ রামী করার পর আমরা (স্বামী-স্ত্রী) দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলি এবং স্ত্রী অসুস্থ হওয়ায় তাওয়াফে যিয়ারত করি ১৩ তারিখে। দেশে এসে 'মঈনুল হাজ্জ' নামক একটি বই পড়ে এ ভুলের কথা বুঝতে পারি। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন আমাদের হাজ্জ হয়েছে কি? যদি না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর ঃ আপনাদের দু'জনের হাজ্জ-ই হয়ে গেছে। কিন্তু উভয়ে দুটো ভুল করে দুটো অপরাধ করেছেন। এক. তাওয়াফে যিয়ারতে বিলম্ব করা। দুই. তাওয়াফে যিয়ারতের আগে স্ত্রীর সাথে বিছানায় যাওয়া। প্রথম অপরাধের কারণে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি করে ছাগল দম হিসেবে হারাম শরীফের মধ্যে যবেহ্ করতে হবে। দ্বিতীয় অপরাধের কারণে আপনাদের উপর বড় দম ওয়াজিব হয়ে গেছে। অর্থাৎ আপনাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি করে গরু কিংবা উট হারামের মধ্যে যবেহ করতে হবে। সেই সাথে ইস্তিগফারও করতে হবে।

মাসিকের কারণে তাওয়াফে যিয়ারত না করা

প্রশ্ন-১০৯৫. মহিলাদের মাসিক শুরু হওয়ায় এবং ফ্লাইটের ডেট কনফার্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তাওয়াফে যিয়ারত ছেড়ে দিতে পারেন কিনা?

উত্তর ঃ তাওয়াফে যিয়ারত হাজ্জের অন্যতম রুকন। যতক্ষণ তাওয়াফে যিয়ারত না করা হবে ততক্ষণ স্বামী স্ত্রী একে অপরের জন্য হালাল হবে না। তখনও যথারীতি ইহ্‌রাম অব্যাহত থাকে। এই কারণে কোনো মহিলার-ই তাওয়াফে যিয়ারত ছেড়ে দেয়া উচিত নয়, প্রয়োজনে ফ্লাইটের ডেট চেঞ্জ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-১০৯৬. ১২ যিলহাজ্জ কোনো মহিলার ফিরতি ফ্লাইটের ডেট ওকে হয়ে গেল,

এদিকে তার বিশেষ পিরিওডও শুরু হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় সে তাওয়াফে যিয়ারত না করে দম দিয়ে দেবে, নাকি কোনো ওষুধ ব্যবহার করে তাওয়াফ করে নেবে?

উত্তর ঃ হাজ্জের বড় ফরয হচ্ছে তাওয়াফে যিয়ারত। যতক্ষণ তা না করা হবে ততক্ষণ স্বামী স্ত্রী একে অপরের জন্য হালাল হবে না। তখনও ইহরামের হুকুম বলবত থাকবে। যদি কেউ সেই তাওয়াফ না করে চলে আসেন, পুনরায় ইহরাম ছাড়া সেখানে গিয়ে তাওয়াফ করা তার জন্য ওয়াজিব। আর যতদিন সেই তাওয়াফ করা না হবে ততদিন স্বামী স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয হবে না। এমন কি তার হাজ্জও হবে না। এ জন্য কোনো প্রতিকারও নেই। দম দিলে চলবে না। নিজে ফিরে গিয়ে সেই তাওয়াফ করে আসতে হবে।

তখন যদি কোনো মহিলা অপবিত্র হয়ে যায় তার উচিত ফ্লাইট চেঞ্জ করে পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ শেষ করে তারপর তার বাড়ি ফেরা। তাওয়াফ না করে মক্কা মুকাররমা থেকে ফিরে আসা যাবে না। হাঁ, যদি কোনো ওষুধের মাধ্যমে মাসিক ফিরিয়ে রাখা যায় কিংবা বন্ধ করা যায়, তা জায়েয আছে।

তাওয়াফে বিদা‘

তাওয়াফে বিদা‘ কখন করতে হবে

প্রশ্ন-১০৯৭. অনেকের কাছেই একটি কথা শুনে আসছি যে, তাওয়াফে বিদা‘র পর হারাম শরীফে যাওয়া উচিত নয়। যেমন কেউ মাগরিবের পর তাওয়াফে বিদা‘ করলো, ইশার পর মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা করবে এমতাবস্থায় ইশার নামাযের জন্য হারাম শরীফে না যাওয়া উচিত। এ ধরনের চিন্তা ভাবনা কি ঠিক?

উত্তর ঃ যদি কেউ তাওয়াফে বিদা‘ করার পর মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন তাহলে তিনি ‘মাসজিদে হারামে’ যেতে পারবেন। সে জন্য তাকে পুনরায় তাওয়াফে বিদা‘ করতে হবে না। তবে উত্তম হচ্ছে মক্কা থেকে বিদায়ের মুহূর্তে তাওয়াফ সেরে নেয়া। যাতে তার শেষ সাক্ষাৎ বাইতুল্লাহ্র সাথেই হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেছেন— ‘যদি কেউ দিনে তাওয়াফে বিদা‘ করার পর ইশা পর্যন্ত মক্কা শরীফে অবস্থান করেন তাহলে আমার নিকট পছন্দনীয় হচ্ছে বিদায়ের মুহূর্তে পুনরায় তাওয়াফ করে নেয়া, যেন বিদায়ের সাথে তাওয়াফের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।’

বিদায়ী তাওয়াফ করার পর হারাম শরীফে যেতেই পারবে না, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

প্রশ্ন-১০৯৮. 'উমরা করার পর মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের সময়ও কি তাওয়াফে বিদা' করতে হবে?

উত্তর ঃ শুধু হাজ্জের জন্য তাওয়াফে বিদা' ওয়াজিব। 'উমরা করার পর তাওয়াফে বিদা' ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন-১০৯৯. এবার অনেক হাজী দুর্ঘটনার কারণে আগে নফল তাওয়াফ করেছেন কিন্তু মক্কা শরীফ থেকে আসার সময় বিদায়ী তাওয়াফ করতে পারেননি। আমি এক মসজিদের খতীব সাহেবকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন এজন্য দম পাঠিয়ে দিতে হবে। আবার 'মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ' নামক বইতে এ মাসয়ালা লিখা হয়েছে এভাবে–

'তাওয়াফে যিয়ারতের পর যদি নফল তাওয়াফ করা হয়ে থাকে তাহলে সেই তাওয়াফ-ই বিদায়ী তাওয়াফের স্থলাভিষিক্ত হবে।'

একথা থেকে বুঝা যায় হাজী সাহেবদের তাওয়াফে বিদা' আদায় হয়ে গেছে। তাদেরকে দম পাঠাতে হবে না। খতীব সাহেব বলেছেন– এ মাসয়ালা ভুল। এখন আমরা কী করতে পারি?

উত্তর ঃ ফতহুল কাদীর নামক গ্রন্থে লিখা হয়েছে–

'বস্তুত মুস্তাহাব হচ্ছে সফরের ইচ্ছে করার পর তাওয়াফে বিদা' করা। তাওয়াফে যিয়ারতের পরপরই তার সময় শুরু হয়ে যায়, যখনই সে সফরের ইচ্ছে করুক।' (ফতহুলকাদীর, ২/৮৮)

দুররু মুখতারে বলা হয়েছে–

'যদি সফরের ইচ্ছে করার পর নফল তাওয়াফও করা হয়, তা তাওয়াফে বিদা'র স্থলভিষিক্ত হয়ে যাবে।' (দুররু মুখতার, ২/৫২৩)

উপরের উদ্ধৃতি থেকে দুটো কথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

এক. তাওয়াফে যিয়ারতের পরপরই তাওয়াফে বিদা'র সময় শুরু হয়ে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে যদি হাজী সাহেব মক্কা মুকাররমায় থাকার ইচ্ছে না করেন।

দুই. তাওয়াফে বিদা'র সময় হওয়ার পর নফল তাওয়াফ করলে এবং বিদায়ী তাওয়াফ করতে না পারলেও তা বিদায়ী তাওয়াফের স্থলভিষিক্ত হয়ে যায়।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় 'মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ' নামক বইয়ের বক্তব্যই সঠিক। উক্ত খতীবের বক্তব্য ঠিক নয়।

তাওয়াফে বিদা'য় রমল, ইযতিবা' এবং সাঈ করতে হবে কি?

প্রশ্ন-১১০০. তাওয়াফে বিদা'র সময় রমল, ইযতিবা' এবং সাঈ করার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর ঃ তাওয়াফে বিদা' সেই তাওয়াফকে বলে, দেশে ফিরে আসার সময় যেই তাওয়াফ করা হয়। এটি সাধারণ পোশাকে একটি তাওয়াফ। এজন্য এই তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা' করা হয় না। এমন কি এই তাওয়াফের পর সাঈও করতে হয় না। রমল ও ইযতিবা' এমন তাওয়াফে করা সুন্নাত, যে তাওয়াফের পর সাঈ করতে হয়।

হাজ্জ সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বিষয়

মদীনা শরীফ যাওয়া

প্রশ্ন-১১০১. কেউ হাজ্জের জন্য গেলেন, মদীনা শরীফ গিয়ে রওযা যিয়ারত না করেই ফিরে এলেন, তার হাজ্জ হবে কি?

উত্তর ঃ যিনি নবী করীম (সা)-এর রওযা মুবারক যিয়ারত ব্যতিরেকে শুধু হাজ্জ করেই চলে আসেন, তার হাজ্জ হয়ে যাবে কিন্তু তা হবে একটি গর্হিত কাজ। কেননা যিনি এরূপ করলেন, তিনি আক্ষরিক অর্থেই বিরাট এক বরকত থেকে বঞ্চিত হলেন। নবী করীম (সা) এর রওযা মুবারক যিয়ারত করা স্বতন্ত্র একটি কাজ। এর সাথে হাজ্জের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওযা মুবারক যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এটি একটি সহজতর পথ। হাদীসে বলা হয়েছে–

'যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্য় হাজ্জ করলো এবং আমার সাক্ষাতে এলোনা সে প্রকারান্তরে আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলো।' (ইবনু আদী থেকে হাসান সনদে বর্ণিত। মোল্লা আলী ক্বারী 'শরহে মানাসিক' নামক গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন।)

মাসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায

প্রশ্ন-১১০২. আমি 'উমরা করতে গিয়েছিলাম। উমরার পর মাসজিদে নববীতেও হাজির হয়েছিলাম। আমার নিয়ত অনুযায়ী মক্কা এবং মদীনা উভয় জায়গায় একটি করে জুম'আ পড়ে চলে এসেছি। সেজন্য মদীনা শরীফে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়তে পারেনি। এতে কোনো গুনাহ হয়েছে কি?

উত্তর ঃ গুনাহ হয়নি ঠিকই কিন্তু মাসজিদে নব্বীতে তাকবীরে তাহরীমা সহ জামায়াতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়ার বিরাট ফযীলত রয়েছে। আপনি তা থেকে

বঞ্চিত হয়েছেন।

প্রশ্ন-১১০৩. আমি শুনেছি মাসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়া একান্ত জরুরী। তাহলে এই জরুরী বিষয় ও ফযীলত সংক্রান্ত কোনো হাদীস আছে কি? থাকলে মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ একটি হাদীসে মাসজিদে নব্বীতে তাকবীরে তাহরীমার সাথে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ–

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন– 'যে ব্যক্তি আমার মাসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়বে, (জামায়াত ও তাকবীরে উলাসহ) তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে এবং তার ভেতর থেকে মুনাফেকী দূর হয়ে যাবে।' (মুসনাদ-আহমদ পৃ. ১৫৫, তৃতীয় খণ্ড)

হাজ্জের সওয়াব কাউকে বখ্‌শে দেয়া

প্রশ্ন-১১০৪. এক ব্যক্তি নিজে হাজ্জ করেছেন। এখন যদি তিনি কোনো নিয়ত ছাড়া হাজ্জ করে মৃত ব্যক্তির নামে বখ্‌শে দেন, তার এ হাজ্জ আদায় হবে কি? যদি না হয় তার সঠিক নিয়ম কী ?

উত্তর ঃ যদি মৃত ব্যক্তির যিম্মায় হাজ্জ ফরয থেকে থাকে এবং উক্ত ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে বদলা হাজ্জ করতে চান তাহলে ইহ্‌রাম বাঁধার সময় মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজ্জ করার নিয়ত করতে হবে, নইলে ফরয আদায় হবে না। হাঁ যদি মৃত ব্যক্তির যিম্মায় হাজ্জ ফরয না থাকে তাহলে হাজ্জ করে তাঁর নামে সওয়াব বখ্‌শে দিলে তিনি সেই সওয়াব পাবেন।

মুহরিম (ইহ্‌রাম বাঁধা) অবস্থায় হারামের মধ্যে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি মারা

প্রশ্ন-১১০৫. হাজ্জের সময় মুহরিম অবস্থায় হারামের মধ্যে মানুষকে কষ্ট দেয় [যেমন সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি] এমন প্রাণী মারা জায়েয কি? যদি কেউ মারে সে জন্যে দম ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ মানুষকে কষ্ট দেয় এমন প্রাণী মুহরিম অবস্থায়ও হত্যা করা জায়েয।

হাজ্জের সময় ছবি তোলা

প্রশ্ন-১১০৬. এক ব্যক্তি হাজ্জে গেলেন। হাজ্জ চলাকালিন সময়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজন ফটোগ্রাফার নিয়োগ করলেন, যেন ইহ্‌রাম, কুরবানীসহ অন্যান্য অবস্থার ছবি তুলে দেন। এটি জায়েয হবে কি? কেউ যদি এরূপ করে তার হাজ্জে কোনো ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ হাজ্জের সময় গুনাহ্‌র কাজ করলে অবশ্যই হাজ্জে ত্রুটি এসে যায়। কারণ হাদীসে 'মাবরূর হাজ্জ' এর ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেখানে 'মাবরূর হাজ্জ' এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে– 'এমন হাজ্জকে মাবরূর হাজ্জ বলা হয়, যেখানে গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকা হয়। যদি হাজ্জের সময় কোনো গুনাহ্‌ সংঘটিত হয়ে যায়, তা আর মাবরূর থাকে না।' ছবি তোলার পেছনে দুটো উদ্দেশ্য কাজ করে, একটি গর্ব বা অহংকার অপরটি প্রদর্শনেচ্ছা। বন্ধু বান্ধবকে দেখিয়ে বেড়াবে এ জন্যই তো ছবি তোলা। এ ধরনের লোক দেখানো ইবাদাতের কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না।

হাজ্জ করার পর হাজী পরিচয় দেয়া বা আলহাজ লেখা

প্রশ্ন-১১০৭. হাজ্জ করার পর হাজী পরিচয় দেয়া কিংবা নামের আগে পরে হাজী অথবা আলহাজ লেখা জায়েয কি? কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে জানতে চাই।

উত্তর ঃ নামের সাথে হাজী উপাধি লাগানো এক ধরনের রিয়া (লোক দেখানো ব্যাপার)। হাজ্জ তো করা হয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, লোকেরা হাজী বলবে এজন্য নয়। তবে লোকজন যদি হাজী বলেন তাতে দোষের কিছু নেই। শুধু নিজে প্রচার করে বেড়ানোটা দোষের।

ঈদুল আযহার কুরবানী

কুরবানীর শরঈ মর্যাদা

প্রশ্ন-১১০৮. কুরবানীর শরঈ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর ঃ কুরবানী হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত এবং ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। জাহিলী যুগেও একে ইবাদাত মনে করা হতো। কিন্তু তা ছিলো বিভিন্ন মূর্তির নামে। আজও অন্যান্য ধর্মে কুরবানীর প্রচলন রয়ে গেছে। মুশরিকরা বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে এবং খৃস্টানরা ঈসা (আ) এর নামে কুরবানী করে থাকে। সূরা আল কাওসারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন নামায যেমন আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো নামে হয় না তেমনিভাবে কুরবানীও তাঁর নামে হতে হবে। অন্য এক আয়াতে এ কথাগুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে– 'নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু মহান আল্লাহর জন্য (উৎসর্গিত) যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক।'

রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের পর দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। প্রত্যেক বছরই তিনি কুরবানী করতেন। (জামি' আত-তিরমিযি)। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কুরবানী শুধু মক্কা মুকাররমায় হাজ্জের সময় ওয়াজিব নয় বরং প্রতিটি শহরের

প্রতিটি ব্যক্তির ওপরই তা ওয়াজিব হতে পারে। তবে কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য শরী'আহ্ যে শর্তাবলী দিয়েছে তা পূরণ হতে হবে। নবী করীম (সা) মুসলিমদেরকে সেজন্য তাকিদ করতেন। এজন্য অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে তা ওয়াজিব। (শামী)

কুরবানী কার উপর ওয়াজিব

প্রশ্ন-১১০৯. কুরবানী কার উপর ওয়াজিব? মেহেরবানী করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ কুরবানী বুদ্ধিমান, বালিগ ও মুকীম এমন প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব, যার মালিকানায় জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের অতিরিক্ত সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা বা তার সমমূল্যের সম্পদ থাকে। তা অলংকার আকারেই থাকুক বা ব্যবসায় সম্পদ হিসেবেই থাকুক কিংবা অতিরিক্ত বাড়ি বা প্লট হিসাবে।

কুরবানীর জন্য এ সম্পদ এক বৎসর অতিরিক্ত হিসেবে থাকাও শর্ত নয়। নাবালেগ বাচ্চা অথবা পাগল যদি এই পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায় তাহলে তার উপর কিংবা তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবকের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয় না। অদ্রূপ যে ব্যক্তি শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে মুসাফির তার উপরও কুরবানী ওয়াজিব নয়। তবে যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় তিনি যদি কুরবানীর উদ্দেশ্যে পশু খরিদ করেন তাঁর উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়।

প্রশ্ন-১১১০. কুরবানী তো প্রথমে নিজের উপর ওয়াজিব হয় তারপর অন্যদের উপর, একবার করলেই কি ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়, নাকি প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা ওয়াজিব ?

উত্তর ঃ কুরবানী সাহিবে নিসাবের উপর যাকাতের মত প্রত্যেক বছরই ওয়াজিব। যাকাত ফরয হওয়ার জন্য যেমন নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর থাকা শর্ত, কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর থাকা শর্ত নয়।

প্রশ্ন-১১১১. পিতার অবস্থা অত্যন্ত সচ্ছল। তাঁর প্রথম স্ত্রীর তিন মেয়ে ও দুই ছেলে। তাঁদের মধ্যে দুই ছেলে ও এক মেয়ে চাকুরীরত। দ্বিতীয় স্ত্রীর ছোট দুটো বাচ্চা। সবাই এক বাড়িতে পৃথক পৃথক ঘরে বসবাস করেন। পিতা দুটো ছাগল কুরবানী দিলেন। আর যে তিন ছেলে মেয়ে চাকুরী করেন তাঁরা তিনজন একটি গরুতে তিন অংশ নিয়ে পৃথকভাবে কুরবানী করলেন। উক্ত তিন ভাই বোনই অবিবাহিত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে অবিবাহিত মেয়ের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ যদি পিতা, ছেলে ও মেয়ে সবাই পৃথকভাবে উপার্জন করেন এবং প্রত্যেকেই নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হোন তাহলে আলাদাভাবে সবার উপরই কুরবানী ওয়াজিব। এখানে বিবাহিত অবিবাহিত কোনো শর্ত নেই।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কুরবানী

প্রশ্ন-১১১২. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব কিনা মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যদি ঋণ পরিশোধের পর এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ (হাজাতে আসলিয়াহ্) ছাড়া সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা বা তার সমমূল্যের কোনো সম্পদ কিংবা নগদ টাকা থাকে কুরবানী ওয়াজিব হবে, নইলে নয়।

কুরবানী ওয়াজিব এমন ব্যক্তি যদি কুরবানী না করেন

প্রশ্ন-১১১৩. কুরবানী করার সামর্থ্য আছে এমন ব্যক্তি যদি কুরবানী না করতে পারেন তার প্রতিকার কী ?

উত্তর ঃ কুরবানীর সময় যদি পার হয়ে যায়, অজ্ঞতা, অমনযোগিতা কিংবা অন্য কোনো কারণে কুরবানী করা সম্ভব না হয়, তাহলে কুরবানীর সমমূল্যের টাকা গরীব মিসকীনদের মধ্যে দান করে দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু কুরবানীর তিন দিন কেউ যদি কুরবানী না দিয়ে সেই টাকা গরীব-মিসকীনকে দান করে দেয় তাহলে ওয়াজিব আদায় হবে না। গুনাহ্গার হবে। কুরবানী একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত, রোযা করলে যেমন নামাযের দায় মুক্ত হওয়া যায় না কিংবা নামায পড়লে রোযার দায় মুক্ত হওয়া যায় না তেমনিভাবে দান সাদকার দ্বারা কুরবানীর দায়িত্ব মুক্ত হওয়া যায় না। নবী করীম (সা) এর কথা, কাজ এবং সাহাবা কিরামের সম্মিলিত রায় এর প্রমাণ।

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পদ থেকে কুরবানী করা

প্রশ্ন-১১১৪. অপ্রাপ্ত বয়স্ক তিন সন্তান রেখে যায়িদ ইন্তিকাল করেছেন। তার ভাই শু'আইব তাদেরকে দেখাশুনা করছেন। এমতাবস্থায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের সম্পদ থেকে তাদের নামে শু'আইব কুরবানী করতে পারবেন কি?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে নাবালেগ সন্তানের সম্পদে যাকাত ফরয হয়না এবং কুরবানীও ওয়াজিব নয়। এজন্য তাদের সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান এবং কুরবানী করা অভিভাবকদের জন্য জায়েয নেই। তবে তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারবেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচও করতে পারবেন।

মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী

প্রশ্ন-১১১৫. শুনেছি মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করতে হলে প্রথমে নিজের নামে করতে হবে। এক বছর নিজের নামে আবার আরেক বছর মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করলে তা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ যদি আপনার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে আপনার নামেই কুরবানী করতে হবে। পরে সম্ভব হলে অন্যের নামে। আর যদি আপনার উপর কুরবানী ওয়াজিব না হয়ে থাকে তাহলে আপনার মৃত আত্মীয়ের নামে কুরবানী করা যাবে। তখন আপনার নিজের নামে না করলেও চলবে।

মৃত বাপ-মা ও নবী করীম (সা) এর পক্ষ থেকে কুরবানী করা

প্রশ্ন-১১১৬. যার উপর কুরবানী ওয়াজিব তিনি নিজের নামের সাথে সাথে স্ত্রী, মৃত বাপ-মা, নবী করীম (সা), উম্মুল মুমিনীন (রা) এবং মৃত দাদা-দাদীর পক্ষ থেকেও কুরবানী করতে পারবেন কি?

উত্তর ঃ মৃত আত্মীয়স্বজন, উম্মুল মুমিনীন ও নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। শুধু জায়েজই নয় এটি একটি উত্তম আমলও বটে। তাদের সবার কাছেই ইনশাআল্লাহ সেই সওয়াব পৌঁছে যাবে।

(তবে শর্ত হচ্ছে সেই সাথে নিজের নামেও কুরবানী দিতে হবে, যদি ওয়াজিব হয়ে যায়। – অনুবাদক)

সংসারের অন্যান্য খরচ কমিয়ে যদি কেউ কুরবানী করেন

প্রশ্ন-১১১৭. আমার পিতা চাকুরীজীবী। যে বেতন পান তা দিয়ে সংসার চলে যায় কিন্তু কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। তিনি যদি সংসারের অন্যান্য খরচ কমিয়ে সেই টাকা দিয়ে কুরবানী করতে চান, তাহলে কুরবানী হবে কি?

উত্তর ঃ এ অবস্থায় কুরবানী ওয়াজিব নয়। তবু যদি কেউ সংসারের অন্যান্য খরচ কমিয়ে সেই টাকা দিয়ে কুরবানী করতে চান এবং সেই টাকা নিসাব পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি সেই টাকা নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে কুরবানী ওয়াজিব হবেনা তবে কুরবানী দিলে সওয়াব পাওয়া যাবে।

যাকাত না দিয়ে কুরবানী করা

প্রশ্ন-১১১৮. যাকাত ফরয তবু যাকাত দেননা কিন্তু কুরবানী করেন, এমন ব্যক্তির কুরবানী কবুল হবে কি?

উত্তর ঃ খালেস নিয়তে কুরবানী করলে তার সওয়াব পাবেন এবং যাকাত না দেয়ার কারণে গুনাহ্‌গারও হবেন। আর যদি গোশ্‌ত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করেন কিংবা কুরবানী না করলে লোকে মন্দ বলবে এজন্য বাধ্য হয়ে কুরবানী করেন তাহলে কোনো সওয়াব তো পাবেনই না, উল্টো গুনাহ্‌গার হবেন।

কুরবানী ক'দিন করা যায়

প্রশ্ন-১১১৯. কুরবানী ক'দিন করা যায়? সব দিন কুরবানী করার ফযীলত কি একই সমান?

উত্তর ঃ কুরবানী যিলহাজ্জ মাসের ১০, ১১, এবং ১২ তারিখ (মোট তিন দিন) করা যায়। তবে প্রথম দিন (অর্থাৎ ১০ তারিখ) করা উত্তম।

ঈদের নামাযের আগে কুরবানী

প্রশ্ন-১১২০. কুরবানীর সঠিক সময় শুরু হয় কখন থেকে, ঈদের নামাযের আগে না পরে? ঈদের নামাযের আগে কুরবানী করলে তা হবে কি?

উত্তর ঃ যেসব গ্রাম বা শহরে ঈদ এবং জুম'আর নামায পড়া হয় সেখানে নামাযের আগে কুরবানী করা জায়েয নেই। যদি কেউ ঈদের নামাযের আগে কুরবানী করে ফেলেন তাকে নামাযের পর পুনরায় কুরবানী করতে হবে। যদি এমন জায়গা হয় যেখানে জুম'আ কিংবা ঈদের নামায ওয়াজিব নয় সেখানে সুবহে সাদিকের পরই কুরবানী করা জায়েয আছে। কোনো সংগত কারণে কেউ যদি ঈদের নামায না পড়তে পারেন তাহলে নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর তিনি কুরবানী করতে পারবেন। (দুররু মুখতার)। রাতের বেলায়ও কুরবানী করা জায়েয তবে উত্তম হচ্ছে দিনের বেলা করা। (শামী)

কিরূপ পশু কুরবানী করা জায়েয

প্রশ্ন-১১২১. কি ধরনের পশু কুরবানী করা জায়েয এবং কি ধরনের পশু কুরবানী করা জায়েয নেই, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ভেড়া, ছাগল এবং দুম্বা একক নামে কুরবানী করা জায়েয। গরু (গাভী, বলদ, ষাঁড়), মহিষ এবং উট সর্বোচ্চ সাত নামে কুরবানী করা জায়েয। (অবশ্য কেউ যদি এগুলো এক নামে কিংবা ২/৩ নামে কুরবানী করেন, সাত নামে না করেন, তাও জায়েয আছে। – অনুবাদক) শর্ত হচ্ছে, একাধিক নামে কুরবানী করা হলে সবার নিয়ত যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়, শুধু গোশ্‌ত খাওয়ার নিয়ত যেন না হয়।

ছাগল হলে তা পূর্ণ এক বছরের হতে হবে। আর মেষ বা দুম্বা হলে যদি তা আকার আকৃতিতে এক বছর বয়সী মেষ বা দুম্বার সমান দেখা যায় তাহলে বয়স এক বছরের কিছু কম হলেও তা কুরবানী করা জায়েয আছে। গরু মহিষের বয়স কমপক্ষে দু'বছর এবং উটের বয়স পাঁচ বছর হতে হবে। বয়স এর চেয়ে কম হলে কুরবানী করা জায়েয নয়।

জন্মগতভাবে যেসব পশুর শিং উঠে না কিংবা শিং উঠার পর মাঝখান থেকে ভেঙ্গে যায় সেগুলো কুরবানী করা জায়েয আছে। হ্যাঁ, যদি শিং গোড়া থেকে ভেঙ্গে যায় এবং তার প্রভাব মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে এ ধরনের পশু দিয়ে কুরবানী দুরস্ত নয়। (শামী)। খাসী করা (অণ্ডকোষ ফেলে দেয়া) পশু কুরবানী করা জায়েয, শুধু জায়েযই নয় বরং উত্তম। (শামী)। কানা ও লেংড়া পশু কুরবানী দেয়া জায়েয নয়। অদ্রূপ যে পশু অসুখ কিংবা দুর্বলতার কারণে হেঁটে কুরবানীর জায়গা পর্যন্ত যেতে পারে না তাও কুরবানী করা জায়েয নেই। এক তৃতীয়াংশের বেশী কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত (যেমন লেজ, কান ইত্যাদি) এমন পশুও কুরবানী করা যাবে না। (শামী)। যে পশুর একটিও দাঁত নেই কিংবা অল্প আছে— অধিকাংশ দাঁত নেই এমন পশু কুরবানী করা বৈধ নয়। (শামী; দুররু মুখতার)। অদ্রূপ যেসব পশুর জন্মগতভাবেই কান নেই সেগুলোও কুরবানী করা যাবে না। কেনার সময় ভালো ছিলো কিন্তু পরে এমন দোষ প্রকাশ পেলো যাতে কুরবানী চলে না, এমতাবস্থায় ধনী সাহিবে নিসাব না হলে সেই ক্রটিযুক্ত পশুই কুরবানী করা যাবে। আর যদি ধনী সাহিবে নিসাব হন তাহলে সেই পশুর পরিবর্তে অন্য পশু কুরবানী করতে হবে। (দুররু মুখতার ও অন্যান্য)

পেটে বাচ্চা এমন পশুর কুরবানী

প্রশ্ন-১১২২. গাভী কুরবানী করার পর দেখা গেল তার পেটে বাচ্চা। আগে জানা ছিলো না। এমতাবস্থায় কুরবানী হবে কি?

উত্তর ঃ পশুর পেটে বাচ্চা থাকলে সেই পশু কুরবানী করা জায়েয। এজন্য পুনরায় (অন্য পশু) কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। পেটের বাচ্চা যদি জীবিত থাকে তাহলে সেটিও যবেহ করতে হবে। আর যদি বাচ্চা মৃত বের হয় তাহলে তা ফেলে দিতে হবে, খাওয়া জায়েয নেই। মোটকথা, পেটে বাচ্চা থাকলে এবং সেই পশু কুরবানী করলে তার গোশ্‌ত খাওয়ায় কোনো দোষ নেই।

কুরবানীর আদব

প্রশ্ন-১১২৩. কুরবানীর আদব বলতে কী বুঝায় মেহেরবানী করে বলবেন কি?

উত্তর ঃ কুরবানীর আদব বলতে নিচের কাজগুলোকে বুঝায় ঃ

ক. কুরবানীর পশু ক'দিন আগ থেকে পালন করা।

খ. কুরবানীর পশুর দুধ দোহন না করা এবং সেগুলোর লোম বা পশম না কাটা।

গ. কেউ এমন করলে তা দান করে দেয়া।

ঘ. কুরবানীর আগে ছুরি ভালোভাবে ধারালো করে নেয়া।

ঙ. এক পশু আরেক পশুর সামনে যবেহ না করা।

চ. পশু মরে তার দেহ স্থির না হওয়া পর্যন্ত তার চামড়া না ছাড়ানো এবং গোশত না কাটা। (বাদায়ি')

কুরবানীর সুন্নাত নিয়ম

প্রশ্ন-১১২৪. কুরবানীর সুন্নাত নিয়ম সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর ঃ কুরবানীর সুন্নাত নিয়মগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা। (অবশ্য নিজে সক্ষম না হলে অন্যকে দিয়েও যবেহ করানো জায়েয)।

খ. অন্যকে দিয়ে যবেহ করালে যবেহের সময় সেখানে উপস্থিত থাকা।

গ. শুধু মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করাই যথেষ্ট। মুখে স্পষ্ট করে বলা জরুরী নয়।

ঘ. যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা।

কুরবানীর পশু শোয়ানোর নিয়ম

প্রশ্ন-১১২৫. কুরবানীর পশু কিভাবে শোয়াতে হবে, কিবলামুখী করে নাকি অন্যভাবে শোয়ালেও চলবে?

উত্তর ঃ পশু কিবলামুখী করে শোয়ানো মুস্তাহাব। যেদিকে সহজে শোয়ানো যায় সেদিকে মুখ করে যবেহ করায় কোনো দোষ নেই।

বাম হাতে যবেহ করা

প্রশ্ন-১১২৬. বাম হাতে জবেহ করা জায়েয কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ জায়েয আছে কিন্তু সুন্নাতের খেলাপ। অবশ্য কোনো সংগত কারণে এরূপ করলে সুন্নাতের খেলাপ হবে না।

মহিলাদের যবেহ

প্রশ্ন- ১১২৭. আমার মা, নানী এবং বাড়ির অন্যান্য মহিলারা হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ করে থাকেন। কলেজের এক বান্ধবীর কাছে একথা বলায় সে বলেছে মহিলারা যবেহ করলে নাকি তা মাকরূহ হয়ে যায়। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ মহিলাদের যবেহ করা জায়েয আছে। আপনার বান্ধবী ভুল বলেছেন।

কুরবানীর গোশ্‌ত

কুরবানীর গোশ্‌তের বন্টন

প্রশ্ন-১১২৮ কুরবানীর গোশ্‌ত কিভাবে বন্টন করা উচিত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ কয়েকজন মিলে কুরবানীর দিলে গোশ্‌ত ওজন করে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। অনুমানের ভিত্তিতে ভাগ করা যাবে না। উত্তম হচ্ছে, কুরবানীর গোশ্‌ত তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ নিজের পরিবার পরিজনের জন্য রেখে দেয়া, আরেক ভাগ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া এবং আরেক ভাগ গরীব মিসকীনকে দেয়া। তবে আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহলে বন্টন না করে সব গোশত নিজে রেখে দেয়াও জায়েয আছে। কুরবানীর গোশ্‌ত বিক্রি করা কিংবা যবেহ করে গোশ্‌ত বানানোর পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া জায়েয নেই। পারিশ্রমিক আলাদাভাবে দিতে হবে।

বিয়েতে কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়ানো

প্রশ্ন-১১২৯. আমাদের মহল্লায় এক ভদ্রলোক ঈদের তৃতীয় দিন কুরবানী করে সেই গোশ্‌ত দিয়ে চতুর্থ দিন তার মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রীকে খাওয়ান, এরূপ করলে কুরবানী হবে কি?

উত্তর ঃ সহীহ্ নিয়তে কুরবানী করে থাকলে ইনশাআল্লাহ তা কবুল হবে। কুরবানীর গোশ্‌ত পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েয। তবে উত্তম হচ্ছে, এক তৃতীয়াংশ গরীব মিসকীনকে দান করা, এক তৃতীয়াংশ আত্মীয় স্বজনকে দেয়া এবং এক তৃতীয়াংশ নিজের জন্য রাখা।

অমুসলিমকে কুরবানীর গোশ্‌ত দেয়া

প্রশ্ন-১১৩০. কুরবানীর গোশ্‌ত অমুসলিমকে দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ দেয়া যাবে। তবে মানতের কুরবানী হলে দেয়া যাবে না।

মানতের কুরবানী

প্রশ্ন-১১৩১. আমার আম্মা আকাংখিত জায়গায় আমার চাকুরী হওয়ার জন্য কুরবানীর মানত করেছিলেন। কাংখিত সেই জায়গায়ই আমার চাকুরী হয়েছে। এখন মানত অনুযায়ী কুরবানী করলে সেই গোশ্‌ত আমরা এবং আমাদের আত্মীয়স্বজন খেতে পারবো কি?

উত্তর ঃ সেই গোশ্‌ত গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। ধনী এবং সচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য তা খাওয়া জায়েয নয়।

কুরবানীর চামড়া

প্রশ্ন-১১৩২. কুরবানীর গোশ্‌ত যেমন দান করা হয় তেমনিভাবে কুরবানীর চামড়া গরীবদেরকে দান করে দেয়া যায় না? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ কুরবানীর চামড়া যতক্ষণ বিক্রি করা না হবে ততক্ষণ তার হুকুম গোশ্‌তের মতো। ইচ্ছে করলে নিজে ব্যবহার করতে পারবে, আবার কাউকে দানও করা যাবে কিন্তু বিক্রি করার পর সেই টাকা দান করে দেয়া বাধ্যতামূলক।

মাসজিদের ইমামকে কুরবানীর চামড়া প্রদান করা

প্রশ্ন-১১৩৩. কুরবানীর চামড়া মাসজিদের ইমাম সাহেবকে প্রদান করা জায়েয কিনা, বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ যদি মাসজিদের ইমাম সাহেবের বেতন ভাতা নির্দিষ্ট থাকে এবং নিয়োগের সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরবানীর চামড়া প্রদানের ব্যাপারে ইঙ্গিত না করা হয়ে থাকে, আবার ইমাম সাহেবও মনে না করেন যে, মুসুল্লীদের কুরবানীর চামড়া পাওয়া আমার হক (অধিকার), এমতাবস্থায় মুসুল্লীদের কেউ যদি কুরবানীর গোশ্‌তের মতো চামড়াও হাদিয়া স্বরূপ ইমাম সাহেবকে দিয়ে দেন, তা জায়েয আছে। আর যদি ইমাম সাহেব গরীব হন এবং তাকে পারিশ্রমিকের নিয়তে দান না করে একজন আলিম কিংবা হাফিজ হিসেবে দান করা হয় আমার মতে তা শুধু জায়েযই নয় বরং উত্তম।

কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে মাসজিদ নির্মাণ করা

প্রশ্ন-১১৩৪. কুরবানীর চামড়া বেচা টাকা দিয়ে মাসজিদ কিংবা মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ করা যাবে কি?

উত্তর ঃ যাকাত, ফিতরা এবং কুরবানীর চামড়ার টাকা মাসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণে ব্যয় করা জায়েয নয়।

ধারে পশু নিয়ে কুরবানী করা

প্রশ্ন-১১৩৫. আমরা যেমন বিভিন্ন কাজে ধার বা ঋণের সহযোগিতা নিয়ে থাকি এবং পরে তা পরিশোধ করে দিই; তেমনিভাবে ধারে পশু নিয়ে কুরবানী করা যাবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যাবে। জায়েয আছে।

কুরবানীর রক্তে ভেজা কাপড়ে নামায পড়া

প্রশ্ন- ১১৩৬. কুরবানীর পশুর রক্তে কাপড় ভিজে গেলে সেই কাপড়ে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ কুরবানীর পশুর প্রবাহিত রক্ত সেই রকম নাপাক যেরকম নাপাক অন্য পশুর প্রবাহিত রক্ত। প্রবাহিত রক্তের ছিটেফোঁটা যদি কাপড়ে লাগে এবং তা পরিমাণে এক টাকার কয়েনের পরিমাণের চেয়ে কম হয় তাহলে নামায হয়ে যাবে। এর চেয়ে বেশী হলে আর নামায হবে না। অবশ্য যে রক্ত গোশ্‌তের মধ্যে লেগে থাকে তা নাপাক নয়।

কুরবানীর পশুর রক্তে পা রাঙানো

প্রশ্ন-১১৩৭. আমার এক আত্মীয় যখনই তিনি কুরবানী করেন, সেই পশুর প্রবাহিত রক্তে পা ডুবিয়ে রাঙিয়ে নেন, এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ এ রক্ত নাপাক। আর নাপাক কোনো জিনিস শরীরের কোনো অংশে লেপ্টে দেয়া দীন ও শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে ইবাদাত হতে পারে না। এ ধরনের বিশ্বাস ও কাজ নাজায়েয।

যবেহ্ সংক্রান্ত আরও কতিপয় মাসয়ালা

'বিসমিল্লাহ্' না বলে যবেহ্ করা

প্রশ্ন-১১৩৮. শহরে কসাইখানায় যেসব পশু যবেহ করা হয় তার অধিকাংশই 'বিসমিল্লাহ্' এবং 'তাকবীর' ছাড়াই যবেহ করা হয়। এ অধম তার প্রত্যক্ষদর্শী। এর কারণ, বেশীর ভাগ কসাই নামায রোযা ও শরঈ আহকাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। এজন্যেই শরী'আহ মুতাবিক যবেহ্ করার বাধ্যবাধকতা তারা মনে করে না। এরূপ যবেহ্কৃত পশু খাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ যদি কোনো মুসলমান যবেহ্ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায় তার যবেহ্ খাওয়া বৈধ (হালাল)। কেউ যদি জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃত 'বিসমিল্লাহ' না পড়ে

যবেহ করে তা খাওয়া হালাল নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে, শরঈ পদ্ধতিতে তা যবেহ হচ্ছে কিনা তার খোঁজখবর রাখা।

অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশ্ত

প্রশ্ন-১১৩৯. এখানে মুরগীর গোশ্তসহ বিভিন্ন গোশ্তের প্যাকেট পাওয়া যায়, যা ইউরোপের অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত। আমরা জানি না তা কিভাবে যবেহ করা হয়েছে এমতাবস্থায় মুসলমান হিসেবে সেই গোশ্ত খাওয়া আমাদের জন্য হালাল হবে কি?

উত্তর ঃ যে গোশ্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না যায় যে, তা হালাল উপায়ে যবেহকৃত কিনা— তা পরিত্যাগ করা উচিত। ইউরোপসহ অন্যান্য অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত গোশ্ত খাওয়া হালাল নয়।

কোন্ ধরনের আহলে কিতাবের যবেহ খাওয়া হালাল?

প্রশ্ন-১১৪০. আমরা দু'বন্ধু আমেরিকা আছি। বলতে গেলে প্রায় বিশ বছর আমি এখানে রয়েছি। আহলে কিতাবদের যবেহ খাওয়া সম্পর্কে আমার বন্ধুর বক্তব্য হচ্ছে— তাদের নৈতিক মান যাই হোক না কেন আহলে কিতাব হওয়ার কারণে তাদের যবেহ খাওয়া হালাল। আমার বক্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক আহলে কিতাবের যবেহ খাওয়া জায়েয নয় বরং তাদের যবেহ খাওয়া যেতে পারে যারা আগের শরী'আতে বিশ্বাসী এবং যারা তাদের কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী যবেহ করে থাকে। আপনার কাছে প্রশ্ন আমাদের দু'জনের মধ্যে কার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক?

উত্তর ঃ আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক। আহলে কিতাবদের যবেহ খাওয়া হালাল তবে কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ্য রাখা উচিত।

ক. যিনি যবেহ করবেন তিনি আক্ষরিক অর্থেই আহলে কিতাব হবেন। কিছু লোক এমন আছেন যারা নিজেদেরকে ইহুদী কিংবা খৃস্টান বলে দাবী করেন। আকীদাগতভাবে তারা ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলেন না। শরঈভাবে তাদেরকে আহলে কিতাব বলা যেতে পারেনা, এজন্যে তাদের যবেহ খাওয়া হালাল নয়।

খ. অনেকে প্রথম দিকে নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দিতেন, পরে ধর্মান্তরিত হয়ে ইহুদী কিংবা খৃস্টান হয়ে গেছে, তারা আহলে কিতাব নয় বরং তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। মুরতাদের যবেহ খাওয়া হারাম।

গ. যবেহকারী আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করবেন। নইলে তা হালাল হবে না, এমনকি আহলে কিতাব হলেও না।

ঘ. নিজ হাতে যবেহ করতে হবে। আজকাল পাশ্চাত্যে মেশিনের সাহায্যে যবেহ করা হয় এবং যবেহের সময় রেকর্ড প্লেয়ারে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বাক্যটি বাজানো হয়। অর্থাৎ যবেহও কোন ব্যক্তি করলো না আর বিসমিল্লাহও কোনো ব্যক্তি বললো না। এ ধরনের যবেহ্ করা পশুর গোশ্‌ত হালাল নয়, তা মৃত হিসেবে গণ্য হবে।

আকীকাহ্

আকীকাহ্ কি?

প্রশ্ন-১১৪১. আকীকাহ কী? যদি কেউ আকীকাহ না করে মারা যান তার ব্যাপারে হুকুম কী?

উত্তর ঃ আকীকাহ্ সুন্নাত। সম্ভব হলে করা উচিত। না করলে গুনাহ্ নেই শুধু আকীকাহর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন।

প্রশ্ন-১১৪২. আকীকাহ্ কত বছর বয়স পর্যন্ত করা যায়, বালিগ পুরুষ ও মহিলা নিজের আকীকাহ নিজে করতে পারেন কি, না পিতা-মাতাকেই করতে হয়?

উত্তর ঃ সুন্নাত হচ্ছে, শিশুর জন্মের সপ্তম দিন মাথার চুল কামিয়ে চুলের ওজনে রূপা দান করা এবং ছেলে হলে দুটো আর মেয়ে হলে একটি ছাগল যবেহ্ করা। সেই সাথে শিশুর নাম রাখা। যদি সপ্তম দিনে আকীকাহ্ করা সম্ভব না হয় তাহলে পরে করা। অনেক ইসলামী আইন বিশারদদর (ফকীহদের) মতে সপ্তম দিনে আকীকাহ করতে না পারলে তার আর কোনো গুরুত্ব থাকে না। বেশী বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য আকীকার প্রয়োজন নেই।

আকীকাহ্ না করে সেই টাকা দান করে দেয়া

প্রশ্ন-১১৪৩. আকীকার জন্য পশু না কিনে সেই টাকা গরীব আত্মীয় স্বজনকে দান করে দিলে আকীকার সুন্নাত আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ না, সুন্নাত আদায় হবে না। অবশ্য দান এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার সওয়াব পাওয়া যাবে।

মায়ের বেতনের টাকা দিয়ে সন্তানের আকীকাহ্

প্রশ্ন-১১৪৪. মা-বাবা দু'জনেই চাকুরী করেন। বাবার টাকায়ই সংসার চলে যায়, মায়ের টাকা জমা থাকে। মায়ের জমা টাকা থেকে যদি সন্তানের আকীকাহ্ করা হয়, হবে কি?

উত্তর ঃ সংসারের খরচ এবং সন্তানের আকীকাহ্ সবই বাপের দায়িত্বে, তবু মা যদি খুশী হয়ে তার টাকা দিয়ে সন্তানের আকীকাহ্ করেন, জায়েয আছে।

নিজের আকীকার আগে সন্তানের আকীকাহ

প্রশ্ন-১১৪৫. আমার আকীকাহ্ করা হয়নি, এমতাবস্থায় আমি সন্তানের আকীকাহ্ করতে পারবো কি? উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আপনি আপনার সন্তানের আকীকাহ করতে পারেন। আপনার আকীকাহ হয়নি তো কি হয়েছে, এতে দোষের কিছু নেই।

কি ধরনের পশু দিয়ে আকীকাহ্ করা যায়

প্রশ্ন-১১৪৬. যে পশু সাতজন কুরবানী করতে পারে সেই পশু সাত নামে আকীকাহ করা যাবে কি? যদি ছেলে সন্তানের আকীকার জন্য গরু যবেহ করা হয়, তাতে কোনো অসুবিধা হবে কি? মহিষও কি আকীকাহ্ করা যাবে?

উত্তর ঃ যেসব পশু দিয়ে কুরবানী জায়েয সেইসব পশু দিয়ে আকীকাও জায়েয। মহিষও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ যেসব পশু সাত নামে কুরবানী করা যায় সেগুলোর আকীকাও সাত নামে করা যায়। যদি একজনের আকীকার জন্য একটি যবেহ্ করা হয় তাও জায়েয আছে।

প্রশ্ন-১১৪৭. যদি কেউ ছেলের আকীকাহর জন্য দুটো ছাগল যবেহ্ করার সামর্থ্য না রাখে তাহলে একটি ছাগল যবেহ্ করলে হবে কি?

উত্তর ঃ ছেলের আকীকার জন্য দুটো ছাগল কিংবা দুটো ভাগ দেয়া মুস্তাহাব। যদি কেউ দুটো ছাগল কিংবা দু'ভাগ দেয়ার সামর্থ্য না রাখে তাহলে একটি ছাগল অথবা এক ভাগ দিলেই হয়ে যাবে।

একই পশু দিয়ে কুরবানী ও আকীকাহ্ করা

প্রশ্ন-১১৪৮. কুরবানীর সময় যেসব পশু সাত নামে কুরবানী করা যায় সেসব পশুতে কুরবানীর সাথে সাথে আকীকাহ্ করা যাবে কি? যেমন একটি গরুতে এক ভাগ কুরবানী এবং বাকী ছয় ভাগ চার বাচ্চার (দু'ছেলে ও দু'মেয়ে) নামে আকীকাহ্ করা।

উত্তর ঃ কুরবানীর পশুতে আকীকার জন্য অংশ রাখা জায়েয আছে।

আকীকাহ্ সংক্রান্ত চার মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন-১১৪৯. আকীকাহ্ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে (প্রশ্ন নং ১১৪৭) আপনি লিখেছেন– 'যেসব পশু সাত নামে কুরবানী করা যায় সেগুলো আকীকাও সাত নামে করা যায়'– এতো এক বিতর্কিত মাসয়ালা। এ ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহর দলিল প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করে আমাকে উপকৃত করবেন।

অনেক আলিম মনে করেন একটি গরু বা মহিষ দিয়ে সাত বাচ্চার আকীকাহ্ করা জায়েয নয়। নিচে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো।

দু'বছর পুরো হয়ে তিন বছরে পদার্পণ না করা পর্যন্ত গরু মহিষের কুরবানী জায়েয নয়। তদ্রূপ পাঁচ বছর পুরো হয়ে ছ'বছরে পদার্পণ না করা পর্যন্ত সেই উট কুরবানী দেয়া যাবে না। একই পশু দিয়ে একাধিক আকীকাহ্ করা ঠিক নয়, যেমন একটি উটে সাতজন শেয়ারে কুরবানী করেন। যদি এরূপ শেয়ার সঠিক হয় তাহলে 'ইরাকাতুদ্দাম' (একটি জীবনের বিনিময়ে একটি জীবন) এর উদ্দেশ্য ঠিক থাকে না। আকীকাহ্ মূলত ফিদ্ইয়ার মতো। অবশ্য ছাগল ভেড়ার পরিবর্তে গরু, মহিষ ও উট যবেহ্ করা যেতে পারে তবে শর্ত হচ্ছে একটি পশু একটি শিশুর জন্য।

ইমাম ইবনু কাইয়িম (রহ) আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি তাঁর এক সন্তানের আকীকায় একটি পশু যবেহ্ করেছিলেন।' আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি তার ছেলে আবদুর রহমানের আকীকায় একটি পশু যবেহ্ করেছিলেন এবং বসরার লোকদের দাওয়াত করে খাইয়েছিলেন।' জা'ফর ইবনু মুহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, 'হযরত ফাতিমা (রা) তাঁর ছেলে হাসান এবং হুসাইনের আকীকায় একটি করে ভেড়া যবেহ্ করেছিলেন।' ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযি উম্মু কারয (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন– তিনি আকীকাহ্ সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– 'ছেলে হলে দুটো ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল আকীকাহ্ করতে হবে।' ইবনু আবী শাইবা হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন— 'নবী করীম (সা) আমাদেরকে ছেলের জন্য দুটো এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকীকাহ্ করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

এসব হাদীস এবং অধিকাংশ প্রাচীন ও আধুনিক আলিমদের ফতোয়া হচ্ছে– ছাগল ও ভেড়া ছাড়া অন্য কোনো পশু আকীকাহ্ হিসেবে যবেহ্ করা সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত নয়। কিন্তু পরবর্তীকালের যেসব আলিম উট, গরু ও মহিষ আকীকাহ্ হিসেবে যবেহ্ করার অনুমতি দিয়েছেন তাদের দলিল ইবনু মানযারের সেই হাদীস, যেখানে নবী করীম (সা) বলেছেন— 'প্রত্যেক সন্তানের জন্যই আকীকার প্রয়োজন কেননা এটি তার রক্তের বিনিময়।' এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, নবজাতকের জন্য ভেড়া, ছাগল, গরু, মহিষ কিংবা উটের যে কোনো একটির রক্ত প্রবাহিত করে দিলেই হয়ে যাবে। কিন্তু উত্তম হচ্ছে, নবী করীম (সা) ও সাহাবা কিরামের অনুসরণে ছাগল কিংবা ভেড়া কুরবানী দেয়া। (এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভালো জানেন)

উত্তর ঃ এক. আপনি লিখেছেন— [আকীকাহ্ সম্পর্কে].... 'এতো এক বিতর্কিত মাসয়ালা'....।

এ সম্পর্কে সকলেই অবগত যে, মৌলিক মাসয়ালা নয় (উসূলী নয় ফরুঈ) এমন মাসয়ালার ব্যাপারে আলিমদের ইখতিলাফ (মতবিরোধ) থাকতেই পারে। এমন কি এ ধরনের মাসয়ালা ইখতিলাফ ছাড়া পাওয়াও মুশকিল। তাই মাসয়ালা যেটিই বলবো সেটি সম্পর্কেই বলা যাবে, এতে ইখতিলাফ আছে। আপনি তো একথা অবশ্যই জানেন, এ অধম যেসব মাসয়ালা সম্পর্কে লেখেন তা মূলত হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকেই হয়ে থাকে। অবশ্য যদি প্রশ্নকারী অন্য কোনো মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত করেন তাহলে সেই মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গিই তুলে ধরতে চেষ্টা করি।

দুই. আপনি আরো বলেছেন— আগামীতে আমি যেন কুরআন হাদীসের দলিল উল্লেখ করে জবাব দেবার চেষ্টা করি। আমি প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় দলিল প্রমাণ সম্পর্কিত বিতর্কে ইচ্ছাকৃতভাবেই জড়াই না। কারণ সাধারণের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় এমন মনোভাব নিয়েই আমি উত্তর দিয়ে থাকি। দলিল প্রমাণ নিয়ে বিতর্ক, সেতো পণ্ডিতদের সাথে কথাবার্তার সময়ই শোভা পায়।

তিন. আপনি ইবনু কাইয়িম (রহ) এর গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে— 'ছাগল ভেড়া ছাড়া অন্য কোনো পশু দিয়ে আকীকাহ্ হবে কিনা?' তারপর আপনি লিখেছেন—

'এসব হাদীস এবং অধিকাংশ প্রাচীন ও আধুনিক আলিমদের ফতোয়া হচ্ছে, ছাগল ও ভেড়া ছাড়া অন্য কোনো পশু আকীকাহ হিসেবে যবেহ করা সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণিত নয়।'

আমার জানা মতে চার মাযহাবই একমত যে, উট, গরু ও মহিষ দিয়ে আকীকাহ জায়েয। হানাফীদের অভিমত তো আমি অনেক আগেই বলেছি। অন্যান্য মাযহাবের অভিমত নিম্নরূপ ঃ

ফিক্‌হে শাফিঈ

ইমাম নববী শরহে মুহাযযাব এ লিখেছেন—

'সেইসব পশু দিয়েই আকীকাহ্ করতে হবে, যেসব পশু দিয়ে কুরবানী করা হয়। এজন্য জুয'আহ এর চেয়ে কম বয়সী দুম্বা এবং ছানিয়াহ (দু'দাঁত) এর চেয়ে কম বয়সী ছাগল, গরু ও উট কুরবানী করা জায়েয নেই। এটিই সঠিক ও প্রসিদ্ধ মত। অধিকাংশ অকাট্যভাবে এ মতকে মেনে নিয়েছেন।' (শরহে মুহাযযাব, ৮/৪২৯)

মাওয়ারদীসহ আর কতিপয় ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন— জুয'আর চেয়ে কম বয়সী ভেড়া, দুম্বা এবং দু'দাঁতের চেয়ে কম বয়সী ছাগল আকীকাহ দেয়া জায়েয। কিন্তু মাযহাব উপরোক্ত মতের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ফিক্‌হে মালিকী

'শরহে মুখতাসারুল খালীল' এ বলা হয়েছে- ইবনে রুশদ বলেন : .... আকীকাহ হিসেবে গরু যবেহ করা যাবে। এটিই প্রসিদ্ধ মত। কুরবানীর উপর কিয়াস করে এ অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। (মাওয়াহিবুল খালীল ৩/২৫৫)

ফিক্‌হে হাম্বলী

'আররাওযুল মুরাব্বা'য় বলা হয়েছে–

'আকীকায় কি কি পশু যবেহ করা জায়েয এবং কি কি পশু মুস্তাহাব আর কি কি পশু যবেহ করা মাকরূহ, তার বিধান কুরবানীর বিধানের মতোই। তবে কুরবানীর পশুর মতো আকীকার পশুতে শেয়ার চলে না। সেজন্য বড়ো কোনো পশু যবেহ করলে এক নামেই তা করতে হবে। (রেফারেন্স আওযুজুল মাসালিক ৯/২১৮)

উপরের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে বুঝা যায়, ছাগল ভেড়ার মত উট গরু দিয়েও আকীকাহ করা জায়েয। এ ব্যাপারে চার মাযহাবই একমত। আরো বুঝা যায় যে, আকীকাহ্‌র অধিকাংশ নির্দেশ কুরবানীর নির্দেশের মত, এটি অধিকাংশ আলিমেরই বক্তব্য। যেমন ইবনে রুশদ (রহ) লিখিছেন—

'অধিকাংশ আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, আকীকাহ শুধু সেই আট প্রকার পশু দিয়েই জায়েয যা দিয়ে কুরবানী করা হয়।' (বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৩৩৯)

হাফিয ইবনু হাজার (রহ) লিখেছেন– 'অধিকাংশের বক্তব্য হচ্ছে উট ও গরু দিয়ে আকীকাহ জায়েয। তাবারানী ও আবু শায়খ হযরত আনাস (রা) থেকে মারফু সনদে বর্ণনা করেছেন— 'উট, গরু ও ছাগল দিয়ে সন্তানের আকীকাহ করা যাবে।' ইমাম আহমদ (রহ) বলেছেন— পশু পুরোটাই হতে হবে (পশুতে শেয়ার করা চলে না) এবং শাফিঈ (রহ) বিতর্কের জবাব স্বরূপ বলেছেন— বড়ো পশু দিয়ে আকীকাহ করলে সাত নামেই করা যাবে যেমন কুরবানী করা যায়। (আল্লাহই ভালো জানেন)।' (ফতহুল বারী, ৯/৫৯৩)

বড়ো পশুতে সাত নামে আকীকাহ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আহমদ (রহ) দ্বিমত করেছেন। (উপরের উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়) তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, আকীকাহ যে কোনো পশু দিয়েই হয়ে যাবে কিন্তু পুরো পশু এক নামেই যবেহ করতে হবে। শেয়ার করা যাবে না। অবশ্য শাফিঈ (রহ) এর মতে জায়েয।

'শরহে মুহাযযাব' এ বলা হয়েছে- 'যদি সাত বাচ্চার পক্ষ থেকে একটি উট বা গরু যবেহ করা হয় তাহলে (উলামাদের) একটি দলতো তাদের পক্ষে আছে।' (খন্ড ৮, পৃ- ৪২৯)

হানাফীদের নিকটও শেয়ার জায়েয। যেমন মুফতী কিফায়েত উল্লাহ সাহেব লিখেছেন- 'এক গরুতে সাতজনের পক্ষ থেকে আকীকাহ করা যায়, যেমন সাতজনে মিলে একটি গরু কুরবানী করে থাকে।' (কিফায়াতুল মুফতী, ১/২৬৩)

আপনি আরো লিখেছেন- 'আকীকায় শেয়ার করা ঠিক নয়, যেমন সাত ব্যক্তি মিলে একটি উট কুরবানী করেন। যদি শেয়ার ঠিক হয় তাহলে নবজাতকের 'জীবনের বিনিময়ে জীবন' এর উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না।'

তাহলে নিচের দলিলগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন, যেখানে কুরবানীর ব্যাপারেও এরূপ বলা হয়েছে-

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন- 'কুরবানীর দিন রক্ত প্রবাহিত ছাড়া বানী আদমের আর কোনো আমলই আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয় নয়।' (তিরমিযি, ইবনু মাজা, মিশকাত)

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কুরবানীর দিন সম্পর্কে বলেছেন 'এদিন রক্ত প্রবাহিত ছাড়া মানুষের আর কোনো আমলই আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয় নয়, অবশ্য যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হয়।' (তাবারানী)

কুরবানীর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা, এজন্য কুরবানীর গোশ্‌ত দান করা কারো জন্য জরুরী নয়। যদি নিজে খায় এবং পরিবার পরিজনকে খাওয়ায় তবু কুরবানী হয়ে যাবে।

যদি কুরবানীর উদ্দেশ্য হয় রক্ত প্রবাহিত করা এবং সেখানে শেয়ার রাখা বৈধ হয় তাহলে আকীকাহর জন্য রক্ত প্রবাহিত করলে সেখানে শেয়ার হলে উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে কেন। যদি কুরবানীতে শেয়ার জায়েয হয় তাহলে আকীকায় আরো ভালোভাবে জায়েয হওয়া উচিত। কারণ আকীকার মর্যাদা কুরবানীর চেয়ে কম। উত্তম কাজটিতেই যখন শারী'আহ শেয়ার রাখা জায়েয করেছে তাহলে অপেক্ষাকৃত কম উত্তম কাজটিতে অবশ্যই জায়েয হবে। এই কারণেই সমস্ত ফকীহগণ আকীকার মধ্যে কুরবানীর বিধানই বলবত রেখেছেন।

ইবনে কুদামা হাম্বলী আল মুগনীতে লিখেছেন- 'সদৃশ হওয়ার ব্যাপারটি কুরবানীর উপর কিয়াস (তুলনা) করা হয়েছে যা শরী'আহসম্মত কিন্তু ওয়াজিব নয়। কুরবানীর সাথে তুল্য পশুর গুণ-বৈশিষ্ট্য, বয়সে, পরিমাণে, শর্তে এমনকি গোশত বন্টনের বেলায়ও।' (আল মুগনী মা'আশ শারহিল কাবীর, ১১/১২৪)

স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামী যদি আকীকাহ্ করেন

প্রশ্ন-১১৫০. বিয়ের পর এমনকি সন্তানের মা হওয়ার পর স্বামী তাঁর স্ত্রীর পক্ষ থেকে আকীকাহ্ করতে পারবেন কি? নাকি স্ত্রীর পিতা-মাতাকেই তা করতে হবে?

উত্তর : আকীকাহ্ ফরয নয়, সন্তান জন্মের ৭ম দিনে করা সুন্নাত। তবে শর্ত হচ্ছে যদি পিতা-মাতার সামর্থ্য থাকে। পিতা মাতা আকীকাহ্ না করে থাকলে পরে করতে হবে, এমনটি জরুরী নয়। সন্তানের মা হওয়ার পর স্ত্রীর আকীকাহ্ স্বামী করা বাজে খরচ ও অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

কয়েক সন্তানের আকীকাহ্ এক সাথে করা

প্রশ্ন-১১৫১. অনেকে ভিন্ন ভিন্ন দিনে জন্মগ্রহণ করেছে এমন কয়েক সন্তানের আকীকাহ্ একসাথে করে থাকেন, এরূপ করলে আকীকাহ্ হবে কি?

উত্তর : সন্তান জন্মের ৭ম দিনে আকীকাহ্ করা সুন্নাত। সম্ভব না হলে না করবে, সেজন্য কোনো গুনাহ্ হবে না। তবু যদি কেউ দিনক্ষণ ঠিক না রেখে একাধিক সন্তানের আকীকাহ্ একদিনে করে, জায়েয আছে কিন্তু সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ।

আকীকাহ্ যেদিন করবে সেদিনই কি মাথা কামাতে হবে?

প্রশ্ন-১১৫২. সন্তান জন্মের চারমাস পর আকীকা করলেও কি বাচ্চার মাথা কামাতে হবে? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর : সন্তান জন্মের ৭ম দিন মাথা কামানো এবং আকীকাহ্ করা সুন্নাত। ৭ম দিন আকীকাহ্ না করতে পারলে শুধু মাথা কামিয়ে ফেললেই হয়ে যাবে। তবু যদি কেউ ৩/৪ মাস পর আকীকাহ্ করতে চান করতে পারেন, তাই বলে আকীকার দিন পুনরায় মাথা কামাতে হবে না।

আকীকার গোশ্ত সন্তানের বাপ-মা খেতে পারবেন কি?

প্রশ্ন-১১৫৩. নিজ সন্তানের আকীকার গোশত সন্তানের পিতামাতা খেতে পারবেন কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর : আকীকার গোশত অন্যদের জন্য যেমন হালাল তেমনিভাবে পিতামাতার জন্যও হালাল। মোটকথা, পরিবারের সকলেই তা খেতে পারবেন। তবে আকীকার গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ গরীব মিসকীনকে দেয়া উত্তম। অবশিষ্ট দু'ভাগ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের মাঝে বন্টন করে দেয়া যেতে পারে। আর যদি গোশ্ত বন্টন না করে রান্না করে সকলকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয় তাও জায়েয আছে।

শিকার অধ্যায়

নিশানাবাজীর জন্য শিকার করা

প্রশ্ন-১১৫৪. যে ব্যক্তি শখের বশে স্রেফ নিশানাবাজীর (হাত পাকা করার) জন্য শিকার করে থাকে, তার সম্পর্কে নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ হালাল প্রাণী শিকার করা জায়েয, তবে শর্ত হচ্ছে তা গোশ্‌ত খাওয়ার জন্য হতে হবে। খেলাধুলা কিংবা খেয়ালের বশে শিকার করে প্রাণীদের কষ্ট দেয়া জায়েয নেই।

বন্দুক, গুলাইল এবং শিকারী কুকুর দিয়ে শিকার করা প্রাণী

প্রশ্ন-১১৫৫. মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহ) তাঁর তাফসীরে সূরা আল বাকারার পঞ্চম রুকূতে, ইন্নামা হাররামা 'আলাইকুমুল মাইতাতা..... এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন 'মৃত সেইসব জিনিস যা আপনা আপনি মরে যায়, যবেহ্ করার অবকাশ হয় না, কিংবা শরঈ নিয়ম বহির্ভূতভাবে তা যবেহ করা হয় অথবা শিকার করা হয় যেমন শ্বাসরুদ্ধ করে কিংবা পাথর, লাকড়ি, গুলাইল অথবা বন্দুকের সাহায্যে মারা হয় কিংবা কোনো অঙ্গহানি ঘটিয়ে মারা হয়, এগুলো সবই মৃত বলে গণ্য এবং হারাম।'

পক্ষান্তরে অনেক মুফাসসির লিখেছেন– 'যে পশু যবেহ্ করা সম্ভব না হয়, যেমন- ভয়ে পলায়নরত বন্য পশু কিংবা পাখী ইত্যাদি সেগুলো বন্দুক, গুলাইল অথবা শিকারী কুকুর দিয়ে শিকার করার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে নিলেই হালাল হয়ে যাবে।' প্রশ্ন হচ্ছে বন্দুক, গুলাইল এবং শিকারী কুকুর দিয়ে যে শিকার করা হয় শরঈ নিয়মে যবেহ্ করার আগেই যদি তা মারা যায় সেগুলো কি মৃত এবং হারাম?

উত্তর ঃ যেসব প্রাণী যবেহ্ করা সম্ভব তা শরঈ পদ্ধতিতে যবেহ্ করা প্রয়োজন। যবেহ্ করার আগে মারা গেলে তা মৃত বলে গণ্য হবে।

শিকারের পূর্বে যদি 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে দেয়া হয়, আর সেই কুকুর শিকার ধরে জখম করে ফেলে এবং সেই জখমে রক্তক্ষরণ হয়ে শিকার মারা যায় তাহলে তা যবেহের স্থলাভিষিক্ত হবে। তা খাওয়া হালাল। আর যদি কুকুর সেই শিকারের গলা চেপে ধরার কারণে তা মারা যায় এবং কোনো জখম না হয়, তা খাওয়া হালাল নয়।

তদ্রূপ কোনো ধারালো অস্ত্র 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে ছুড়ে দিলে শিকার জখম হয়ে মরে গেলে তা যবেহের স্থলাভিষিক্ত হবে কিন্তু যদি লাঠি 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে ছুড়ে দেয়া হয় এবং তার আঘাতে শিকার মারা যায় তা খাওয়া হালাল নয়। তেমনিভাবে গুলাইল ও বন্দুক দিয়ে যে শিকার করা হয়, তা যদি জীবিত থাকে তাহলে যবেহ করতে হবে। আর যদি গুলির আঘাত লেগে শিকার মারা যায় (এবং কোনো জখম হয়ে রক্তক্ষরণ না হয়) তা খাওয়া হালাল নয়। কারণ আঘাতে মারা গেলে তা লাঠি দিয়ে শিকারের মত, (জীবিত থাকলে যবেহ করতে হবে আর মারা গেলে মৃত বলে গণ্য হবে)।

স্থলচর যেসব প্রাণী হালাল

ঘোড়া, খচ্চর[১] ও কবুতরের বিধান

প্রশ্ন-১১৫৬. গাধা, ঘোড়া, খচ্চর এবং বন্য কবুতর হালাল কিনা মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ গাধা এবং খচ্চর হারাম। কবুতর হালাল, তা গৃহপালিত হোক কিংবা বন্য। ঘোড়া হালাল নয় কিন্তু একদল আলিমের মতে হালাল।

খরগোশ হারাম নাকি হালাল?

প্রশ্ন-১১৫৭. অনেকে মনে করেন খরগোশ ইঁদুর প্রজাতির প্রাণী, ইঁদুর যেমন থাবা দিয়ে ধরে খায় তেমনিভাবে খরগোশও থাবা দিয়ে ধরে খেয়ে থাকে। পায়ের গঠনও প্রায় হারাম প্রাণীর মত। তাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে, খরগোশ খাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর ঃ খরগোশ হালাল। হারাম কোনো প্রাণীর সাথে এর সাদৃশ্য নেই। এ মাসায়ালায় চার ইমামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।

মাদী গাধার দুধ ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা

প্রশ্ন-১১৫৮. অনেকে বিভিন্ন অসুখের জন্য গাধার দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, ওষুধ হিসেবে গাধার দুধ খাওয়া হালাল কিনা?

উত্তর ঃ গাধার দুধ হারাম। ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করাও জায়েয নেই।

---

১. গাধা ও ঘোড়ার যৌন মিলনে যে প্রাণীর জন্ম হয় তাকে খচ্চর বলা হয়। —অনুবাদক

হালাল পশুর ছোট্ট বাচ্চা যবেহ করা

প্রশ্ন-১১৫৯. ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদির ছোট্ট বাচ্চা অর্থাৎ দু'তিন মাস বয়স হয়েছে এমন বাচ্চা আল্লাহর নামে যবেহ করে খাওয়া হালাল হবে কি ?

উত্তর ঃ গোশ্‌ত যদি খাওয়ার উপযোগী হয় তাহলে যবেহ করায় কোনো দোষ নেই।

যবেহকৃত পশুর পেটে বাচ্চা থাকলে

প্রশ্ন-১১৬০. গাভী যবেহ করার পর যদি পেটে বাচ্চা পাওয়া যায় তাহলে কী করতে হবে? অনেকে বলেন বাচ্চা জীবিত থাকলে যবেহ করে নিতে হবে আর যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে হালাল। কারণ তার মায়ের যবেহ-ই তার যবেহ বলে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত জানতে চাই।

উত্তর ঃ বাচ্চা জীবিত থাকলে তা খাওয়া হালাল। আর যদি মরে যায় তাহলে ইখতিলাফ (মতানৈক্য) আছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে মৃত বাচ্চা হালাল নয়, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এর মতে হালাল। তবে তা না খাওয়াই উত্তম।

কীটপতঙ্গ খাওয়া

প্রশ্ন-১১৬১. একদম ছোট যেসব প্রাণী, যেগুলোকে আমরা কীটপতঙ্গ বলে থাকি, যেমন- বিচ্ছু, জোঁক, মাকড়সা, উইপোকা, মাছি, মশা ইত্যাদি খাওয়া জায়েয কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ কীটপতঙ্গ খাওয়া জায়েয নয়।

সজারু খাওয়া

প্রশ্ন-১১৬২. অনেকে সজারু শিকার করে তার গোশত খেয়ে থাকেন এটি খাওয়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ না, এটি খাওয়া হালাল নয়।

মানুষকে কষ্ট দেয় এমন প্রাণী মারা

প্রশ্ন-১১৬৩. মানুষকে কষ্ট দেয় যেমন- মাকড়সা, লাল পিঁপড়ে, ছারপোকা, মাছি, মশা, উইপোকা এমন প্রাণী মারা জায়েয কি? কারণ এগুলো ঘরের পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলে।

উত্তর ঃ মানুষকে কষ্ট দেয় এমন কীটপতঙ্গ এবং প্রাণী মারা জায়েয আছে।

হারাম প্রাণীর চামড়া-নির্মিত দ্রব্যাদি ব্যবহার

প্রশ্ন-১১৬৪. হারাম প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরী জিনিসপত্র যেমন জুতো, ব্যাগ, পোশাক ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যে কোনো চামড়া প্রক্রিয়াজাত (ট্যানার) করার পর তা পাক হয়ে যায়, কাজেই সেগুলো দিয়ে তৈরী সব ধরনের জিনিসপত্রই ব্যবহার করা জায়েয। তবে শূকরের চামড়া কোনোভাবেই ব্যবহার করা জায়েয নয়।

জলচর যেসব প্রাণী হালাল

পানিতে বসবাসকারী কোন কোন প্রাণী হালাল?

প্রশ্ন-১১৬৫. পানিতে বসবাসকারী কোন কোন প্রাণী হালাল? নাকি পানিতে বসবাসকারী সকল প্রাণীই হালাল? স্থল এবং পানিতে বসবাসকারী হালাল প্রাণী চেনার কোনো উপায় আছে কি, থাকলে সেটি কী?

উত্তর ঃ জলচর প্রাণীর মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে শুধু মাছ খাওয়া হালাল, এছাড়া আর কোনো প্রাণী খাওয়া হালাল নয়।

স্থলচর প্রাণীর মধ্যে যেগুলোর লম্বা নখ আছে এবং নখ ও থাবার সাহায্যে শিকার করে ছিঁড়ে খুঁড়ে খায় সেগুলো খাওয়া হারাম।

আর যেসব পাখী পায়ের আঙ্গুল ও নখের সাহায্যে শিকার ধরে ছিঁড়ে খায় সেগুলো খাওয়াও হারাম। এছাড়া অন্য সব হালাল।

যেসব মাছ মরে পানির উপর ভেসে ওঠে

প্রশ্ন-১১৬৬. যেসব মাছ মরে পানির উপর ভেসে ওঠে কিংবা নদীর কিনারে মরা অবস্থায় পাওয়া যায় সেগুলো খাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ যেসব মাছ মরে পানির উপর চিৎ হয়ে ভেসে থাকে সেগুলো হালাল নয়। আর যেগুলো নদীর কিনারায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, দুর্গন্ধ না হলে তা খাওয়া হালাল।

কাকড়া খাওয়া

প্রশ্ন-১১৬৭. কাকড়া খাওয়া হালাল নাকি হারাম?

উত্তর ঃ (হানাফী মাযহাব মতে) কাকড়া খাওয়া হালাল নয়, হারাম।

কাছিমের ডিম

প্রশ্ন-১১৬৮. শোনা যায়, অনেকে মুরগীর ডিম বলে কাছিমের ডিম চালিয়ে দেয়। এরূপ করা বা খাওয়া জায়েয কি? না হলে তা কিরূপ? হারাম না মাকরূহ?

উত্তর ঃ মূলনীতি হচ্ছে, যা খাওয়া হারাম তার ডিমও হারাম। কাছিম যেহেতু হারাম, তার ডিম খাওয়াও হারাম। আর হারাম জিনিসের ব্যবসা করাও হারাম। যারা এরূপ করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত।

আকাশচর প্রাণী

বক খাওয়া হালাল কিনা?

প্রশ্ন-১১৬৯. বক খাওয়া কি হালাল? কি কি পাখি খাওয়া হালাল মেহেরবানী করে জানাবেন। অনেককে দেখি চড়ুই জাতীয় ছোট ছোট পাখী শিকার করে খায়, এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ বক হালাল। তেমনিভাবে যেসব পাখি শিকারী পাখি হিসেবে পরিচিত নয় সেগুলো খাওয়া হালাল। চড়ুই বা এ ধরনের ছোট পাখীও হালাল।

কবুতর ও রাজহাঁস

প্রশ্ন-১১৭০. অনেকে (জালালী) কবুতর যবেহ করাকে বৈধ মনে করেন না, এটি কি ঠিক? তাছাড়া আবার অনেকে রাজহাঁস খাওয়া পছন্দ করেন না, মাকরূহ মনে করেন, এ ব্যাপারে শরঈ নির্দেশ জানতে চাই।

উত্তর ঃ হালাল প্রাণী যবেহ করা অবৈধ হবে কেন? যে কোনো প্রজাতির কবুতর হোক, তা হালাল। রাজহাঁস হালাল তবে নোংরা জিনিস খাওয়ার কারণে মাকরূহ্। যেসব মুরগী, হাঁস নোংরা জিনিস খায় সেগুলোকে তিনদিন বেঁধে রেখে পবিত্র জিনিস খাওয়ালে তা আর মাকরূহ থাকে না, হালাল হয়ে যায়।

ময়ূরের গোশ্ত

প্রশ্ন-১১৭১. আমার এক বন্ধু কোথা থেকে যেন ময়ূরের গোশ্ত খেয়ে এসে বলছে, ময়ূর খাওয়া হালাল। আমরা সবাই বলছি হারাম। কোনটি ঠিক? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ময়ূর হালাল প্রাণী। কাজেই তার গোশ্ত খাওয়া হালাল।

ডিম

প্রশ্ন-১১৭২. 'যীবুননিসা' নামক এক পত্রিকায় দেখলাম হাকীম সাইয়িদ জাফর আসকারী সাহেব কোনো এক মহিলার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন— নবী করীম (সা) এবং সাহাবা কিরাম (রা)-এর খাদ্য তালিকার মধ্যে ডিম সংক্রান্ত

কোনো আলোচনা আসেনি। ইংরেজরা ডিম খাওয়াটাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। কাজেই ডিম খাওয়া জায়েয নয়। এ মাসয়ালা সম্পর্কে শরঈ দৃষ্টিকোণ কী? জানতে চাই।

উত্তর ঃ বুঝতে পারলাম না হাকীম সাহেব এ ধরনের কথা কিসের ভিত্তিতে বলেছেন। নবী করীম (সা)-এর এ প্রসিদ্ধ হাদীসটি নিশ্চয়ই পড়েছেন বা শুনেছেন, যেখানে রাসূল (সা) বলেছেন– 'যে ব্যক্তি জুমআর দিন সর্বপ্রথম মসজিদে আসবে সে একটি উট কুরবানীর সওয়াব পাবে। দ্বিতীয় যে ব্যক্তি আসবে সে একটি গরু কুরবানীর সওয়াব পাবে। তারপর যে আসবে সে একটি ছাগল কুরবানীর সওয়াব পাবে। তারপর যে আসবে সে একটি মুরগী দান করার সওয়াব পাবে। আর সর্বশেষ যে ব্যক্তি আসবে সে একটি ডিম দান করার সওয়াব পাবে। ইমাম যখন খুতবা শুরু করে তখন সওয়াব লেখক ফেরেশতারা খাতা বন্ধ রেখে ইমামের খুতবা শুনতে থাকে।' (মিশকাত শরীফ)

ভেবে দেখুন, আমাদের শরীয়তে যদি ডিম খাওয়া হারাম হতো, তাহলে (নাউযুবিল্লাহ্) নবী করীম (সা) হারাম জিনিস দান করতে বলতেন কি? আজ পর্যন্ত কোনো ফকীহ কিংবা মুহাদ্দিস ডিম খাওয়া হারাম বলেননি। ঐ হাকীম সাহেবের কথা সম্পূর্ণ ভুল।

খাঁচায় পুরে পাখি পোষা

প্রশ্ন-১১৭৩. অনেকে শখ করে নানা ধরনের পাখি পুষে থাকেন, এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ হাঁ, জায়েয আছে। তবে শর্ত হচ্ছে, তাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া যাবেনা। এবং তার খাদ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

যকৃৎ, প্লীহা, ভুঁড়ি, অণ্ডকোষ প্রভৃতির শরঈ হুকুম

হালাল প্রাণীর যেসব জিনিস মাকরূহ

প্রশ্ন-১১৭৪. হালাল প্রাণীর অণ্ডকোষ কি হারাম? যদি হারাম হয় তার কারণ কী?

উত্তর ঃ হালাল প্রাণীর সাতটি জিনিস মাকরূহ তাহ্রীমী। সেগুলো হচ্ছে- ১. প্রবাহিত রক্ত, ২. গোশ্ত বা চমড়ার নিচে যে মাংসপিণ্ড বা টিউমার সৃষ্টি হয়, ৩. মূত্রথলি, ৪. লিঙ্গ, ৫. যোনী ৬. প্রধান ও মোটা রগ ৭. অণ্ডকোষ।

এক নম্বরটি তো স্বয়ং কুরআন হারাম করে দিয়েছে। অবশিষ্টগুলো নোংরা জিনিসের পর্যায়ভুক্ত। সে সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে (তার মধ্যে যেগুলো নোংরা জিনিসের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হারাম)। তাছাড়া এ সাতটি জিনিস নবী করীম (সা)ও অপছন্দ করতেন।

(মুসান্নাফ : আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৫৩৫; মারাসীল : আবু দাউদ, পৃ. ১৯; সুনানু কুবরা : বাইহাকী, ১০ম খণ্ড পৃ. ৭)

কলিজা বা যকৃৎ

প্রশ্ন-১১৭৫. আমি বি.এ ক্লাসের একজন ছাত্র। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এক অধ্যাপক সাহেব বলেছেন— 'আল কুরআনের দৃষ্টিতে কলিজা খাওয়া হারাম। কারণ কলিজা তো মূলত রক্তের পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।' অথচ হাদীসে কলিজাকে হালাল বলা হয়েছে। মেহেরবানী করে সঠিক সমাধান কি জানাবেন।

উত্তর ঃ কুরআন মাজীদে প্রবাহিত রক্তকে হারাম বলা হয়েছে, যা কোনো পশুপাখী যবেহ করার সময় বের হয়ে থাকে। কলিজা হালাল। আল কুরআনে কলিজাকে হারাম ঘোষণা করা হয়নি। আপনার প্রফেসর সাহেব ঠিক বলেন নি।

প্লীহা (তিল্লী) এবং ভুঁড়ি

প্রশ্ন-১১৭৬. প্লীহা এবং ভুঁড়ি খাওয়া শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন? শুনেছি ভুঁড়ি খেলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দু'আ কবুল হয়না, এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ প্লীহা এবং ভুঁড়ি খাওয়া সম্পূর্ণ হালাল। 'চল্লিশ দিন পর্যন্ত দু'আ কবুল হয়না' একথা ঠিক নয়।

কিডনী

প্রশ্ন-১১৭৭. ছাগল ভেড়া যবেহ করার পর তার গোশতের সাথে সকলেই কিডনীও খেয়ে থাকেন। কিডনী খাওয়া কি হালাল না হারাম?

উত্তর ঃ কিডনী খাওয়া হালাল।

কুকুর পোষা

কুকুর পোষা সম্পর্কে শরঈ হুকুম

প্রশ্ন-১১৭৮. কুকুর পোষা সম্পর্কে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গী জানতে চাই।

উত্তর ঃ জাহিলী যুগে কুকুরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হতো না। কুকুর আরবদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলো। নবী করীম (সা) মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন কুকুরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। কুকুর দেখামাত্র যেন মেরে ফেলা হয়। অবশ্য এ নির্দেশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিলো। পরে

প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে। কেউ কুকুর পোষার প্রয়োজন বোধ করলে তিনটি শর্তে তিনি কুকুর পুষতে পারবেন। ১. কুকুর দিয়ে শিকারের জন্য। ২. ক্ষেত বা ফসল পাহারা দেয়ার জন্য। ৩. ভেড়া ছাগলের পাল পাহারা দেয়ার জন্য অথবা কেউ তার বাড়িঘর অরক্ষিত মনে করলে তিনিও বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পুষতে পারেন। উল্লিখিত তিনটি কারণ ছাড়া আর কোনো কারণে কুকুর পোষা জায়েয নয়। ফিরিঙ্গি সমাজ ও সভ্যতাকে অনুসরণ করতে গিয়ে অনেকে আর এখন কুকুরকে ঘৃণা করেন না, [বরং ঘৃণা করেন রাসূল (সা)-এর দূরদৃষ্টিপূর্ণ নির্দেশকে]। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আল্লাহর ফেরেশতারা পর্যন্ত কুকুরকে অপছন্দ করেছেন। তাছাড়া কুকুরের লালার মধ্যে এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেজন্য নবী করীম (সা) কোনো পাত্রে কুকুরে মুখ দিলে তা সাতবার ধুয়ে এবং একবার মাটি দিয়ে ঘষে নিতে বলেছেন। অথচ যে কোনো নাপাকী লাগলে তিনবার ধুলেই তা পাক হয়ে যায়। তবে কুকুরের শরীর যদি শুকনো থাকে এবং কাপড় বা শরীরে স্পর্শ লাগে তাহলে সেই কাপড় বা শরীর নাপাক হবে না।

কুকুর পুষলে সেই বাড়িতে ফেরেশতা না আসা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন-১১৭৯. অনেকেই বলেন কুকুর পোষা জায়েয নেই, কুকুর পুষলে বাড়িতে ফেরেশতা আসেনা, কথাটি কতটুকু ঠিক? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর ঃ কুকুর পোষা কোনো শখের কাজ নয়, প্রয়োজনের ব্যাপার। শখ করে কুকুর পোষা নিষেধ। খেতখামার ও গবাদিপশু পাহারা দেয়া কিংবা কুকুর দিয়ে শিকার করানোর জন্য পোষা জায়েয আছে। যে ঘরে ছবি অথবা কুকুর থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেনা, একথা ঠিক। হাদীসে এসেছে একবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে জিব্রাঈল (আ) আসার জন্য নবী করীম (সা) এর কাছে ওয়াদা করেছিলেন কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট সময়ে আসেননি। এদিকে নবী করীম (সা) বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তিনি তো ওয়াদা করে তা খেলাপ করতে পারেন না এই ভেবে। ইত্যবসরে তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর খাটের নিচে একটি কুকুর ছানা শুয়ে আছে। তিনি সেটিকে তাড়িয়ে দিলেন এবং সেই জায়গা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করলেন। দেখা গেল একটু পরই জিব্রাঈল (আ) এসে হাজির। রাসূল (সা) নির্দিষ্ট সময়ে না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে জিব্রাঈল (আ) বললেন— হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খাটের নিচে কুকুর বসেছিল, যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করিনা। (মিশকাত শরীফ)

কুকুর মানুষের শরীরের মাটি দিয়ে তৈরী (?)

প্রশ্ন-১১৮০. আপনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন— 'যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।' তাহলে সেই ঘরে নামায পড়লে এবং কুরআন তিলাওয়াত করলে হবে কিনা? আমাদের বাড়ির সবাই নামায পড়েন এবং সকালে কুরআন তিলাওয়াত করেন। ছোট এ কুকুরটি আমরা বাধ্য হয়ে এনেছি, কোনো নোংরা জিনিস খায় না। আমরা ওকে ভীষণ আদর করি।

মেহেরবানী করে বলবেন কি বিশ্বস্ত এ প্রাণীটিকে আমাদের শরীআহ কেন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে বলেছে? আমি শুনেছি আদম (আ)-কে যখন তৈরী করে রাখা হয়েছিলো (তখনও রূহ্ দেয়া হয়নি) সেই সময় শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। তখন সেই জায়গার মাটি ফেলে দেয়া হয়েছিলো। সেই মাটি থেকেই পরে কুকুর তৈরী করা হয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই সে মানুষের কাছে দৌড়ে আসে এবং তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। মানুষও তাকে ভালো না বেসে পারে না।

উত্তর ঃ যেখানে কুকুর থাকে সেখানে নামায পড়া এবং কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয। মানুষের মাটি থেকে কুকুর সৃষ্টি করা হয়েছে একথা ভুল। কুকুর বিশ্বস্ত বটে কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি পাওয়া যায় যা বিশ্বস্ততাকে ম্লান করে দেয়।

১. কুকুর অপরের জন্য বিশ্বস্ত ঠিকই কিন্তু নিজের জাতির প্রতি বিশ্বস্ত নয়।

২. কুকুরের মুখের লালা নাপাক এবং নোংরা। মানুষের শরীর বা কাপড়ে তা লাগলে নামায বরবাদ হয়ে যায়। কুকুরের স্বভাব হচ্ছে সে মানুষের শরীরে মুখ লাগাবেই। কাজেই যারা কুকুর পোষেন তাদের শরীর ও কাপড় পাক রাখাটাই কষ্টকর।

৩. কুকুরের লালায় এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে যা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষেরই প্রয়োজন। এজন্য নবী করীম (সা) বলেছেন— যে পাত্রে কুকুরের মুখ লাগে তা সাতবার ধুতে হবে এবং শেষবার মাটি দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। এটি সেই জীবাণু যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে জলাতঙ্কসহ বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

৪. কুকুর প্রকৃতিগতভাবে নোংরা স্বভাবের, যার প্রমাণ মৃত ও নোংরা জিনিসের প্রতি আকর্ষণ। এজন্য বিনা প্রয়োজনে কুকুর পোষা একজন মুসলিমের শোভা পায় না।

কুকুর অপবিত্র কেন

প্রশ্ন-১১৮১. কুকুর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত একটি প্রাণী। তারপরও একে অপবিত্র বা নোংরা প্রাণীর মধ্যে গণ্য করা হয় কেন?

উত্তর ঃ একজন মুসলমান হিসেবে শুধু এতটুকু জবাবই যথেষ্ট যে, কুকুরকে আল্লাহ তা'আলা অপবিত্র বা নোংরা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, এজন্যই তা নোংরা। তারপরও এ ধরনের প্রশ্ন, কুকুর কেন নোংরা? এটি ঠিক সেই রকম প্রশ্ন, পুরুষ পুরুষ কেন? মহিলা মহিলা কেন? মানুষ মানুষ কেন? কুকুর কুকুর কেন?মানুষের মানুষ হওয়া এবং কুকুরের কুকুর হওয়া যেমন দলিল প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়, ঠিক তেমনিভাবে কুকুর নোংরা প্রাণী বলে স্রষ্টার ঘোষণা দেয়ার পর সেজন্য কোনো দলিল প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। পৃথিবীতে এমন বুদ্ধিমান কে আছে যাকে পেশাব পায়খানা অপবিত্র একথা যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে বুঝানোর প্রয়োজন? কিন্তু অধুনা এমন কিছু তথাকথিত বুদ্ধিমান রয়েছে যাদেরকে বুঝানো মুশকিল যে, মানুষ মানুষই, বানরের বংশধর নয়। মহিলা মহিলা-ই পুরুষ নয়। তবু যদি তারা পেশাবকে আবেহায়াত এবং মদকে ওষুধ মনে করে, সত্যিই তাদেরকে বুঝানো মুশকিল।

'বিশ্বস্ত ও অনুগত হওয়ার পরও কুকুর কেন নোংরা' এ প্রশ্নের আগে চিন্তা করা উচিত পাক নাপাক হওয়া বিশ্বস্ত ও অনুগত হওয়ার উপর নির্ভরশীল কিনা? এ মূলনীতি কোন দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে বলা যায়, যে প্রাণী বিশ্বস্ত তা পবিত্রও, আর যা বিশ্বস্ত নয় তাই অপবিত্র।

তাছাড়া একথাটিও চিন্তা করা উচিত ছিলো পৃথিবীতে এমন কী আছে যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কোনো না কোনো সৌন্দর্য কিংবা কল্যাণ রাখেন নি? কোনো জিনিসের দু'একটি ভালো দিক দেখেই সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া ঠিক নয়। নিঃসন্দেহে বিশ্বস্ততা একটি গুণ যা কুকুরের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এই একটিমাত্র গুণের মুকাবিলায় তার মধ্যে এমন কিছু দোষও আছে যা তার নোংরা স্বভাবকে প্রকাশ করে। যেমন মানুষের পায়খানা খাওয়া, স্বজাতিকে হিংসা করা, মৃত জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে একদিকে রেখে ওজন করলে কি বুঝা যায় না যে, বাস্তবিকই তা নোংরা স্বভাবের?

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মানুষ যেসব জিনিস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সেগুলোর প্রভাব তার শরীরে পড়ে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র জিনিস মানুষের

জন্য হালাল করেছেন এবং অপবিত্র জিনিস হারাম করেছেন। যেন অপবিত্র জিনিসের খারাপ প্রভাব তার সত্তা ও ব্যক্তিত্বে না পড়ে এবং তার চরিত্র ও কর্মকে কলুষিত না করে। শূকরের নির্লজ্জতা এবং কুকুরের নোংরা জিনিস খাওয়া তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কাজেই যে জাতি এসব নোংরা প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের স্বভাব প্রকৃতিতেও এর প্রভাব পড়ে। যা পাশ্চাত্য সমাজের দিকে দৃষ্টি ফেরালেই বুঝা যায়।

ইসলাম বিনা প্রয়োজনে কুকুর পুষতে নিষেধ করেছে। কারণ সাহচর্য এবং বন্ধুত্ব মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করার শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্যই বলা হয়, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। একথা শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা ঠিক নয় বরং যে পশু বা প্রাণীর সাথে মানুষ বসবাস করে সেই প্রাণীর স্বভাব চরিত্রও তার অজান্তে তার মধ্যে প্রবেশ করে। ইসলাম চায় না, কুকুরের স্বভাব-প্রকৃতি মানুষের মধ্যে প্রবেশ করুক। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা কুকুর রাখতে নিষেধ করেছেন।

মরণোত্তর চক্ষু দান ও অঙ্গ সংযোজন অধ্যায়

চক্ষু দানের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাওয়া

প্রশ্ন-১১৮২. মানব সেবা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। তাই বলে ইসলাম এটি অনুমোদন করে কিনা, একজন মানুষ মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করে যাবেন যে, মৃত্যুর পর তার চোখ দুটো যেন কোনো অন্ধকে দান করে দেয়া হয়?

উত্তর ঃ বেশ কিছুদিন আগে পাকিস্তানের মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) এবং মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্‌নুরী (রহ)-এর নেতৃত্বে ওলামাদের একটি বোর্ড করা হয়েছিলো। সেই বোর্ড সদস্যগণ চক্ষুদানের বিভিন্ন দিক ও বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা ও গবেষণা চালান। পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্ত দেন যে, চক্ষুদানের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাওয়া এবং সেই ওসিয়ত পুরো করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন হতে পারে, দেখা যাচ্ছে এটি এক প্রকার মানব সেবা, তাহলে না জায়েয বা গুনাহ হবে কেন? যারা এ ধরনের প্রশ্ন করেন তাদের কাছে আমি জানতে চাই— যদি আপনারা এটিকে মানবতার সেবা এবং সওয়াবের কাজই মনে করেন তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন কী? বিসমিল্লাহ বলে আগে বেড়ে আপনার দু'টো চোখ মানবতার সেবায় আজই দিয়ে দিন না, সওয়াবও হবে সেই সাথে মানবতার সেবা! যদি দুটো চোখ এক সাথে না দিতে পারেন তাহলে অন্তত একটি দিন।

হয়তো উত্তরে বলা হবে, যারা জীবিত, চোখ তো স্বয়ং তাদেরই প্রয়োজন। মৃত্যুর পর আর সেই প্রয়োজন থাকেনা, তখন আরেক জনকে দেয়া যেতে পারে।

এই হচ্ছে মূল কথা, যার ভিত্তিতে চক্ষুদান করাকে জায়েয মনে করা হয় এবং সওয়াবের কাজও মনে করা হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এ দৃষ্টিভঙ্গি কোনো মুসলমানের মাথা থেকে আসেনি, এসেছে তাদের মাথা থেকে যারা মনে করেন মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই, যারা কিয়ামাত, হাশর ও পরকালের জীবনকে অস্বীকারকারী।

একজন মুসলমানের আকীদা (বা দৃঢ় বিশ্বাস) হচ্ছে, মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের জীবনের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যায় না বরং একটি অধ্যায় শেষ হয়ে আরেকটি অধ্যায়ের সূচনা হয়। মৃত্যুর পরও মানুষ জীবিতই থাকে, কিন্তু সেই জীবন পৃথিবীর এ জীবনের মত নয়। জীবনের তৃতীয় স্তর শুরু হবে হাশরের পর থেকে, তখনকার সেই জীবনই হবে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

যখন একথা প্রমাণিত হলো, মৃত্যুর পরও একজন মানুষের জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে, শুধু তার ধরনটা বদলে যায়। তো, গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন, মানুষের দেখার প্রয়োজনটা কি শুধু পার্থিব জীবন অবসানের সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়? মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কি দেখার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না? একজন সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির মানুষও একথাই বলবে যে, মৃত্যুর পরে যদি অন্য এক জীবন থেকেই থাকে তাহলে এই জীবনকে উপভোগ করার জন্য যেসব উপায় উপকরণ প্রয়োজন, তা সেই জীবনের জন্যও প্রয়োজন হবে।

যারা মরণোত্তর চক্ষুদানের জন্য ওসিয়ত করে যান তাদের সম্পর্কে দুটোর যে কোনো একটি কথা বলা যেতে পারে। হয় তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী নয়, না হয় তারা অপরকে দান করে নিজে দেখা থেকে বঞ্চিত হওয়া পছন্দ করেন। কোনো মুসলমানের ব্যাপারে একথা কল্পনাও করা যায় না যে, তারা মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রবক্তা হবেন না। কাজেই কোনো মুসলমান যদি মরণোত্তর চক্ষুদানের ওসিয়ত করেন, তার মানে দাঁড়ায় তিনি সৃষ্টির সেবায় স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণ করা পছন্দ করেন। নিঃসন্দেহে এটি বিরাট বড়ো ত্যাগ ও কুরবানী। তাই আমরা অবশ্যই বলবো, যিনি স্বেচ্ছায় অনন্তকালের জীবনে অন্ধত্ব বরণ করতে চান, তাঁর উচিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করে তার আগেই যেন অন্ধত্ব বরণ করে নেন।

আমরা উক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম–

১. ইসলামের দৃষ্টিতে চক্ষুদানের ব্যাপারটি মরণোত্তর কিংবা মরণের আগের অবস্থা একই রকম।

২. মরণোত্তর চক্ষুদানের আইডিয়াটি কোনো মুসলমানের মস্তিষ্ক প্রসূত নয় বরং এটি তাদের মস্তিষ্ক প্রসূত যারা মৃত্যু পরবর্তীকালীন জীবনকে অস্বীকার করেন।

৩. জীবিতাবস্থায় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার। তাই বলে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনাশ করা আইনত ঠিক নয়। শরঈ এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তো নয়ই। তেমনিভাবে মরণোত্তর কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট করার জন্য ওসিয়ত করাও শরঈ এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক নয়। প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়ে গেছে। তবু আমরা এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা)-এর কতিপয় হাদীস উল্লেখ করছি।

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন— 'মৃত ব্যক্তির হাড়-গোড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড়-গোড় ভাঙ্গার মতই।' (মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, পৃ. ২২০; সুনানু আবী দাউদ, পৃ. ৪৫৮; সুনানু ইবনু মাজা, পৃ. ১১৮)

আমর ইবনু হামযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- 'নবী করীম (সা) আমাকে কবরে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় দেখলেন। তখন তিনি বললেন— কবরবাসীকে কষ্ট দিয়োনা।' (মুসনাদ : ইমাম আহমদ; মিশকাত, পৃ. ১৪৯)

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। মৃত্যুর পর কোনো মুমিনকে কষ্ট দেয়া তাকে জীবিতাবস্থায় কষ্ট দেয়ার মতই। (মিশকাতের পাদটীকা, ইবনু আবী শাইবার রেফারেন্সে)

হাদীসে এক সাহাবার দীর্ঘ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি হিজরত করে নবী করীম (সা) এর খেদমতে এসেছিলেন। কোনো এক জিহাদে তাঁর একটি হাত জখম হয়। তিনি যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে হাতটি কেটে ফেলে দেন, (প্রচুর রক্তপাতের) ফলে তার মৃত্যু ঘটে যায়। ক'দিন পর তার এক বন্ধু স্বপ্নে দেখলেন তিনি জান্নাতে হেঁটে বেড়াচ্ছেন কিন্তু তার একটি হাতে কাপড় জড়ানো। জখমের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন— 'নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দিয়েছেন।' অবশ্য হাত সম্পর্কে বলেছেন— 'যে হাত স্বয়ং তুমি নষ্ট করে দিয়েছো তা আমি ভালো করে দেবো না।'

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায়, মৃত ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা বা পৃথক করা, জীবিত ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা বা পৃথক করার মতই। যে অঙ্গ মানুষ নিজে কেটে ফেলবে কিংবা পৃথক করার জন্য ওসিয়ত করে যাবে সে অঙ্গ তেমনিভাবেই থাকবে। মহান আল্লাহ তা আর ভালো করে দেবেন না। কাজেই যারা এ ধারণা পোষণ করেন যে, মরণোত্তর চক্ষু দান করার ওসিয়ত করে গেলে আল্লাহ্ পুনরায় তাকে নতুনভাবে চক্ষু দান করবেন, তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ নতুনভাবে চোখ প্রদান করতে পারেন কিন্তু তার জবাবে বলা যায়, আল্লাহতো আপনাকে নতুনভাবে চোখ প্রদান করতে পারেন তাহলে 'করতে পারেন' এর উপর ভরসা রেখে জীবিত থাকাবস্থায়ই কেন আপনার চোখ দুটো দিয়ে দিচ্ছেন না? তাছাড়া দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেই যদি আল্লাহ্ বাধ্য হন তাহলে আপনার চোখ দুটো দেয়ার ওসিয়ত করার কী দরকার আছে। সেই অন্ধ ব্যক্তিকেই তো আল্লাহ্ তা'আলা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারেন।

মোটকথা, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বিশ্বাস করে, মরণোত্তর চক্ষুদানের ওসিয়ত করে যাওয়া তার জন্য কোনো মতেই জায়েয নয়। আর যে মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করে তার ব্যাপারে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

শরীর যদি মাটির সাথে গলে মিশেই যায় তাহলে মরণোত্তর চক্ষু দান করা যাবে না কেন?

প্রশ্ন-১১৮৩. মরণোত্তর চক্ষুদানের ব্যাপারে আপনি যা লিখেছেন, তাতে আমার কোনো দ্বিমত নেই। তবু মনের সান্ত্বনার জন্য আরেকটি প্রশ্ন না করে পারছিনা, মেহেরবানী করে উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

আমাদের বিশ্বাস কবরে দাফন করার এক বছরের মধ্যেই সারা শরীর পঁচে গলে কবরের মাটির সাথে একাকার হয়ে যায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর কবরস্থানের পুরনো কবরগুলো সমান করে দেয়া হয়। তারপর সেখানে আবার নতুনভাবে কবর দেয়া হয়। তাহলে মৃত্যুর পর জীবিতদেরকে তার চোখ দিয়ে গেলে তা দোষের হবে কেন? যদি আল্লাহ্ মাটির সাথে মিশে যাওয়া দেহ পুনরায় সৃষ্টি করেন তাহলে চোখ দুটো থেকে বঞ্চিত রাখবেন কেন?

উত্তর ঃ আল্লাহ্র আইন হচ্ছে, যে জিনিস বান্দা স্বেচ্ছায় নষ্ট করে ফেলবে পুনরায় তা তাকে না দেয়া। তারপর আল্লাহ্ যদি কারো গুনাহ্ মাফ করে দেন কিংবা তাকে শাস্তি দেয়ার পর সেই জিনিস ফেরত দেন তাতে কার আপত্তি থাকতে পারে? আমরা সবাই আল্লাহ্র আইনে বন্দী। আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের চোখকে নষ্ট করে ফেলবো আর আল্লাহ্ পুনরায় দিয়ে দেবেন, এমনটি ভাবা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কবরে মানুষের দেহ পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে যায়, তার আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনা এ ধারণা ভুল। দেহের প্রতিটি কণার সাথেই রূহের সম্পর্ক বহাল থাকে, যার ফলে আলমে বারযাখে শাস্তি কিংবা শান্তি ভোগ করলে তার প্রভাব দেহ-মন দুটোতেই পড়ে।

লাশের পোস্টমর্টেম

প্রশ্ন-১১৮৪. লাশের পোস্টমর্টেম করাটা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ কিনা? এতে কি লাশের অবমাননা হয়না? পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সবার লাশ-ই নগ্ন করে সেখানে কাটা ছেঁড়া করা হয় এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হয়।

উত্তর ঃ লাশকে কাটা ছেড়া করা শরঈ দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ (হারাম)। বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গের লাশকে মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিবস্ত্র করে কেটে ছিঁড়ে তাদেরকে শেখানো আরও খারাপ। সরকারের কাছে এ ব্যবস্থার অবসানের দাবী করা উচিত।

মৃত মহিলার গর্ভ থেকে সন্তান বের করা

প্রশ্ন-১১৮৫. যদি কোনো কারণে গর্ভবতী মহিলা মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পেটে জীবিত সন্তান থাকে তাহলে মৃত মহিলার পেট কেটে সেই সন্তান বের করা যাবে কি?

উত্তর ঃ যদি স্পষ্ট বুঝা যায়, গর্ভস্থ সন্তান জীবিত আছে। তাকে অপারেশন করে বের করলে বাঁচানো যেতে পারে, তাহলে অপারেশন করে সেই সন্তান বের করা জায়েয।

মুমূর্ষকে রক্ত দান

প্রশ্ন-১১৮৬. মুমূর্ষ বা অসুস্থ রোগীকে রক্তদান করা কিংবা রক্ত সংগ্রহ করে ব্লাড ব্যাংকে জমা রাখা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয কি?

উত্তর ঃ একজন অসুস্থ বা মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য জরুরী ভিত্তিতে রক্ত দেয়ার প্রয়োজন হলে তা দেয়া জায়েয। একই প্রয়োজনে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত জমা রাখা এবং তার ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয।

কসম বা শপথ অধ্যায়

কি ধরনের কসমের কাফফারা দিতে হয়

প্রশ্ন-১১৮৭. শুনেছি কসম কয়েক প্রকারের। সব প্রকারের কসমের জন্যই কি কাফফারা প্রদান বাধ্যতামূলক।

উত্তর ঃ কসম তিন প্রকার।

এক. অতীত কোনো ঘটনায় জেনে বুঝে মিথ্যে কসম করা, যেমন কেউ শপথ করে বললো– আমি সেই কাজ করিনি। অথচ সে তা করেছে। কেবল অভিযোগ খণ্ডনের জন্য মিথ্যে কসম করছে। কিংবা বললো– অমুক ব্যক্তি একাজ করেছে। কিন্তু সে বেচারী তা করেনি। নিছক তাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্যই এরূপ কসম করলো। এ ধরনের মিথ্যে কসমকে 'ইয়ামীনে গামূস' বলে। এটি কবীরাহ্ গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত। এর পরিণতি খুব খারাপ। এজন্য সারাক্ষণ আল্লাহ্র নিকট তাওবা এবং ইসতিগফারের মাধ্যমে মাফ চাওয়া উচিত। এটিই এর কাফফারা।

দুই. অতীত কোনো ঘটনায় অজ্ঞতাবশত কসম খাওয়া। যেমন বলা হলো– 'আল্লাহ্র কসম! যায়িদ এসেছিলো।' কিন্তু সে আসেনি। শপথকারী বিভ্রান্ত হয়ে ধারণা করে নিয়েছে যায়িদ এসেছিলো, মূলত সে আসেনি। বিভ্রান্তির শিকার হয়ে শপথ করলো। এজন্যও কোনো কাফফারা নেই। একে 'ইয়ামীনে লাগভুন' বলা হয়।

তিন. ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা না করার জন্য শপথ করে সেই শপথকে বাস্তবায়ন না করা। এ ধরনের শপথকে 'ইয়ামীনে মুনা'কাদাহ্' বলে। এরূপ শপথ ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

সৎ উদ্দেশ্যে কসম খাওয়া

প্রশ্ন-১১৮৮. সত্যকে সত্য হিসেবে এবং মিথ্যেকে মিথ্যে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জালিমকে জালিম এবং মযলুমকে মযলুম হিসেবে প্রমাণ করার জন্য কুরআন মজীদের শপথ করা কিংবা কুরআন শরীফের উপর হাত রেখে কসম খাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ সত্য কসম খাওয়া জায়েয আছে।

কুরআন শরীফের উপর হাত রেখে শপথ করানো

প্রশ্ন-১১৮৯. যদি বিবদমান দু'পক্ষকে কুরআন শরীফের উপর হাত রেখে শপথ করানো হয় এবং এক পক্ষ কুরআন শরীফের উপর হাত রেখেও মিথ্যে কথা বলে তাহলে গুনাহ্ হবে কার? যিনি শপথ করালেন তার, নাকি যিনি মিথ্যে শপথ করলেন তার?

উত্তর ঃ বিচারকদের কোনো গুনাহ্ হবে না। যিনি কুরআন শরীফের উপর হাত রেখে মিথ্যে শপথ করেন, গুনাহ্ হবে তার। তবে মিথ্যে বলতে পারে, এমন কোনো মিথ্যেবাদীকে কুরআন শরীফের উপর হাত রেখে শপথ করানো ঠিক নয়। এতে কুরআন শরীফের অবমাননা হয়।

রাসূলের (সা) নামে শপথ করা

প্রশ্ন-১১৯০. আমার মা এই বলে শপথ করেছিলেন যে, 'যদি আমি অমুক কাজ করি তাহলে রাসূলের (সা) শপথ।' পরে তিনি সেই শপথ ঠিক রাখতে পারেননি। এখন তার করণীয় কী?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নামে শপথ করা জায়েয নেই। কাজেই সেই শপথ ভঙ্গের জন্য কোনো কাফফারা দিতে হবেনা। তবে সেজন্য তাওবা ইসতিগফার করা উচিত।

কাফির হওয়ার ব্যাপারে শপথ করা

প্রশ্ন-১১৯১. যদি কোনো ব্যক্তি বলেন– 'আমি যদি অমুক কাজ করি তাহলে যেন কাফির হয়ে যাই', তারপর তিনি সেই কাজ করেন তাহলে এর প্রতিকার কি?

উত্তর ঃ এতে তিনি কাফির হবেন না কিন্তু সেই শপথ ভঙ্গের জন্য অবশ্যই কাফফারা আদায় করতে হবে। এ ধরনের নোংরা শপথ করা গুনাহে কবীরাহ্। সেজন্য কাফফারা আদায়ের সাথে সাথে তাওবা করাও জরুরী।

কসম বা শপথ ভঙ্গের কাফফারা

প্রশ্ন-১১৯২. আমি একবার ভীষণ রেগে গিয়ে বলেছিলাম– 'যদি আজ ঘরে ভাত খাই তাহলে হারাম খাই'। পরে অবশ্য সবাই সাধাসাধি করে মান ভাঙ্গিয়ে আমাকে ভাত খাইয়েছে। এমতাবস্থায় আমাকে কিভাবে কসমের কাফফারা প্রদান করতে হবে, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ কসমের কাফফারা হচ্ছে দশজন অভাবীকে দু'বেলা খাওয়ানো কিংবা ফিতরার সম পরিমাণ করে খাদ্যশস্য প্রত্যেককে দান করা অথবা প্রত্যেককে

একজনের ফিতরার সম পরিমাণ টাকা দিয়ে দেয়া। (কিংবা তিনটি রোযা রাখা। –অনুবাদক)

মিথ্যে শপথ করা

প্রশ্ন-১১৯৩. কুরআন শরীফ সামনে নিয়ে আমি মিথ্যে শপথ করেছিলাম। কারণ সেটি ছিলো আমার জীবনের প্রশ্ন। এ জন্য আমাকে কি ধরনের কাফফারা আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ শপথ করে তা ভেঙ্গে ফেললে কাফফারা আদায় করতে হয় কিন্তু মিথ্যে শপথ করে যদি বলা হয়– 'আমি এ কাজ করেছি' অথচ করেনি কিংবা বলে 'আমি এ কাজ করিনি' প্রকৃতপক্ষে করেছে, এ ধরনের শপথের কাফফারা তাওবা ও ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন-১১৯৪. যদি কোনো ব্যক্তি রেগে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে জেনে বুঝে কুরআন মজীদের শপথ করে ফেলে তার প্রতিকার কি?

উত্তর ঃ মিথ্যে কসম খাওয়া কবীরাহ্ গুনাহ্। মিথ্যে কসমের কাফফারা হচ্ছে তাওবা ও ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করা)। আর যদি কেউ কসম খেয়ে বলে আমি অমুক কাজ করবো না। তারপর সেই কসম ভঙ্গ করে তাহলে দশজন অভাবীকে দু'বেলা খাওয়াতে হবে। নইলে তিনটি রোযা রাখতে হবে। (আর যদি কেউ দশজন মিসকীনকে না খাইয়ে দশজনের ফিতরার পরিমাণ খাদ্যশস্য দান করে দেন তাও জায়েয আছে। –অনুবাদক)

পণ্য বিক্রির জন্য মিথ্যে শপথ করা

প্রশ্ন-১১৯৫. আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যবসায়ী যাদের থেকে আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে থাকি তারা পণ্য বিক্রির সময় মিথ্যে শপথ করে বলেন, 'ভাই বিশ্বাস করেন এটি আমার এতো দিয়ে কেনা, আপনাকে কেনা দামে দিচ্ছি'। এরূপ শপথ করা শরঈ দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর ঃ মিথ্যে শপথ করা শক্ত গুনাহ্। কেউ এরূপ করলে অবশ্যই তাকে তাওবা করতে হবে। পণ্য বিক্রির জন্য মিথ্যে শপথ করা আরো জঘন্য অপরাধ। হাদীসে বলা হয়েছে–

'কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে অপরাধীদের সাথে উঠানো হবে। শুধু তাদের ছাড়া যারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং মিথ্যে বলা থেকে বিরত থাকে।'

শপথ ভঙ্গের রোযা একাধারে রাখতে হবে কি?

প্রশ্ন-১১৯৬. শপথ করে তা ভেঙ্গে ফেললে তিন দিন রোযা রাখা ওয়াজিব। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই রোযা কি একাধারে রাখতে হবে, নাকি পৃথক পৃথকভাবে তিনদিন রাখলেই হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ অনেক বর্ণনায় সেই রোযা একাধারে রাখার জন্য বলা হয়েছে। সেজন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ) সহ আরো কতিপয় ইমাম একাধারে রোযা রাখাকে বাধ্যতামূলক বলেছেন।

দশজন অভাবীকে এক সাথে পাওয়া না গেলে

প্রশ্ন-১১৯৭. দশজন মিসকীনকে (অভাবী) এক সাথে দু'বেলা খাওয়ানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনেক সময় দশজনকে এক সাথে পাওয়া যায় না। যদি এক সাথে চার পাঁচজনকে খাইয়ে দু'চার দিন পর আবার পাঁচ ছয়জনকে খাওয়ানো হয় তাহলে হবে কি?

উত্তর ঃ হবে। কিন্তু তাদের প্রত্যেককেই যেন দুবেলা খাওয়ানো হয়। যদি এমন হয় যে, প্রথমে দশজনকে এক বেলা খাইয়ে দেয়া হলো তারপরে অন্য দশজনকে আরেক বেলা খাওয়ানো হলো, তাহলে কাফফারা আদায় হবে না।

প্রশ্ন-১১৯৮. কেউ যদি দশজন মিসকীনকে দু'বেলা না খাইয়ে এক সাথে বিশজনকে একবেলা খাইয়ে দেয় তাহলে কাফফারা আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ না, হবে না। দশজনকে দু'বেলা খাওয়ানো শর্ত। অবশ্য এমন হতে পারে, একই দশজনকে পরপর দু'দিন সকালবেলা কিংবা দু'দিন বিকেল বেলা খাইয়ে দেয়া হলো। এরূপ করলে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

একাধিক বার শপথ করে ভঙ্গ করা

প্রশ্ন-১২৯৯. আমি পৃথক পৃথকভাবে তিনবার শপথ করে তিনবারই তা ভঙ্গ করেছি সেজন্য আমাকে ক'বার শপথ ভঙ্গের কাফফারা প্রদান করতে হবে? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনি যদি তিনবার শপথ করে তিনবারই ভঙ্গ করে থাকেন তাহলে প্রত্যেক বার শপথ ভঙ্গের জন্য পৃথক পৃথকভাবে কাফফারা প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ দশজন করে ত্রিশজন অভাবীকে দু'বেলা খাওয়ানো কিংবা তিনটি করে মোট নয়টি রোযা রাখা।

বিয়ের ব্যাপারে কসম খাওয়া

প্রশ্ন-১২০০. যায়েদ কুরআন শরীফের উপর হাত রেখে শপথ করলো– 'আমি ঐ মেয়েকে বিয়ে করবো না'। পরে সে মত পরিবর্তন করলো। এখন তাকে কি করতে হবে?

উত্তর ঃ বিয়ে করে নেবে এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা প্রদান করবে।

প্রশ্ন-১২০১. আমি আমার মামাত ভাইয়ের সামনে কসম খেয়ে বলেছিলাম– 'আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার বোন, বোন হয়েই থাকবো এবং বোনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবো'। এ ঘটনাটি ঘটেছিলো কয়েক বছর আগে। বর্তমানে আমি ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছি, আমার সেই ভাইও ডাক্তার। আমার মা বাবা চাচ্ছেন ওর সাথে আমার বিয়ে দিতে। একথা শুনে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছি। কারণ এতে আমার শপথ ঠিক রাখা সম্ভব হবে না। এখন আমি কি করতে পারি? আমার তো শক্ত গুনাহ্ হবে, তাইনা? এজন্য কিয়ামতের দিন ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে, ঠিক না? মেহেরবানী করে এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আপনি আপনার মামাত ভাইকে বিয়ে করে শপথ ভঙ্গের কাফফারা প্রদান করুন। তাহলে আর কোনো গুনাহ্ হবেনা।

কোন ধরনের আচরণে কসম হয় না

আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে শপথ করা

প্রশ্ন-১২০২. আমি দেখেছি মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া আরও অনেক কিছুর নামে শপথ করে থাকে, যেমন বলে– আমার মাথার কসম, আমার মাথায় হাত রেখে বলছি, তোমার কসম করে বলছি, ইত্যাদি। এরূপ করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নামে শপথ করা শক্ত গুনাহ্। যেমন বলে– আমার পিতার শপথ, রাসূলের কসম, ছেলের মাথায় হাত রেখে বলছি, এরূপ আরও নানা কথা, এতে শরঈ দৃষ্টিতে কসম হয় না। (কেউ এরূপ করলে শুধু তাওবা ও ইসতিগফার করলেই হবে) তবে কুরআন শরীফ আল্লাহ্র কালাম হওয়ায় কুরআন শরীফের কসম হবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

মনে মনে শপথ করা

প্রশ্ন-১২০৩. মনে মনে শপথ করে তা ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ মনে মনে শপথ করলে তা শপথ হয় না, সেজন্য কাফ্ফারাও দিতে হবে না।

কেউ যদি বলেন– 'যদি একাজ করি তাহলে মায়ের সাথে যিনা করি'

প্রশ্ন-১২০৪. কেউ যদি কোনো ব্যাপারে শপথ করতে গিয়ে বলে– 'যদি আমি একাজ করি তাহলে আমার মায়ের সাথে যিনা করি' তারপর সেই কাজ করে, তার প্রতিকার কি?

উত্তর ঃ এ ধরনের কথা বলা উচিত নয়। যদিও এতে কসম হবে না তবু এরূপ নোংরা কথার জন্য তাওবা করা উচিত এবং আল্লাহ্র কাছে মাফ চাওয়া উচিত।

বিয়ে অধ্যায়

কত বছর বয়সে বিয়ে করতে হবে

প্রশ্ন-১২০৫. মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের কত বছর বয়সে বিয়ে করা উচিত? আমি শুনেছি মেয়েদের ১৬ বছর এবং ছেলেদের ২৫ বছর হলে বিয়ে করা উচিত।

উত্তর ঃ বিয়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। বাপ-মা ইচ্ছে করলে না বালেগ অবস্থায়ও ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন। বালেগ হওয়ার পর বিয়ে ছাড়া গুনাহে্ লিপ্ত হওয়ার আশংকা হলে বিয়ে করা ওয়াজিব। আর গুনাহে্ লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে বিয়ে করা ওয়াজিব নয়। অবশ্য চারিত্রিক পবিত্রতার জন্য বিয়ে করা উত্তম।

দুর্‌রু মুখতার প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে– বিয়ে না করলে গুনাহে্ লিপ্ত হওয়ার দৃঢ় আশংকা হলে বিয়ে করা ফরয। আর যদি সন্দেহ হয় তাহলে (বিয়ে করা) ওয়াজিব। বিয়ের পর ইনসাফ করতে পারবে না কিংবা যুল্‌ম-এ লিপ্ত হওয়ার আশংকা প্রবল হলে বিয়ে করা হারাম। আর যদি যুল্‌ম ও বে-ইনসাফীর সন্দেহ হয় তাহলে মাকরুহ্ তাহ্‌রীমী। সাধারণত বিয়ে করা সুন্নাত।

বিধবা ও বিপত্নীকের বিয়ে

প্রশ্ন-১২০৬. কত বছর বয়স পর্যন্ত একজন বিধবা কিংবা একজন বিপত্নীক বিয়ে করতে পারেন?

উত্তর ঃ যতদিন তাদের বিয়ের প্রয়োজন থাকে এবং দাম্পত্য অধিকার আদায়ের সামর্থ্য থাকে ততদিন তারা বিয়ে করতে পারেন।

বিয়েতে বাপ-মায়ের সম্মতি

প্রশ্ন-১২০৭. মা বাবা আমাকে বিয়ে করাতে চাচ্ছেন, কিন্তু সেখানে আমার পছন্দ নয়। আমার ইচ্ছে আমার এক চাচাতো বোনকে বিয়ে করা। এখন আমি কি করতে পারি? মা বাবার সিদ্ধান্তকে মেনে নেবো, নাকি আমার সিদ্ধান্ত তাদেরকে মানতে বাধ্য করবো?

উত্তর ঃ মা বাবার উচিত ছেলে মেয়ের পছন্দকে গুরুত্ব দেয়া। আবার সন্তানেরও উচিত তাদের পছন্দের কথা বাবা মা পর্যন্ত পৌছানো। তাছাড়া মা বাবার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দেয়াটাও সন্তানের কর্তব্য। কেননা তাদের বিচক্ষণতা,

দূরদর্শিতা এবং স্নেহ ভালোবাসার কারণে তারা সর্বদা সন্তানের কল্যাণ-ই চান। কাজেই তারা যে সিদ্ধান্ত নেন তা ভেবে চিন্তেই নেন।

আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনার ইচ্ছের কথা মা বাবাকে জানান, তারা রাজী হলে তো ভালো, নইলে আপনার ইচ্ছেটাকে ত্যাগ করুন এবং মা বাবার ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিন। (হয়তো এতেই আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণ দান করবেন।)

প্রশ্ন-১২০৮. অনেক পিতা মাতা আছেন যারা পারিবারিক ঐতিহ্যের নামে এবং ধন-দৌলতের মোহে সন্তানকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেন, সন্তানের অমতেই তাদের জিন্দেগীর ফায়সালা করে ফেলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই, মা-বাবার আনুগত্য করা সন্তানের জন্য ফরয। তাই বলে কি, আল্লাহ্ সন্তানকে এতোটাই অসহায় বানিয়েছেন যে, পিতামাতার ইসলাম বিরোধী সিদ্ধান্তকেও অকাতরে মেনে নিতে হবে?

উত্তর ঃ সন্তানের উপর পিতামাতার যেমন অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে পিতামাতার উপরও সন্তানের অধিকার আছে। কাজেই যে অপরের অধিকার নষ্ট করবে তাকেই তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে সন্তানের সম্মতি অপরিহার্য। পিতামাতা যদি এমন কোনো জায়গায় বিয়ে দিতে চান যা সংগতিপূর্ণ নয়, তাহলে সেই বিয়েতে রাজী না হওয়ার অধিকার সন্তানের আছে। তবু নিজের মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে পিতামাতার মতামতকে অগ্রাধিকার দিলে আল্লাহ্র নিকট বিরাট প্রতিদান রয়েছে।

সন্তান রাজী না হলে তাকে জোর করে রাজী করানোর অধিকার পিতামাতার নেই।

বাপ-মা যদি বিয়ের চেয়ে সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি গুরুত্ব বেশী দেন

প্রশ্ন-১২০৯. আব্বা আম্মা আমাদেরকে যদিও কষ্ট করে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, আমার মনে হয় তারা ধরে নিয়েছেন লেখা পড়া-ই সবকিছু। আমার বড় বোন এখন উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের চেষ্টা করছে। তার বিয়ে শাদীর ব্যাপারে তাদের কোনো খেয়াল নেই। এদিকে সে বুড়ো হতে চলছে। আপনি তো জানেন বর্তমান সময় ও পরিবেশ কতো খারাপ। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছে, প্রস্তাব এলে আপাও বেশ খুশী হয় কিন্তু আব্বা তাদেরকে পাত্তাই দেন না। সত্যি বলতে কি, এ ব্যাপারে তার কোনো অনুভূতিই নেই। এমতাবস্থায় সে যদি কোর্ট ম্যারেজ করে, তাহলে তার কোনো অপরাধ হবে কি?

উত্তর ঃ অধুনা উচ্চশিক্ষার আগ্রহ মানুষকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন করে দিচ্ছে। ছেলে মেয়ের যৌবন কলেজ ইউনিভার্সিটির বারান্দায় ঘুরাফেরা করতেই প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। পরে মা বাবার বোধোদয় হয়। এ ধরনের বেদনা বিধুর অনেক চিঠিই আমার কাছে আসে। মেয়ের বয়স যখন ৩০/৩৫ বছর হয়ে যায় তখন ভালো প্রস্তাবও আসেনা। যদিও বা আসে, মেয়ের বয়স বেশী দেখে তারা চলে যায়। তখন শুরু হয় তাবীজ তদবিরের। এদিকে তারাও নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়। হাদীসে বলা হয়েছে–

'যখন সন্তান বালিগ হয় তখন যদি পিতামাতা তাদের বিয়ের ব্যাপারে পদক্ষেপ না নেয়, এমতাবস্থায় সন্তান কোনো গুনাহে লিপ্ত হলে পিতামাতার উপরও তার দায় বর্তায়।' (মিশকাত)

এখন রইলো, পিতামাতা সন্তানকে বিয়ে না করালে তারা কোর্টে গিয়ে নিজেরা বিয়ে করতে পারে কিনা? উত্তর হচ্ছে ছেলে মেয়ের সোশ্যাল স্ট্যাটাস যদি সমান হয় তাহলে বিয়ে বৈধ হবে, নইলে নয়। একে ফিক্‌হের পরিভাষায় 'কুফু' বলা হয়।

বিয়েতে বর-কনের কোন্ গুণগুলোকে প্রাধান্য দেয়া উচিত

প্রশ্ন-১২১০. যখন বিয়ের প্রস্তাব আসে তখন মেয়েদেরকে এমনভাবে দেখা হতে থাকে যেভাবে কুরবানীর হাটে গরু-ছাগলকে দেখা হয়, এটি ঠিক কিনা? তাছাড়া এ দেখার মধ্যে ব্যবসায়িক মানসিকতাও থাকে, যেমন ছেলের আয় কেমন (হারাম হোক তাতে কিছু যায় আসে না), মেয়ের পক্ষ থেকে যৌতুক দিতে পারবে কিনা ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর ঃ ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে বিয়ের সময় বর কিংবা কনের দীনদারী, ভদ্রতা এবং আমানতদারীকে প্রাধান্য দেয়া। যে হারাম উপার্জন করে তার চেয়ে বর হিসেবে সেই উত্তম যে হালাল উপায়ে উপার্জন করে। যদিও আর্থিক দিকে সে দুর্বল হয়। আর কনে হিসেবে সেই মেয়েই উত্তম যে দীনদার, নম্র এবং স্বামীর অনুগত।[১]

---

১. বিয়ের আগে বর কনেকে এবং কনে বরকে দেখা সুন্নাত। কিন্তু বরের বন্ধু-বান্ধব, বোনের জামাই সহ অন্যান্য পুরুষদের নিয়ে কন্যা দেখার যে রেওয়াজ আমাদের দেশে চলে আসছে, তা ইসলাম অনুমোদন করে না। –অনুবাদক।

মেয়ের বিয়ের অজুহাতে ছেলের বিয়ে দেরী করা

প্রশ্ন-১২১১. অনেক জায়গায় দেখা যায় মেয়ে থাকলে মেয়ের অজুহাতে ছেলের বিয়ে দেরী করা হয়। বলা হয়- মেয়েকে বিয়ে দিয়েই ছেলে বিয়ে করাবো। এভাবে অনেক সময় ছেলের বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়। আবার দেখা যায় অনেক ছেলে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে চলে যায়। এরূপ করা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয কি?

উত্তর ঃ শরঈ নির্দেশ হচ্ছে- সন্তানের বিয়ের বয়স হলে এবং ভালো সম্বন্ধ পাওয়া গেলে বিয়ে দিয়ে দেয়া। যাতে সন্তান বিপথগামী হওয়ার সুযোগ না পায়। যদি বিয়ে না দেয়ার কারণে তারা বিপথে চলে যায় তাহলে সন্তানের সাথে সাথে পিতামাতাও সেই গুনাহ্র অংশীদার হবেন। আর যদি বিয়ের সম্বন্ধ না আসায় বিয়ে দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে গুনাহ্ হবে না।

বাগ্দান (এনগেজমেন্ট)

বিনা কারণে বাগদান পরিহার করা

প্রশ্ন-১২১২. বাগদান হওয়ার পর কোনো কারণ ছাড়া তা বাতিল করা যায় কি?

উত্তর ঃ বাগদান (বিয়ে নয়) বিয়ের অংগীকারকে বলা হয়। বিনা কারণে তা ভঙ্গ করলে গুনাহ্ হবে। নবী করীম (সা) এরূপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শামিল করেছেন। হ্যাঁ, যদি কোনো গ্রহণযোগ্য ও সংগত কারণ থাকে সে ভিন্ন কথা।

প্রশ্ন-১২১৩. এক ব্যক্তি তার এক আত্মীয়কে বললেন, আপনার মেয়েটি আমার ছেলের জন্য চাই। এতে মেয়ের পিতা সম্মত হলেন। এক শুক্রবার ছেলেপক্ষ এসে পানচিনিও (এনগেজমেন্ট) করে গেলেন। তার মাস খানেক পর মেয়ের পিতা এসে ছেলের পিতাকে বললেন, আমার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এ বিয়েতে রাজী হচ্ছে না, তাই আপনার ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সেই বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ এনগেজমেন্ট হলেই বিয়ে হয়ে যায় না। এতো বিয়ের ব্যাপারে এক ধরনের অঙ্গীকার মাত্র। সংগত কারণ থাকলে তা বাতিল করা যেতে পারে।

বাগদানের পর বাগদত্তাকে নিয়ে ঘুরাফেরা

প্রশ্ন-১২১৪. বাগদানের পর বাগদত্তাকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরা, টেলিফোনে

আলাপ করা এবং সাক্ষাতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্পগুজব করা যা আমাদের দেশে দেখা যায়, জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ বিয়ের আগ পর্যন্ত বাগদত্তা গাইরি মুহাররাম মহিলার মতই। তার সাথে মেলামেশা জায়েয নেই। তাছাড়া কোনো দেশ বা সমাজের সকলে মিলে কোনো কিছুর প্রচলন করলেই তা জায়েয হয়ে যায় না।

কনে দেখা

প্রশ্ন-১২১৫. বিয়ের আগে ছেলেমেয়ে পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ কেমন হওয়া উচিত? একে অপরের সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারে কি? যদি অনৈতিক কিছু না করা হয়।

উত্তর ঃ যে মহিলাকে বিয়ের ইচ্ছে করা হয় তাকে বিয়ের আগে একবার দেখে নেয়া জায়েয। ছেলে নিজেও দেখতে পারেন কিংবা নির্ভরযোগ্য কোনো মহিলাকে দিয়েও দেখিয়ে নিতে পারেন। বিয়ের আগে এর চেয়ে বেশী কোনো সম্পর্ক রাখার অনুমতি নেই। না মেলামেশার আর না কথাবার্তা বলার। বিয়ের আগে মেলামেশা করা, কথাবার্তা বলা, একাকী দু'জন মেলা– এসবই অনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

বাগদানের সময় ইজাব-কবুল করানো

প্রশ্ন-১২১৬. আমাদের এখানে বাগদানের সময় মাওলানা ডেকে ইজাব-কবুল করানো হয়। পরে আবার আনুষ্ঠানিকভাবে ইজাব-কবুল করিয়ে বিয়ে পড়ানো হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথমবার ইজাব-কবুল করালে কি বিয়ে সম্পূর্ণ হয় না? এমতাবস্থায় যদি বাগদানকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ হয়– তাহলে তালাক ছাড়াই কি সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে? এভাবে (ইজাব-কবুলসহ) বাগদানের পর স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করে তাহলে তাকে মন্দ বলা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ যদি বাগদানের অনুষ্ঠানে বর-কনের ইজাব-কবুল (অর্থাৎ বিয়ের প্রস্তাব প্রদান এবং গ্রহণ) করা হয় এবং দু'জন সাক্ষী থাকেন তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। বর এবং কনে পরস্পর স্বামী স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা করতে পারবেন। এতে আইনগত কোনো বাধা নেই। তেমনিভাবে কোনো একজন মারা গেলে অন্যজন তার ওয়ারিশ হবেন। যদি স্বামী মারা যান তাহলে স্ত্রীকে অবশ্যই 'বিধবার ইদ্দত' পালন করতে হবে। আর যদি বাগদান বা এনগেজমেন্ট এর অনুষ্ঠানে ইজাব-কবুল না হয় তাহলে তা বিয়ে হিসেবে গণ্য হবে না। তা শুধু বিয়ের ওয়াদা মাত্র।

বিয়ের নিয়ম

বিয়েতে ইজাব-কবুল এবং কালিমা পড়ানো

প্রশ্ন-১২১৭. অনেক আগে এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়েছিলাম। বিয়ের সময় বরকে তিনবার কবুল করানোর পর তিন কালিমা পড়িয়ে তারপর দু'আ করা হয়। কিছুদিন পর আরেক বন্ধুর বিয়েতে গেলাম। সেখানে মাওলানা সাহেব বরকে তিনবার কবুল করানোর পর দু'আ করলেন, কালিমা পড়ালেন না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে– উপরোক্ত দু'নিয়মের কোনটি সঠিক? তাছাড়া ইজাব-কবুল বলতে কী বুঝায়, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ বিয়ের জন্য ইজাব-কবুল শর্ত। অর্থাৎ এক পক্ষ বলবেন 'আমি বিয়ে করলাম'[১] তারপর আরেক পক্ষ বলবেন 'আমি কবুল করলাম'। ইজাব এবং কবুল একবার হলেই যথেষ্ট। তিনবার পুনরাবৃত্তি করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া কালিমা পড়ানোও কোনো শর্ত নয়। ইদানিং লোকজন না বুঝে অনেক সময় কুফরী কথাও বলে ফেলেন, এজন্য অনেক মাওলানা সাহেব মনে করেন মূর্খতার কারণে কুফরী কথা বললেও অন্তত বিয়ের সময় যেন কালিমা পড়ে মুসলমান হিসেবে বিয়েটি করতে পারেন।

পৃথক পৃথক জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষীদের সামনে ইজাব-কবুল করা

প্রশ্ন-১২১৮. আমি গ্রামে ছিলাম আর বর (যিনি এখন আমার স্বামী) শহরে ছিলেন। আমরা পরস্পর মিলিত হতে পারছিলাম না। একদিন আমার স্বামী লিখে পাঠালেন– 'আমি বিশ হাজার টাকা মোহরানার বিনিময়ে তোমাকে বিয়ে করতে চাই, তুমি সম্মত থাকলে ফরমে স্বাক্ষর করবে।' সেই ফরমে আমার স্বামীর স্বাক্ষরের সাথে আরও দু'জন সাক্ষীর স্বাক্ষরও ছিলো। আমি সেখানে স্বাক্ষর করেছি এবং আমার দু'বান্ধবী ও তার ভাই সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেছে। পরবর্তীতে আমার স্বামী এসে আমাকে শহরে নিয়ে এসেছেন। আমি চুপিচুপি তার সাথে চলে এসেছি। বর্তমানে আমি এক সন্তানের মা। এখন আমার পিতামাতা বলছেন– 'তোমাদের বিয়ে শুদ্ধ হয়নি।' মেহেরবানী করে বলুন, আমাদের বিয়ে কি বৈধ হয়নি? অবশ্য পরে আমরা

---

১. ইজাব অর্থ বিয়ের প্রস্তাব দেয়া এবং কবুল অর্থ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা। বিয়ের শর্ত মোট তিনটি, যথা– (১) বর-কনে পরস্পর গাইর মুহাররাম হবেন। (২) ইজাব-কবুল করবেন এবং (৩) দু'জন পুরুষ সেই ইজাব-কবুল শুনে সাক্ষী থাকবেন। –অনুবাদক।

ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে গিয়ে নিয়ম মাফিক সবকিছু করেছি। আমাদের বিয়ের প্রাথমিক অবস্থা কি অবৈধ ছিলো?

উত্তর ঃ প্রথমে আপনাদের বিয়ে বৈধ ছিলো না। কারণ বিয়েতে ইজাব-কবুল একই অনুষ্ঠানে হতে হবে। তারপর সাক্ষী বর ও কনের উভয় পক্ষ থেকেই হওয়া উচিত। আপনাদের ইজাব-কবুল মৌখিকভাবে হয়নি, এমনকি এক অনুষ্ঠানেও তা হয়নি। তাছাড়া আপনার স্বামীর সাক্ষীগণ ছিলেন শহরে এবং আপনার সাক্ষীরা ছিলেন গ্রামে। পরে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করার পর আপনারা স্বামী-স্ত্রী হয়েছেন। তার আগের অবৈধ মেলামেশার জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তাওবা করা উচিত।

আপনার চিঠি থেকে এটিও জানা যায়, আপনার বিয়ে আপনার পিতামাতার সম্মতিতে হয়নি। নইলে গোপনে বিয়ের পর আবার কোর্টে গিয়ে বিয়ের প্রয়োজন মনে করলেন কেন? পিতামাতার অসম্মতিতে বিয়ের ব্যাপারে মাসয়ালা হচ্ছে– ছেলে যদি সবদিক দিয়ে মেয়ের সমকক্ষ হয় তাহলে বিয়ে বৈধ হবে, নইলে নয়। এমনকি কোর্টে গিয়ে বিয়ে করলেও নয়। যদি আপনাদের মধ্যে অসমতা থাকে তাহলে পিতামাতার সম্মতি নিয়ে পুনরায় আপনাদেরকে বিয়ে করতে হবে।

টেলিফোনে বিয়ে

প্রশ্ন-১২১৯. টেলিফোনে বিয়ে করলে তা বৈধ হবে কি? আমার ভাই আমেরিকা প্রবাসী। আমরা কনে দেখে রেখেছিলাম কিন্তু কনে পক্ষের তাড়া থাকায় টেলিফোনে বিয়ে পড়ানো হয়েছে। এখন অনেকেই বলছেন এ বিয়ে ঠিক হয়নি। অনুগ্রহ করে সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ বিয়ের জন্য শর্ত হচ্ছে ইজাব-কবুল দু'জন সাক্ষীর সামনে একই অনুষ্ঠানে হতে হবে। টেলিফোনে এ শর্ত মানা সম্ভব নয়। এজন্য টেলিফোনের মাধ্যমে বিয়ে হয় না। প্রয়োজনে ছেলে চিঠি কিংবা টেলিফোনের মাধ্যমে তার পক্ষ থেকে একজন উকিল বা অভিভাবক নিয়োগ করবেন। সেই অভিভাবক ছেলের পক্ষ থেকে ইজাব কবুল করবেন। আপনি যেভাবে লিখেছেন সেভাবে বিয়ে হয়নি। বিয়ে বৈধ করতে চাইলে পুনরায় ছেলে বা ছেলের উকিলের মাধ্যমে একই অনুষ্ঠানে দু'জন সাক্ষীর সামনে ইজাব-কবুল করতে হবে।

মুখে কবুল না বলে কনে শুধু স্বাক্ষর দিলে

প্রশ্ন-১২২০. পনেরো দিন আগে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় উকিল এসে (সাক্ষীদের সামনে) কাবিনের উপর শুধু আমার স্বাক্ষর নিয়েছে। এরূপ বলেনি যে,

'অমুকের ছেলে অমুকের কাছে তোমাকে বিয়ে দিচ্ছি, তুমি রাজী কিনা?' আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে তো? অবশ্য অনেকে বলেন, কনে যদি স্বেচ্ছায় কাবিনে স্বাক্ষর করে তাহলে বিয়ে হয়ে যায়।

উত্তর ঃ কনে যদি বিয়েতে সম্মত থাকেন এবং জোরজবরদস্তি ছাড়া স্বেচ্ছায় কাবিনে স্বাক্ষর করেন, তাহলে সেটিই তার সম্মতি বলে ধরে নেয়া হয়। তাই বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে। স্বাক্ষরের পর তিনবার মুখে কবুল বলতে হবে এটি জরুরী নয়।

প্রশ্ন-১২২১. আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকায় আমরা কোর্ট-ম্যারেজ করার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা দু'জন কোর্টে গিয়ে বাইরে টাইপিস্টদের থেকে হলফনামা নিয়ে টাইপ করাই, তারপর আমি স্বাক্ষর করি। তখনও আমার স্বামী স্বাক্ষর করেনি। বললো, ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরের পর আমি স্বাক্ষর করবো। তোমাকে শুধু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে শপথ করতে হবে। আমি চুপ থাকলাম। পরদিন আমার স্বামী বললো, তোমাকে কোর্টে যেতে হবে না, আমি এক উকিলের সাথে কথা বলেছি, তিনি ফিস নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে স্বাক্ষর এনে দেবেন। উকিলের সাথে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর এনে বলে– 'তুমি আমার স্ত্রী হয়ে গিয়েছো, এবার স্বামীর হক আদায় করো।' বললাম– 'এভাবে বিয়ে হয়নি।' ও বললো– 'কেন, তুমি তো দু'জন সাক্ষীর সামনে স্বাক্ষর করেছো?' তখন অবশ্য দু'জন টাইপিস্ট ছিলেন, যখন আমি একা হলফনামায় স্বাক্ষর করি। এখন আমি বলছি বিয়ে হয়নি আর ও বলছে বিয়ে হয়ে গেছে। মেহেরবানী করে জানাবেন, কার কথা ঠিক?

উত্তর ঃ আপনি যে ঘটনা লিখেছেন তাতে বুঝা যায় বিয়ে হয়নি। বিয়ের সময় উভয়পক্ষের সাক্ষীদের সামনে ইজাব-কবুল করতে হয়, যা আপনাদের হয়নি। এ পর্যন্ত আপনারা যা করেছেন তা সম্পূর্ণ অবৈধ। হারাম কাজ থেকে বাঁচার জন্য অবিলম্বে আপনাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হওয়া প্রয়োজন।

সাক্ষ্য ছাড়া বিয়ে

প্রশ্ন-১২২২. আমার এক বান্ধবী এক ছেলেকে ভালোবাসতো। ছেলেটিও তাকে মনপ্রাণ দিয়ে চাইতো। উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু পরস্পর বিয়ে করবেন এমন কোনো পরিবেশ ছিলো না। তাই রমযানের ২৭ তারিখ রাতে উভয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করে নিজেদেরকে নবদম্পত্তি ঘোষণা করেন এবং উভয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে এটি বিয়ে হয়েছে কিনা, নাকি উভয়ের সম্পর্ক যিনা হিসেবে গণ্য হয়েছে?

উত্তর ঃ বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য দু'জন সাক্ষীর সামনে ইজাব কবুল হতে হবে। নইলে বিয়ে বৈধ হবে না। আপনি যেভাবে লিখেছেন তাতে বিয়ে হয়নি। তাদের সম্পর্ক স্থাপন অবৈধ হয়েছে। তাদের উচিত পিতামাতার সম্মতিতে নিয়ম মুতাবিক বিয়ে করে নেয়া।

প্রাপ্তবয়স্ক কনের অসম্মতিতে বিয়ে

প্রশ্ন-১২২৩. আমার এক বান্ধবীর ছোটবেলায় আনুমানিক তিন চার বছরের সময় তার বাপ মা চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে ঠিক করে রাখেন। এ সংবাদ আজও মেয়ে জানে না। এখন সে বড়ো হয়েছে। এদিকে চাচাতো ভাইকে তার পছন্দ নয়, একথা তার বাপ মাও জানেন। কিন্তু তারা সমাজে হেয় হয়ে যাবেন শুধু এই কারণে মেয়েকে জোর করে তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। কোনো অবস্থাতেই মেয়ে এ বিয়েতে রাজী নয়। এখন যদি বাপ মা তাকে জোর করে বিয়ে দেন তাহলে বিয়ে হবে কি? যদি সে চাপে পড়ে মুখে হ্যাঁ বলে এবং মনে মনে না বলে তাহলে?

উত্তর ঃ যদি কনে মুখে হ্যাঁ বলেন তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। এমন কি যদি কিছু না বলে চুপ থাকেন তবু বিয়ে হবে। অবশ্য অস্বীকার করলে বিয়ে হবে না। ইসলাম কনের মতামতকে শ্রদ্ধা করে তাই তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে হয় না। বাপ মাকেও বাধ্য করা হয়েছে তারা যেন কনের মতামতকে গুরুত্ব দেন। নিজেদের মতামতকে জোর করে তার উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা না করেন। কনে যদি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে শুধু বাপ মায়ের সম্মানের কথা বিবেচনা করে 'হ্যাঁ' বলেন, তবু বিয়ে হয়ে যাবে।

কনে যদি বোবা এবং বধির হয়

প্রশ্ন-১২২৪. এক মেয়ে জন্মগতভাবেই বোবা এবং বধির। এখন তার বিয়ের বয়স হয়েছে কিন্তু তার সম্মতি বুঝা যাবে কিভাবে?

উত্তর ঃ যারা বোবা এবং বধির তারা ইশারায় পছন্দ-অপছন্দের কথা বলে থাকে। এক্ষেত্রে তার সম্মতিসূচক ইশারা-ই যথেষ্ট।

বিয়ে বৈধ না হলে করণীয়

প্রশ্ন-১২২৫. আমি বাংলাদেশে এক বাসায় চাকুরী করতাম। সেই বাসায় এক ড্রাইভার ছিলেন অমায়িক ও ভদ্র। আমরা একদিন আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আল্লাহ্‌র ঘরকে সাক্ষী রেখে দু'জনে বিয়ে করলাম। তারপর থেকে শুরু হয়েছে দাম্পত্য

জীবন। আমাদের এ বিয়ে বৈধ হয়েছে কি? যদি না হয় তাহলে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর ঃ আপনারা যেভাবে বিয়ে করেছেন সেভাবে বিয়ে হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান দু'জন মুসলিমের সামনে ইজাব-কবুল করা জরুরী। বর্তমানে আপনারা দু'জনই গুনাহে লিপ্ত রয়েছেন। আপনাদের উচিত অবিলম্বে শরঈ বিধান অনুযায়ী বিয়ে করে নেয়া। এখন যদি কোনো আলিম ডেকে এনে বিয়ে পড়াতে লজ্জাবোধ করেন, তাহলে দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান মুসলিম ব্যক্তির সামনে একজন বিয়ের প্রস্তাব দেবেন এবং আরেকজন সেই প্রস্তাব কবুল করবেন, এভাবে আপনারা নতুন করে বিয়ে করে নেবেন।

বিয়ে এবং উঠিয়ে দেয়ার মধ্যে কতদিনের বিরতি থাকা উচিত

প্রশ্ন-১২২৬. যদি শরঈ কোনো ওজর না থাকে তাহলে মেয়েদের বিয়ের কতদিন পর তাকে উঠিয়ে দেয়া উচিত?

উত্তর ঃ শরী'আহ্ এ ব্যাপারে কোনো সময় বেঁধে দেয়নি। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েদের বিয়ের পর তাদের স্বামীর বাড়ি উঠিয়ে দেয়া উচিত।

প্রশ্ন-১২২৭. যদি বরের বয়স ১৬ এবং কনের বয়স ১৪/১৫ হয় তাহলে এত কম বয়সে কনেকে বরের বাড়ি উঠিয়ে দেয়া জায়েয কি? অবশ্য এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি চাক্ষুষ অবলোকন করেছি যা এখানে বলা সম্ভব নয়।

উত্তর ঃ শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয। যদি বিশেষ কোনো বাধা না থাকে তাহলে ছেলে মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদের বিয়ে দিয়ে দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ করে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে সমাজের কুপ্রভাবে ক্ষতিকর কিছু করে বসলে তা আরো খারাপ। বৈধভাবে কিছু ঘটে গেলে তার 'ধ্বংসাত্মক পরিণতি' দেখা এবং অবৈধভাবে ঘটে যাওয়ার 'ধ্বংসাত্মক পরিণতি' (যা সচরাচর ঘটে থাকে) না দেখা চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অভিভাবক (ওলী) এর অনুমতি ছাড়া বিয়ে

প্রশ্ন-১২২৮. কোনো মেয়েকে তার স্বামী তালাক দিলেন। সে ইদ্দত পালনের পর চাচাতো বোনের ছেলেকে বিয়ে করলো। তিনিও তালাক দিলেন। এরপর ইদ্দত পালন শেষে আগের স্বামীকে বিয়ে করলো। দ্বিতীয় বার বিয়েতে মেয়ের মা ছাড়া (তার ভাইসহ অন্য) আর কেউ রাজী ছিলেন না, এমতাবস্থায় বিয়ে হবে কি?

উত্তর ঃ আপনি যেভাবে লিখেছেন, তাতে প্রথম স্বামীকে বিয়ে করা ঠিক আছে।

যদি ভাইসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সেই বিয়েতে অমত করে থাকেন তবু বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে। প্রথম বিয়েতে অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন। দ্বিতীয়বার সেই স্বামীকে বিয়ে করায় অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন নেই। কারণ প্রথমবার তো তার সম্মতিতেই বিয়ে হয়েছিলো।

যদি কোনো মেয়ে প্রথম স্বামীর কাছে পুনরায় বিয়ে বসতে চায় তাহলে অভিভাবকের বাধা দেয়ার কোনো অধিকার নেই। এ ব্যাপারে অভিভাবককে নাক গলাতে স্বয়ং কুরআন-ই নিষেধ করেছে। ভাই যদি রাজী না থাকেন তাহলে তিনিই গুনাহ্‌গার হবেন। এতে বিয়ের কোনো ক্ষতি হবে না।

পিতার অবর্তমানে ভাই অভিভাবক

প্রশ্ন-১২২৯. মেয়ে বড়ো হবার পর বিভিন্ন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছে কিন্তু মেয়ের মা বলছেন– আমি এখন আমার মেয়েকে বিয়ে দেবো না। অবশ্য মেয়ের ভাই তাকে বিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। এমতাবস্থায় ভাই কী করবেন, চুপচাপ বসে থাকবেন, না বোনের বিয়ে দিয়ে ফরয পালনের চেষ্টা করবেন?

উত্তর ঃ মেয়ের ভাইয়ের ভূমিকা সঠিক। বাপ মা অকারণে বিয়ে বিলম্ব করলে তারা গুনাহ্‌গার হবেন। আর যদি বাপ না থাকে তাহলে প্রকৃত অভিভাবক ভাই। বোনের সম্মতিতে তিনি বিয়ে দিতে পারেন। এতে মায়ের আপত্তি করার কোনো অধিকার নেই।

প্রশ্ন-১২৩০. সন্তানের অভিভাবক তাদের পিতা, পিতার ইন্তিকালের পর বড়ো ভাই। ভাইয়ের মধ্যে আমি সবার ছোট। বিবাহিত এবং পাঁচ সন্তানের জনক। আব্বার ইন্তিকালের পর বড়ো ভাই এবং এক বিধবা বড়ো বোন অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়েছেন। সমস্ত সম্পত্তি এখন তাদের দখলে। তারা আমার স্ত্রী ও সন্তানের সাথে ঝগড়া করে এক বছর যাবৎ তাদেরকে আমার শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। এখনও কি আমাকে তাদের কথা শুনতে হবে? ভাই অভিভাবক বলে তার সব কথাই কি আমাকে মানতে হবে?

উত্তর ঃ অভিভাবক মানে তিনি তার ছোট ভাই বোনের বিয়ে দিতে পারবেন। অভিভাবক অর্থ এই নয় যে, তিনি তাদের যাবতীয় সম্পত্তি নিজ দখলে নিয়ে নেবেন। কিংবা ভাইয়ের স্ত্রীকে তার শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। আপনি আপনার ভাই থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারেন এবং আপনার স্ত্রীকে নিজের কাছে এনে রাখতে পারেন।

কোনো মেয়ে যদি নিজে নিজে বিয়ে করে

প্রশ্ন-১২৩১. বয়সপ্রাপ্ত কোনো মেয়ে নিজ পছন্দের কোনো ছেলেকে বিয়ে করতে পারে কি? যদি বাপ মা জোর করে এমন ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চান যার কল্পনাও মেয়েটি করতে পারে না?

উত্তর ঃ বাপ মায়ের অজান্তে মেয়ে নিজে নিজে বিয়ে করবে এটি ভদ্রতা ও লজ্জার পরিপন্থী। তবু যদি কেউ এমন করে তার দুটো অবস্থা আছে ঃ

এক. শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম ও চরিত্র এবং সামাজিক স্ট্যাটাস যদি মেয়ের সম মর্যাদার হয় তাহলে বিয়ে বৈধ হবে। এরূপ অবস্থায় বাপ মায়েরও রাজী হয়ে যাওয়া উচিত, কারণ এখানে কুফু বা বিয়ের সমতা রয়েছে। গোঁ ধরে মেয়ের ইচ্ছেকে নষ্ট করে দেয়া উচিত নয়।

দুই. শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি, ধর্ম ও চরিত্র এবং সামাজিক স্ট্যাটাসে যদি ছেলে মেয়ের সমমর্যাদার না হয় তাহলে সেই বিয়েতে অভিভাবকের সম্মতি না থাকলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

আজকাল এ ধরনের যেসব বিয়ে হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করে দেখুন তার কয়টি উপরোক্ত শর্তানুযায়ী হচ্ছে।

প্রশ্ন-১২৩২. আমি বাপ মাকে না জানিয়ে এক সুদর্শন ধনী যুবককে বিয়ে করেছি, যে শিক্ষাগত যোগ্যতায় ও অন্যান্য দিকে আমাদের চেয়ে নিচে। এ বিয়েতে আমার প্রাপ্তবয়স্ক এক ভাই অংশগ্রহণ করেছে। আমাদের বিয়ে কি শুদ্ধ হয়েছে? ও আমার সাথে মিলতে চাচ্ছে আমি বাধা দিয়ে রাখছি, মেহেরবানী করে সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ যদি আপনার পিতা কিংবা দাদা জীবিত থাকেন তাহলে তাদের সম্মতি ছাড়া বিয়ে বৈধ হবে না। যদি পিতা অথবা দাদা জীবিত না থাকেন তাহলে ভাইয়ের অভিভাবকত্বে বিয়ে বৈধ হবে।

প্রশ্ন-১২৩৩. আমি প্রাপ্তবয়স্কা, বুদ্ধিমতি, হানাফী, সুন্নী, কুমারী মেয়ে। গোপনে এক ছেলেকে বিয়ে করেছি। ছেলে তিনবার আমাকে বলেছে 'তোমাকে পাঁচশ' টাকা মোহরানা দিয়ে মুহাম্মদী শরী'আহ্ মুতাবিক বিয়ে করলাম।' প্রতি উত্তরে আমি তিনবার 'কবুল' বলেছি। এ বিয়েতে কোনো অভিভাবক কিংবা সাক্ষী ছিলো না। কিছু অসুবিধার কারণে আমরা বিয়ের কথা প্রকাশ করতে চাচ্ছি না। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এভাবে বিয়ে করাটা ঠিক হয়েছে কিনা? যদি না হয় তাহলে আমরা কী করতে পারি?

উত্তর ঃ দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিয়ে গ্রহণযোগ্য নয় ঃ

এক. বিয়ে সঠিক হওয়ার জন্য (ইজাব-কবুলের সাথে সাথে) দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান সাক্ষীর প্রয়োজন। সাক্ষী ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হয় না। হাদীসে বলা হয়েছে–

'সেই মহিলা ব্যভিচারী, যে সাক্ষী ছাড়া বিয়ে করলো।' (আল বাহ্রুর রায়িক ৩/৯৪)

দুই. অভিভাবকের অবগতি ও সম্মতি ছাড়া গোপনে বিয়ে করলে তা বাতিলযোগ্য। হাদীসে এসেছে–

'যে মহিলা অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল।' (মিশকাত শরীফ, কিতাবুন নিকাহ্)

সত্যি কথা বলতে কি আপনার বিয়ে বৈধ হয়নি। অনতিবিলম্বে আপনাদের পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত। যদি দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন হয়ে থাকে, তাহলে মোহরানা বাবদ পাঁচশ' টাকা আপনাকে দেয়া চলবে না। এক্ষেত্রে আপনাকে মোহ্রে মিস্ল দিতে হবে। অর্থাৎ আপনার বংশের অন্যান্য মেয়েদের যে পরিমাণ মোহরানা নির্দিষ্ট করে বিয়ে দেয়া হয়েছে সেই পরিমাণ মোহরানা (এর গড় নির্ণয় করে) আপনাকে দিতে হবে। মোটকথা, আপনাদেরকে পৃথক হয়ে যেতে হবে এবং তাওবা করতে হবে।

অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া ছেলেদের বিয়ে

প্রশ্ন-১২৩৪. এক ছেলে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাবের জন্য বলাও হয়েছে। মেয়েদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছেলেদের সমান নয় বলে সেখানে তারা বিয়ের প্রস্তাব দিতে নারাজ। অথচ মেয়েটি সবদিক থেকে ভদ্র এবং নামাযী। মেয়েপক্ষও এ বিয়েতে সম্মত। শুধু ছেলেপক্ষ রাজী হচ্ছে না। এমতাবস্থায় অভিভাবকের অসম্মতিতে ছেলে বিয়ে করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ যদি মেয়ের অভিভাবকগণ এ বিয়েতে সম্মত থাকেন তাহলে বিয়ে জায়েয হবে। ছেলের অভিভাবকের সম্মতির কোনো প্রয়োজন নেই।

অভিভাবকের অসম্মতিতে অপহরণ করে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৩৫. এক ব্যক্তি কোনো এক মেয়েকে অপহরণ করে এনে দু'জন সাক্ষীর সামনে মোহরানা নির্দিষ্ট করে বিয়ে করেছে। কোনো পক্ষের অভিভাবকই এতে সম্মত নয়। এমন কি ছেলে মেয়ের সমতা (কুফু)ও নেই। এ বিয়ে হয়েছে কি?

উত্তর ঃ অন্যান্য ইমামদের মতে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া তো বিয়েই হয় না,

অবশ্য আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে সমতা (কুফু) থাকলে বিয়ে হয়ে যায়। তবে সমতা না থাকা অবস্থায় দু'রকমের বক্তব্য পাওয়া যায়। ফাতওয়া হচ্ছে বিয়ে হয় না। এজন্য সামাজিক মর্যাদায় অসম এবং তার অভিভাবকও অসম্মত এমন কোনো মেয়েকে যদি কেউ অপহরণ করে এনে বিয়ে করে তাহলে চার মাযহাবের ফাতওয়া অনুযায়ী-ই তা হারাম ও অবৈধ।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বিয়ে

প্রশ্ন-১২৩৬. মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বয়সের সার্টিফিকেট দেখিয়ে কোর্টে গিয়ে কোর্ট ম্যারেজ করতে পারে, যদিও তার বাপ মা সহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজন রাজী না থাকে সামাজিক মর্যাদায় সমতা না থাকলেও কিছু যায় আসে না। এ ধরনের বিয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক কিনা?

উত্তর ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন নামে দেশে যে আইন প্রচলিত আছে তার বেশ কিছু ধারা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। সেসব ধারা অনুযায়ী আদালত যে সমস্ত ফায়সালা করে থাকে তা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী। এজন্য সেই বিয়ের ফায়সালাও তাই যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

জারজ ছেলের বিয়ে

প্রশ্ন-১২৩৭. এক ব্যক্তি বিবাহিত এক মহিলাকে নিয়ে ভেগে যায়। তখন মহিলার কোনো সন্তান ছিলো না। এমন কি সে গর্ভবতীও ছিলো না। ভেগে যাওয়ার পর এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। ছেলে মেয়ে হওয়ার পর ঐ মহিলাকে শরী'আহ্ সম্মতভাবে বিয়ে করা হয়। আগের স্বামীও তাকে ইতিমধ্যে তালাক দিয়ে দেন। অবশ্য বিয়ের আগে মহিলাকে তা'যীর স্বরূপ শাস্তিও প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ভেগে যাওয়ার পর এবং বিয়ের আগে যে ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে তার সাথে অত্যন্ত ভদ্র পরিবারের ইয়াতিম একটি মেয়ের বিয়ে দেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ মেয়ে এবং মেয়ের অভিভাকগণ যদি সম্মত থাকে তাহলে জায়েয। যদি মেয়ে ও অভিভাবকের মধ্যে কোনো একজন রাজী না হয় তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হবে না।

অভিভাবকগণ যদি কোর্ট ম্যারেজ মেনে নেন

প্রশ্ন-১২৩৮. ছেলে মেয়ের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার সমতা আছে এবং কোর্ট ম্যারেজের পর অভিভাবকগণও মেনে নিয়েছেন এমতাবস্থায় তাদেরকে পুনরায় বিয়ে করতে হবে কি?

উত্তর ঃ যদি বিয়ের শর্তাবলী ঠিক রেখে কোর্ট-ম্যারেজ হয়ে থাকে তাহলে আগের বিয়েই ঠিক আছে। পুনরায় বিয়ের প্রয়োজন নেই।

বিয়েতে উকিল (মুখপাত্র) নিয়োগ

বরের অনুপস্থিতিতে উকিলের ইজাব-কবুল

প্রশ্ন-১২৩৯. বরের অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে পিতা কিংবা উকিল (ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি) বিয়েতে কবুল বলতে পারেন কি?

উত্তর ঃ (বর অথবা কনে) যে কোনো পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত হয়ে ইজাব-কবুল করা জায়েয। যদি বর কাউকে উকিল নিয়োগ করেন তার ইজাব কবুল বরের ইজাব-কবুল হিসেবেই গণ্য হবে। সেজন্য পুনরায় বরের ইজাব-কবুলের প্রয়োজন নেই। আর যদি বরের অনুমোদন ছাড়াই কেউ তার পক্ষ থেকে ইজাব-কবুল করেন তার আইনগত মর্যাদা নির্ভর করে বরের মতামতের উপর। বর ইতিবাচক মত প্রকাশ করলে বিয়ে কার্যকর হবে আর নেতিবাচক মত প্রকাশ করলে বিয়ে কার্যকর হবে না।

বরের উপস্থিতিতে উকিলের ইজাব কবুল

প্রশ্ন-১২৪০. বর উপস্থিত আছেন কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে না বসে বড়ো ভাই বা অন্য কাউকে দায়িত্ব দিলেন ইজাব-কবুল করার। তিনি যদি বরের পক্ষ থেকে ইজাব-কবুল করেন তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ যদি কেউ বরের পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত হয়ে কবুল করেন তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে।

বর-কনের পক্ষ থেকে একই ব্যক্তি উকিল হওয়া

প্রশ্ন-১২৪১. যদি কোনো ব্যক্তি বর ও কনে উভয় পক্ষের উকিল হিসেবে বলেন– 'আমার মেয়ে আমি অমুকের কাছে বিয়ে দিলাম।' তারপর যদি বলেন– 'আমি (বর) অমুকের পক্ষ থেকে কবুল করলাম।' তাহলে বিয়ে হবে কি?

উত্তর ঃ যিনি বর-কনে উভয় পক্ষের অভিভাবক কিংবা উকিল তিনি শুধু বলে দেবেন– 'আমি অমুক মেয়েকে অমুক ছেলের সাথে বিয়ে দিলাম', ব্যস্ যথেষ্ট। এরূপ বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে, প্রথমে বলবেন– 'আমি অমুক মেয়েকে অমুক ছেলের কাছে বিয়ে দিচ্ছি।' তারপর বলবেন– 'আমি অমুক ছেলের পক্ষ থেকে কবুল করলাম।' তাছাড়া তিনবার বলারও প্রয়োজন নেই। সাক্ষীদের সামনে একবার বলাই যথেষ্ট।

শুধু কাবিনে স্বাক্ষর করা

প্রশ্ন-১২৪২. উকিল শিক্ষিত কনের কাছে গিয়ে শুধু কাবিনে স্বাক্ষর নিয়েছেন। কত মোহরানার বিনিময়ে কার কাছে বিয়ে দিচ্ছেন এসব কিছুই বলেননি। সাক্ষীগণ কেবল কনেকে স্বাক্ষর করতে দেখেছেন কিছু বলতে শুনেননি। যিনি বিয়ে পড়িয়েছেন তিনিও সাক্ষীদের কিছু জিজ্ঞেস করেননি। এই বিয়ে ঠিক হয়েছে কি?

উত্তর ঃ বিয়ের ফরম বা কাবিনে সবকিছু বিস্তারিত লেখা থাকে। সেগুলো পড়েই কনে স্বাক্ষর করেছেন। নিঃসন্দেহে বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে।

অপরিচিত এবং গাইরি মুহাররাম ব্যক্তিকে উকিল বানিয়ে কনের কাছে পাঠানো

প্রশ্ন-১২৪৩. অনেক সময় দেখা যায় অপরিচিত এবং যাদের সাথে বিয়ে জায়েয (গাইরি মুহাররাম) তাদেরকে উকিল বানিয়ে কনের কাছে পাঠানো হয় তার সম্মতি জানার জন্য। অথচ কনের পিতা, বড়ো ভাই, চাচা তারাও সেখানে উপস্থিত থাকেন। যিনি কনের মুহাররাম কোনো আত্মীয় নন এমনকি যাকে কোনোদিন সে দেখেনি মুহাররাম আত্মীয় স্বজন ও অভিভাবকের উপস্থিতিতে এমন ব্যক্তিকে উকিল বানানো বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ অপরিচিত ও গাইরি মুহাররাম কোনো ব্যক্তি কনের মতামত জানার জন্য তার কাছে যাওয়া আত্মমর্যাদার পরিপন্থী। বুঝতে পারিনা মানুষ এরূপ অবমাননাকর কাজ কিভাবে করে থাকেন। পিতা কনের অভিভাবক। তিনিই অভিভাবক বা উকিল হিসেবে মেয়ের মতামত জানবেন। তাছাড়া এখন বিয়ের ফরমে সবকিছু লিখা থাকে। মেয়ে সেসব পড়ে স্বাক্ষর করলে বুঝা যাবে সে এ বিয়েতে সম্মত। এজন্য তার কাছে অপরিচিত ও গাইরি মুহাররাম ব্যক্তির যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। শারী'আহ এটিকে অনুমোদন করেনা।

নাবালিগ সন্তানের বিয়ে

প্রশ্ন-১২৪৪. অনেক সময় দেখা যায় চার পাঁচ বছরের ছেলে-মেয়েকে তাদের অভিভাবকগণ বিয়ে দেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক বর-কনের পক্ষ থেকে ছেলে এবং মেয়ের অভিভাবকগণ ইজাব-কবুল করেন। তারপর বালিগ হওয়ার পর মেয়েকে তার শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। পুনরায় তাদের ইজাব-কবুলের প্রয়োজন মনে করা হয় না। এরূপ বিয়ে ইসলাম সমর্থন করে কি?

উত্তর ঃ নাবালিগ ছেলে-মেয়ের বিয়েতে তাদের অভিভাবক তাদের পক্ষ থেকে ইজাব-কবুল করতে পারেন। বালিগ হওয়ার পর তারা তাদের এ বিয়েকে অস্বীকার করতে পারবেনা।

প্রশ্ন-১২৪৫. মায়ের দুধ পান করছে এমন শিশুর বিয়ে দেয়া বৈধ কিনা? অনেক জায়গায় এরূপ করা হয়। মেয়ের পক্ষ থেকে মা এবং ছেলের পক্ষ থেকে পিতা বিয়ের সব দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

উত্তর ঃ নাবালিগ অবস্থায় বিয়ে দেয়া উচিত নয়। বালিগ হওয়ার পর তাদের মতামত অনুযায়ী বিয়ে দেয়া উচিত। অনেক সময় মা-বাপ সন্তানের কল্যাণ চেয়ে শিশুকালেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেন। এজন্য শারী'আহও অনুমোদন দিয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে, বাপ কিংবা দাদা বিয়ে দিলে বালিগ হওয়ার পর সেই বিয়ে অস্বীকার করার অধিকার সন্তানের থাকে না। অবশ্য যদি ছেলে এ বিয়ে অপছন্দ করে তাহলে সে তালাক দিতে পারে। আর যদি মেয়ে অপছন্দ করে তাহলে সে খুলা' করতে পারে। আর যদি পিতা ও দাদা ছাড়া অন্য কেউ এ বিয়ে দেন তাহলে বালিগ হওয়ার পর বিয়ে বলবত রাখা না রাখার অধিকার তাদের থাকবে। তবে শর্ত হচ্ছে, বালিগ হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে বিয়ে সংক্রান্ত মতামত প্রদান করতে হবে। যদি বালিগ হওয়ার সাথে সাথে কোনো মতামত প্রকাশ না করে চুপ করে থাকে তাহলে বিয়ে বলবত হয়ে যাবে। পরে অস্বীকার করার কোনো অধিকার আর তাদের থাকবে না।

প্রশ্ন-১২৪৬. যয়নবের বিয়ে হলো যায়িদের সাথে। যয়নব তখনও নাবালিগ। তার বাপ মায়ের উপস্থিতিতে মামা কবুল বললেন। দু'বছর পর যয়নব বালিগ হয়ে বিয়েকে অস্বীকার করলো। পুনরায় বিয়ের জন্য শরঈ ও আইনগত কোনো বাধা আছে কি? এবং তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

উত্তর ঃ পিতা কিংবা দাদা ছাড়া অন্য কেউ কোনো নাবালিগ মেয়েকে বিয়ে দিলে সে বালিগ হওয়ার পর ইচ্ছে করলে বিয়ে বলবত রাখতে পারে আবার বিয়ে ভেঙ্গেও দিতে পারে। যেহেতু যয়নব বালিগ হওয়ার সাথে সাথে বিয়েকে অস্বীকার করেছে এবং যেহেতু তার পিতা বা দাদার পরিবর্তে মামা বিয়ে দিয়েছে তাই সেই বিয়ে বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই অন্য জায়গায় বিয়ে করতে তার আইনগত কোনো বাধা নেই। তাছাড়া বিয়ে কার্যকরী হওয়ার আগেই যেহেতু তা বাতিল হয়ে গেছে তাই অন্য জায়গায় বিয়ে করার জন্য তার ইদ্দত পালনেরও প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন-১২৪৭. পিতা তার এক নাবালিগ কন্যা বিয়ে দিলেন। তার কিছুদিন পর তিনি মারা গেলেন। মেয়ে মায়ের কাছে বড়ো হলো। বালিগ হওয়ার পর পাত্রপক্ষ মেয়েকে তুলে দিতে বলছেন। মা এবং মেয়ে মানছে না। এখন ছেলেপক্ষ কী করবেন আদালতের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটাবেন, না তালাক দেবেন?

উত্তর ঃ নাবালিগ অবস্থায় যখন পিতা কিংবা দাদা বিয়ে দেন তখন সেই বিয়ে কার্যকরী হয়ে যায়। কাজেই ছেলে পক্ষের দাবী ঠিক। মেয়ে এবং তার মা সম্মত না হলে তাদের সিদ্ধান্ত ভুল। যদি মেয়ে স্বামীর বাড়ি যেতে না চান তাহলে তিনি স্বামী থেকে তালাক নিয়ে নেবেন। স্বামী যদি মোহরানা মাফ করার শর্তে তালাক দিতে চান তাহলে মোহরানার দাবী ছেড়ে দিয়ে তালাক নিতে হবে। মেয়ে যদি স্বামীর কাছে যেতে না-ই চান তাহলে খামোখা আটকে রেখে কী লাভ? যতক্ষণ মেয়ে স্বামী থেকে তালাক (খুলা' হোক কিংবা তালাক) না নেবেন ততক্ষণ বিয়ে বলবত থাকবে। মেয়ে কিংবা মেয়ের মা অস্বীকার করলেই এ বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে না এবং মেয়েও অন্য জায়গায় বিয়ে বসতে পারবেন না।

প্রশ্ন-১২৪৮. মেয়ে ছোট্ট থাকা অবস্থায় তার পিতা একজনকে সাধারণভাবে বলেছিলেন 'আমার মেয়ে তোমার ছেলেকে দিয়ে দিলাম।' এখন মেয়ে বালিগ হয়ে আদালতে উপস্থিত হয়ে বিয়েকে অস্বীকার করে জবানবন্দি দিতে চায়, এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ 'আমার মেয়ে তোমার ছেলেকে দিয়ে দিলাম' বাক্যটি কখনও বিয়ের প্রতিশ্রুতি বা বাগদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় আবার কখনও বিয়ের ইজাব-কবুল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এখন দেখতে হবে মেয়ের পিতা এ বাক্যটি কোন অর্থে বলেছেন। নিম্নোক্ত দু'ভাবে এর সমাধান করা যেতে পারে।

এক. যেখানে এ বাক্যটি বলা হয়েছিলো দেখতে হবে তা বিয়ের কোনো অনুষ্ঠান ছিলো কিনা। সেখানে কাজী ডেকে সাক্ষীদের সামনে একথা বলা হয়েছে কিনা কিংবা মোহরানা ঠিক করে মেয়ের পক্ষ থেকে ইজাব কবুল হয়েছিলো কিনা। যদি এরূপ হয়ে থাকে তাহলে বিয়ে হয়ে গেছে। এ বিয়ে বাতিল বা অস্বীকার করার কোনো অধিকার মেয়ের নেই। আদালতে গিয়ে বিয়েকে অস্বীকার করে জবানবন্দি দেয়া বেহুদা কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর সমাধান হচ্ছে তাকে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিতে হবে।

দুই. যদি আনুষ্ঠানিকভাবে এবং কাজী ও সাক্ষীদের সামনে মোহরানা নির্দিষ্ট না করে এরূপ বলে থাকেন তাহলে বিয়ে হয়নি, বিয়ের ওয়াদা বা বাগদান হয়েছে মাত্র।

এরূপ অবস্থায় মেয়ে সেখানে বিয়ে করতে অস্বীকার করতে পারেন। তাছাড়া যদি আইনত বিয়েই না হয়ে থাকে তাহলে আদালতে বিয়েকে অস্বীকার করে হলফ করারও কোনো প্রয়োজন নেই।

বিয়েতে সমতা (কুফু)

'কুফু'-এর তাৎপর্য

প্রশ্ন-১২৪৯. এক প্রশ্নের জবাবে আপনি বলেছেন– "যদি দু'জনের (ছেলে ও মেয়ে) মর্যাদা সবদিক থেকে সমান হয় তাহলে বিয়ে বৈধ হবে নইলে নয়।" 'সবদিক থেকে সমান' বলতে আপনি কী বুঝিয়েছেন, বলবেন কি?

উত্তর ঃ সবদিক থেকে সমান বলতে বুঝানো হয়েছে ধর্মের দিক থেকে, দীনদারীর দিক দিয়ে, বংশ ও সম্পদের দিক থেকে এবং শিক্ষা ও পেশায় ছেলে ও মেয়ের সমতা থাকা। (একে ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'কুফু' বলা হয়)।

প্রশ্ন-১২৫০. বিয়ের কুফু সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে আপনি যা বলেছেন তার সারকথা হচ্ছে– বালিগ ছেলে মেয়ের বিয়ে তাদের অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া তখনই বৈধ হয় যখন ধর্ম, শিক্ষা, চরিত্র, অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেহারা-সুরতের দিক থেকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমতা থাকে। জনাব! ধর্ম ও চরিত্রগত দিকটির কথা বুঝতে পারলাম কিন্তু অন্যান্য শর্তগুলোর তাৎপর্য বুঝতে পারিনা। কারণ এ যাবৎ শুনে আসছি ইসলামে আরব-অনারবে কোনো পার্থক্য নেই। প্রতিটি মুসলমানের মর্যাদা নির্ধারণ হয় তার ঈমান, স্বভাব চরিত্র ও কাজকর্মের উপর ভিত্তি করে। বংশ, সম্পদ, চেহারা-সুরত ও সামাজিক স্ট্যাটাসের উপর নয়। তাহলে আপনি এগুলোর উপর জোর দিচ্ছেন কেন?

উত্তর ঃ জনাব! আপনি সমতার ব্যাপারে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন তা বিলকুল ঠিক। ইসলাম মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের কোনো অনুমতি দেয়না। বংশ, বর্ণ, আকৃতি, জ্ঞান ও সম্পদ এগুলো মর্যাদার মাপকাঠি নয়। তথাপি একটি কথা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন– 'বিয়ে' এমন একটি পবিত্র সম্পর্কের নাম যার সাথে কেবল স্বামী-স্ত্রীই নয় বরং তাদের সকল আত্মীয়-স্বজনই এ সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধা পড়ে যায়। তারপর এমন কিছু দায়িত্ব কর্তব্য এসে যায় যা শুধু স্বামী স্ত্রী দু'জন মিলে পালন করা সম্ভব নয়। তাদের আত্মীয় স্বজনের সংশ্লিষ্টতাও প্রয়োজন।

বর্তমান পৃথিবীতে অধিকাংশই আমরা মানবিক দুর্বলতার শিকার। এমন লোক খুব কমই আছেন যারা 'ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আত্‌কাকুম' (তোমাদের মধ্যে

সেই বেশী সম্মানিত যে সর্বাধিক আল্লাহ্‌ভীরু) এ মূলনীতির ভিত্তিতে দাম্পত্য জীবন গড়া যথেষ্ট মনে করেন। মেয়ের রূপ-সৌন্দর্য, চেহারা-সুরত, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বংশ-গোত্র এবং মাল-সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না। দাম্পত্য জীবন-ক্ষণিকের খেলাঘর নয় বরং সারাটি জীবনের পরীক্ষাগার। প্রতিটি মুহূর্তে কাজের মাধ্যমে সেই পরীক্ষা দেয়া হয়। প্রতিটি কাজ, আচার-আচরণ ও তার পরিণতির দিক থেকে মূল্যায়ন করলে স্বামী স্ত্রীর মতো স্পর্শকাতর ও দীর্ঘ আর কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম যেহেতু স্বভাবজাত জীবন ব্যবস্থা (ফিতরাতী দীন) তাই মানবিক এবং দুর্বলতার দিকটিও সামনে রেখেছে। এজন্য সাম্যের মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে– একজন মুসলিম মহিলার বিয়ে বর্ণ, গোত্র, বুদ্ধি, চেহারা এবং সম্পদের পার্থক্য না করে যে কোনো পুরুষের সাথে হতে পারে। আবার মানুষের স্বভাব প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে এ বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা হয়েছে যে, আনুষঙ্গিক অন্যান্য দিক সন্তোষজনক না হলে যেন বিয়ে করা না হয়। যাতে ভালোবাসা ও হাসি আনন্দের পরিবর্তে অশান্তির দাবানল জীবনকে পুড়ে ছারখার করে দিতে না পারে। এজন্যই বিয়েতে 'কুফু' এর এত গুরুত্ব দেয়া হয়।

আপনার বক্তব্য অনুযায়ী সম্ভ্রান্ত বংশের উন্নত চরিত্রের হুরের মত সুন্দরী এক মেয়ের বিয়ে তার সম্মতিতে যদি মুসলিম কোনো হাবশীর সাথেও হয় তা ইসলাম শুধু জায়েযই করেনি বরং তা উত্তমও বটে।

অন্যদিকটির কথা একবার ভাবুন। ভদ্র, উচ্চ বংশীয় এক সুন্দরী মেয়ে নিছক প্রেমের আবেগে তাড়িত হয়ে এমন একজন ছেলেকে বিয়ে করলো, যে বংশ, গোত্র, নম্রতা, ভদ্রতা, দীন, তাকওয়া, শিক্ষা-দীক্ষা, চেহারা-সুরত এবং মাল-সম্পদ কোনো দিক দিয়েই মেয়ের সমান নয়, হয়তো বাধ্য হয়ে মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজন রাজী হলো, তবু মনে হবে এ অসম এক জোড়া। দুটো ছাগলকে এক রশি দিয়ে বেঁধে দেয়ার মত বর কনেকে একত্রে মিলিয়ে দেয়ার নাম বিয়ে নয়। তার কিছু নিয়ম ও দায়িত্ব কর্তব্যও আছে। এমন পবিত্র ও স্পর্শকাতর সম্পর্ক যেন নড়বড়ে ও ভঙ্গুর হয়ে না পড়ে সেজন্যই ইসলাম বাপ-মা ও অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া অসম বিয়ে বৈধ ঘোষণা করেনি। ঝগড়া বিবাদ, মনোমালিন্য যেন নিত্য দিনের সঙ্গী না হয় সেই পথ বন্ধ করার জন্যই এ ব্যবস্থা। যা ছেলে-মেয়ের অসমতার কারণেই সাধারণত হয়ে থাকে।

আমার এ কথা কটি যদি আপনি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন ইসলামকে স্বভাবজাত দীন বলা হয়েছে কেন।

প্রশ্ন-১২৫১. ছেলে ও মেয়ে পরস্পরকে ভালোবাসে কিন্তু মেয়ের বাড়ির রেওয়াজ হচ্ছে বংশের বাইরের কোনো ছেলের কাছে তারা মেয়ে বিয়ে দেবেনা। মেয়ে যে ছেলেকে পছন্দ করে সে বংশের বাইরের। তবে স্বভাব, চরিত্র, শিক্ষা, দীক্ষা এবং ধন সম্পদে মেয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এখন যদি তারা গোপনে বিয়ে করে এ বিয়ে হবে কি?

উত্তর ঃ যদি ছেলে ও মেয়ের সব দিকে সমান হয় তাহলে বিয়ে বৈধ হবে।

প্রশ্ন-১২৫২. যদি বাপ দাদা এবং ভাইয়ের অমতে বিয়ে বাতিল হয়ে যায় তাহলে যারা কোর্ট ম্যারেজ করে তাদের বিয়ে কতটুকু বৈধ?

উত্তর ঃ যদি ছেলে মেয়ে 'কুফু'-এর দিক থেকে সমান হয় তাহলে বিয়ে জায়েয। আর অসম হলে বিয়ে বাতিল। অবশ্য অসম বিয়ে যদি অভিভাবকগণ মেনে নেন তাহলে জায়েয আছে। নইলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-১২৫৩. বাপ-মাকে না জানিয়ে ছেলে মেয়ে গোপনে বিয়ে করলো। মেয়ের চাচা পুলিশ নিয়ে গিয়ে মেয়েকে ধরে এনে অন্য জায়গায় বিয়ে দিলেন। আগের বিয়ের ব্যাপারে বললেন 'মেয়ে নাবালিগ ছিলো তাই বিয়ে ঠিক হয়নি।' এদিকে ছেলের কাছে প্রমাণ আছে, মেয়ে বালিগা ছিলো। এমতাবস্থায় বিয়ে কোনটি শুদ্ধ হবে আগের বিয়ে না পরেরটি?

উত্তর ঃ মেয়ে যদি বাপ মায়ের অমতে এমন ছেলেকে বিয়ে করে যে তার যোগ্য নয় (অর্থাৎ দু'জনের মধ্যে সমতা নেই), এ ধরনের বিয়ে সাধারণত এমনই হয়ে থাকে, তাহলে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে এবং পরের বিয়ে ঠিক হবে।

প্রশ্ন-১২৫৪. অনেক ফ্যামিলি আছে যারা নিজেরা সৈয়দ হওয়ার কারণে সৈয়দ বংশ ছাড়া আর কোথাও তাদের ছেলে মেয়ের বিয়ে দেন না। এটি ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ মেয়ে এবং মেয়ের বাপ মা সম্মত থাকলে যে কোনো মুসলমানের সাথে বিয়ে দেয়া জায়েয। যদি বাপ মা মেয়ের মতামত না নিয়ে সৈয়দ ছাড়া অন্য কোনো বংশের ছেলের কাছে বিয়ে দিতে চান কিংবা মেয়ে তার বাপ মায়ের অগোচরে এরূপ অসম বিয়ে করতে চান তাহলে জায়েয নেই।

(দীনি) আকীদাগত কারণে যাদের সাথে বিয়ে বৈধ নয়

মুসলিম মহিলা অমুসলিম পুরুষের সাথে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৫৫. মুসলিম কোনো মহিলা একান্ত নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে খৃস্টান কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারে কি? যদি কেউ করে তাহলে?

উত্তর ঃ মুসলিম মহিলা অমুসলিম কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন না। এরূপ বিয়েকে বৈধ মনে করাটাও কুফর। যদি কোনো মহিলা এরূপ করেন অনতিবিলম্বে তার পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত এবং বিগত কালের গুনাহ্র জন্য তওবা করা উচিত। যদি কেউ এটিকে জায়েয বলে থাকেন, তাকেও তওবা করতে হবে। তাছাড়া কোনো মুসলমান খৃস্টান হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে করলে তাও কুফরী।

মেয়ে সুন্নী এবং ছেলে যদি শিয়া হয়

প্রশ্ন-১২৫৬. সুন্নী কোনো মেয়ের বিয়ে শিয়া কোনো ছেলের সাথে হতে পারে কি? যদি না পারে তাহলে কেন?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি কুফরী আকীদা পোষণ করে যেমন– কুরআনুল কারীমের কম বেশীর প্রবক্তা কিংবা আয়িশা (রা) এর উপর অপবাদ আরোপ করে অথবা আলী (রা) সম্পর্কে এ ধারণা রাখে যে, ওহী আলী (রা) এর উপর নাযিলের কথা ছিলো কিন্তু ভুলে জিব্রাইল (আ) নবী করীম (সা) এর কাছে নিয়ে আসেন নতুবা দীনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশকে অস্বীকার করে এমন ব্যক্তি মুসলমান নয়। তার সাথে সুন্নী মুসলমান কোনো মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। শিয়াদের মধ্যে ১২টি উপদল আছে তাদের ৩/৪টি উপদল ছাড়া বাকীরা সম্মানিত সাহাবাদেরকে (নাউযুবিল্লাহ) কাফির, মুনাফিক, মুরতাদ মনে করে এবং নিজেদের ইমামকে নবীদের চেয়েও উত্তম মনে করে। এজন্য তাদেরকে মুসলমান মনে করা হয়না। কাজেই তাদের সাথে কোনো মুসলমানের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয নয়।

কাদিয়ানী মহিলাদের বিয়ে করা

প্রশ্ন-১২৫৭. কাদিয়ানী মহিলাদের বিয়ের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতামত জানতে চাই।

উত্তর ঃ কাদিয়ানীরা যিন্দিক ও মুরতাদ। অতএব মুরতাদ কোনো মহিলার বিয়ে মুসলমানের সাথে হতে পারে না। হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে—

'জেনে রেখো মুরতাদের তৎপরতার কয়েকটি প্রকার আছে, তার একটি সর্বসম্মতিক্রমে কার্যকরী, তাদের উপর বিজয়ী হওয়া এবং তাদেরকে পৃথক করে দেয়া। দ্বিতীয় ব্যাপারেও সকলে একমত, তা হচ্ছে মুরতাদের সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা যাবেনা এবং তাদের যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া যাবেনা। কেননা এগুলো ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাদের কোনো ধর্ম নেই।' (হিদায়া ২/৫৮৩)

দুররু মুখতারে বলা হয়েছে—

'মুরতাদ পুরুষ ও মহিলাকে বিয়ে করা কারো জন্য বৈধ নয়। অর্থাৎ মুসলমান, কাফির কিংবা অন্য মুরতাদের জন্যও নয়।' (ফাতওয়া শামী ৩/২০০)

ফাতওয়া আলমগীরিতে বলা হয়েছে—

'অতপর কোনো মুসলিম মহিলাকে কিংবা কোনো মুরতাদ মহিলাকে অথবা কোনো যিম্মী বা মুক্ত কিংবা দাসীকেও মুরতাদ কোনো পুরুষ বিয়ে করতে পারবেনা।' (ফাতওয়া আলমগীরি ৩/৫৮০)

শাফিঈ মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিক্হ 'শরহে মুহাযযাব' এ লিখা হয়েছে—

'মুরতাদ পুরুষ কিংবা মহিলার বিয়ে বৈধ নয়। কারণ বিয়ের উদ্দেশ্য কল্যাণ লাভ করা। যেহেতু তার রক্ত মুবাহ এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব তাই দাম্পত্য কল্যাণ ও হক আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য তার উপর বড়ো অনুগ্রহ হচ্ছে তাকে বিয়ের কোনো অবকাশই না দেয়া। সেই কারণেই মুরতাদের বিয়ে কার্যকরী হয়না।' (শরহে মুহাযযাব ১৬/২১৪)

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আলমুগনী মাআশ্ শরহুল কবীর' এ বলা হয়েছে—

'মুরতাদ মহিলাকে বিয়ে করা হারাম। যদিও সে কোনো ধর্মের অনুসরণ করে থাকে। কারণ সে ধর্মান্তরিত হয়ে যে ধর্ম গ্রহণ করে তাকে সেই ধর্মের প্রকৃত অনুসারীদের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারেনা। তাই সেই ধর্মানুযায়ী বিয়েকেও বৈধতা দেয়া যাবেনা।' (আল মুগনী মা'আশ শরহুল কবীর, ৭/৫০৩)

উপরোক্ত আলোচনা থেকেই বুঝা যায় মুরতাদ কাদিয়ানীদের বিয়ে করা বৈধ নয়। বাতিল।

ধর্মান্তরিত না হয়ে কেউ যদি কাদিয়ানী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সে মুরতাদ কিনা?

প্রশ্ন-১২৫৮. মুরতাদ বলা হয় তাকে যে ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্মের অনুসারী হয়ে যায় কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণই করেছে কাদিয়ানী পরিবারে সে মুরতাদ হয় কি করে? হয়তো সে কাফির হতে পারে।

উত্তর ঃ প্রত্যেক কাদিয়ানীই যিন্দিক। যিন্দিক বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে ইসলামী চেতনার বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে এবং সেই বিশ্বাসকে ইসলামী চেতনার পরিপন্থী নয় বলে দাবীও করে। এজন্য ইসলামের অপব্যাখ্যা করে নিজের ভ্রান্ত মতকে ইসলামের অংশ বলে চালাতে চেষ্টা করে। যিন্দিকের শাস্তি মুরতাদের

মত। মুরতাদ ও যিন্দিকের পার্থক্য স্রেফ এতটুকু যে, মুরতাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য কিন্তু যিন্দিকের তাওবা গ্রহণ করা হবে কি হবেনা সে ব্যাপারে মতভেদ (ইখতিলাফ) রয়েছে। এ পার্থক্যটুকু ছাড়া আর সকল ব্যাপারে মুরতাদ ও যিন্দিকের বিধান একই। এজন্য কাদিয়ানী পরিবারে যে জন্মগ্রহণ করে সে যিন্দিক যার বিধান মুরতাদের মতই।

আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৫৯. এখানে জার্মান প্রবাসী অনেক মুসলিম ছেলে অমুসলিম মেয়েকে বিয়ে করছে। বলে— আমরা 'পেপার ম্যারেজ করছি।' শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ যদি সেসব মেয়ে আহলে কিতাব হয় তাহলে বিয়ে জায়েয আছে। তবে শর্ত হচ্ছে সন্তানের উপর অনৈসলামি প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা যদি না থাকে। ইসলামী চেতনা ও ভাবধারায় সন্তানকে মানুষ করা না গেলে কিংবা পরিবেশ না পেলে আহলে কিতাব মেয়েদের বিয়ে করা উচিত নয়।

যেসব মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয

মাসিক চলাকালীন সময়ে মহিলাদের বিয়ে

প্রশ্ন-১২৬০. অনেকে বলেন, মাসিক চলাকালিন সময়ে মহিলাদের বিয়ে বৈধ হয়না। যদি এ সময় বিয়ে পড়ানো হয় তাহলে পুনরায় পড়াতে হবে। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ বিয়ে বৈধ হবে কিন্তু দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। মাসিক শেষ হওয়ার পর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

অবৈধভাবে গর্ভ হয়েছে এমন মহিলার বিয়ে

প্রশ্ন-১২৬১. এক ব্যক্তি অবৈধভাবে এক মহিলার সাথে বিছানায় গেছে, ফলে তার গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। এখন তারা উভয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। শরঈ দৃষ্টিতে তাদের সন্তান বৈধ না অবৈধ? দু'জনের বিয়েও কি বৈধ হয়েছে?

উত্তর ঃ বিয়ে বৈধ হয়েছে কিন্তু যেহেতু সন্তান বিয়ের আগেকার তাই সন্তান অবৈধ। যার দ্বারা গর্ভ হয়েছে যদি সেই বিয়ে করে থাকে তাহলে স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ। আর যদি অন্য কেউ তাকে বিয়ে করে তাহলে সন্তান প্রসবের আগে তার সাথে বিছানায় যেতে পারবেনা।

প্রশ্ন-১২৬২. আপনার কাছে এক মহিলা প্রশ্ন করেছিলো— 'আমার বিয়ের সময় অন্য ব্যক্তির দ্বারা আমি গর্ভবতী ছিলাম। সেই বিয়ের পর আজ সাত বছর হয়ে গেছে। এ সময়ের মধ্যে আমি দু'সন্তানের জননী হয়েছি। আল্লাহর ওয়াস্তে মেহেরবানী করে জানাবেন— আমার জন্য কী কাফফারা দিতে হবে? জবাবে আপনি লিখেছিলেন— 'আপনার বিয়ে (যদিও অবৈধভাবে গর্ভধারণ অবস্থায় হয়েছিল তবু) বৈধ হয়েছিলো।'

আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, উপরোক্ত উত্তর আপনি কোন্ কিতাব অবলম্বনে দিয়েছেন? মেহেরবানী করে জানাবেন। অনেক আলিম বলেন— অবৈধভাবে গর্ভ হয়েছে এমন মহিলার বিয়ে যার দ্বারা গর্ভ হয়েছে তাকে ছাড়া আর কারও সাথে বৈধ নয়। এটি কি ঠিক? তাছাড়া গর্ভবতী বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা কি গর্ভাবস্থায় অন্যত্র বিয়ে বসতে পারেন? জানাবেন।

উত্তর ঃ আমি যে মাসয়ালাটি লিখেছি তা হানাফী ফিকহের অধিকাংশ কিতাবেই আছে। দুররু মুখতারে বলা হয়েছে—

'ব্যভিচারের দ্বারা গর্ভবতীর বিয়ে জায়েয।... তবে সেই মহিলার প্রসব হওয়ার আগে তার সাথে সঙ্গম করা হারাম। অবশ্য যার দ্বারা গর্ভ হয়েছে সেই যদি তাকে বিয়ে করে তাহলে সঙ্গম করা তার জন্য বৈধ। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।' (শামী ৩/৪৮)

ফাতওয়া আলমগীরিতে বলা হয়েছে—

'ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মাদ (রহ) বলেছেন— যিনার দ্বারা গর্ভবতী হলে গর্ভাবস্থায় তাকে বিয়ে দেয়া যাবে কিন্তু প্রসবের আগে তার সাথে সঙ্গম করা যাবেনা।'... (ফাতওয়া আলমগীরী ১/২৮০)

উপরের উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় যিনার দ্বারা গর্ভবতী হলে গর্ভাবস্থায়ই তাকে বিয়ে করা যাবে। যার দ্বারা গর্ভ হয়েছে সেও তাকে বিয়ে করতে পারে আবার অন্যলোকও পারে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যিনাকারী বিয়ে করলে গর্ভাবস্থায়ই তার সাথে বিছানায় যেতে পারবে আর অন্য কেউ বিয়ে করলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে বিছানায় যেতে পারবে না।

যে মহিলা মাসয়ালা জিজ্ঞেস করেছিলেন তার কেসটি ছিলো সাত বছর আগের। সেজন্য তাকে শুধু বিয়ে বৈধ হওয়ার ব্যাপারটি জানানো হয়েছিলো। দ্বিতীয় অংশটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলোনা বিধায় তাকে বলা হয়নি। বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তাকে

গর্ভাবস্থায় বিয়ে দেয়া যাবেনা। কারণ সে ইদ্দত পালনরত অবস্থায় থাকে। আর ইদ্দতের সময় বিয়ে জায়েয নেই। ব্যতিক্রম শুধু যিনার দ্বারা গর্ভবতীর। যিনার দ্বারা গর্ভবতী হলে তার কোনো ইদ্দত নেই। ইদ্দত পালন করা হয় মূলত বংশধারা সংরক্ষণের জন্য। যিনার মাধ্যমে বংশধারা সংরক্ষিত হয়না।

দেবর ভাবীর অবৈধ সম্পর্ক ছিলো, তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে

প্রশ্ন-১২৬৩. দেবর ভাবীর অবৈধ সম্পর্ক ছিলো। পরে ভাবীর ছোট বোনকে দেবর বিয়ে করলো। তারপরও তাদের সেই অবৈধ সম্পর্ক অব্যাহত রইলো। যখন ভাবীর ছেলে ও দেবরের মেয়ে বড়ো হলো তখন তাদের পরস্পরের সাথে বিয়ে দেয়া হলো। এ বিয়ে শরঈ দৃষ্টিতে বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ তাদের দু'জনের অবৈধ সম্পর্কের কোনো প্রভাব সন্তানের উপর পড়বেনা, তাই তাদের দু'জনের সন্তানের পরস্পর বিয়েতে কোনো বাধা নেই। জায়েয আছে।

চাচী ভাতিজার অবৈধ সম্পর্কের পর তাদের ছেলে মেয়েদের পরস্পর বিয়ে

প্রশ্ন-১২৬৪. চাচী ভাতিজার সাথে প্রায় দু'বছর অবৈধ সম্পর্ক ছিলো। ঐ সময় কোনো সন্তান হয়নি। পরে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন সেই চাচী ও ভাতিজার ছেলেমেয়েদের পরস্পর বিয়ে দিতে চাচ্ছে, এটি জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জায়েয হবে। এতে আইনগত কোনো বাধা নেই।

মা ও মেয়ের বিয়ে বাপ ও ছেলের সাথে

প্রশ্ন-১২৬৫. যায়িদের শালির মেয়ে বিয়ে করালো যায়িদের ছেলে দিয়ে। কিছুদিন পর যায়িদের স্ত্রী মারা গেলো। তখন সে শালিকে বিয়ে করলো। এখন মা এবং মেয়ে যথাক্রমে পিতা ও ছেলের স্ত্রী হলো। এরূপ করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জায়েয। নাজায়েয হওয়ার কোনো আশংকা নেই।

স্ত্রী ও তার সৎমাকে একত্রে বিয়ে করা

প্রশ্ন-১২৬৬. শ্বশুরের স্ত্রী যিনি নিজ স্ত্রীর প্রকৃত মা নন, শ্বশুর ইন্তিকালের পর সেই মহিলার ইদ্দত শেষে তাকে নিজ স্ত্রীর সাথে একত্রে বিয়ে করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ এমন দু'জন মহিলাকে এক সাথে বিয়ে করা জায়েয নেই যাদের কোনো একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারেনা।

যেমন— দু'বোন, খালা, বোনজি, ফুফু, ভাইজি প্রমুখ। এই মূলনীতি সামনে রেখে চিন্তা করে দেখুন, এক মেয়ে এবং তার সৎ মায়ের মধ্যে সম্পর্ক কতটুকু? আমরা মেয়েকে পুরুষ কল্পনা করলে দেখতে পাই সৎ মায়ের সাথে তার বিয়ে হতে পারেনা। কিন্তু যদি সৎমাকে পুরুষ কল্পনা করি (তাহলে সে সৎমা থাকে না, এমতাবস্থায়) সে মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। এ থেকে বুঝা যায় সৎমা ও মেয়েকে এক সাথে বিয়ে করা জায়েয।

সৎ চাচার তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করা

প্রশ্ন-১২৬৭. আমার সৎভাই তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, আমার ছেলেকে জড়িয়ে অপবাদ দিয়ে। পরে আমার ছেলে তার চাচীকে বিয়ে করেছে। এ বিয়ে ঠিক হয়েছে কি?

উত্তর ঃ সৎ চাচার তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করা জায়েয, যদি সেই বিয়ে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর হয়ে থাকে।

সৎ মায়ের আগের স্বামীর নাতির সাথে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৬৮. আমার বোনের বিয়ে সৎমায়ের (অর্থাৎ পিতার প্রথম স্ত্রীর) প্রথম স্বামীর নাতির সাথে দিতে পারবো কি? এরা মূলত পরস্পর আত্মীয় নয়, তবু সামাজিকতার কারণে মেয়েকে ফুফু ডাকা হয়। এরূপ ফুফুকে বিয়ে করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জায়েয আছে।

সৎমায়ের মেয়েকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৬৯. জায়িদের পিতা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। জায়িদের সৎমা বিয়ের সময় তার আগের স্বামীর মেয়েকে সাথে নিয়ে এসেছেন। এখন জায়িদ সেই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, পারবে।

সৎ মায়ের আপন বোনকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৭০. আমি সৎ মায়ের আপন বোনকে বিয়ে করেছি। (বিয়ের আগে তাকে আমি খালা ডাকতাম) আমাদের এ বিয়ে বৈধ হয়েছে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, ঠিক আছে। তিনি মুহাররাম আত্মীয়ার পর্যায়ে পড়েন না।

বোনের সৎ মেয়েকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৭১. আমার এক চাচাতো ভাই আছে। তিনি ১৮ বছর আগে এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। সেই ঘরে দু'মেয়ে আছে। বড়োটির বয়স যখন ১৩ এবং ছোটটির ৯ তখন তাদের মা মারা যান। পরে সেই ভাই আমার বোনকে বিয়ে করেন। বর্তমানে তার বড়ো মেয়ের বয়স ১৯ বছর। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। আমার কতিপয় আত্মীয় বলেছেন এ বিয়ে বৈধ হবেনা। আমার বয়স প্রায় ২২ বছর। আমার বোনসহ সেই বাড়ির সবাই এ বিয়েতে রাজী। এমনকি মেয়েও রাজী। মেহেরবানী করে জানাবেন এ বিয়েতে শরঈ কোনো বাধা আছে কিনা?

উত্তর ঃ সেই মেয়ের সাথে আপনার বিয়ে জায়েয আছে।

জামাইয়ের মাকে বিয়ে করা এবং জামাইয়ের ছোট ভাইয়ের সাথে বোন বিয়ে দেয়া

প্রশ্ন-১২৭২. এক ব্যক্তি কোনো এক বিধবার ছেলের কাছে নিজের মেয়ে বিয়ে দিলেন তারপর মেয়ের শাশুড়ীকে বিয়ে করলেন। কিছুদিন পর জামাইয়ের ছোট ভাই (অর্থাৎ মেয়ের দেবর) এর সাথে নিজের বোন বিয়ে দিলেন। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ে বৈধ কি না? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ সবগুলো বিয়েই বৈধ হয়েছে। এতে শরঈ কোনো বাধা নেই।

ভাসুরকে বিয়ে করা

প্রশ্ন-১২৭৩. কোনো মহিলা যদি (স্বামীর মৃত্যুর পর) ভাসুরকে (অর্থাৎ স্বামীর বড়ো ভাইকে) বিয়ে করে, তাহলে সেই বিয়ে বৈধ হবে কি? নাকি তা নিন্দনীয়?

উত্তর ঃ ভাসুর গাইরি মুহাররাম পুরুষ, তার সাথে বিয়েতে কোনো দোষ নেই। কাজেই তা নিন্দনীয় হতে পারে না।

পালিতা কন্যাকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৭৪. জায়িদের কোনো সন্তান নেই। সে মাহমুদের এক মেয়েকে নিয়ে লালন পালন করেছে। জায়িদ ও মাহমুদের মধ্যে আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক নেই। সেই মেয়ে এখন যুবতী। মেহেরবানী করে জানাবেন সেই মেয়ে জায়িদের মুহাররাম নাকি গাইরি মুহাররাম? জায়িদ চাইলে তাকে বিয়ে করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ দত্তক প্রথাটি শরী'আহ সম্মত নয়। সেই মেয়ে জায়িদের জন্য গাইরি মুহাররাম। ইচ্ছে করলে সে তাকে বিয়ে করতে পারে।

ছেলের সাথে পালিত কন্যার বিয়ে

প্রশ্ন-১২৭৫. কেউ যদি কোনো মেয়েকে দত্তক নিয়ে প্রতিপালন করেন তাহলে নিজের ঔরসজাত ছেলের সাথে তার বিয়ে দিতে পারবেন কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ হাঁ, সেই মেয়েকে নিজের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে পারবেন। তাছাড়া ছেলেমেয়ে একই বাড়িতে ভাইবোনের মত বেড়ে উঠলেও বিয়ে ছাড়া পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ জায়েয নয়।

সৎমায়ের আগের স্বামীর মেয়েকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৭৬. জায়িদের চাচার মৃত্যুর পর জায়িদের বাপ তার সেই চাচীকে বিয়ে করেছে। সেই ঘরে এক মেয়ে আছে। জায়িদের পিতার ইচ্ছে সেই মেয়েকে জায়িদের সাথে বিয়ে দেয়ার। এতে শরঈ কোনো বাধা আছে কি?

উত্তর ঃ চাচাতো বোনকে বিয়ে করা জায়েয। তাছাড়া সৎমায়ের আগের স্বামীর মেয়েকেও বিয়ে করা জায়েয। উভয় সম্পর্কের দিক থেকেই এ বিয়ে বৈধ।

প্রশ্ন-১২৭৭. করিম দ্বিতীয় বিয়ে করলো। আগের স্ত্রীর এক ছেলে আছে। যে মহিলাকে দ্বিতীয় বিয়ে করলো, সেই মহিলার আগের স্বামীর ঘরের এক মেয়ে আছে। এখন করিমের আগের স্ত্রীর ছেলের সাথে পরের স্ত্রীর মেয়ের বিয়ে বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ হাঁ, তাদের পরস্পরের বিয়ে বৈধ।

প্রথম স্ত্রীর মেয়ের সাথে দ্বিতীয় স্ত্রীর ভাইয়ের বিয়ে

প্রশ্ন-১২৭৮. কোনো ব্যক্তির প্রথম স্ত্রীর মেয়েকে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর ভাই বিয়ে করতে পারে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, পারে। এতে কোনো দোষ নেই।

মায়ের চাচাতো বোনকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৭৯. কোনো ব্যক্তি তার মায়ের চাচাতো বোনকে বিয়ে করতে পারে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ অন্য কোনো অসুবিধা না থাকলে মায়ের চাচাতো বোনকে বিয়ে করা জায়েয। যদিও সম্পর্কে খালা হয়, তবে তা আপন খালার মত নয়।

[বিঃদ্রঃ তদ্রূপ মায়ের মামাতো বোনকেও বিয়ে করা জায়েয]

খালার নাতির সাথে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৮০. আমার আপন খালার নাতি (মেয়ের ছেলে) যিনি আমার বোনপো হন, আমি তার খালা, আমাদের দু'জনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, আপনাদের দুজনের মধ্যে বিয়ে জায়েয আছে। মনে রাখতে হবে, খালার ছেলের সাথে যেমন বিয়ে জায়েয তেমনিভাবে তার নাতির সাথেও বিয়ে জায়েয।

ভাতিজা বা ভাগ্নের স্ত্রীকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৮১. ভাতিজা বা ভাগ্নে যেমন বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা চাচী বা মামীকে বিয়ে করতে পারে, তেমনিভাবে চাচা বা মামা ভাতিজা কিংবা ভাগ্নের বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, পারে। তবে শর্ত হচ্ছে যদি বিয়ে হারাম হওয়ার মত কোনো সম্পর্ক ইতিপূর্বে হয়ে না থাকে।

প্রশ্ন-১২৮২. বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা চাচীকে ভাতিজা বিয়ে করতে পারে কিন্তু বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা ভাতিজা-বৌকে চাচা বিয়ে করতে পারবে কি? যদি পারে তাহলে ছেলের তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা স্ত্রীকেও কি বিয়ে করতে পারবে?

উত্তর ঃ ভাতিজার বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করা জায়েয। কিন্তু ছেলের বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা জায়েয নেই।

স্ত্রী মরার কতদিন পর শালীকে বিয়ে করা যাবে

প্রশ্ন-১২৮৩. স্ত্রী মরার ৩ মাস ২০ দিনের আগে নাকি শালীকে বিয়ে করা যাবেনা, একথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ না, ঠিক নয়। স্ত্রীকে তালাক দিলে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে শালীকে বিয়ে করা যাবেনা। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর সাথে সাথে বিয়ে শেষ হয়ে যায়। তাই স্ত্রী মরার সাথে সাথেই শালীকে বিয়ে করা জায়েয। এজন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার ফুফুকে বিয়ে করা

প্রশ্ন-১২৮৪. আমার বন্ধুর স্ত্রী মারা গেছে। তার পরিবার স্ত্রীর ফুফুকে বিয়ে করানোর প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ স্ত্রী মরার পর তার খালা, ফুফু এবং বোনকে বিয়ে করা জায়েয আছে।

ভাইয়ের স্ত্রীর আগের স্বামীর মেয়েকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৮৫. আমার ভাই এক বিধবাকে বিয়ে করেছেন। তার আগের স্বামীর ঘরের এক মেয়ে আছে। আমার ভাইয়ের ঘরেও তার দু'সন্তান হয়েছে। আমি তার আগের স্বামীর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই (যদিও সে সম্পর্কে আমার ভাতিজী), আমি তাকে বিয়ে করতে পারবো কি?

উত্তর ঃ আপনার ভাবীর আগের স্বামীর (ঔরসজাত) মেয়েকে আপনি বিয়ে করতে পারবেন। এতে আইনগত কোনো বাধা নেই।

ফুফুর মৃত্যুর পর ফুফার সাথে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৮৬. জনাব, দু'বছর হয় আমার বোন ইন্তিকাল করেছে। তার কোন সন্তান নেই। সেই ভগ্নিপতির সাথে আমার কন্যার বিয়ে দিতে পারবো কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ হাঁ, পারবেন। এতে কোনো দোষ নেই।

চাচাতো ভাই বা বোনের মেয়েকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৮৭. চাচাতো ভাই কিংবা চাচাতো বোনের মেয়েকে বিয়ে করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ হাঁ, জায়েয আছে। কেননা সে আপন ভাগ্নী অথবা আপন ভাতিজির পর্যায়ে পড়ে না।

বাপের চাচাতো বোনকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৮৮. বাপের চাচাতো বোনের সাথে বিয়ে জায়েয কিনা, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ পিতার আপন চাচাতো বোনকে বিয়ে করা জায়েয। [তদ্রূপ পিতার মামাতো/ফুফাতো বোনকেও বিয়ে করা জায়েয]।

ছেলের শালীকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৮৯. আমাদের এলাকার এক সম্মানিত ব্যক্তি তার ছেলের শালীকে বিয়ে করেছেন। তার আরেক ছেলে মেয়ের ফুফুকে অর্থাৎ শালীর ফুফুকে বিয়ে করেছে। এ বিয়ে ঠিক হয়েছে কি?

উত্তর ঃ হাঁ, ঠিক আছে। এতে কোনো দোষ নেই।

কাউকে আপন ভাইবোন-এর মত মনে করা

প্রশ্ন-১২৯০. আমার মামাতো বোন আমাকে আপন ভাইয়ের মত মনে করে।

আমিও তাকে আপন বোনের মতই দেখে আসছি। এখন আমাদের দু'জনের পরস্পর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। এটি কি গ্রহণযোগ্য? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ মামাতো বোন, খালাতো বোন, ফুফাতো বোন, চাচাতো বোনকে বিয়ে করা জায়েয। তাছাড়া গাইরি মুহাররাম (অর্থাৎ যাদেরকে বিয়ে করা হারাম নয়, তাদের) কাউকে ভাই কিংবা বোন ডাকলেই সে আপন ভাই বোনের মত হয়ে যায় না।

বিয়ের পর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন না হলে তার মেয়েকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৯১. এক ব্যক্তি বিধবা এক মহিলাকে বিয়ে করলেন কিন্তু তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের আগেই সেই মহিলা মারা গেলেন, মহিলার এক মেয়ে আছে, যুবতী, তিনি তাকে বিয়ে করতে পারবেন কি?

উত্তর ঃ বিয়ে করার পর সেই মহিলার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের আগেই যদি তাকে তালাক দেয়া হয় কিংবা তিনি মারা যান তাহলে তার মেয়েকে বিয়ে করা জায়েয আছে। আল্লাহ নিজেই বলেছেন–

'যদি তোমরা তাদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন না করে থাকো তাহলে (তাদের কন্যাকে) বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই।' (সূরা আন নিসা ঃ ২৩)

যাদেরকে বিয়ে করা জায়েয নয়

বৈমাত্রেয় বোনের ছেলের সাথে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৯২. আব্বা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পরে আপন খালাতো বোনকে বিয়ে করেছেন। প্রথম স্ত্রীর সন্তান ছ'জন আবার পরে যে বিয়ে করেছেন সেই ঘরেও আমরা ছ' ভাইবোন। আব্বা আগের স্ত্রীর এক মেয়েকে পরের স্ত্রীর ভাইয়ের সাথে (অর্থাৎ শালার সাথে) বিয়ে দিয়েছেন। তারা একদিকে আমার মামা মামী আবার আরেকদিকে মামী আমার সৎবোন। সেই সৎবোনের ছেলেকে আমি ভালোবাসি। আমাদের বিয়েতে কোনো অসুবিধা আছে কি?

উত্তর ঃ আপনার সৎবোন, যিনি সম্পর্কে আপনার মামীও হন, তার ছেলের সাথে আপনার বিয়ে হতে পারে না। কারণ ছেলে আপনার বোনপো, বোনপোর সাথে বিয়ে জায়েয নয়।

বৈপিত্রেয় বোনের মেয়েকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৯৩. স্বামী মরার পর এক মহিলা অন্য জায়গায় বিয়ে বসলো। আগের স্বামীর ঘরে এক মেয়ে আছে, নাম শাহিদা। দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে এক ছেলে হলো,

নাম সলিম। শাহিদা বড়ো হওয়ার পর তাকে বিয়ে দেয়া হলো। বিয়ের পর তার মেয়ে হলো। সেই মেয়ে বড়ো হওয়ার পর সলিম ভালোবেসে তাকে বিয়ে করলো। বিয়ের পর তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একদলের মতে এটি বিয়েই হয়নি। অন্য দলের মতে বিয়ে হলেও তা অবৈধ হয়েছে। সলিম আমার বন্ধু। এ মুহূর্তে তাদের করণীয় কী?

উত্তর ঃ আপনার বন্ধু তার ভাগ্নীকে বিয়ে করেছেন, কুরআনুল কারীমের অকাট্য দলিলের (নসসে কিত্‌ঈ) ভিত্তিতেই তা বাতিল। একে হালাল ও বৈধ মনে করা কুফরী। এটি বিয়েই হয়নি, তাই তালাকেরও প্রশ্ন উঠেনা। অনতিবিলম্বে উভয়ের পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত। আপনার বন্ধুর উচিত, 'তোমাকে পৃথক করে দিলাম' একথা বলে দুজনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। বিগত দিনের অপকর্মের জন্য তওবা ও ইসতিগফার করা। যতক্ষণ তারা তাওবা করে পৃথক হয়ে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা কোনো মুসলমানের জায়েয নেই।

ভাগ্নের মেয়েকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৯৪. করিম বক্সের বড়ো বোনের এক ছেলে, যিনি বংশের বাইরে বিয়ে করেছেন, তার এক মেয়ে, নাম রেহানা। সে করিম বকসের ভাগ্নের মেয়ে আর বড়ো বোনের নাতনী। মেহেরবানী করে জানাবেন রেহানার সাথে করিম বকসের বিয়ে হতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ ভাগ্নের মেয়ের সাথে বিয়ে জায়েয নেই। অন্য কথায় বোনের সাথে যেমন বিয়ে হারাম তেমনিভাবে বোনের মেয়ে, নাতনী, নাতনীর মেয়ে কিংবা আরও অধস্থন হোক না কেন তাদের সাথেও বিয়ে হারাম।

সৎ বোনের মেয়ের সাথে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৯৫. সৎ ভাইয়ের সাথে সৎবোনের মেয়ের বিয়ে হতে পারে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ সৎবোনের মেয়েকে বিয়ে করা জায়েয নেই। স্বয়ং কুরআনুল কারীম এরূপ বিয়ে নিষিদ্ধ করেছে।

সৎ খালাকে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৯৬. যায়িদ তার সৎ খালাকে বিয়ে করতে কিংবা জায়িদের বোন তার সৎ মামার কাছে বিয়ে দিতে পারবে কি?

উত্তর ঃ সৎ খালা ও সৎ মামার সাথে বিয়ে ঠিক তেমনি হারাম যেমন হারাম আপন খালা ও মামার সাথে।

সৎ পিতার সাথে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৯৭. পঁচিশ বছর আগে রাজিয়ার মায়ের বিয়ে হয়েছিলো। রাজিয়া হওয়ার পর তার পিতা রাজিয়ার মাকে তালাক দেয় এবং মোহরানা বাবদ মেয়ে রাজিয়াকে লিখিত করে তার মায়ের সাথে দিয়ে দেয়। পরে রাজিয়ার মা তার চেয়ে পনেরো বছর কম বয়সের এক ছেলেকে বিয়ে করে। অবশ্য তার সেই সংসারও টিকেনি, তালাক হয়ে যায়। তখন রাজিয়ার বয়স ২৪ এবং তার সৎবাপের বয়স ৩৫ বছর। রাজিয়া চাচ্ছে তার সেই সৎ বাপকে বিয়ে করবে। কারণ সে সৎপিতা ছিলো ততদিন যতদিন রাজিয়ার মা তার স্ত্রী ছিলো। এখনতো আর সেই সম্পর্ক নেই। তাছাড়া সে রাজিয়ার বংশেরও কেউ নয়। এ বিয়ে জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ সৎ বাপ চিরদিনের জন্য বাপের মতই। মা মরে যাক কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হোক কোনো অবস্থায়ই রাজিয়া তার সৎ বাপকে বিয়ে করতে পারবে না। সৎ বাপকে বিয়ে করা আপন বাপের মতই হারাম।

দু' সৎ বোনকে এক সাথে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৯৮. আমার বন্ধু জায়িদ (আসল নাম নয়) এক স্ত্রীর উপস্থিতিতে তার সৎবোন (অর্থাৎ বৈপিত্রেয় বোন)-কে বিয়ে করতে চাচ্ছে। বলতে গেলে পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করাচ্ছে। এরূপ করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ দু'বোনকে এক সাথে বিয়ে করা জায়েয নয়। চাই তারা সহোদর হোক কিংবা বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয়।

খালা বোনঝিকে এক সাথে বিয়ে

প্রশ্ন-১২৯৯. আমাদের পিতা মাকে বিয়ের ক'বছর পর মায়ের বড়ো বোনের মেয়েকে গোপনে বিয়ে করেছেন। সব তথ্যাদি গোপন করে। একই সাথে খালা বোনঝিকে বিয়ে করা ঠিক হয়েছে কিনা জানাবেন। তাছাড়া আমাদের সেই খালাতো বোনকে কি মায়ের মর্যাদাই দিতে হবে?

উত্তর ঃ আপনাদের মায়ের উপস্থিতিতে এ বিয়ে বৈধ নয়। আল কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এ বিয়ে হারাম এবং নিষিদ্ধ। আপনাদের পিতার উচিত অবিলম্বে তাঁর পরের স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়া। কারণ এটি বিয়ে হয়নি, হচ্ছে যিনা। তিনি কুফরীতে লিপ্ত রয়েছেন। অনতিবিলম্বে তাওবা করে পুনরায় ঈমানের ঘোষণা দিয়ে আপনাদের আম্মাকে আবার বিয়ে করতে হবে তাকে।

স্ত্রীর সাথে তার নাতনীকে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩০০. কেউ যদি একই সাথে নানী এবং তার আপন নাতনীকে বিয়ে করতে চান, পারবেন কি? এর বৈধতা বা অবৈধতা সম্পর্কে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

উত্তর ঃ নিজের মেয়ে কিংবা নাতনীকে বিয়ে করা যে রকম হারাম ঠিক সেই রকম হারাম স্ত্রীর মেয়ে কিংবা নাতনীকে বিয়ে করা। নিষেধাজ্ঞা চিরদিনের জন্য। স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় যেমন এ বিয়ে করা যাবেনা, তেমনিভাবে স্ত্রী মরার পরও যাবেনা।

পিতার স্ত্রীকে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩০১. এক ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করলেন কিন্তু সেই স্ত্রীর সাথে বিছানায় যাওয়ার আগেই তিনি মারা গেলেন। তার কোনো ছেলে সেই স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ যে মহিলাকে পিতা বিয়ে করবেন সেই মহিলাকে তার কোনো সন্তান বিয়ে করতে পারবেনা। চাই সেই মহিলার সাথে পিতা বিছানায় যাক কিংবা না যাক। কুরআনে কারীমের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার আলোকেই এ বিয়ে হারাম।

শাশুড়িকে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩০২. এক ব্যক্তির স্ত্রী মারা গেলো, তিনি তার বিধবা শাশুড়িকে বিয়ে করতে পারবেন কি?

উত্তর ঃ যে মহিলাকে বিয়ে করা হয় তার সাথে ঘর সংসার না করলেও সেই মহিলার মাকে বিয়ে করা জায়েয নেই, হারাম। নিজের মাকে বিয়ে করা যেমন হারাম ঠিক তেমনি হারাম স্ত্রীর মা অর্থাৎ শাশুড়িকে বিয়ে করা। তবে স্ত্রীর সৎমাকে বিয়ে করা যেতে পারে।

ফুফু ভাইঝিকে একই সাথে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩০৩. আমি আমার স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তার ভাইঝিকে বিয়ে করেছি। সেই ঘরে দু'সন্তানও হয়েছে। আমার দু'স্ত্রীই এক সাথে থাকে। তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া বিবাদ হয়না। আমি জানতাম না যে, ফুফু ভাইঝিকে একসাথে বিয়ে করা যায়না। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ ফুফু ভাইঝি ও খালা বোনঝিকে একসাথে বিয়ে করা হারাম। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস বর্তমান আছে। তাছাড়া সাহাবা কিরাম, তাবিঈন ও গবেষক আলিমগণও একমত। কাজেই আপনি ফুফুর সাথে তার ভাইঝি বিয়ে করেছেন

সেই বিয়ে বাতিল। আপনি অবিলম্বে আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীকে পৃথক করে দেবেন এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করবেন।[১]

দু'বোনকে একসাথে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩০৪. একই সাথে আপন দু'বোনকে বিয়ে করা জায়েয কি? যদি কেউ এরূপ করেন তাহলে প্রথম স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে নাকি দ্বিতীয় বিয়ে, বিয়ে হিসেবেই গণ্য হবেনা? এরকম বিয়েতে যারা সাহায্য সহযোগিতা করবে তাদের ব্যাপারে নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ দু'বোনকে এক সাথে বিয়ে করা হারাম। আল্লাহ নিজেই বলেছেন– 'তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হলো দু'বোনকে একত্রে বিয়ে করা' যেহেতু দ্বিতীয় বিয়ে, বিয়ে হিসেবেই গণ্য হয়না তাই প্রথম বিয়ে বলবত থাকে। যারা এ রকম বিয়েতে সাহায্য সহযোগিতা করবে তারা শক্ত গুনাহগার। আল্লাহর কাছে তাদের তাওবা ও ইস্তিগফার করা উচিত। আর যদি না জেনে বুঝে এরূপ করে থাকে তাহলে গুনাহ্ হবেনা।

অন্যের বিবাহাধীনে থাকা অবস্থায় বিয়ে

প্রশ্ন-১৩০৫. আমি দু'সন্তানের জনক। ১৬ বছর আগে বিয়ে করেছি। বিয়ের আগে আমার স্ত্রীর অন্য জায়গায় বিয়ে হয়েছিলো। সেই স্বামী এক মামলায় ১৬ বছরের শাস্তি পেয়ে জেলে যায়। তার দু'বছর পর আমি তার স্ত্রীকে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করি। তার ঘরে চার সন্তান আছে। বর্তমানে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ এ কথাতো সুস্পষ্ট যে, আপনার বিয়ের সময় সেই মহিলা আরেকজনের স্ত্রী ছিলেন। তিনি তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন না। একজনের বিবাহাধীনে থাকা অবস্থায় আরেকজনের সাথে বিয়ে হতে পারেনা, একথা শিক্ষিত কিংবা মূর্খ সকলেই জানেন। কাজেই তিনি আপনার স্ত্রী হতে পারেননি, আগের স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই আছেন। আপনি তাকে পৃথক করে দিন। তিনি ইদ্দত পালনের পর প্রথম স্বামীর কাছে যাবেন, তার থেকে তালাক নিতে পারলে পুনরায় ইদ্দত পালন শেষে আপনি তাকে বিয়ে করতে পারবেন।

---

১. স্ত্রীর উপস্থিতিতে তার সৎ ভাইয়ের মেয়ে কিংবা সৎ বোনের মেয়েকে বিয়ে করাও হারাম।

বল প্রয়োগে বিয়ে

ছেলে মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেয়া

প্রশ্ন-১৩০৬. ছেলে এবং ছেলের পিতার অমতে জোর করে মা ছেলেকে বিয়ে করাতে চায়, এ ব্যাপারে শরঈ নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ ছেলে যখন রাজী নয়, তাকে জোর করে বিয়ে করানো ঠিক নয়। দেখা যাবে জোর করে বিয়ে করালে ক'দিন পর বনিবনা না হলে ছেলে সামান্য ছুঁতোনাতায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে।

বাগদানের পর কন্যার অসম্মতিতে জোর করে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩০৭. একটি মেয়ে যার বয়স আনুমানিক ছ'বছর ছিলো, তার বাগদান হয়। বর্তমানে সে যুবতী। এস এস সি পাস করেছে। এখন এ বিয়েতে সে রাজী নয়। তার বাপ মাকেও সে বুঝিয়েছে কিন্তু ছেলেপক্ষ মানতে রাজী নয়। তারা জোর করে বিয়ে করাবে। প্রয়োজনে কোর্টে যাবার হুমকীও দিচ্ছে। কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ সমস্যার সমাধান জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

উত্তর ঃ মেয়ে রাজী না থাকলে তার অসম্মতিতে বিয়ে হবেনা। অবিলম্বে এ সম্পর্ক শেষ করে দেয়া উচিত। পাত্রপক্ষের গোঁয়ার্তুমী পরিহার করা উচিত। কোর্টে গিয়েও তারা সুবিধা করতে পারবেন না।

জোর করে বিয়ে দেয়ার পর মেয়ে যদি স্বামীকে মেনে নিতে না পারে

প্রশ্ন-১৩০৮. মেয়ে রাজী ছিলোনা তাকে জোর করে বিয়ে দেয়া হয়েছে। স্বামী তার মন যোগাতে অনেক চেষ্টাই করেছে কিন্তু মেয়ের মনে তার জায়গা হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় তার করণীয় কী?

উত্তর ঃ প্রাপ্তবয়স্কা বুদ্ধিমতী মেয়ের বিয়ে তার অমতে দেয়া জায়েয নয়। বাপমায়ের পীড়াপীড়িতে হয়তো সে বিয়ে করেছে কিন্তু বিয়েকে মেনে নিতে পারছে না। ছেলের উচিত মেয়ের সাথে খোলামেলা কথা বলা। যদি সে স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে, তাকে তালাক দিয়ে পৃথক করে দেয়া।

আন্তরিকভাবে না বলে শুধু মৌখিকভাবে কবুল বলা

প্রশ্ন-১৩০৯. মেয়ে বিয়েতে রাজী নয় কিন্তু পিতামাতা ও নিজের ইজ্জতের দিকে চেয়ে শুধু মৌখিকভাবে কবুল বললো। তাহলে সেই বিয়ে হবে কি?

উত্তর ঃ শুধু মৌখিকভাবে বললেই বিয়ে হয়ে যাবে।

রিযা'আহ্ (বুকের দুধ পান করানো)

রিযা'আহ সম্পর্কিত প্রমাণ

প্রশ্ন-১৩১০. মামাতো বোনের সাথে আমার বাগদান হয়েছে। আম্মা একবার দাবী করছেন তিনি তার ভাইকে দুধপান করিয়েছেন, আবার বলছেন দুধপান করাননি। এমতাবস্থায় আমার মামাতো বোনকে বিয়ে করা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ও স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধির দু'জন পুরুষ কিংবা এরূপ একজন পুরুষ ও একজন মহিলার সাক্ষ্যের মাধ্যমে রিযা'আহ্ প্রমাণিত হয়। আপনার আম্মা যেহেতু নিশ্চিত বলতে পারছেন না, তাকে দুধ পান করিয়েছেন কিনা, এমনকি এ সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্যও নেই, তাই এখানে দুধপান করানোর ব্যাপারটি প্রমাণিত নয়। এমতাবস্থায় বিয়ে জায়েয আছে। তবে সন্দেহের কারণে এখানে বিয়ে না করাটা উত্তম।

কতটুকু বয়স পর্যন্ত দুধপান করলে বিয়ে নিষিদ্ধ হয়

প্রশ্ন-১৩১১. এক দম্পত্তির তিন সন্তান। ছোটটির বয়স দেড় বছর। সে মায়ের বুকের দুধ পান করে। এক রাতে বাচ্চা দুধ পান না করায় মায়ের স্তন ফুলে গেল। তখন সে স্তন থেকে দুধ বের করে একটি বাটিতে রাখলো। উদ্দেশ্য, সকালে বাইরে কোনো জায়গায় ফেলে দেবে। তারপর বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। সকালে চা বানানোর জন্য তারা দুধ রোজ করেছিলো, যা রাতের বেলা তাদের বাসায় সরবরাহ করা হতো। সেদিন সকালে স্বামী চা তৈরীর সময় ভুলে স্ত্রীর দুধ দিয়ে চা বানান এবং পান করেন। সবাই মিলে চা নাশতা করার পর যখন স্ত্রী তার দুধ ফেলে দিতে যান তখন তাদের ভুল ধরা পড়ে। স্বামী স্ত্রী উভয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। শরঈ নির্দেশ জানার জন্য তখন এক আলিমের কাছে যান। আলিম সাহেব বলেন– 'স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে, কারণ সে এখন দুধমা হিসেবে গণ্য হবে।'

আপনি মেহেরবানী করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সঠিক মাসয়ালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ সর্বোচ্চ দু'বছর বয়সের মধ্যে কোনো মহিলার দুধপান করলে দুধপান জনিত কারণে বিয়ে হারাম হবে। দু'বছরের বেশী বয়সী কোনো শিশু কিংবা ব্যক্তি যদি কোনো মহিলার দুধ পান করে, তাহলে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবেনা এবং সেই মহিলাও তার দুধ-মা হিসেবে গণ্য হবে না। কাজেই তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ঠিকই আছে। যে আলিম সাহেব মাসয়ালা দিয়েছেন তিনি ভুল বলেছেন।

কতদিন পর্যন্ত ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুকে দুধ পান করানো যাবে

প্রশ্ন-১৩১২. অনেকে বলেন, মেয়ে শিশুকে পৌনে দু'বছর এবং ছেলে শিশুকে দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করানো যাবে। এ সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ জানতে চাই।

উত্তর ঃ ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই পূর্ণ দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করানোর নির্দেশ রয়েছে। দু'বছরের আগেও দুধপান করানো বন্ধ করা জায়েয আছে। যদি প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা থাকে। মোটকথা, ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর মধ্যে দুধপান করানোর সময়সীমায় কোনো পার্থক্য নেই।

শিশুর কান দিয়ে দুধ প্রবেশ করালে

প্রশ্ন-১৩১৩. শিশুর কান দিয়ে দুধ প্রবেশ করালে দুধপানজনিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে কি?

উত্তর ঃ না, এভাবে দুধপানজনিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবেনা।

নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী হয় কি দুধপানের সময়কালের হিসেবে, না দুধপানের ভিত্তিতে

প্রশ্ন-১৩১৪. দুধপান জনিত নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী হয় কিসের ভিত্তিতে? দুধপানের সময়কালের হিসেবে নাকি দুধপানের হিসেবে? আমাদের মহল্লার এক ভদ্রলোক যদি কোনো চাকরকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে চান তাহলে তার স্ত্রীর একটু দুধ তাকে পান করিয়ে দেন। যদি প্রাপ্তবয়স্ক কাউকে দুধ পান করালে, দুধপান জনিত নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী না হয় তাহলে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর দুধপানের ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ যতদিন পর্যন্ত একজন শিশু দুধপান করে ততদিনের মধ্যে কোনো মহিলার দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্কের নিষিদ্ধতা কার্যকরী হয়। সঠিক মতে সেই সময়কাল দুবছর। অন্য মতে আড়াই বছর। নির্দিষ্ট সময়ের পর দুধ পান করলে তাতে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হবেনা। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো হারাম। তদ্রুপ বয়স্ক লোকদের জন্য যে কোনো মহিলার দুধ পান করা হারাম। আপনি আপনার মহল্লার যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন তা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে না জায়েয। স্ত্রীর দুধ পান করাও হারাম। তবে স্ত্রীর দুধ পান করলে (অবশ্যই গুনাহ হবে কিন্তু) বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হবেনা।

শিশুরা কোনো বৃদ্ধা মহিলার স্তন চুষলে

প্রশ্ন-১৩১৫. মা অনেক সময় কাজে ব্যস্ত থাকায় শিশু কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। কাজ ফেলে এসে শিশুকে শান্ত করাবেন সে সুযোগও হয়না। এমতাবস্থায় দেখা যায় বাড়ির অনেক বৃদ্ধা মহিলা সেই শিশুকে কোলে নিয়ে নিজের স্তন চুষতে দেন। দুধ না বেরুলেও সাময়িকভাবে শিশু সান্ত্বনা পায় এবং কান্নাকাটি বন্ধ করে দেয়। এরূপ করলে দুধপানজনিত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে কি?

উত্তর ঃ বয়স বেশী হওয়ার কারণে যেসব মহিলার স্তনের দুধ শুকিয়ে যায় তারা যদি নিছক সান্ত্বনার জন্য শিশুর মুখে স্তন তুলে দেন এবং দুধ না বেরোয় তাহলে দুধপান জনিত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবেনা।

দুধ মায়ের সব সন্তানের সাথেই কি বিয়ে হারাম

প্রশ্ন-১৩১৬. আমার ছোট ভাই শৈশবে মামীর দুধ পান করেছে। বর্তমানে তার দু'মেয়ের সাথে আমাদের দু ভাইয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। আমার জানামতে ছোট ভাই মামীর কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেনা। কারণ তিনি তার দুধ মা আর দুধ মায়ের কোনো সন্তানকে সে বিয়ে করতে পারেনা। কিন্তু মুরব্বীদের অভিমত যার দুধপানের সময়ে সে দুধ পান করেছে শুধু সেই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেনা। অন্যদের পারবে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ দুধপান করার বয়সে যে মহিলার দুধপান করা হয় তিনি তার দুধ মা হয়ে যান। তাঁর সকল সন্তানের সাথেই দুধপানকারীর বিয়ে হারাম। সেই মহিলার সকল সন্তান তার দুধ ভাইবোন হয়ে যায়। আপনার কথাই ঠিক। আপনার মামীর কোনো মেয়ের সাথে আপনার ছোট ভাইয়ের বিয়ে বৈধ নয়। আপনার মুরব্বীদের কথা ঠিক নয়।

প্রশ্ন-১৩১৭. এক মহিলা তার বড়ো বোনের ছেলেকে দুধ পান করিয়েছেন। এখন তিনি তার ছোট মেয়েকে বড়ো বোনের ছোট ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন কিন্তু কতিপয় আলিম এ বিয়েতে অমত প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যে ছেলে তার খালার দুধ পান করেছে, খালার কোনো মেয়েকেই সে বিয়ে করতে পারবেনা। অবশ্য তার অন্য ভাই বোনের বিয়ে সেই খালার ছেলে মেয়ের সাথে জায়েয আছে।

ভাইয়ের দুধবোনকে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩১৮. আমার দুধবোনকে আমি বিয়ে করতে পারবো না, কারণ শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি নিষিদ্ধ। কিন্তু আমার কোনো ভাই (ছোট কিংবা বড়ো) তাকে বিয়ে করতে পারবে কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ দুধবোনের তিনটি অবস্থা আছে। যেমন–

এক. সেই মেয়ে আপনার মায়ের দুধ পান করলো। এমতাবস্থায় সে আপনাদের সকল ভাইবোনের দুধবোন হলো এবং আপনার মা তার দুধ-মা হয়ে গেলো। তাহলে আপনার কোনো ভাই-ই তাকে বিয়ে করতে পারবেনা। সকলের জন্যই হারাম।

দুই. আপনি সেই বোনের মায়ের দুধ পান করেছেন। এমতাবস্থায় তার মা আপনার দুধ-মা এবং তার সন্তান আপনার দুধ-ভাইবোন হিসেবে গণ্য হবে। এজন্য আপনি আপনার দুধমায়ের কোনো কন্যাকে বিয়ে করতে পারবেন না কিন্তু আপনার যে কোনো ভাই আপনার দুধমায়ের যে কোনো কন্যাকে বিয়ে করতে পারবেন।

তিন. সেই মেয়ে এবং আপনি অন্য কোনো মহিলার দুধ পান করলেন, যিনি আপনার এবং সেই মেয়ে কারো মা নন। এমতাবস্থায় সেই মহিলা আপনাদের উভয়ের দুধ-মা হবে। আর আপনারা পরস্পর হবেন দুধ ভাইবোন। আপনার সহোদর যে কোনো ভাই সেই মেয়েকে (যে আপনার দুধ বোন) বিয়ে করতে পারবেন।

রিযাঈ বাপের (দুধপিতার) কন্যাকে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩১৯. সৌদি আরবে সংঘটিত একটি ঘটনা। (২১ বছর পর্যন্ত বোন স্ত্রী হিসেবে ছিলো, সৌদি আলিমগণ সেই বিয়েকে বাতিল করে দিয়েছেন)। ঘটনায় প্রকাশ, এক ব্যক্তি তার চাচীর দুধ পান করেছিলেন। চাচীর মৃত্যুর পর চাচা অন্য জায়গায় বিয়ে করেন। চাচার দ্বিতীয় স্ত্রীর মেয়েকে সে বিয়ে করে। সৌদি আলিমগণ সেই বিয়েকে বাতিল করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের অভিমত কী? জানতে চাই।

উত্তর ঃ সম্পর্কের দিক থেকে চাচা তার দুধপিতা বা রিযাঈ বাপ ছিলেন। বাপের সন্তান সম্পর্কে বোন হয়। সেই হিসেবে চাচার দ্বিতীয় স্ত্রীর মেয়ে তার দুধ বোন ছিলো। এজন্য সৌদি আলিমগণ তাদের বিয়ে বাতিল করে দিয়েছেন। তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক। এ সম্পর্কে চার মাযহাবের আলিমগণই একমত।

নিজের মায়ের দুধ পান করেছে এমন মেয়ের (অর্থাৎ দুধবোনের) সহোদরাকে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩২০. চাচাতো বোনের সাথে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। যে মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তার বড়ো বোন আমার ছোট ভাইয়ের সাথে মায়ের দুধপান করেছে। কিন্তু আমরা কেউ আমার চাচীর দুধ পান করিনি। এমতাবস্থায় তার সাথে আমার বিয়ে জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ যে মেয়ে আপনার মায়ের দুধ পান করেছে সেই মেয়ের সাথে আপনাদের কোনো ভাইয়ের বিয়ে বৈধ নয়। সে আপনাদের দুধবোন হয়ে গেছে। কিন্তু যে মেয়ের জন্য আপনার বিয়ের কথাবার্তা চলছে সে আপনাদের দুধ বোন নয় বরং দুধবোনের সহোদরা বোন। তার সাথে আপনার বিয়ে জায়েয আছে।

রিযাঈ ভাতিজিকে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩২১. হিন্দা ও শাহিদা দু'সহোদরা বোন। হিন্দা বড়ো, শাহিদা ছোট। হিন্দা শাহিদার ছেলেকে দুধপানের সময়ের মধ্যে দুধ পান করালেন। এখন হিন্দা তার ছোট বোন শাহিদার মেয়ে যয়নাবের বিয়ে আপন দেবর কাউসারের সাথে দিতে চাচ্ছে, শরঈ দৃষ্টিতে এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ শাহিদার মেয়ে যয়নাবের বিয়ে হিন্দার আপন দেবর কাউসারের সাথে জায়েয নয়। কারণ যয়নাব হিন্দার স্বামীর দুধমেয়ে এবং হিন্দার স্বামীর সহোদর ভাই কাউসারের দুধভাতিজি। আপন ভাতিজিকে বিয়ে করা শরঈদৃষ্টিতে হারাম, তেমনিভাবে দুধ ভাতিজিকে বিয়ে করাও হারাম।

দুধমায়ের বোনকে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩২২. এক ব্যক্তি শৈশবে তার ভাবীর দুধপান করেছে। এখন সে যুবক। ভাবীর যুবতী এক বোনকে বিয়ে করতে চাচ্ছে। শরঈ দৃষ্টিতে এটি কেমন?

উত্তর ঃ ভাবী তার দুধমা এবং ভাবীর বোন তার দুধখালা। দুধ খালার সাথে বিয়ে জায়েয নয়। আপন খালার সাথে যেমন বিয়ে হারাম তেমনিভাবে দুধখালার সাথেও বিয়ে হারাম। কাজেই তিনি তার ভাবীর বোনকে বিয়ে করতে পারবেন না।

দুধমায়ের ভাইকে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩২৩. আমার স্ত্রী আমার ছোট বোনকে দুধ পান করিয়েছে। এখন আমি আমার ছোট বোনকে আমার স্ত্রীর ভাইয়ের কাছে বিয়ে দিতে পারবো কি?

উত্তর ঃ দুধ পান করানোর কারণে আপনার স্ত্রী আপনার ছোটবোনের দুধমা হয়ে গেছে আর তার ভাই দুধমামা। আপন মামাকে বিয়ে করা যেমন হারাম দুধমামাকে বিয়ে করাও ঠিক তেমনি হারাম। কাজেই আপনার ছোট বোনকে আপনার স্ত্রীর ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিতে পারবেন না।

দুধবোনের আবার যিনি দুধবোন তাকে বিয়ে করা

প্রশ্ন-১৩২৪. আমার এক চাচাতো বোন আছে, সে আবার আমার দুধ বোনও। আমাদের মহল্লার এক মেয়ে আমার সেই বোনের সাথে আমার চাচীর দুধ পান করেছে। এমতাবস্থায় আমি আমার চাচাতো বোনের (আবার দুধবোনের) দুধ বোনকে বিয়ে করতে পারবো কি?

উত্তর ঃ হাঁ পারবেন। কারণ সে আপনার চাচাতো বোনের বা আপনার দুধবোনের দুধ বোন। আপনার দুধবোন নয়। তাকে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই।

দাদীর দুধ পান করেছেন এমন ব্যক্তির সাথে তার চাচাতো বোনের বিয়ে

প্রশ্ন-১৩২৫. আমি মাঝে মাঝে দাদীর দুধ পান করতাম। দাদীও কিছু বলতেন না। বর্তমানে আমার এক চাচাতো বোনের সাথে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। এ বিয়ে বৈধ হবে কি?

উত্তর ঃ না, এ বিয়ে বৈধ হবে না। আপনি আইনত মেয়ের দুধচাচা হয়েছেন। দুধচাচার সাথে বিয়ে জায়েয নয়। (তেমনিভাবে দাদীর দুধ পান করে থাকলে ফুফুর মেয়েকেও বিয়ে করা বৈধ নয়।)

বড়ো বোনের দুধ পান করেছেন এমন দুবোনের সন্তানদের মধ্যে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩২৬. দুবোন। একজন ছিলেন বিবাহিতা আরেকজন ছ'মাস বয়সী। পরিস্থিতির শিকার হয়ে বড়ো বোন ছোট বোনকে দুধপান করাতে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্তমানে ছোট বোন তার মেয়েকে বড়ো বোনের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। এটি বৈধ হবে কি?

উত্তর ঃ বড়ো বোন যখন ছোট বোনকে দুধ পান করিয়েছে তখন সে তার বড়ো বোনের দুধমেয়ে হয়ে গেছে এবং বড়ো বোনের ছেলে মেয়ে তার দুধভাই দুধবোন হিসেবে গণ্য হবে। আপন ভাইয়ের কাছে যেমন মেয়ে বিয়ে দেয়া জায়েয নয় তেমনিভাবে দুধ ভাইয়ের কাছেও মেয়ে বিয়ে দেয়া বৈধ নয়।

নানীর দুধ পান করেছে এমন ছেলে তার মামাতো বোনকে বিয়ে করা

প্রশ্ন-১৩২৭. আমার মা আমার বোনপোকে দুধ পান করিয়েছে। এখন আমি সেই বোনপোর সাথে আমার মেয়ে বিয়ে দিতে চাই। এ বিয়ে জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ যে ছেলে আপনার মায়ের দুধ পান করেছে সে আপনার দুধভাই হয়ে গেছে। তার সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে জায়েয নয়।

রিযাঈ খালার দ্বিতীয় স্বামীর মেয়েকে বিয়ে

প্রশ্ন-১৩২৮. আমার খালা দু'বিয়ে করেছেন। প্রথম স্বামীর কাছে থাকাবস্থায় আমি তার দুধ পান করেছিলাম। খালু মারা যাবার পর খালা অন্যত্র বিয়ে করেন। সেই স্বামীর ঘরে এক মেয়ে হয়েছে। আমার মা এবং খালা চাচ্ছেন আমার সাথে সেই মেয়েকে বিয়ে দিতে। এ বিয়ে বৈধ হবে কি?

উত্তর ঃ যে খালা আপনাকে দুধ পান করিয়েছে তার মেয়েকে বিয়ে করা আপনার জন্য জায়েয নয়।

এমন মেয়ের বিয়ে যার দুধ তার স্বামীর ভাই পান করেছে

প্রশ্ন-১৩২৯. আমি গত বছর আমার মেয়ের বিয়ে এমন ছেলের সাথে দিয়েছি যার বড়ো ভাই আমার মেয়ের দুধ পান করেছে। আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি যে, আমার মেয়ের বিয়ে বৈধ হয়েছে কিনা। মেহেরবানী করে আমাকে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ এ বিয়ে বৈধ হয়েছে, পেরেশানীর কোনো কারণ নেই।

জারজ সন্তানের সাথে বৈধ সন্তানের বিয়ে জায়েয কিনা

প্রশ্ন-১৩৩০. আমার এক বন্ধু তার মরহুম পিতার বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করেছেন। কদিন আগে তার পিতার এক ব্যবসায়ী অংশীদার আমাকে বললেন, তার পিতা সেই বন্ধুর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো। মেয়েটি সম্ভবত তার। এ ঘটনা সে আর আমি ছাড়া কেউ জানেনা। তার ঘর ভাঙ্গার ভয়ে কাউকে বলিনি। মহিলা মারা যাওয়ায় আমি তোমাকে বললাম। একথা শুনে আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি। এখন কি করা যায়। আমি আমার বন্ধুকে এ ব্যাপারে কিছুই বলিনি। মেহেরবানী করে এর সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ তাদের বিয়ে বৈধ হয়েছে। প্রথমত আপনি যে ব্যক্তির কথা বলেছেন তার কথা (বিনা প্রমাণে) বিশ্বাস করাও গুনাহ্। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের দ্বারা সন্তান জন্ম

নিলে তারা সেই পুরুষ কিংবা মহিলার সন্তানের ভাইবোন হয়ে যায় না। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে শাদী জায়েয।

রক্তদান করলে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয় কিনা

প্রশ্ন-১৩৩১. যায়িদ তার এক আত্মীয়াকে ছোটবেলায় অসুখের সময় রক্ত দিয়েছিলেন। এখন সে বড়ো হয়েছে। তাকে যায়িদ বিয়ে করতে চাচ্ছেন। এ বিয়ে বৈধ হবে কি?

উত্তর ঃ রক্ত দেয়ায় বিয়ের নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কাজেই যায়িদ সেই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন।

যৌতুক

যৌতুক বিজাতীয় এক অভিশাপ

প্রশ্ন-১৩৩২. টিভির ইসলামী অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে 'যৌতুক কুফরী ও অভিশপ্ত এক প্রথা বা রেওয়াজ।' প্রশ্ন হচ্ছে–

১. কুরআন ও হাদীসে যৌতুককে কুফরী ও অভিশপ্ত প্রথা বলা হয়েছে কি?

২. নবী করীম (সা) কি তার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেননি?

উত্তর ঃ যৌতুক তো সেই জিনিসের নাম যা মা বাবা তার মেয়ের বিয়েতে উপহার হিসেবে দিয়ে থাকেন। এটি ছিলো স্নেহ ও ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ। কোনোরূপ প্রদর্শনেচ্ছা কিংবা কোনো চাপ ছাড়াই স্বেচ্ছায় এরূপ দিতেন। বর্তমান মুসলমানদের দুর্ভাগ্য, ভালোবাসার সেই জিনিস হয়ে গেছে অভিশাপ। এখন বরপক্ষ আগেই চুকিয়ে নিতে চান, তার ছেলেকে বিয়েতে কি কি জিনিস দেয়া হবে। নইলে আত্মীয়তা করবেন না। সামাজিক এ অবক্ষয়ের ফল এই হয়েছে যে, গরীব এক পিতা বরপক্ষের যৌতুকের দাবী মেটাতে না পেরে কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এবার আপনিই বলুন ঘৃণিত এ প্রথাকে কুফরী ও অভিশপ্ত প্রথা বলা কি একেবারেই অসংগত?

তারপর আপনি প্রশ্ন করেছেন– 'নবী করীম (সা) কি তার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেননি?' হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। তবে তা বর্তমান অর্থে যৌতুক ছিলো না। আপনি নবী করীম (সা) এর জীবন চরিত পড়ে দেখুন তিনি তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা)কে কী দিয়েছিলেন।

দুটো যাতা, দুটো পানির মশক (চামড়ার কলস), খেজুরের ছাল ভরা একটি তোষক এবং একটি চাদর।

আপনি কি মনে করেন যৌতুক হিসেবে আপনার মেয়েকে এ কটি জিনিস দিলেই যথেষ্ট? আহা, আমরা যদি নবী জীবনের আয়নায় আমাদের চেহারাকে একবার দেখে নেয়ার চেষ্টা করতাম।

যৌতুকের জিনিসের প্রদর্শন

প্রশ্ন-১৩৩৩. আমাদের এখানকার রেওয়াজ, বাপ মা কন্যাকে বিয়ে উপলক্ষে কিছু দিলে তা সবাইকে দেখানো হয়। সেখানে অনাত্মীয় গাইরি মুহাররাম অনেক পুরুষও থাকেন। মহিলাদের কাপড়, গয়না, প্রসাধনী ইত্যাদি ঢালাওভাবে সবাইকে দেখানো জায়েয কি?

উত্তর ঃ মেয়েকে দেয়া জিনিসপত্র সবাইকে দেখানোর প্রথা জাহেলী বা অনৈসলামিক প্রথা। যার উদ্দেশ্য শুধু আত্মপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। কনের পোশাক ও গয়নাগাটি ভিন পুরুষকে দেখানো খারাপ কাজ। আক্ষরিক অর্থে যারা ভদ্র তাদের আত্মমর্যাদা এ ধরনের কাজে বাধা দেয়।

নববধূকে দেয়া উপহার সামগ্রীর মালিকানা কার?

প্রশ্ন-১৩৩৪. নববধূকে আত্মীয়-স্বজনরা যেসব উপহার দিয়ে থাকেন, সেগুলোর মালিকানা কার? নববধূর নাকি স্বামীর?

উত্তর ঃ মেয়ে পক্ষ ও ছেলেপক্ষের আত্মীয়-স্বজনরা নববধূকে যেসব উপহার দিয়ে থাকেন সেগুলোর মালিক নববধূ নিজে। এতে বরের কোনো অধিকার নেই।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার প্রাপ্ত উপহারগুলো কে পাবেন

প্রশ্ন-১৩৩৫. আমার এক বন্ধু স্ত্রী অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় তার অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ক'দিন পর প্রথমা স্ত্রী মারা যান, দু'ছেলে ও দু' মেয়ে রেখে। তখন তার পিতামাতা মেয়েকে যৌতুক বাবদ যা কিছু দিয়েছিলেন তা ফেরত চেয়ে পাঠান। অবশ্য সেগুলো খুব দামী কিছু ছিলো না। এ সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ জানতে চাই।

উত্তর ঃ মেয়েকে যৌতুক বাবদ যা কিছু দিয়েছিলেন তা তাদের ফেরত চাওয়া ঠিক হয়নি। যেসব জিনিস মরহুমার মালিকানাধীন ছিলো তা শরঈ নির্দেশ অনুযায়ী ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। যেমন সমস্ত সম্পদকে মোট ৭২ ভাগে

ভাগ করে $\frac{১২}{৭২}$ অংশ পিতা, $\frac{১২}{৭২}$ অংশ মা, $\frac{১৮}{৭২}$ অংশ স্বামী, $\frac{১০}{৭২}$ অংশ ছেলে, $\frac{১০}{৭২}$ অংশ অন্য ছেলে, $\frac{৫}{৭২}$ অংশ মেয়ে, $\frac{৫}{৭২}$ অংশ অন্য মেয়ে পাবে। অর্থাৎ মরহুমার পরিত্যক্ত সম্পদ মা, বাপ, স্বামী, দু'ছেলে এবং দু'মেয়ের মধ্যে উপরোক্ত নিয়মে ভাগ করে দিতে হবে।

দ্বিতীয় বিয়ে

দ্বিতীয় বিয়েতে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি

প্রশ্ন-১৩৩৬. এক স্ত্রী থাকা অবস্থায় আরেকটি বিয়ে করা যাবে কি? এক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরী কিনা?

উত্তর ঃ প্রথম স্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হবে ইসলামী শরী'আহ্ এমন কোনো শর্তারোপ করেনি। তবে শর্ত হচ্ছে, উভয় স্ত্রীকে সমানভাবে রাখতে হবে এবং সমমর্যাদা দিতে হবে। মহিলাদের শারীরিক গঠন দুর্বল প্রকৃতির। তাছাড়া তারা সামান্য ব্যাপার নিয়েই ঝগড়া বাধিয়ে বসেন এবং জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তুলেন। এ জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে পারতপক্ষে একাধিক বিয়ে না করা। যদি করতেই হয় তাহলে দু'জনকে পৃথক পৃথক বাড়িতে রাখার চেষ্টা করা উচিত। আর সমানভাবে উভয়ের হক আদায় করতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে–

'দু'জন স্ত্রী থাকলে এবং তাদের উভয়ের প্রতি সমান আচরণ না করলে কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে উঠবে, তার শরীরের অর্ধেক অংশ প্যারালাইজড্ থাকবে।' (মিশকাত শরীফ)

দ্বিতীয় বিয়ের পর আগের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা

প্রশ্ন-১৩৩৭. এক ব্যক্তি বিবাহিত। তিন সন্তানের জনক। প্রথম দিন থেকেই চিন্তা-চেতনা ও মানসিক দিকে দু'জনের মধ্যে অমিল। এজন্য সংসারে অশান্তি লেগেই আছে। বর্তমানে সবাই তাদের বাহ্যিক মিল দেখলেও প্রায় তিন বছর যাবৎ তারা পৃথক বিছানায় রাত কাটায়। স্বামী সুন্দরী, নম্র, ভদ্র ও সাংসারমনা এক মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন। তাকে তিনি বিয়ে করতে চান। স্বামী ইচ্ছে করলে দু'জনকেই স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারেন, সেই সামর্থ তার আছে। সমাজে লোকদের ধারণা দ্বিতীয় বিয়ে করলে প্রথম স্ত্রীর উপর যুলম করা হয়। আল্লাহ্র কাছেও কি তা যুলম হিসেবে গণ্য হবে? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ দ্বিতীয় বিয়ে শরঈ দৃষ্টিতে কোনো দোষের নয় কিন্তু উভয় স্ত্রীকে সমানভাবে দেখা স্বামীর জন্য ফরয। দ্বিতীয় বিয়ের আগ থেকেই যদি প্রথম স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকেন তাহলে স্বামী অপরাধী হবেন। আর যদি তিনি স্ত্রীকে বলেন– 'আমি তোমার হক আদায় করতে অক্ষম। তুমি চাইলে তোমাকে তালাক দিয়ে দেবো। আর যদি তালাক না চাও তাহলে তোমার হক মাফ করে দাও।' একথার উপর স্ত্রী যদি রাজী হয়ে যায় তাহলে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ের পর তার সাথে বিছানায় না গেলেও তিনি অপরাধী হবেন না। তবু স্বামীর উচিত সবসময় উভয় স্ত্রীর সাথে সমতা বজায় রেখে চলা।

মহিলারা এক সাথে ক'টি বিয়ে করতে পারে

প্রশ্ন-১৩৩৮. পুরুষরা একসাথে চারটি বিয়ে করতে পারলে মহিলারা একসাথে ক'টি বিয়ে করতে পারবে?

উত্তর ঃ শরঈ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদেরকে একজন স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই থাকতে হবে। এক সাথে একাধিক স্বামীর স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারবেন না।

স্বামী নিরুদ্দেশ হলে

স্বামী নিরুদ্দেশ হলে স্ত্রী কতদিন পর পুনরায় বিয়ে করতে পারে

প্রশ্ন-১৩৩৯. স্বামী দীর্ঘদিন যাবৎ নিরুদ্দেশ, কোনো খোঁজখবর নেই। এমতাবস্থায় স্ত্রী কতদিন পর অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে? আবার স্বামী নিখোঁজ নন কিন্তু স্ত্রীর খোঁজখবর নেন না কিংবা স্ত্রীর ব্যয়ভার নির্বাহ করেন না তাহলে স্ত্রী কতদিন পর অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে?

উত্তর ঃ যে মহিলার স্বামী নিরুদ্দেশ বা নিখোঁজ হয়ে যাবে সেই মহিলা আদালতের শরণাপন্ন হবেন। আদালতে বিয়ের এবং স্বামী নিখোঁজের প্রমাণপত্র উপস্থাপন করবেন। প্রমাণপত্র পাওয়ার পর আদালত তার থেকে সর্বোচ্চ চার বছর সময় নেবে। এর মধ্যে বিভিন্নভাবে আদালত তার স্বামীর অনুসন্ধান চালাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালত তার কোনো সন্ধান না পেলে তাকে মৃত ঘোষণা করবে। তখন স্ত্রী চার মাস দশদিন বিধবার ইদ্দত পালন করবেন। ইদ্দতের পর তিনি অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবেন। আদালত কর্তৃক স্বামীর মৃত ঘোষণা ও ইদ্দত পালন ছাড়া স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবেন না।

যে স্বামী তার স্ত্রীর খোঁজখবর নেন না, ব্যয়ভার নির্বাহ করেন না, সেই স্ত্রীও আদালতের শরণাপন্ন হবেন। আদালত খোঁজখবর নিয়ে স্বামীকে নির্দেশ দেবে- 'হয় স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক আচরণ করো, না হয় তাকে তালাক দাও'। স্বামী যদি কোনো সিদ্ধান্তই মেনে না নেয় তাহলে আদালত সেই স্বামী বা তার প্রতিনিধির সামনে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। এই রায়ের পর স্ত্রী তালাকের ইদ্দত পালন করবেন এবং ইদ্দত শেষে অন্য জায়গায় বিয়ে বসবেন।

নিরুদ্দেশ স্বামীর স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ে করার পর প্রথম স্বামী ফিরে এলে

প্রশ্ন-১৩৪০. আমাদের গ্রামে দুভাই ছিলেন। ১৯৭১ সনে এক ভাই যুদ্ধে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে তার কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না। সরকার টেলিগ্রাম করে তার বাড়িতে জানিয়ে দিলেন, তিনি শহীদ হয়েছেন। কিছুদিন পর তার ছোট ভাই ভাবীকে বিয়ে করলেন। ১৯৮০ সনে তিনি গ্রামে এলেন খোঁজখবর নেয়ার জন্য। ছদ্মবেশে। তার স্ত্রীকে ভাই বিয়ে করেছেন, একথা জানতে পেরে নিজের পরিচয় গোপন রেখেই তিনি শহরে চলে যান এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। একথা জানাজানি হয়ে গেলে ছোট ভাই তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। পাননি। এমতাবস্থায় তাদের বিয়ের শরঈ হুকুম কী? ছোট ভাইয়ের বিয়ে কি ঠিক হয়েছে? তাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ কী? তারা কি বৈধ সন্তান না অবৈধ? যদি বড়ো ভাই এসে দাঁড়ান তাহলে স্ত্রী কাকে স্বামী হিসেবে নেবে?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রীয়ভাবে যখন তার ভাইয়ের শহীদ হওয়ার খবর এসেছে তখন ইদ্দত শেষে তার স্ত্রীর বিয়ে বৈধ হয়েছে। তাদের ঘরে যেসব সন্তান হয়েছে তারাও বৈধ সন্তান। ছন্দবেশে বড়ো ভাই এসেছিলেন, এটি উড়োকথা। এর উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হবে যে, তিনি শহীদ হননি, এখনও জীবিত। ততক্ষণ তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের কোনো ক্ষতি হবে না। যদি অকাট্যভাবে প্রমাণ হয়েই যায়, তিনি জীবিত তবু তাদের সন্তানদের অবৈধ বলা যাবে না। তারা বৈধ সন্তান হিসেবেই থাকবে। তখন প্রথম স্বামী চাইলে স্ত্রী হিসেবে তাকে ফেরত নিতে পারবেন। অথবা তাকে তালাক দিয়ে পৃথক করে দেবেন। তালাকের ইদ্দত পালনের পর সেই ব্যক্তির ছোট ভাই (অর্থাৎ বর্তমান স্বামী) পুনরায় বিয়ে করে নেবেন।

দেনমোহর[1]

মোহরে মু'আজ্জল ও মোহরে মুওয়াজ্জল এর পরিচয়

প্রশ্ন-১৩৪১. আমি শুনেছি দেনমোহর দু'প্রকার মোহরে মু'আজ্জল এবং মোহরে মুওয়াজ্জল। মেহেরবানী করে আমাকে এর পার্থক্য ও সংজ্ঞা জানাবেন।

উত্তর ঃ যে দেনমোহর পরিশোধের জন্য একটি সময়কে নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেয়া হয় তাকে মোহরে মুওয়াজ্জল বলে। আর যে দেনমোহর তৎক্ষণাৎ আদায়যোগ্য কিংবা স্ত্রী দাবী করা মাত্র স্বামী আদায় করতে বাধ্য তাকে মোহরে মু'আজ্জল বলা হয়। এ দুটো দেন মোহরের পার্থক্য হচ্ছে মোহরে মু'আজ্জল চাহিবামাত্র দিতে হবে আর মোহরে মুওয়াজ্জল নির্দিষ্ট সময়ের আগে চাওয়া যাবে না কিংবা চাইলেও স্বামী দিতে বাধ্য থাকবেন না।

বিয়েতে দেনমোহর ধার্য করা কি জরুরী?

প্রশ্ন-১৩৪২. বিয়ের সাথে দেনমোহরের সম্পর্ক কী? বিয়েতে দেনমোহর ধার্য করা কি একান্তই প্রয়োজন? যদি শরী'আহ্ দেনমোহরকে বাধ্যতামূলক করে থাকে তাহলে তার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পরিমাণ কত?

উত্তর ঃ দেনমোহর সম্পর্কে নবী করীম (সা) এর দুটো হাদীস তুলে ধরছি। তাতেই বুঝা যাবে বিয়ের সাথে দেনমোহরের সম্পর্ক কী এবং বিয়েতে দেনমোহর ধার্য করা একান্ত প্রয়োজন কিনা।

عَنْ أبِىْ سَلْمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لاَزْوَاجِهِ ثِنْتَى عَشْرَةَ اُوْقِيَةً وَنَشٌ، قَالَتْ ا تَدْرِيْ مَا النَّشُ قُلْتُ لاَ قَالَتْ نِصْفُ اُوْقِيَةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةَ دِرْهَمٍ-

"আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশাকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিয়েতে দেনমোহরের পরিমাণ কত ছিলো? তিনি বললেন– তাঁর স্ত্রীদের দেনমোহরের পরিমাণ ছিলো বারো উকিয়া ও এক নাশ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, নাশ কি তা আপনি জানেন? বললাম– না, জানিনা। তিনি

---

১. দেনমোহরকে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সাদাক বা সিদাক বলা হয়। আরবীতে 'সাদাক' এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে মাহ্র, আর বাংলায় দেনমোহর। অবশ্য বাংলা দেনমোহর শব্দটিও দুটো আরবী শব্দ নিয়ে গঠিত, যথা : দাইন ও মাহ্র। –অনুবাদক।

ঃবললেন, অর্ধেক উকিয়া। যা সর্বমোট ৫০০ দিরহাম ছিলো (তাঁর স্ত্রীদের দেনমোহর)।' (সহীহ মুসলিম, মিশকাত)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَلاَ لاَ تَغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَـوْ كَـانَتْ مَكْرُمَـةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلى كُمْ بِهَا نَبِيُّ اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَـا عَلِمْـتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِه وَلاَ أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِه عَلَى اَكْثَرِ مِنْ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوْقِيَةً–

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা মহিলাদের দেন মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কোরো না। বেশী পরিমাণ দেনমাহর নির্ধারণ করা যদি তাকওয়া ও মর্যাদার বিষয় হতো তাহলে আল্লাহ্‌র নবী এ ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন। অথচ তিনি তার কোনো স্ত্রী কিংবা কোনো মেয়ের বিয়েতে বারো উকিয়ার বেশী দেনমোহর নির্ধারণ করেছেন বলে আমার জানা নেই।' (মুসনাদ-ইমাম আহমদ; তিরমিযি; আবু দাউদ; নাসাঈ; ইবনু মাজা; দারিমী)

স্বামীর কাছে একজন স্ত্রীর যেসব অধিকার রয়েছে তার মধ্যে দেনমোহর প্রথম। দেনমোহর পরিশোধ করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে দেন মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম (প্রায় ২ তোলা৭$\frac{১}{২}$ মাশা রূপা), সর্বোচ্চ দেন মোহরের কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। সামর্থ ও মর্যাদা অনুযায়ী নির্ধারণ করা যেতে পারে। দেনমোহর ছাড়া কোনো বিয়ে হতে পারে না কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক অজ্ঞতা ও অবহেলার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. এক ধরনের বোকামীর পরিচয় পাওয়া যায় বর কনের মা বাপ ও তাদের আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে। তারা ছেলের সামর্থের কথা বিবেচনা না করেই বিরাট অংকের পরিমাণ দেনমোহর নির্ধারণের চেষ্টা করেন। অনেক সময় দু'পক্ষের মধ্যে এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক ও ঝগড়াঝাটিরও সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয় এ নিয়ে ঝগড়া করে বিয়ে পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। বেশী পরিমাণ দেনমোহর নির্ধারণ করা তারা গৌরবের বিষয় মনে করেন। এটি জাহেলিয়াতের (মূর্খতার) আলামত। বেশী করে দেনমোহর ধার্য করা যদি গৌরব ও মর্যাদার বিষয় হতো তাহলে নবী করীম (সা)এর স্ত্রী ও কন্যাদের বেলায়ও বেশী পরিমাণ দেনমোহর ধার্য করা হতো। অথচ তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য মাত্র পাঁচশ' দিরহাম দেনমোহর ধার্য করেছেন, যা বর্তমানে রূপার হিসেবে ১৩১$\frac{১}{৪}$ তোলা মাত্র। রূপার বাজার মূল্য যদি ২০০ টাকা করে ভরি ধরা হয় তাহলে সর্বমোট ২৬,২৫০ টাকা। একে মোহরে ফাতেমীও বলা

হয়। অনেক আকাবির আলিমগণ মোহরে ফাতেমীর বেশী মোহর ধার্য হলে বিয়েই পড়াতেন না। বলতেন, অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিন। তারা চাইতেন মুসলমানগণ দেনমোহর নির্ধারণের ব্যাপারে নবী পরিবারের অনুসরণ করুক। একে গৌরবের বিষয় মনে করুক।

যদিও দেনমোহর বেশী নির্ধারণের অবকাশ রয়েছে তবু লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন ছেলের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে এবং এ নিয়ে কোনো ঝগড়াঝাটির সৃষ্টি না হয়।

২. আরেকটি বোকামী ও অবহেলা হচ্ছে, তারা দেনমোহরকে পরিশোধ করার প্রয়োজনই মনে করেন না। রেওয়াজ শুরু হয়েছে স্ত্রীর কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়া। একথাটি সকলের ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত, দেনমোহর অন্যান্য ঋণের মতই একটি ঋণ, চাওয়া মাত্র কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে তার খাতককে দিতেই হবে। অবশ্য যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় পুরো দেনমোহার কিংবা তার আংশিক স্বামীকে মাফ করে দেন তবে সেই পরিমাণ টাকা পরিশোধ না করা স্বামীর জন্য জায়েয আছে। (তবে স্ত্রী যাতে মাফ করে দেন সেজন্য চাপ প্রয়োগ করা জায়েয নয়, হারাম)। দেনমোহর যে একপ্রকার দেনা তার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীসটি। নবী করীম (সা) বলেছেন–

'যে বিয়ে করলো কিন্তু দেনমোহর পরিশোধ করলোনা, সে ব্যভিচারী।'

৩. দেনমোহর পরিশোধের ব্যাপারে আরেকটি গাফলতি হচ্ছে, স্ত্রী মারা গেলে তার দেনমোহর পরিশোধ করা না হলে, তা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়। অথচ শরঈ নির্দেশ হচ্ছে দাম্পত্য জীবন শুরু করার আগেই যদি স্ত্রী মারা যান, তাকে ধার্যকৃত দেনমোহরের অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী নির্জন কোনো জায়গায় একান্তে মিলিত হওয়ার পর স্ত্রী মারা যান তাহলে দেনমোহরের পুরোটাই শোধ করতে হবে। দেনমোহরের সেই টাকা মৃতের ওয়ারিশগণ যার যার প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী ভাগ করে নেবেন।

আমাদের দেশে দেখা যায় কোনো মেয়ে শ্বশুর বাড়ি মারা গেলে তার যাবতীয় জিনিসপত্র শ্বশুর বাড়ির লোকজন দখল করে নেন। তার ওয়ারিশদের কিছুই দেয়া হয় না। আর যদি কোনো মেয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে মারা যান তার যাবতীয় সম্পদ তারাই দখল করে নেন। ওয়ারিশ হিসেবে স্বামীও তার সম্পদে অংশীদার কিন্তু তাকে কিছুই দেয়া হয় না। অথচ মৃতের সম্পত্তি জোর করে দখল করা মারাত্মক অপরাধ। কবীরা গুনাহ্। তাছাড়া অবৈধ সম্পদে কোনো সময় বরকত হয়না। অনেক সময় ভালো সম্পদকে সাথে নিয়েই সেগুলো চলে যায়। আল্লাহ্ যেন ঈমান

এবং সঠিক বুঝ আমাদের দান করেন। জাহিলিয়াতের সকল রসম রেওয়াজ থেকে আমাদেরকে হিফাযতে রাখেন।

বিয়ের সময় দেনমোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করা না হলে

প্রশ্ন-১৩৪৩. বিয়ের সময় দেনমোহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা না হলে বিয়ে হবে কি? যদি হয় তাহলে দেনমোহর নির্ধারণ করা হবে কিভাবে?

উত্তর ঃ বিয়েতে দেনমোহর অপরিহার্য। বিয়ের সময় যদি তা নির্ধারণ করা না হয় তাহলে 'মোহরে মিসাল' দিতে হবে। 'মোহরে মিসাল'এর অর্থ সেই মেয়ের বংশের অন্যান্য মেয়েকে যে পরিমাণ দেনমোহর নির্দিষ্ট করে বিয়ে দেয়া হয়েছে সেই পরিমাণ দেনমোহর তাকেও দিতে হবে।

দেনমোহর বেশী লিখিয়ে কম পরিশোধ করা

প্রশ্ন-১৩৪৪. অনেক সময় সামাজিক চাপ ও মর্যাদা রক্ষার্থে বেশী করে দেনমোহর ধার্য করা ও লিখানো হয়। এমতাবস্থায় কেউ যদি পরিশোধে অক্ষম হয়ে তার চেয়ে কম পরিমাণ দেনমোহর শোধ করে তাহলে সে দায়মুক্ত হবে কি?

উত্তর ঃ যে পরিমাণ দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় তাকে সেই পরিমাণ-ই পরিশোধ করতে হবে তার চেয়ে কম পরিশোধ করলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে না। গুনাহ্গার হতে হবে। (এজন্যই সামর্থ্য অনুযায়ী দেনমোহর নির্ধারণ করা সুন্নাত।–অনুবাদক)

দেনমোহর কখন পরিশোধ করতে হয়

প্রশ্ন-১৩৪৫. অনেকে বলেন দেনমোহর যে পরিমাণই নির্ধারণ করা হোক না কেন তা পরিশোধ না করে স্ত্রীর কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিলেই হলো। তবে স্ত্রী মাফ না করা পর্যন্ত তাকে স্পর্শও করা যাবে না। একথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ দেনমোহর মাফ চাওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয় না। পরিশোধের জন্যই নির্ধারণ করা হয়। তবে সাথে সাথেই তা আদায় করতে হবে ব্যাপারটি এমন নয়। উভয়ে আলোচনা সাপেক্ষে সময় নির্ধারণ করে নিলেও চলবে। দেনমোহর পরিশোধ করা কিংবা মাফ চাওয়া ছাড়া স্ত্রীকে ছোঁয়া যাবে না, কথাটি ঠিক নয়। দেনমোহর পরিশোধ ছাড়াও স্ত্রীর গায়ে হাত লাগানো জায়েয।

বিয়েতে দেয়া অলংকারাদির মূল্য দেনমোহরের টাকা থেকে কেটে দেয়া

প্রশ্ন-১৩৪৬. বিয়েতে কনেকে যেসব শাড়ী গয়না দেয়া হয় সেসব গয়নার মূল্য দেনমোহরের টাকা থেকে বাদ দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ ছেলেপক্ষ থেকে মেয়েকে যেসব অলংকার দেয়া হয় দেনমোহরের টাকা থেকে তার মূল্য এডজাস্ট করে নেয়া জায়েয আছে।

দেনমোহরের টাকা স্ত্রীর কাছে স্বামীর ঋণ স্বরূপ

প্রশ্ন-১৩৪৭. যদি দেনমোহরের টাকা স্ত্রীকে পরিশোধ করা না হয় কিংবা স্ত্রীও মাফ করে না দেন, তাহলে শরঈ নির্দেশ কি?

উত্তর ঃ স্ত্রীর দেনমোহরের টাকা স্বামীর কাছে ঋণস্বরূপ। এ ঋণ তাকে পরিশোধ করতেই হবে। এমনকি স্ত্রীর দেনমোহরের টাকা পরিশোধ না করেই যদি স্বামী মারা যান, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আগে দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করে তারপর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করতে হবে।

স্বামীর দেনমোহরের দায় তার ওয়ারিশের উপর বর্তায় কিনা

প্রশ্ন-১৩৪৮. যায়িদ তার স্ত্রীকে দেনমোহর পরিশোধ না করেই মারা গেলেন। এমন কোনো সম্পদও রেখে গেলেন না যা থেকে এ ঋণ পরিশোধ করা যায়। এমতাবস্থায় যায়িদের ওয়ারিশদের উপর তার দায় বর্তাবে কিনা?

উত্তর ঃ দেনমোহরের টাকা স্ত্রীর কাছে স্বামীর ঋণ স্বরূপ। স্বামী কোনো সম্পদ (যেমন বাড়ি, ঘর, খাট, পালঙ্ক ইত্যাদি) রেখে মারা গেলে তা বিক্রি করে আগে দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করতে হবে। আর যদি কোনো সম্পদ না রেখে মারা যান তাহলে সেই দায় তার কোনো ওয়ারিশের উপর বর্তাবে না। স্বামী গুনাহগার হবেন এবং কিয়ামতের দিন তাকে সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

স্ত্রী খুলা' (স্বেচ্ছা-তালাক) গ্রহণ করলে দেনমোহর পাবে কিনা

প্রশ্ন-১৩৪৯. ইসলাম মহিলাদের খুলা' (স্বেচ্ছা-তালাক) গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে কোনো মহিলা খুলা' গ্রহণের পর তিনি স্বামীর কাছে তার দেনমোহর পাওনা থাকেন কি না?

উত্তর ঃ যেসব শর্তে খুলা' কার্যকরী হয় উভয় পক্ষের সেসব শর্ত মানা অপরিহার্য। যদি দেনমোহর পরিশোধ না করার শর্তে খুলা' হয় তাহলে স্ত্রী কিছুই পাবেন না। আর যদি খুলা'র শর্তের মধ্যে দেনমোহরের কথা উল্লেখ না থাকে যে, তা দেয়া হবে কি হবে না, এক্ষেত্রে দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে না। মাফ হয়ে যাবে। তবে খুলা'র শর্তে দেনমোহর পরিশোধের কথা থাকলে অবশ্যই স্ত্রীকে দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে।

মারজুল মওত[1] এর সময় দেনমোহর বাবদ স্ত্রী স্বামীর সম্পদ লিখিয়ে নেয়া

প্রশ্ন-১৩৫০. এক ব্যক্তি মুমূর্ষ অবস্থায় শয্যাশায়ী, স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়েছে, এমতাবস্থায় তার স্ত্রী বাপ ভাইয়ের পরামর্শে পাঁচটি আবাদী জমি এবং দুটো বাড়ি দেন মোহর বাবদ লিখিয়ে নিলেন। তাদের দাম্পত্য জীবনের পরিধি ৩৬ বছর। যখন তার বিয়ে হয় তখন তার দেনমোহর ধার্য করা হয়েছিল দু'হাজার টাকা। বর্তমানে তিনি দেনমোহর বাবদ এত টাকার সম্পদ লিখিয়ে নিলেন, এটি জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ মারজুল মওতের সময় এ ধরনের যাবতীয় তৎপরতা অর্থহীন। এর আইনগত কোনো ভিত্তি নেই। স্ত্রীর পাওনার চেয়ে বেশী মূল্যের জিনিস রেজিষ্ট্রি করে নেয়া জায়েয নয়। স্ত্রী শুধু নির্দিষ্ট অংকের টাকা দেনমোহর বাবদ পাওয়ার অধিকারী। স্বামী যদি মরার আগে তা পরিশোধ করে না যান তাহলে স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে সেই পরিমাণ টাকা উসুল করে নিতে পারেন। অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। (অবশ্য ওয়ারিশ হিসেবে স্ত্রীও সেই সম্পদে অংশ পাবেন– অনুবাদক)। মোটকথা মারজুল মওতের সময় ওয়ারিশদের বঞ্চিত করে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা হারাম।

ওয়ালিমা (বিবাহ ভোজ)

ওয়ালিমার সুন্নাত পদ্ধতি

প্রশ্ন-১৩৫১. ওয়ালিমা সম্পর্কে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি কি? বর্তমানে ওয়ালিমা বা বিবাহভোজের নামে যে বাড়াবাড়ি হচ্ছে তা নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর সুন্নাত মুতাবিক কিনা?

উত্তর ঃ ওয়ালিমা হচ্ছে নবদম্পতির বাসর রাত যাপনের পরদিন সামর্থ্য অনুযায়ী লোকদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। ধারকর্জ করে কিংবা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে অথবা সামর্থের অতিরিক্ত করা নিষিদ্ধ। সেই সাথে গরীব মিসকীনদেরও আপ্যায়িত করা। হাদীসে বলা হয়েছে–

"সেই ওয়ালিমার খানা অতি নিকৃষ্ট যে অনুষ্ঠানে শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদের অবজ্ঞা করা হয়।" (মিশকাত, হাদীস নং-৩০৮০)

---

১. যে অসুখে ভুগে কোনো ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাকে 'মারজুল মওত' বলে। — অনুবাদক।

ওয়ালিমার নামে আজকাল যা হয় তাতে গৌরব ও আত্মপ্রচারই মুখ্য। সুন্নাতের গুরুত্ব সেখানে নেই বললেই চলে। এজন্য হাদীসে বলা হয়েছে–

"অহংকার ও বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্য যে খানার আয়োজন করা হয় রাসূল (সা) তা খেতে নিষেধ করেছেন।" (মিশকাত শরীফ, হাদীস নং ৩০৮৭)

এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় বর্তমানে বিয়ে উপলক্ষে যে ওয়ালিমার আয়োজন করা হয় সেখানে অংশগ্রহণ করাও মাকরূহ্। তাছাড়া আজকাল এ ধরনের দাওয়াতে পুরুষ ও মহিলাদের পর্দার ব্যাপারটিও থেকে যায় উপেক্ষিত। ওয়ালিমার অনুষ্ঠান ভিডিওতে ধারণ করা, এটিও ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গানবাজনা তো আছেই। এবার বলুন এ ধরনের অনুষ্ঠানের সাথে ইসলামের কিংবা সুন্নাতের সম্পর্ক কতটুকু?

বিয়ে অনুষ্ঠানের অপব্যয় রোধে রাষ্ট্র কর্তৃক বিধি নিষেধ আরোপ

প্রশ্ন-১৩৫২. ওয়ালিমার অনুষ্ঠান করা সুন্নাত। কিন্তু অনুষ্ঠানের ব্যাপারে রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন শর্তাদি আরোপ করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ ওয়ালিমা সুন্নাত। এমনকি আজ পর্যন্ত তা সুন্নাত হিসেবেই চলে আসছে। তবে ওয়ালিমার নামে আজকাল যে অহমিকা ও অপব্যয়ের প্রদর্শন হয়, তা হারাম। এরূপ হারাম কাজে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে তা নাজায়েয নয়।

নবজাতকের বংশ পরিচয়

গর্ভের মেয়াদ

প্রশ্ন-১৩৫৩. গর্ভ অবস্থার মেয়াদ সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কতদিন? আমার স্ত্রী সাড়ে পাঁচমাস পর সন্তান প্রসব করেছে। আমি ছুটি কাটিয়ে UAE-তে পৌঁছার সাড়ে পাঁচ মাস পর সংবাদ পেলাম আমি সন্তানের পিতা হয়েছি এবং সন্তানও সুস্থ সবল আছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি কুরআন সুন্নাহর আলোকে জানাবেন, সন্তান বৈধ নাকি অবৈধ?

উত্তর ঃ বিয়ের ছ'মাস পর যে সন্তান প্রসব হয় তা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ। গর্ভঅবস্থার সর্বনিম্ন মেয়াদ ছ'মাস এবং সর্বোচ্চ দু'বছর। কাজেই ছ'মাসের আগে প্রসব হলে তা শরী'আহ্ বৈধ মনে করে না। এমনকি প্রসূতির বিয়ে যার সাথে হয়েছে তার পরিচয়ে নবজাতকের বংশ পরিচয়ও হবে না। আপনি সন্তান জন্মের হিসেব বিয়ের দিন থেকে করবেন। ছুটি কাটিয়ে আসার সময় থেকে নয়।

প্রশ্ন-১৩৫৪. বিয়ের দু'মাস পর স্বামী বিদেশ চলে গেলেন। ঠিক পনেরো মাস পর পত্র পেলেন, তিনি সন্তানের বাপ হয়েছেন। সন্তানের বৈধতা নিয়ে বাড়ির সকলে প্রশ্ন তুলেছেন। অথচ স্বামী বিদেশ যাওয়ার সময় স্ত্রী তাকে জানিয়েছেন, তিনি সন্তান সম্ভবা। এ ব্যাপারে সঠিক মাসয়ালা কি? যদি কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পনেরো মাস পর তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করে সেই সন্তানও কি বৈধ?

উত্তর ঃ গর্ভধারণের সর্বোচ্চ মেয়াদ দু'বছর। দু'বছরের মধ্যে যে সন্তান প্রসব হবে তা পিতার বলেই মনে করতে হবে। সেই সন্তানকে অবৈধ বলা যাবে না।

অবাঞ্ছিত সন্তানের বংশ পরিচয়

প্রশ্ন-১৩৫৫. অনেক সময় দেখা যায় ছেলে ও মেয়ে অবৈধভাবে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। তখন সেই অপকর্ম লুকানোর জন্য তাড়াহুড়া করে উভয়ের বিয়ে দেয়া হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, বিয়ে ব্যতিরেকে জন্ম নেয়া সন্তান মায়ের বিয়ের পর প্রসব হলেই তা বৈধ বলে গণ্য হবে কি?

উত্তর ঃ ব্যভিচারের ফসল যে সন্তান সে পিতার নামে পরিচিত হবে না। অবৈধভাবে গর্ভ সঞ্চারের পর যদি উভয়ের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় তবুও না। পিতার নামে পরিচিত কেবল তখনই হবে যখন পিতার বিয়ের পর তার ঔরসে জন্মগ্রহণ করবে। অবৈধ সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হবে এবং সে কেবল মায়ের উত্তরাধিকার পাবে।

দাম্পত্য অধিকার

বিয়ের পর একজন মেয়ের উপর কার অধিকার বেশী

প্রশ্ন-১৩৫৬. বিয়ের পর একজন মেয়ের উপর কার অধিকার বেশী, মা-বাপের নাকি স্বামীর?

উত্তর ঃ স্বামীর অধিকার সবচেয়ে বেশী।

বিনা কারণে বাচ্চাকে বুকের দুধ না খাওয়ানো

প্রশ্ন-১৩৫৭. আল্লাহতো রিযিকের মালিক। তাই তিনি মায়ের বুকে বাচ্চাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। এখন কোনো মা যদি বিনা কারণে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে না চান তাহলে বাচ্চার অধিকার ও নষ্ট হবে কিনা এবং তিনি গুনাহগার হবেন কিনা?

উত্তর ঃ বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানো মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিনা কারণে বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানো থেকে বিরত থাকা জায়েয নেই। তাছাড়া যেহেতু স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব স্বামীর, তাই স্ত্রী চাকুরীর দোহাই দিয়ে সন্তানকে বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার তার নেই।

স্বামীর সাথে আচরণ

প্রশ্ন-১৩৫৮. স্বামীর কোনো অন্যায় কথার প্রতিবাদ যদি স্ত্রী করেন, তাহলে সে গুনাহগার হবে কি?

উত্তর ঃ স্বামী অন্যায় করলে অবশ্যই তাকে বলা যাবে। তবে সংযম ও বুদ্ধিমত্তার সাথেই তা করা উত্তম। দরদ ও ভালোবাসা নিয়ে স্বামীকে বুঝিয়ে বললে তিনি শুনবেন না, এমন পুরুষ খুব কমই আছেন।

স্বামী স্ত্রীকে তার বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বললে

প্রশ্ন-১৩৫৯. যদি কেউ তার স্ত্রীকে স্ত্রীর বাপ মায়ের সাথে দেখা করতে বারণ করেন তাহলে স্ত্রীর করণীয় কি? স্বামীর নির্দেশ মানবে, না বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক রাখবে?

উত্তর ঃ স্ত্রীর বাপমায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য স্ত্রীকে চাপ দেয়ার কোনো অধিকার স্বামীর নেই। তাছাড়া স্বামীর কথায় বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাও জায়েয নেই। হ্যাঁ, স্বামীর এ নিষেধাজ্ঞার পেছনে যুক্তিসংগত কোনো কারণ থাকলে সেটি ভিন্ন কথা। সাধারণত একজন বিবাহিত মহিলার কাছে বাপ মায়ের চেয়ে স্বামীর অধিকারই বেশী।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কোথায় কোথায় যেতে পারেন

প্রশ্ন-১৩৬০. স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কোথাও যেতে পারেন কি? যদি পারেন তাহলে কোথায় কোথায় যেতে পারেন?

উত্তর ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কোথাও যেতে পারেন না। কেবল নিম্নোক্ত কারণে যেতে পারেন।

১. বাপমাকে দেখার জন্য সপ্তাহে একদিন।

২. অন্যান্য আত্মীয়কে দেখার জন্য বছরে একদিন।

৩. বাপ মা যদি মেয়ের খেদমতের মুখাপেক্ষী হন, তাদের দেখাশুনার জন্য আর কেউ না থাকে তাহলে প্রতিদিন যেতে পারেন।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া খরচ করা

প্রশ্ন-১৩৬১. স্বামী সংসার খরচের জন্য যে টাকা দেন তা থেকে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী এমন লোকদের পেছনে সেই টাকা খরচ করতে পারেন কি যারা জানপ্রাণ দিয়ে স্ত্রীর উপকার করতে চান, অথচ স্বামী পছন্দ করেন না?

উত্তর ঃ যাদের পেছনে খরচ করা স্বামী পছন্দ করেন না, এমন খরচ থেকে স্ত্রীর বিরত থাকা উচিত। অবশ্য এ সমস্যার সমাধান এভাবে হতে পারে, স্ত্রী তার ব্যক্তিগত খরচের জন্য স্বামীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা তাদের জন্য খরচ করতে পারেন।

স্ত্রীকে দিয়ে স্বামীর মায়ের (অর্থাৎ শাশুড়ির) সেবা করানো

প্রশ্ন-১৩৬২. মা যদি বুড়ো হয়ে যান, কাজকর্ম করতে না পারেন তাহলে স্ত্রীকে দিয়ে মায়ের সেবাযত্ন করানো যাবে কি?

উত্তর ঃ স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় স্বামীর বাপ মা অর্থাৎ শ্বশুর শাশুড়ির সেবাযত্ন করেন, ভালো কথা, নইলে আইনত তাকে বাধ্য করানো যাবে না। ব্যাপারটি নৈতিক, আইনের নয়। স্ত্রী যদি স্বামীর বাপমায়ের খেদমত না-ই করতে চান সেজন্য তাকে পীড়াপীড়ি করা যাবে না।

স্ত্রী নামায না পড়লে সেই গুনাহ্ কার উপর বর্তাবে?

প্রশ্ন-১৩৬৩. স্ত্রীকে নামাযের জন্য চাপ দিলেও নামাযে মনযোগী হচ্ছে না, এমতাবস্থায় গুনাহর দায় কার উপর বর্তাবে, স্বামীর না স্ত্রীর?

উত্তর ঃ স্বামী বলার পরও যদি স্ত্রী নামায না পড়েন, সেজন্য স্ত্রীই দায়ী হবেন। গুনাহর দায় স্বামীর উপর বর্তাবে না। তবে একজন মুসলমানের এমন স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে রাখার প্রয়োজন আছে কিনা তা ভেবে দেখা উচিত।

স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলে

প্রশ্ন-১৩৬৪. স্বামী অত্যন্ত ভদ্র। স্ত্রীর অন্যায় বাড়াবাড়িতে তিনি সব সময় ধৈর্যের পরিচয় দেন। সেদিন অন্যায়ভাবে স্ত্রী জিদ দেখালে স্বামীর ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যায়। স্ত্রীকে একটি থাপ্পড় মারেন। স্ত্রী আরো রেগে গিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বাপের বাড়ি চলে যান। এখন কোনো পক্ষই আপোষ হচ্ছেন না। এ সম্পর্কে কুরআন হাদীসের বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ মুখমণ্ডলে থাপ্পড় মারা সম্পর্কে হাদীসে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামীর বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। স্ত্রীর রাগের সময় স্বামীর এমনটি করা ঠিক হয়নি। আর স্ত্রীও স্বামীর থাপ্পড় খেয়ে অশ্রাব্য ভাষায় যেসব গালিগালাজ স্বামীকে করেছেন তাও ভালো কথা নয়। স্বামীর সাথে বেয়াদবী করা কিংবা স্বামীকে কটু কথা বলা জায়েয নয়, কবীরা গুনাহ্। হাদীসে বলা হয়েছে–

"এমন তিন ব্যক্তি আছে যাদের নামায কিংবা কোনো দু'আই কবুল করা হয়না। তাদের মধ্যে সেই মহিলা একজন, যার উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট।" অন্য হাদীসে আছে– "ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।"

স্বামীর উচিত স্ত্রীর মান ভাঙ্গিয়ে তাকে নিয়ে আসা। আর স্ত্রীর উচিত তার অসদাচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে স্বামীর কাছে মাফ চেয়ে নেয়া এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করা।

প্রশ্ন-১৩৬৫. স্বামী কুরআন হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী স্ত্রীর সাথে ব্যবহারের পরও স্ত্রী যদি বদমেজাজী ও বেয়াড়া স্বভাবের হয়, স্বামীর কথা না শুনে তাহলে কি করা যায়? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ তাকে প্রথমে কোমল ও নম্র আচরণের সাথে বুঝাতে হবে। না শুনলে একটু শক্তভাবে তাকে সতর্ক করার চেষ্টা করতে হবে। এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে ইচ্ছা করলে স্বামী তাকে তালাক দিতে পারেন।

স্বামীকে নিয়ে পৃথক বাড়িতে বসবাস

প্রশ্ন-১৩৬৬. আমি দৈনিক জং পত্রিকায় আপনার কলামটি অত্যন্ত মনযোগের সাথে পড়ি। বিভিন্ন সমস্যায় আপনার দেয়া সমাধানে ভীষণ প্রভাবিত হই। আল্লাহ যেন আপনাকে জাযায়ে খায়ির দান করেন। দেড় বছর হয় আমার বিয়ে হয়েছে। এই সামান্য সময়ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনের সাথে আমার বনিবনা হচ্ছে না। সামান্য বিষয় থেকেই মতবিরোধের সূত্রপাত হয়। আমার মেয়েটিকেও তারা দেখতে পারেন না। যৌথ ব্যবসায় বেশীরভাগ শ্রম আমার স্বামীই দিচ্ছেন। ব্যবসাও মাশাআল্লাহ ভালোই চলছে। দেড় বছরের মধ্যে আমি বেশ ক'বার বাপের বাড়ি চলে আসি। প্রতিবারই তারা এসে মাফ-টাফ চেয়ে আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যান। ক'দিন ঠিকমত চলে তারপর আবার সবকিছু আগের মত হয়ে যায়। বর্তমানে আমি আমার বাপের বাড়ি আছি। স্বামীও আমার সাথেই আছেন। আমরা চাচ্ছি আমাদের মা বাবার সম্মতি নিয়ে আলাদা বাড়িতে থাকবো। ব্যবসা যৌথভাবেই থাকবে। তারপর সাধ্যমতো তাদের খেদমত করার চেষ্টা করবো। অবশ্য আমার

শ্বশুর বাড়ির লোকজন আবার আমাকে তাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছেন। তারা বলছেন পুনরায় এমনটি আর ঘটবে না। প্রতিদিন যদি বাড়িতে ঝগড়া বিবাদ হয় তাহলে বরকত থাকে কোথায়? আপনার কাছে আমি এর সঠিক সমাধান চাচ্ছি। মেহেরবানী করে আমাকে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। আল্লাহর কাছে মনপ্রাণ খুলে আপনার জন্য দু'আ করবো।

উত্তর ঃ অত্যন্ত মনযোগের সাথেই আপনার চিঠি পড়েছি। শাশুড়ি বউয়ের ঝগড়া প্রায়ই জটিল আকারে পৌঁছে যায়। তবে সব সময়ই দেখা যায় দোষ উভয় পক্ষেরই কমবেশী থাকে। শাশুড়ি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে বউকে তিরস্কার করেন কিংবা নাক সিটকান। বউ এতে অপমানিত বোধ করেন। ফলে তিনিও দু'কথা শাশুড়িকে শুনিয়ে দেন। এভাবে লেগে যায় পরস্পরের ঝগড়া।

আপনার সমাধান হচ্ছে আপনি যদি সবসময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন এবং তাদের সবকথা বরদাশত করার সাহস থাকে, তাদের কোনো কথা প্রতিবাদ করতে না চান তাহলে পুনরায় সেখানে যেতে পারেন। তা হবে আপনার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। ধৈর্য ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে যদি আপনি আপনার শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করতে পারেন তাহলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবেন এবং বিগত দিনের কার্যকলাপের জন্য অনুতপ্ত হবেন। তার কল্যাণ ও ফলাফল আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।

যদি আপনার 'আমিত্বকে' ত্যাগ করতে না পারেন এবং সেই সাহস ও যোগ্যতা আপনার না থাকে তাহলে আপনার স্বামীকে নিয়ে আলাদা বাড়িতে থাকতে পারেন। তবে স্বামীর বাপ-মায়ের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না, এমন যেন না হয়। বরং মনে করতে হবে একসাথে থাকলে চলাফেরা ও কথাবার্তার মাধ্যমে যে বেয়াদবী ও গুনাহ হতো তা থেকে বাঁচার জন্যই আপনারা পৃথক বাসা নিচ্ছেন। অন্য কথায় আপনাদের অপরাধের কারণে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য আপনারা বাসা নিচ্ছেন, তাদের অপরাধের কারণে নয়। তাছাড়া পৃথক বাসা নেয়ার পরও তাদেরকে আর্থিক ও শারীরিক খেদমত করাটা আপনার সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করবেন। স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ি থাকা ভালো নয়। তাতে স্বামীর বাপ মা কষ্ট পান। হাঁ, পৃথক বাড়িতে থাকা কিংবা ব্যবসায়ের ব্যাপারে যদি আপনার বাপ-মা সহযোগিতা করতে চান করতে পারেন। এতে দোষের কিছু নেই।

আপনার সমস্যা সমাধানের সবগুলো দিকই আমি আপনার সামনে তুলে ধরলাম, যেটিকে আপনি পছন্দ করেন গ্রহণ করতে পারেন। আপনার কারণেই আপনার স্বামী

হতে পারেন তার পিতামাতা সম্পর্কে নিশ্চিত ও প্রফুল্ল কিংবা দুশ্চিন্তা ও হতাশাগ্রস্ত। এজন্য সর্বদা আপনার প্রচেষ্টা থাকা উচিত– আপনার স্বামী যেন তার বাপ-মায়ের সাথে সবচেয়ে ভালো ও প্রশংসনীয় সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন, এবং বেশী বেশী তাদের আনুগত্য করতে পারেন। কারণ পিতামাতার খেদমত ও আনুগত্যের উপরই নির্ভর করে তার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও উন্নতি।

স্ত্রীকে স্বামী জোর করে তার কাছে রাখতে পারেন কি?

প্রশ্ন-১৩৬৭. স্ত্রী না থাকতে চাইলেও কি স্বামী তাকে জোর করে তার কাছে রাখতে পারেন? এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি?

উত্তর ঃ বিয়ের উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী একসাথে থাকবেন। এজন্য স্বামী যদি স্ত্রীকে তার কাছে রাখতে চান তাহলে স্বভাবজাত প্রকৃতি ও স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধিও তা সমর্থন করে। যদি স্ত্রী না থাকতে চান তাহলে তিনি তালাক নিয়ে পৃথক হয়ে যেতে পারেন।

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা

প্রশ্ন-১৩৬৮. কারো দু'জন স্ত্রী থাকলে এবং দু'জনকে সমান খরচাপাতি দেয়ার পর সময়ও কি দু'জনকে সমান দিতে হবে? তাছাড়া ভ্রমণকালে সফর সঙ্গী হিসেবে দু'জনকেই সমান অধিকার দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ দু'জন স্ত্রী আছে এমন ব্যক্তির জন্য তিনটি কাজে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। ১. উভয়কে সমান পরিমাণ খরচাপাতি দেয়া। একজনকে বেশি আবার একজনকে কম দেয়া খেয়ানতের মতই অপরাধ। ২. রাত যাপনের বেলায় দু'জনের মধ্যে সমতা রক্ষা করে চলা। যদি একরাত এক স্ত্রীর সাথে কাটানো হয় তাহলে পরের রাত অন্য স্ত্রীর সাথে কাটাতে হবে। অবশ্য একাধারে দুই/তিন রাত কিংবা চার/পাঁচ রাত করে পালা নির্ধারণ করাও জায়েয আছে। মোটকথা, যে কয় রাত এক স্ত্রীর সাথে কাটাবে পরের সেই কয় রাত অন্য স্ত্রীর সাথে কাটাতে হবে। ৩. আচার আচরণ ও সুসম্পর্কের দিক থেকেও দু'জনের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে হবে। একজনকে ভালো চোখে দেখে আরেকজনকে খারাপ চোখে দেখা জায়েয নেই। হাদীসে বলা হয়েছে–

"কারো দু'জন স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে যদি সমতা রক্ষা করে না চলে তাহলে সে কিয়ামতের দিন প্যারালাইজড অবস্থায় উঠবে।" (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারিমী)

স্বামী যদি সফর বা বিদেশ ভ্রমণে যান তাহলে একজনকে সাথে নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে ঠিক করে নিতে হবে কাকে সফরসঙ্গী বানাবেন।

যেসব কারণে বিয়ে নষ্ট হয় না

স্বামী যদি স্ত্রীর অধিকার আদায় না করেন

প্রশ্ন-১৩৬৯. আমার এক বন্ধু ৬ (ছয়) বছর যাবৎ অসুস্থতার কারণে স্ত্রী অধিকারের ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারছেন না। কতিপয় আত্মীয়-স্বজন বলছেন, তাদের বিয়ে এখন আর বলবৎ নেই। স্ত্রীও লজ্জায় কিছু বলছেন না। আপনার কাছে এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

উত্তর ঃ তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। কিন্তু যে ব্যক্তি স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারেন না তিনি যদি স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে আটকে রাখতে চান তা এক প্রকার যুলম। স্ত্রীর অভিভাবকদেরও উচিত তার স্বামীকে বুঝিয়ে তালাক নিয়ে নেয়া।

স্বামী যদি পাগল হয়ে যান

প্রশ্ন-১৩৭০. আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে আমি এমন এক মহিলাকে বিয়ে করেছি যার স্বামী ছিলেন পাগল। তাকে পাগলা গারদে দেয়ার পর সেই মহিলা একরকম আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিলেন। তখন আমি সাক্ষীদের সামনে তাকে বিয়ে করেছিলাম। এখন ত্রিশ বছর পর লোকজন বলছেন আমাদের এ বিয়ে ঠিক হয়নি। যে ভদ্রলোক পাগল ছিলেন তিনি ভালো হয়ে ফিরে এসেছেন। মেহেরবানী করে কুরআন হাদীসের আলোকে জানাবেন, আমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছিলো কিনা ?

উত্তর ঃ স্বামী পাগল হওয়ার কারণে বিয়ে নষ্ট হয়ে যায় না। স্ত্রী যদি আদালতে বিয়ে বিচ্ছেদের আবেদন করেন তাহলে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে আদালত তা মনজুর করবে। তখন স্ত্রী ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারেন। অবিলম্বে আপনার পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত এবং অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য দু'জনেরই তাওবা করা উচিত। সেই মহিলা প্রথম স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই বলবত আছেন। আগের স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে ইদ্দত পালনের আগে অন্য কারো সাথে বিয়ে বসা তার জন্য জায়েয নেই।

স্বামী স্ত্রীকে বোন এবং স্ত্রী স্বামীকে ভাই বললে

প্রশ্ন-১৩৭১. ভুলে কিংবা ঠাট্টা করে স্বামী যদি স্ত্রীকে বোন এবং স্ত্রী যদি স্বামীকে ভাই বলে তাহলে শরঈ নির্দেশ কি?

উত্তর ঃ স্ত্রীকে বোন কিংবা স্বামীকে ভাই বলায় বিয়ের কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু এরকম অনর্থক কথাবার্তা বলা ঠিক নয়।

স্ত্রীকে মেয়ে পরিচয় দিলে

প্রশ্ন-১৩৭২. যায়িদ সরকারী প্লট বরাদ্দ নেয়ার জন্য স্ত্রীকে তার আপন মামার স্ত্রী হিসেবে এবং নিজেকে সেই স্ত্রীর পিতা পরিচয় দিয়ে সরকারী প্লট বরাদ্দ নিয়ে পরে তা বিক্রি করে দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে–

- যায়িদের বিয়ে বলবত আছে কি?
- নাকি পুনরায় বিয়ে পড়াতে হবে?
- প্রতারণার মাধ্যমে যে টাকা উপার্জন করেছে তা বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ প্রতারণা ও জাল করে যে টাকা যায়িদ অর্জন করেছে তা হারাম। তবে এ প্রতারণা করতে গিয়ে স্ত্রীকে যে পরিচয় দেয়া হয়েছে, তাতে বিয়ে নষ্ট হবে না, গুনাহ হবে। এজন্য পুনরায় বিয়ে পড়ানোরও প্রয়োজন নেই।

শালীর সাথে যিনা করলে স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয় কি না

প্রশ্ন-১৩৭৩. কেউ যদি স্ত্রীর সহোদরার সাথে যিনা করে তাহলে স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বলবত থাকে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ শালীর সাথে যিনা করলে সেজন্য স্ত্রী তালাক হবে না। কিন্তু এটি জঘন্য অপরাধ।

বিবাহিত মহিলা যিনা করলে তার বিয়ে ঠিক থাকে কি?

প্রশ্ন-১৩৭৪. বিবাহিত কোনো মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক থাকে কি না, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ হ্যাঁ থাকে। বিবাহিত মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাতে বিয়ে নষ্ট হয় না।

স্বামী স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করলে

প্রশ্ন-১৩৭৪. আমার এক বন্ধু স্ত্রীর সাথে রাগ করে সাত বছর যাবৎ আলাদাভাবে বসবাস করছেন। এতে তাদের বিয়ে ঠিক আছে কি?

উত্তর ঃ স্বামী স্ত্রী পৃথকভাবে বসবাস করলেই তাদের বিয়ের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। যতদিন স্বামী তালাক না দেবেন ততদিন পর্যন্ত তারা আইনত স্বামী স্ত্রী।

স্ত্রী যদি স্বামীকে বলেন– 'তোমাকে আমার কাছে কুকুরের মত মনে হয়'

প্রশ্ন-১৩৭৬. স্ত্রী যদি স্বামীকে বলেন– 'তোমাকে আমার কাছে কুকুরের মত মনে হয়' তাহলে বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হবে কি?

উত্তর ঃ স্ত্রীর এরূপ কথায় বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয় না। কিন্তু এরূপ কথা বলা মারাত্মক গুনাহ। সেজন্য তওবা করা উচিৎ।

কোনো মহিলার ২০টি সন্তান হলে বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয় কি?

প্রশ্ন-১৩৭৭. আমাদের এখানে মহিলারা বলে থাকেন, কোনো মহিলা যদি বিশটি সন্তান প্রসব করেন তাহলে স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে পড়াতে হবে, এ মাসয়ালা কি ঠিক? মেহেরবানী করে জানবেন।

উত্তর ঃ মহিলাদের এ ধরনের কথাবার্তার শরঈ কোনো ভিত্তি নেই।

বিয়ের আরও কতিপয় মাসয়ালা

ভুলে স্ত্রী পরিবর্তন হয়ে গেলে

প্রশ্ন-১৩৭৮. সহোদরা দু'বোনের একই দিনে বিয়ে হলো। এক বোনের শ্বশুর বাড়ি হায়দ্রাবাদ এবং আরেক জনের ফয়সালাবাদ। রওয়ানার সময় ভুলে হায়দ্রাবাদযাত্রী কনেকে ফয়সালাবাদ এবং ফয়সালাবাদযাত্রী কনেকে হায়দ্রাবাদ পাঠিয়ে দেয়া হলো। রাত অতিবাহিত হওয়ার পর বাড়ির লোকজন ব্যাপারটি আঁচ করতে পারলেন। খবরটি পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিলো। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? তাদের বিয়ে কি বাতিল হয়ে যাবে নাকি বলবত থাকবে? বেগানা পুরুষের সাথে রাত যাপনের পরিণতিই বা কী?

উত্তর ঃ উপরোক্ত ঘটনার ফায়সালা নিম্নরূপ ঃ

১. দুই বোনের বিয়েই বলবত থাকে। এ ভুলের জন্য বিয়েতে কোনো প্রভাব পড়বে না।

২. উভয়ে স্ত্রী মনে করে তাদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন সেজন্য কোনো কাফফারা প্রদান করতে হবে না। ফিক্হী পরিভাষায় একে 'সন্দেহজনক সঙ্গম' বলা হয়। যার বিধান বৈধ সঙ্গমের মত।

৩. যারা ভুলে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাদের উপর দেনমোহর ওয়াজিব হয়ে গেছে। যে মহিলার সাথে ভুলে রাত কাটিয়েছেন তাকে দিতে হবে। (অবশ্য যে

মহিলা নিজের স্ত্রী হিসেবে এসেছে তাকে তো নির্দিষ্ট দেনমোহর দিতেই হবে। এটি অতিরিক্ত।)

৪. দুই বোনের জন্যই ইদ্দত পালন বাধ্যতামূলক। ইদ্দত শেষ হলে যার যার স্বামীর কাছে চলে যাবেন।

৫. ভুলে সহবাসের কারণে মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়লে গর্ভের সন্তান বৈধ বলে গণ্য হবে এবং সেই সন্তান যিনি ভুলে সহবাস করেছেন তার সন্তান হিসেবে পরিচিত হবে।

এই হচ্ছে মাসয়ালার ফিক্হী ও আইনগত দিক। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার (রহ) একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা শামী (রহ) দুররু মুখতারের পাদটীকায় লিখেছেন– ইমাম আবু হানিফার (রহ) কাছে একবার এ ধরনের সমস্যার কথা বলা হলো সমাধানের জন্য। তিনি উভয় ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন– 'যে মেয়েটির সাথে রাত যাপন করলে তাকে তোমার পছন্দ হয় কি?' তারা উভয়ে উত্তর দিলো 'হ্যাঁ, পছন্দ হয়'। তোমরা দু'জনেই তোমাদের বিবাহিত স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও এবং যাকে নিয়ে রাত কাটিয়েছো তাকে বিয়ে করে নাও। ইদ্দত পালনের প্রয়োজন নেই। বললেন ইমাম আবু হানিফা (রহ)। তখন তাই করা হলো। এ ব্যবস্থা অনেক আলিমেরই পছন্দ।

অজান্তে সহোদরাকে বিয়ে করা

প্রশ্ন-১৩৭৯. না জেনে এক ব্যক্তি তার সহোদরাকে বিয়ে করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে ছোট বেলায় তার বোন হারিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে সেই বোনের সাথেই তার বিয়ে হয়। চার বছর পর্যন্ত দু'জনের কেউই জানতেন না তারা আপন ভাইবোন। ইতিমধ্যে তাদের দু'ছেলে ও এক মেয়ে হয়েছে। বর্তমানে তারা জানতে পেরেছেন, স্বামী স্ত্রী হলেও তারা মূলত আপন ভাই বোন। এমতাবস্থায় তাদের করণীয় কি? কুরআন সুন্নাহর আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ অজান্তে যা কিছু ঘটে গেছে সে জন্য গুনাহ হবে না। জানার পরে অবিলম্বে উভয়ের পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত। তালাকের প্রয়োজন নেই। তবে মহিলাকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে এবং ভাই এর উপর দেনমোহর প্রদান বাধ্যতামূলক। সন্তান পিতার বৈধ সন্তান বলেই স্বীকৃতি লাভ করবে। বোনকে বাড়িতে রাখায় কোনো দোষ নেই কিন্তু এরা পরস্পর স্বামী স্ত্রী ছিলেন বিধায় একত্রে না থাকাই উত্তম। কারণ শয়তান যে কোনো মুহূর্তে তাদেরকে পাপের পথে নিয়ে যেতে পারে।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সাথে তার শ্বশুর বাড়ির সম্পর্ক

প্রশ্ন-১৩৮০. স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন স্বামীর ছোট ভাইয়ের সাথে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন কি না? নাকি স্ত্রীর ইচ্ছেমত অন্যত্র বিয়ে করতে পারেন?

উত্তর ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ১৩০ দিন (৪ মাস ১০ দিন) বিধবার ইদ্দত পালন করবেন। এ ইদ্দত পালন করা তার জন্য ওয়াজিব। ইদ্দত শেষ হবার পর তিনি স্বাধীন। যেখানে ইচ্ছে বিয়েতে মত দিতে পারেন। এতে বাধা দেয়ার কোনো অধিকার শ্বশুরবাড়ির লোকদের নেই।

স্বামীর এঁটে স্ত্রী খেতে পারেন কি?

প্রশ্ন-১৩৮১. স্ত্রী তার স্বামীর এঁটে বা ঝুঁটা কোনো খাদ্য খেতে পারবেন কি?

উত্তর ঃ অবশ্যই খেতে পারবেন। এতে কোনো দোষ নেই।

গর্ভাবস্থায় বিয়ে

প্রশ্ন-১৩৮২. আমার বান্ধবীর স্বামী তাকে তালাক দিয়েছেন। সে দু'মাসের গর্ভবতী। এ তালাক কি কার্যকর হবে? যদি হয় তাহলে সে আরেক জায়গায় বিয়ে বসতে পারবে কি? কারণ তার আপনজন বলতে এমন কেউ নেই, যার কাছে সে থাকতে পারে।

উত্তরঃ গর্ভাবস্থায় প্রদত্ত তালাক কার্যকর হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত। সন্তান প্রসবের আগ পর্যন্ত তিনি ইদ্দত পালনরত অবস্থায় থাকেন। এ সময় তিনি কোথাও বিয়ে বসতে পারেন না। সন্তান প্রসবের সাথে সাথে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি যেখানে খুশি বিয়ে বসতে পারেন। তালাকপ্রাপ্তা যতদিন ইদ্দত পালনরত অবস্থায় থাকেন ততদিন তার খরচপাতির দায়িত্ব (তালাকদাতা) স্বামীর।

তালাক অধ্যায়

তালাক দেয়ার নিয়ম

প্রশ্ন-১৩৮৩. তালাক দেয়ার সঠিক নিয়ম কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ তালাক দেয়ার তিনটি নিয়ম আছে।

১. মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন না করে স্ত্রীকে এক তালাক দেয়া। এটি 'রিজঈ তালাক' হিসেবে পরিগণিত হবে। স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে স্বামী যদি দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বলবত রাখতে পারবেন। (এজন্য কোনো কিছু করতে হবে না, শুধু সিদ্ধান্তই যথেষ্ট)। আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তারপর স্বামী সেই স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রাখতে চায় তাহলে কেবল নতুন করে (দেনমোহর নির্দিষ্টসহ) বিয়ে করে নিলেই হবে। আর যদি স্ত্রী আগের স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে বসতে রাজী না হন তাহলে তিনি অন্য জায়গায়ও বিয়ে বসতে পারেন। এ পদ্ধতির তালাক সবচেয়ে উত্তম।

২. ধারাবাহিকভাবে তিনটি মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর প্রতি পবিত্রাবস্থায় একটি করে মোট তিনমাসে তিনটি তালাক দেয়া। এ পদ্ধতিটি তত উত্তম নয়। কারণ স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর পুনরায় স্বামী তাকে বিয়ে করতে চাইলে হালালা (অর্থাৎ অন্য জায়গায় বিয়ে) না করে স্বামী নতুনভাবে বিয়ে করতে পারবেন না।

৩. এ পদ্ধতির তালাককে 'বিদ'আত তালাক' বলা হয়। এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। যেমন–

- স্ত্রীকে মাসিকের সময় তালাক দেয়া।
- মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর তার সাথে দৈহিক মিলনের পর তাকে তালাক দেয়া।
- একসাথে কিংবা একই অনুষ্ঠানে অথবা একই পবিত্রাবস্থায় তিন তালাক দেয়া।

কেউ যদি উপরিউক্তভাবে 'বিদ'আত তালাক' দেন তাহলে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে কিন্তু তালাক প্রদানকারী গুনাহগার হবেন।

মুখে কিছু না বলে তালাকনামায় শুধু স্বাক্ষর করা

প্রশ্ন-১৩৮৪. জোর করে তালাকনামায় স্বাক্ষর করিয়ে নিলেই কি স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে? যদি মুখে কিছু না বলে তবুও?

উত্তর ঃ যদি অন্য কেউ তালাকনামা লিখে তাতে জোর করে স্বাক্ষর নেয়, তাহলে তালাক হবে না। স্বামী নিজে তালাকনামা লিখলে কিংবা মুখে তালাকের কথা উচ্চারণ করলে তালাক হয়ে যাবে।

তালাকের সময় স্ত্রীকে কি দিতে হবে

প্রশ্ন-১৩৮৫. স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে কিভাবে দিতে হবে? তালাকের সময় তাকে কত টাকা দেয়া উচিত?

উত্তর ঃ তালাক মৌখিকভাবে দেয়া হোক কিংবা লিখিতভাবে, সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে— তাকে একটি মাত্র তালাক দিতে হবে। ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে না নিলে ইদ্দত শেষে সে পুরোপুরি তালাক হয়ে যাবে। তালাকের আগে যদি স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস হয়ে থাকে তাহলে দেনমোহরের পুরা টাকাই তাকে দিতে হবে। সেই সাথে এক সেট কাপড় (একটি শাড়ি, শায়া ও ব্লাউজ কিংবা একটি সালোয়ার, কামিজ এবং ওড়না) দেয়া উত্তম। আর যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে দেন মোহরের অর্ধেক টাকা তাকে পরিশোধ করতে হবে।

স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে উঠিয়ে নেয়ার আগেই তালাক দিলে

প্রশ্ন-১৩৮৬. এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে কিন্তু বাপের বাড়ি থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়নি। এমতাবস্থায় ছেলে একবার মেয়েকে বললো, 'তোমাকে তালাক দিয়েছি'। তারপর চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। তালাক কার্যকর হয়েছে কি?

উত্তর ঃ একবার একথা বলায় এক তালাক বাইন হয়ে যায়। স্বামীর সাথে নির্জনবাস হয়নি এমন স্ত্রীকে তালাক দিলে তার ইদ্দত পালন করতে হবে না। সে যখন খুশী তখন অন্য জায়গায় বিয়ে বসতে পারে। এমনকি তালাকদাতা স্বামীর সাথে যদি পুনরায় বিয়ে বসতে চায় তাও পারবে।

প্রশ্ন-১৩৮৭. আমার এক বন্ধু বিয়ের পর স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে উঠিয়ে আনার আগেই লোকের কথায় তালাক দিয়ে দেয়। এখন আবার সেই মেয়েকেই আমার বন্ধু পুনরায় বিয়ে করতে চাচ্ছেন, এটি জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ যদি আপনার বন্ধু সেই মহিলাকে এক তালাক দিয়ে থাকেন তাহলে পুনরায় বিয়ে হওয়া সম্ভব। যদি তিনি একসাথে তিন তালাক দিয়ে থাকেন তাহলে সেই মহিলার অন্য জায়গায় বিয়ে হওয়ার আগে তাকে বিয়ে করতে পারবেন না।

রিজঈ তালাক

রিজঈ তালাকের ধরন

প্রশ্ন-১৩৮৮. রিজঈ তালাক কাকে বলে? রিজঈ তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ রিজঈ তালাক বলতে বুঝায় স্বামী তার স্ত্রীকে একবার কিংবা দু'বার সুস্পষ্টভাবে তালাক শব্দটি উচ্চারণ করে তালাক দেবেন। তার সাথে আর কোন শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করতে পারবেন না, যাতে বুঝা যায় তিনি খুব দ্রুত দাম্পত্য সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চান।

রিজঈ তালাকের ফলাফল

রিজঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বামীর বিবাহ বন্ধনেই থাকেন। তাই স্বামী ইচ্ছে করলে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে যে কোনো সময় সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে পারেন। পুনর্বহালের সময় বলতে পারেন 'আমি তালাক প্রত্যাহার করে নিলাম' কিংবা যদি কিছু না বলে (গ্রহণ করার নিয়তে) স্ত্রীর গায়ে হাত লাগান অথবা এমন কোনো আচরণ করেন যাতে বুঝা যায় তারা দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল রাখতে চান, তাহলে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বলবত হয়ে যাবে। সেজন্য নতুন করে বিয়ে পড়ানোর প্রয়োজন নেই।

অবশ্য এরূপ সম্পর্ক স্থাপন ছাড়াই স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন স্বামীর কথা কিংবা আচরণ সেই তালাক প্রত্যাহার করাতে পারবে না। স্ত্রী পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে যাবেন। ইচ্ছে করলে তিনি অন্য জায়গায় বিয়ে বসতে পারবেন। আর যদি তারা উভয়ে সংশোধন হয়ে পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে চান, তাহলে নতুনভাবে দেনমোহর নির্দিষ্ট করে পুনরায় বিয়ে করতে হবে। (এক্ষেত্রে স্ত্রীর অন্য জায়গায় বিয়ে হওয়া শর্ত নয়)।

যদি স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নেয়া হয় (যাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'রুজু' বলে) তাহলে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল হবে ঠিকই কিন্তু স্বামী যে ক'টি তালাক প্রয়োগ করেছিলেন তা আর পুনরায় প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে না। অবশিষ্ট তালাক প্রদান করতে পারবেন। কারণ স্বামী সর্বসাকুল্যে তিনটি তালাক প্রদানের অধিকারী।

আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, স্বামী যদি কখনও স্ত্রীকে অবশিষ্ট তালাক কিংবা অবশিষ্ট এক তালাক প্রদান করেন (যা তার ক্ষমতায় থাকে) তখন আগে প্রদত্ত তালাকের

সংখ্যা তার সাথে যোগ হবে। যেমন কেউ যদি প্রথমবার স্ত্রীকে দুটো রিজঈ তালাক প্রদান করেন তারপর স্ত্রীকে প্রত্যাহার করে নেন, পরে আর মাত্র একটি তালাক দেয়ার ক্ষমতা তার হাতে থাকবে। তিনি যখনই সেই স্ত্রীকে আর একটি তালাক দেবেন তখন আগের দুটোসহ মোট তিনটি তালাক স্ত্রীকে দিয়েছেন বলে গণ্য করা হবে এবং স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। ইদ্দত শেষে অন্য জায়গায় বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সেই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না।

'সে আমার বাড়ি থেকে চলে যাক' একথায় তালাক কার্যকরী হবে কি?

প্রশ্ন-১৩৮৯. দুবাই থেকে আমি আমার স্ত্রীর বাপ মাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, 'আমি আপনাদের মেয়েকে তালাক দিতে চাচ্ছি, দাম্পত্য কলহের কারণে। সে যেন আমার বাড়ি থেকে চলে যায়। আমি এসে যেন তার চেহারা না দেখি।' মেহেরবানী করে জানাবেন, এতে কি আমার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে?

উত্তর ঃ এতে স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। তিনি ইচ্ছে করলে ইদ্দত শেষে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন।

রিজঈ তালাকের পর ক'দিন পর্যন্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখা যায়

প্রশ্ন-১৩৯০. রিজঈ তালাকের পর স্ত্রীকে কতদিন পর্যন্ত ফিরিয়ে রাখা যায়? দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা কি ফিরিয়ে নেয়ার শর্ত?

উত্তর ঃ ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত রিজঈ তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। মহিলাদের ইদ্দত তিন ধরনের হয়ে থাকে।

১. গর্ভবতী : গর্ভবতীর ইদ্দত প্রসবের আগ পর্যন্ত। প্রসবের পর তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। প্রসব তাড়াতাড়ি হোক কিংবা বিলম্বে।

২. নিয়মিত মাসিক হয় এমন মহিলা : যেসব মহিলার নিয়মিত মাসিক হয় তাদের ইদ্দত পরপর তিনটি মাসিক পর্যন্ত। তালাকের পর যখন সে তৃতীয় মাসিক থেকে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তার ইদ্দতও শেষ হয়ে যাবে।

৩. এমন মহিলা, যাদের মাসিক হয় না : এরা এমন মহিলা যাদের মাসিক হয় না কিংবা তারা গর্ভবতীও নয়, তাদের ইদ্দত তিন মাস।

রিজঈ তালাকের পর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চান তাহলে মুখে বললেই হবে, 'আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম।' ব্যস্, তালাক প্রত্যাহার হয়ে যাবে। আর যদি মুখে কিছু না বলে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে কিংবা দাম্পত্য আকর্ষণ নিয়ে তার গায়ে হাত রাখে, তবু তালাক প্রত্যাহার হয়ে যাবে।

কেউ যদি তার স্ত্রীকে এক মাসের জন্য এক তালাক দেয়

প্রশ্ন-১৩৯১. আমার ভাই তার স্ত্রীকে অবাধ্যতার কারণে এক মাসের জন্য এক তালাক দিয়েছেন। তার বক্তব্য ছিল– 'আমি তোমাকে এক মাসের জন্য এক তালাক দিলাম। একমাস পর তুমি আমার স্ত্রী হিসেবে ফিরে আসবে।' এতে তার স্ত্রী কি একমাস পর পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে? যদি না হয় তাহলে কী করতে হবে?

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট কোনো সময়ের জন্য তালাক হয় না। তালাক সারা জীবনের জন্যই কার্যকরী হয়। আপনার প্রশ্নানুযায়ী এক তালাক কার্যকরী হবে এবং এক মাস পর প্রদত্ত তালাক প্রত্যাহার হয়ে যাবে। স্ত্রী, স্ত্রী হিসেবেই থাকবে কিন্তু আপনার ভাইয়ের হাতে পরবর্তীতে মাত্র দুটো তালাক প্রদানের ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে।

তালাকের কথা উল্লেখ করে স্ত্রীকে চিঠি পাঠালে স্ত্রী যদি সেই চিঠি না পান তাহলে তালাক হবে কি?

প্রশ্ন-১৩৯২. আমার এক বন্ধুর বিয়ের ৩ মাস পর তার স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যান। তার ভাইয়ের সাথে। এ ঘটনায় আমার বন্ধু রাগ করে তার স্ত্রীকে এক তালাকের কথা উল্লেখ করে একটি চিঠি রেজেস্ট্রি করে পাঠান। আমরা যারা তার হিতাকাংখী তারা সেই চিঠি ডাকঘর থেকে নিয়ে বন্ধুর কাছেই ফেরত পাঠিয়ে দেই। এখনও সেই চিঠি তার কাছেই রয়েছে। তার স্ত্রী এ ঘটনার কিছুই জানেন না। এমতাবস্থায় স্ত্রী তালাক হবে কি?

উত্তর ঃ যদি রেজেস্ট্রি চিঠিতে এক তালাকের কথা লিখে থাকেন তাহলে লিখার সময়ই রিজঈ এক তালাক কার্যকরী হয়ে গেছে। স্ত্রীর কাছে চিঠি পৌছানো কিংবা স্ত্রীকে অবহিত করা শর্ত নয়। তাই সেই চিঠি যদি স্ত্রীর কাছে না পৌছে থাকে কিংবা স্ত্রীকে তালাকের কথা না জানানো হয় তবু তালাক হয়ে যাবে। তবে সেটি হবে প্রত্যাবর্তন যোগ্য এক তালাক (রিজঈ এক তালাক)। ইদ্দতের মধ্যেই স্ত্রীকে প্রত্যাহার করে নেয়া যাবে। আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তাহলে পুনরায় বিয়ে করে নিতে হবে।

গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে সেই তালাক প্রত্যাহার করা যাবে কি?

প্রশ্ন-১৩৯৩. আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি তখন সে পাঁচ মাসের গর্ভবতী ছিলো, এখন প্রসবের সময় খুব কাছাকাছি। এমতাবস্থায় তাকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ যদি রিজঈ তালাক দিয়ে থাকেন তাহলে প্রসবের আগ পর্যন্ত আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। প্রসবের সাথে সাথে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে তখন আর তাকে ফিরিয়ে নেয়ার কোনো অধিকার আপনার থাকবে না। অবশ্য উভয়ের সম্মতিতে পুনরায় আপনাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে।

এক অথবা দুই তালাক দেয়া

প্রশ্ন-১৩৯৪. আমরা শুনে আসছি তিন তালাক না দেয়া পর্যন্ত স্ত্রী তালাক হয় না কিন্তু আপনি বলছেন একটি কিংবা দু'টি তালাক দিলেই স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। কিভাবে?

উত্তর ঃ একটি তালাক দিলেও স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। আর দুটি দিলে তো হবেই। এক অথবা দুই তালাক দেয়ার সুবিধা হচ্ছে– চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে কিন্তু তিন তালাক দিলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার আর কোনো সুযোগই অবশিষ্ট থাকে না। সাধারণ মানুষের যে ধারণা, তিন তালাক না দিলে তালাক হবে না, তা ভুল।

দুই তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে প্রত্যাহার

প্রশ্ন-১৩৯৫. এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়েছেন। এখন কিছু লোক বলছেন, কাফ্ফারা দিয়ে স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে। এটি বৈধ হবে কি?

উত্তর ঃ যদি তিনি স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়ে থাকেন তাহলে ইদ্দতের মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তবে পুনরায় তাকে বিয়ে করে আনতে হবে। এজন্য কোনো কাফফারা দিতে হবে না।

বাইন তালাক

বাইন তালাকের পরিচয়

প্রশ্ন-১৩৯৬. তালাকে বাইন কী? যদি তিনবার কিংবা তার চেয়ে বেশী বার বলা হয়– 'তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই' অথবা বলা হয় 'তোমাকে মুক্ত করে দিলাম,' তারপর সেই স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করা যাবে কি?

উত্তর ঃ তালাক তিন প্রকার ঃ ১. রিজঈ তালাক ২. বাইন তালাক ৩. মুগাল্লাযা তালাক।

১. রিজঈ তালাক ঃ স্পষ্টভাবে এক বা দু তালাক দেয়াকে রিজঈ তালাক বলা হয়। এ প্রকার তালাকে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বিয়ে বলবত থাকে। স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে তালাক প্রত্যাহার করতে পারেন। ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে প্রত্যাহার করে নিলে বিয়ে আগেরটিই ঠিক থাকবে, নতুন করে বিয়ে করার প্রয়োজন নেই। তবে যে কটি তালাক প্রয়োগ করা হবে তা আর পুনরায় প্রয়োগ করার ক্ষমতা তার থাকবে না। ভবিষ্যতে শুধু অবশিষ্ট তালাক-ই প্রয়োগ করতে পারবেন। যেমন এক তালাক প্রয়োগ করে থাকলে পরে আর মাত্র দুটো তালাক প্রয়োগের ক্ষমতা তার থাকবে। আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তাহলে তালাক কার্যকরী হয়ে যাবে। আগের বিয়ে আর অবশিষ্ট থাকবে না।

ইদ্দত শেষ হবার পর উভয়ে চাইলে পুনরায় নতুন করে বিয়ে হতে পারে।

২. বাইন তালাকঃ অস্পষ্ট কোনো কথার মাধ্যমে তালাক দেয়া কিংবা তালাকের সাথে এমন কিছু কথা জুড়ে দেয়া যা তালাককে শক্তিশালী হিসেবে প্রকাশ করবে বলে ধারণা করা। যেমন বলা হলো– 'তোমাকে শক্ত তালাক' কিংবা বলা হলো 'তোমাকে অনেক লম্বা চওড়া তালাক', এরূপ তালাককে 'বাইন তালাক' বলা হয়।

বাইন তালাকের দ্বারা স্ত্রীর সাথে বিয়ের সম্পর্ক সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়, তাই স্বামী চাইলেও ইদ্দতের মধ্যে আর দ্বিতীয়বার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন না। অবশ্য উভয়ে রাজী থাকলে ইদ্দতের মধ্যে কিংবা ইদ্দত শেষে পুনরায় নতুন করে বিয়ে করতে পারেন।

৩. মুগাল্লাযা তালাকঃ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়া হলে (চাই তা এক সাথে হোক কিংবা পৃথক পৃথকভাবে) তাকে মুগাল্লাযা তালাক বলা হয়। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যায়। অন্য কোথাও বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সেই স্ত্রী আগের স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলেন– 'তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই' তাহলে এক তালাক বাইন হবে। এরূপ অস্পষ্ট কথার মাধ্যমে তালাক হলে তাকে 'কিনায়া তালাক' (অস্পষ্ট বাক্যের তালাক) বলে। এরূপ কথা বার বার বললেও তা এক তালাক বাইন হিসেবে গণ্য হবে। প্রথম বারের কথা তালাক হিসেবে পরিগণিত হবে, অবশিষ্ট কথা অতিরিক্ত বিবেচিত হবে।

'আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম'– এরূপ কথা সুস্পষ্ট অর্থ বহন করে বিধায় তালাক হয়ে যাবে। একে 'সরীহ তালাক' (সুস্পষ্ট ভাষায় তালাক) বলে। এরূপ

বাক্য একবার কিংবা দুবার বললে 'রিজাঈ তালাক' হিসেবে গণ্য হবে। আর তিনবার বললে 'মুগাল্লাযা তালাক' হিসেবে পরিগণিত হবে।

'আজ থেকে তুমি আমার জন্য হারাম' এরূপ কথায় তালাক

প্রশ্ন-১৩৯৭. কিছুদিন হয় আমার স্ত্রী আমার মায়ের সাথে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। প্রায়ই সে এমন করে। এবার আমি তাকে আনতে গিয়েছিলাম, মা সহ। সে আমার সামনেই মাকে গালিগালাজ করতে থাকে। আমি রাগ করে তার মা বাপের সামনেই বলি– 'আজ থেকে তুমি আমার জন্য হারাম'। মেহেরবানী করে জানাবেন এতে তালাক হয়েছে কিনা? হলে তো ভালো, নইলে আমি তাকে তালাক দিতে চাই, অবশ্য সে সাত মাসের গর্ভবতী।

উত্তর ঃ 'আজ থেকে তুমি আমার জন্য হারাম' একথায় আপনার স্ত্রী এক তালাক বাইন হয়ে গেছে। প্রসবের সাথে সাথে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। তখন সে অন্য জায়গায় বিয়ে বসতে পারবে। আর যদি আপনার রাগ চলে যায় তখন চাইলে আপনিও পুনরায় বিয়ে করতে পারবেন। অবশ্য আপনি বিয়ে করতে চাইলে ইদ্দতের মধ্যেও পুনরায় বিয়ে হতে পারে।

কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– 'তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও, তালাক লিখে পাঠিয়ে দেবো'

প্রশ্ন-১৩৯৮. কেউ যদি রাগ করে তার স্ত্রীকে বলে 'তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও, তালাক লিখে পাঠিয়ে দেবো' তাহলে স্ত্রী তালাক হবে কি?

উত্তর ঃ স্বামী যদি তালাকের নিয়তে এরূপ বলেন তাহলে এক তালাক বাইন হয়ে যাবে। এরপর নতুন করে বিয়ে ছাড়া স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক অব্যাহত রাখা জায়েয নেই।

'আমি মুক্ত করে দিলাম'–এরূপ কথায় তালাক

প্রশ্ন-১৩৯৯. আজ থেকে দু'বছর আগে আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়। আমি রাগ করে বাপের বাড়ি চলে আসি। তখন আমার স্বামী আমার আব্বাকে এক চিঠিতে জানান 'আমি অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ থেকে আপনার মেয়েকে মুক্ত করে দিলাম'। তারপর আমি যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছি সে রাজী হয়নি, বলে পাঠিয়েছে তুমি এখন বেগানা মহিলা, তোমার সাথে দেখা করা জায়েয নেই। আমার কোলে এক বাচ্চা, এখন আমি কি করতে পারি?

উত্তর ঃ আপনার স্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী বুঝা যায়, এক তালাক বাইন হয়েছে। আপনারা পুনরায় মিলিত হতে চাইলে আপনাদের আবার নতুন করে বিয়ে হতে হবে।

'আমি তোমার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করলাম'– এরূপ বললে তালাক হবে কি?

প্রশ্ন-১৪০০. আমার স্ত্রী ঝগড়ার এক পর্যায়ে আমার কাছে তালাক চাইলো, আমিও রাগ করে বলেছি—'যাও আমি তোমার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করলাম' —এতে তালাক হবে কি?

উত্তর ঃ 'আমি তোমার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করলাম'—একথায় আপনার স্ত্রী বাইন তালাক হয়ে গেছে। পুনরায় বিয়ে ছাড়া দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল করার আর কোনো উপায় অবশিষ্ট নেই।

'সে আমার স্ত্রী নয়' এরূপ বললে তালাক

প্রশ্ন- ১৪০১. একদিন আমার স্ত্রীর সাথে তুমুল ঝগড়া হলো। রাগ করে বলে ফেললাম, 'সে আমার স্ত্রী নয়, স্ত্রী হিসেবে আমি তাকে স্বীকার করিনা'। আমি তালাক শব্দটি উচ্চারণ করিনি—এতে কি আমার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে? এজন্য আমার করণীয় কি?

উত্তর ঃ এ কথাগুলো তালাকে কিনায়া (অস্পষ্ট বাক্যে তালাক) এর। এরূপ কথায় স্ত্রী এক তালাক বাইন হয়ে যায়। দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল করতে চাইলে স্ত্রীকে নতুন করে বিয়ে করতে হবে।

মুগাল্লাযা তালাক

তিন তালাক দিলে তার প্রতিকার

প্রশ্ন-১৪০২. আপনি নবী করীম (সা) এর যুগের এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করুন, যেখানে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর তিনি নবী করীম (সা) এর কাছে গিয়ে ফায়সালা চেয়েছেন আর নবী করীম (সা) ফায়সালা দিয়েছেন।

উত্তর ঃ রিফা'আ কুরাজীর স্ত্রীর ঘটনা হযরত আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস ইমাম বুখারী (রহ) তাঁর বুখারী শরীফে উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে– রিফা'আ (রা) তাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। পরে তিনি আবদুর রহমান ইবনু যুবাইরের কাছে বিয়ে বসেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আবদুর রহমান (রা) সম্পর্কে নালিশ করলেন, তিনি স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম নন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আবার রিফা'আর কাছে ফিরে

যেতে চাও?' তিনি সম্মতিসূচক উত্তর দিলে নবী করীম (সা) বললেন- 'না, তা হতে পারেনা, যতক্ষণ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না হবে।' মূল হাদীসটি নিচে দেয়া হলো-

حَدَّثَنَا سَعِيْدِ ابْنِ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ عَقِيْلُ عَنْ ابْنُ شَهَابِ قَالَ اَخْبَرْنِى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتَه اَن امْرَاَةُ رِفَاعَةَ الْقُرُظِيِّ جَاءَتْ اِلى رَسُوْل اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّهِ اِنْ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِىْ فَبَتَّ طَلاَقِىْ وَاِنِّى نَكَحْتُ بَعْدَه عَبْدَ الرَّحْمنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَه اِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لَعَلَّكَ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِىْ اِلى رِفَاعَةِ لاَحَتَّى يَذُوْقُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَه ـ (صحيح البخارى رقم الحديث : ٧٩١)

এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ফাতিমা বিনতে কায়েসের, যা সহীহ্ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে। তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন।

তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া

প্রশ্ন-১৪০৩. 'এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হয়ে যায়, হালালা (অন্যত্র বিয়ে) ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার আর কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকে না-' এটি হানাফী মাযহাবের অভিমত। কিন্তু আহলে হাদীসরা বলেন, নবী করীম (সা) এর সময়ে আবু রুকানা উম্মে রুকানাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। যখন সেই বিচার রাসূল (সা) এর দরবারে পৌছলো তখন নবী করীম (সা) তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি দিলেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ সাহাবাদের কিয়াস ও চার ইমাম সকলেই একথার উপর একমত যে, তিন তালাক একই শব্দে দেয়া হোক কিংবা একই স্থানে, তা তিন তালাক হিসেবেই গণ্য হবে। আবু রুকানার যে ঘটনার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন তাতে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। সঠিক কথা হচ্ছে আবু রুকানা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেননি। দিয়েছিলেন তালাকে আলবাত্তা। যেহেতু অন্যান্য হাদীসে এ ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে এবং সাহাবা কিরাম (রা) ও ইমামগণ সকলেই একমত, সেখানে মতবিরোধের কোনো অবকাশ নেই। আহলে হাদীস ভাইদের ফতোয়াকে সঠিক বলা যেতে পারে না।

'হালালা' (হিল্লা বিয়ে) এর পরিচয়

প্রশ্ন- ১৪০৪ হালালা জায়েয নাকি নাজায়েয? কুরআন হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানাবেন। এক ব্যক্তি জেনে বুঝে তার স্ত্রীকে তিনবার তালাক শব্দটি উচ্চারণ করে তালাক দিয়েছেন। তারপর হালালা করে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর পুনরায় বিয়ে করেছেন। হালালা হয়েছিলো এভাবে- সবকিছু জানিয়ে এক ব্যক্তির কাছে সেই মহিলাকে বিয়ে দেয়া হয়। তিনি তার সাথে দৈহিক মিলন না করেই দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে তিন তালাক দেন। ইদ্দত শেষ হবার পর সেই মহিলাকে আগের স্বামী নতুন করে বিয়ে করে নেন এবং পুনরায় ঘর সংসার শুরু করেন। এই হালালা শরঈ দৃষ্টিতে সঠিক হয়েছে কি? এমতাবস্থায় সেই মহিলাকে পুনরায় বিয়ে করা কতটুকু ঠিক হয়েছে?

উত্তর ঃ কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে- যদি কেউ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় তাহলে সেই স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষ হলে সে আরেক জায়গায় (সঠিকভাবে) বিয়ে বসবে। সেই স্বামী তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পর যদি মারা যায় কিংবা কোনো কারণে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়, তখন সেই মহিলা তালাকের ইদ্দত পালন করবে। এরপর যদি সে আগের স্বামীর সাথে বিয়ে বসতে চায় তখন বসতে পারে, জায়েয আছে। এটিই হচ্ছে 'হালালা'র শরঈ পদ্ধতি।

তিন তালাকপ্রাপ্তা কোনো মহিলাকে এই শর্তের উপর বিয়ে দেয়া, সহবাসের পরপরই তাকে তালাক দিতে হবে, তাহলে বিয়ে হবে কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

এরূপ শর্তসাপেক্ষে যারা হালালা করাবে এবং যে করবে উভয় পক্ষকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। অভিশাপের পরও যদি কেউ বিয়ে করে সহবাসের পর তালাক দিয়ে দেয়- তাহলে ইদ্দত শেষে সেই মহিলা আগের স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে বসতে পারে। যদি যৌন মিলন ছাড়া তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সেই মহিলা আগের স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে বিয়ের সময় যদি কোনো শর্তারোপ করা না হয় এবং সেই ব্যক্তি বিয়ের পর দৈহিক মিলনের পরে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তা অভিশাপের কারণ হবে না। তদ্রূপ যদি স্ত্রী মনে মনে এই চিন্তা করে যে, দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে কোনো মতে তালাক নিয়ে আগের স্বামীর কাছে ফিরে যাবে, তবু কোনো গুনাহ নেই।

'আমি আমার স্ত্রীকে তালাক, তালাক, তালাকে রিজঈ দিলাম' এরূপ বলায় তালাক

প্রশ্ন-১৪০৫. কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়ি থেকে আনতে গেলেন। সেখানে অপ্রিয় কথাবার্তা ও ঝগড়া বিবাদের পর শ্বশুরের হাতে এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে দিলেন, যেখানে লেখা ছিলো– 'আমি আমার স্ত্রীকে তালাক, তালাক, তালাকে রিজঈ দিলাম', এতে স্ত্রী তিন তালাক হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তিন তালাক হয়ে যাবে। তিন তালাকের পর রিজঈ শব্দ বলা বা লেখা অনর্থক। তার কোনো মূল্য নেই।

সন্তানের স্বার্থে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা স্বামীর বাড়ি থাকতে পারেন কি?

প্রশ্ন-১৪০৬. আমার এক বান্ধবীর স্বামী একদিন রাগ করে একটি চিঠি লিখেন কিন্তু চিঠিটি স্ত্রীকে দেননি। তার কাছেই রেখে দিয়েছিলেন। হঠাৎ সেদিন তার স্ত্রীর হাতে সেই চিঠিটি পড়ে যায়। চিঠিতে লিখা ছিলো–

'আমি তোমাকে তিন তালাক দিলাম, গ্রহণ করো' একথায় যদি তালাক হয়ে যায় এবং স্বামী স্ত্রী পৃথক থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সন্তানের কারণে সেই বাড়িতে অবস্থান করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ স্বামী যেহেতু তার স্ত্রীর নামে সেই চিঠি লিখেছেন তাই স্ত্রীর উপর তিন তালাকই কার্যকর হয়ে গেছে। সেই চিঠি স্ত্রীর হাতে পড়ুক বা না পড়ুক। এখন তারা দু'জনই পরস্পরের কাছে অপরিচিতের মত। সন্তানের খাতিরে হয়তো তারা এক বাড়িতে থাকতে পারেন কিন্তু শয়তান তাদের ধোঁকা দিয়ে গুনাহ্র কাজে লিপ্ত করাবে না সেই গ্যারান্টি কে দেবে? সেজন্য উভয়ের উচিত পৃথক পৃথকভাবে থাকা।

তালাকনামা লিখে ছিঁড়ে ফেললে

প্রশ্ন-১৪০৭. কতিপয় দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়ে আমি আমার স্ত্রীর নামে তালাকনামা লিখেছিলাম, পরে তা ছিঁড়ে ফেলেছি। পরে আরেকটি লিখে ডাকে পাঠিয়েছিলাম তাও সে পায়নি। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রীর তালাক কার্যকর হবে কি?

উত্তর ঃ আপনার স্ত্রী তিন তালাক হয়ে গেছে। ফিরিয়ে নেবার আর কোনও উপায় নেই। হ্যাঁ, যদি অন্য জায়গায় বিয়ে হওয়ার পর সেখান থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয় কিংবা সেই স্বামী মারা যায় তখন ইদ্দত শেষে নতুন করে বিয়ে করতে পারেন।

মাসিকের সময় তালাক

প্রশ্ন-১৪০৮. আমার স্বামী রাগ করে আমাকে বলেছেন, 'তোমাকে তালাক দিলাম'। কয়েকবারই একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তখন আমার শরীর অপবিত্র (অর্থাৎ মাসিকের সময়) ছিলো। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ আপনার কথায় বুঝা যায় আপনার স্বামী তালাকের বাক্যটি তিনবারের চেয়েও বেশী বলেছেন, তাই এখন প্রতীকারের আর কোনো উপায়ই অবশিষ্ট নেই। একজন আরেকজনের জন্য হারাম হয়ে গিয়েছেন। আপনার ধারণা মাসিকের সময় তালাক দিলে তালাক হয়না, এটা ঠিক নয়। মাসিকের সময় তালাক দেয়া জায়েয নেই, তবু যদি কেউ তার স্ত্রীকে এসময় তালাক দেন তবে তা কার্যকর হয়ে যাবে।

রাগ হয়ে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে কি

প্রশ্ন-১৪০৯. আমার স্বামী রাগ হয়ে কয়েকবার 'তালাক' বলেছেন কিন্তু সেটি তার মনের কথা ছিলো না। তিনি আরও বলেন, রাগ হয়ে তালাক দিলে তালাক হয়না। আমার বক্তব্য হচ্ছে– যে কোনোভাবেই হোক তালাক বললেই তালাক হয়ে যায়। দু'বছর হয় আমার বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত বিশবার আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছেন। সামান্য ছুঁতোনাতায় তালাক দেন আবার প্রত্যাহার করে নেন। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ জাহেলিয়াতের যুগে স্বামী রাগ করে তার স্ত্রীকে বারবার তালাক দিতো এবং রাগ চলে গেলে প্রত্যাহার করে নিতো। একশ' বার তালাক দিলেও তারা মনে করতো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার আছে। ইসলাম এ রীতিকে চিরদিনের জন্য পাল্টে দিয়েছে। নিয়ম করেছে, স্ত্রীকে দু'বার তালাক দিলে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তৃতীয় বার তালাক দিলে সে চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যাবে। পুনরায় তাকে ফিরিয়ে নেয়ার কোনো অধিকার স্বামীর থাকবে না। তবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি অন্য জায়গায় বিয়ে বসে এবং সেই স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মরে যায় তখন ইদ্দত পালনের পর চাইলে আগের স্বামী তাকে নতুন করে বিয়ে করতে পারবে।

আপনার স্বামী জাহেলী যুগের সেই রেওয়াজের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। আপনি তার জন্য স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে গিয়েছেন। সেই অমানুষটির কাছ থেকে অবিলম্বে আপনি পৃথক হয়ে যান। তার বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। রাগের সাথে তালাক দিলেও

তালাক হয়ে যায়। তাছাড়া তালাক তো রাগ করেই দেয়া হয়, আপোষে তো আর কেউ তালাক দেয়না।

জোর করে তালাক

প্রশ্ন-১৪১০. মা বাবা আমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছেন কিন্তু আমি তালাক দেইনি। স্ত্রীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছি। তাঁরা আরও মুরব্বীসহ আমাকে চেপে ধরেছেন তালাক দেয়ার জন্য। আমি নিরুপায় হয়ে শুধু তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করেছি, স্ত্রীর নাম নেইনি বা তার দিকে ইংগিতও করিনি, এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী তালাক হয়েছে কি?

উত্তর ঃ তখন যেহেতু আপনার স্ত্রীর তালাকের প্রসঙ্গটিই চলছিলো তাই স্ত্রীর নাম না নিয়ে শুধু তালাক শব্দটি তিনবার বলেছেন তাতেই আপনার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। কেননা প্রকারান্তরে তালাক তার দিকেই ধাবিত হয়েছে। দুটো পথ আপনার খোলা ছিলো, হয় স্ত্রীকে তালাক দেবেন, না হয় মা বাবার অবাধ্য হবেন। আপনি প্রথমটিকে বেছে নিয়েছেন, এজন্য তিন তালাক কার্যকরী হয়ে গেছে। আপনারা একে অপরের জন্য হারাম হয়ে গেছেন। তাহ্লীল (অন্যত্র বিয়ে) না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় আপনাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারেনা। এবার আপনার বাবাকে বলুন– তার উদ্দেশ্য তো পুরো হয়ে গেল এবার অন্য জায়গায় আপনাকে যেন বিয়ে করিয়ে আনে।

তিন তালাকের পর স্ত্রীর অন্য জায়গায় বিয়ে হতে হবে তারপর আগের স্বামীর জন্য হালাল হবে, এটি কি স্ত্রীর প্রতি যুল্ম নয়?

প্রশ্ন-১৪১১. দুশ্চরিত্র ও মাদকাসক্ত কোনো ব্যক্তি যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার নম্র-ভদ্র ও দীনদার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং জ্ঞানবুদ্ধি স্বাভাবিক হবার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায় কিংবা নতুন করে বিয়ে করতে চায় তাহলে পারবে কি? যদি না পারে তাহলে উপায়? স্ত্রী অন্য জায়গায় বিয়ে বসে সেই স্বামীর সাথে বিছানায় যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারেনা। তার বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে নিষ্পাপ কোনো লোকের শাস্তি হতে পারেনা, তাহলে স্বামীর দোষে নিরীহ্ কোনো স্ত্রীর কেন শাস্তি হবে। তাকে আরেক স্বামীর জন্য হালাল হতে হবে কেন? একজন নিরপরাধ মহিলার উপর তালাকের মত যুল্ম করার পর তাকে আরেক জায়গায় বিয়ে বসতে হবে কেন? অন্য কোনো আইনের দ্বারা কি এর কোনো প্রতিকার নেই? মেহেরবানী করে কুরআন হাদীসের আলোকে জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ এখানে কয়েকটি কথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া জরুরী।

১. তিন তালাক দেয়ার পর স্ত্রী স্বামীর জন্য স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায়। যতক্ষণ সেই স্ত্রী আরেক ব্যক্তির সাথে বিয়ে বসে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন না করবে এবং সেই ব্যক্তি তাকে তালাক না দেবে কিংবা মৃত্যুবরণ না করবে। তালাক দিলে কিংবা পরের স্বামী মারা গেলে ইদ্দত পালনের পর সেই মহিলা (আগের স্বামীর সাথে নতুন করে) বিয়ের জন্য হালাল হবে। এটি কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট ও অলংঘনীয় ফায়সালা। যার কোনো ব্যতিক্রম কিংবা বিকল্প নেই।

২. কুরআনুল কারীমের ফায়সালা মহিলাদের জন্য শাস্তি নয় বরং অত্যাচারিত মহিলার সপক্ষে দুষ্ট ও অত্যাচারী স্বামীর বিরুদ্ধে শাস্তি। এ শাস্তির মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেন নীরব ঘোষণা— এ ভদ্র মেয়েটির সাথে সংসার করার উপযুক্ত তুমি নও, তাই আমি একে অন্য জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা করছি। পুনরায় বিয়ে করে তোমার কাছে রাখবে সেই অধিকারটুকুও নেই। যতদিন তুমি হাড়ে হাড়ে টের না পাবে যে, একজন ভদ্র মহিলাকে তিন তালাক দেয়ার পরিণতি কত মারাত্মক।

৩. মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতির (ফিতরাতের) যিনি স্রষ্টা তার আইন মযলুম মহিলাদের কল্যাণের জন্য। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এসব নির্বোধ মহিলারা যে যালিম (স্বামী) তাদের উপর যুল্‌ম করলো তাদের সাথেই থাকার জন্য ব্যাকুল, যিনি তাদের কল্যাণের জন্য আইন করলেন, উল্টো তাকেই যালিম হিসেবে চিহ্নিত করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। এমন ব্যক্তি যে নেশাগ্রস্ত, যালিম, যে মহিলার জন্য চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গেছে, আল্লাহর সীমালংঘন করে তার সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে কিন্তু সৎ, আল্লাহভীরু, মার্জিত ও ভদ্র ব্যক্তির সাথে তাকে নতুনভাবে বিয়ে দেবার পরামর্শকে যুল্‌ম বলে আখ্যায়িত করছে। চিন্তা করে দেখুন, যদি তিন তালাক প্রদানকারী যালিম হয় এবং তার শাস্তি পাওয়া উচিত বলে মনে হয় তাহলে যে মহিলা আল্লাহর আইনকে লংঘন করে উক্ত যালিমের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তা করে তাহলে সেও কি তার চেয়ে কম যালিম? শাস্তি দেয়া হলো যালিম পুরুষকে, আর নির্বুদ্ধিতার কারণে মহিলা মনে করলো শাস্তি দেয়া হয়েছে তাকে। কেনই বা সেই যালিমের সাথে পুনরায় বিয়ে বসার চিন্তা? তার চেয়ে ভালো ভদ্র ও মার্জিত স্বভাবের কোনো পুরুষকে বিয়ে করে ঘরসংসার করা এবং সেই যালিমকে আর মুখ না দেখানো।

৪. এখানে একথাটিও বুঝে নেয়া দরকার, বিষ খাওয়ার পরিণতি মৃত্যু। যে বিষ খাওয়ায় সে যালিম। তবু বিষ যার পেটে যায় সে মযলুম হলেও মৃত্যুর মুখোমুখি তাকে হতেই হবে। অদ্রূপ তিন তালাকের বিষ প্রয়োগ হওয়া মাত্র সে চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যাবে। স্ত্রী চাইলে (ইদ্দত শেষে) অন্য জায়গায় বিয়ে বসতে পারবে (কিন্তু বিয়ের জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করা যাবেনা)। তবে তালাকদাতা স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে না। হ্যাঁ, অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে সেখানে ঘরসংসার করার পর স্বামী তালাক দিলে কিংবা মরে গেলে ইদ্দত শেষে চাইলে আগের স্বামীর সাথে বিয়ে হতে পারে। তার আগে নয়। বিষের পরিণতি যেমন মৃত্যু, তেমনিভাবে তিন তালাকের পরিণতিও স্থায়ীভাবে হারাম। আল্লাহর এ আইন পরিবর্তনের কোনো অবকাশ নেই।

তিন তালাক দিয়ে তাহ্‌লীলের পর পুনরায় বিয়ে করলে স্বামী পরবর্তীতে ক'টি তালাক দেয়ার ক্ষমতা পাবে?

প্রশ্ন-১৪১২. এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ইদ্দত শেষে স্ত্রী অন্য জায়গায় বিয়ে বসলেন। কিছুদিন পর দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিলেন। এখন যদি প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিয়ে করেন তাহলে পরবর্তীতে তিনি ক'টি তালাক দেয়ার ক্ষমতা পাবেন?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় স্বামী বিয়ে এবং দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের পর তালাক দিলে এবং স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামী নতুন করে বিয়ে করার পর পুনরায় তিনটি তালাক দেয়ার ক্ষমতাই পাবেন। এক তালাক, দু তালাক কিংবা তিন তালাকের পর স্ত্রী যদি অন্য জায়গায় বিয়ে বসেন এবং উপরোক্ত নিয়মে স্বামী তাকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন তাহলে পরবর্তীতে তিনি তিনটি তালাকের ক্ষমতাই পাবেন।

মু'আল্লাক তালাক

মু'আল্লাক (ঝুলন্ত) তালাকের পরিচয়

প্রশ্ন-১৪১৩. আমার স্বামী আমাকে আমার বোনের বাড়ি যেতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, 'তুমি সেখানে গেলে তালাক।' তারপর তিনবার বলেছেন, তোমাকে তালাক দেবো। এর দু তিন দিন পর আমি সেখানে গিয়েছি। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি মুখে তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়। পরে লোকেরা বলাবলি করছে,

তালাক হয়ে গেছে। আমার স্বামীর বক্তব্য, লিখিত তালাক না দেয়া পর্যন্ত তালাক হবে না। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

উত্তর ঃ সেখানে যাবার ব্যাপারে আপনার স্বামী আপনাকে দুটো বাক্য বলেছেন। একটি হচ্ছে 'তুমি সেখানে গেলে তালাক', এতে এক তালাক কার্যকরী হয়েছে। এখন যদি স্বামী বলেন, 'আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম' কিংবা আপনার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাহলে তালাক প্রত্যাহার হয়ে যাবে। পুনরায় বিয়ের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত বলেছেন- 'আমি তোমাকে তালাক দেবো', একথা তিনবার বললেও তালাক হয়নি, হয়েছে তালাকের হুমকি। (কারণ ভবিষ্যৎ কালের বাক্যে তালাক দিলে তালাক সংঘটিত হয় না- অনুবাদক)।

তালাক এবং শর্ত একই সাথে প্রয়োগ করলে তা মু'আল্লাক তালাক গণ্য হবে

প্রশ্ন-১৪১৪. এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে লিখিত তালাক দিলেন এভাবে- 'আমি তাকে তিন তালাক বাইন দিচ্ছি', সেই সাথে শর্তারোপ করলেন- 'তালাক তখনই কার্যকর হবে যখন তার নামে যে ফ্ল্যাটটি আছে তা বিক্রি করে দেবে'। মেহেরবানী করে জানাবেন এতে তার স্ত্রী তালাক হয়েছে কিনা, নাকি ফ্ল্যাট বিক্রির আগ পর্যন্ত তালাক মূলতবী বা ঝুলন্ত থাকবে?

উত্তর ঃ যদি তিনি তালাক ও শর্ত একই বাক্যের মাধ্যমে লিখে থাকেন, যেমন- 'যদি ফ্ল্যাট বিক্রি করে তাহলে তাকে তিন তালাক', তাহলে ফ্ল্যাট বিক্রির পর তালাক কার্যকরী হবে। যতক্ষণ ফ্ল্যাট বিক্রি না করবে ততক্ষণ তালাক কার্যকরী হবে না। আর যদি আগে তালাকের কথা বলে তারপর ব্যাখ্যা স্বরূপ এরূপ লিখে থাকেন তাহলে তখনই তালাক কার্যকরী হয়ে গেছে। (ব্যাখ্যামূলক) শর্তের কোনো মূল্য নেই।

যদি কেউ স্ত্রীকে বলে 'তোমার বাপের বাড়ি গেলে মনে করবে তুমি তালাক'

প্রশ্ন-১৪১৫. আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজনের সাথে ঝগড়া হয়েছে। আমি রাগ করে আমার স্ত্রীকে বলেছি- 'আমাকে ছাড়া তোমার বাপের বাড়ি গেলে মনে করবে তুমি তালাক।' এখন পর্যন্ত সে তার বাপের বাড়ি যায়নি। যদি যায় তাহলে তার উপর তালাক কার্যকরী হয়ে যাবে। এখন আমি অনুমতি দেয়ার পরও যদি সে একাকী বাপের বাড়ি যায় তবু কি তালাক হবে? যদি সে একাকী যায় এবং তালাক কার্যকর হয় তাহলে আমি কিভাবে তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারি?

উত্তর ঃ এখন আর আপনি তালাক প্রত্যাহার করতে পারেন না। যদি সে একাকী বাপের বাড়ি যায় তাহলে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তবে তা রিজঈ তালাক। ইদ্দতের মধ্যেই আপনি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ- আপনি মুখে বলবেন, 'আমি আমার তালাক প্রত্যাহার করলাম' কিংবা দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করলেই প্রত্যাহার হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-১৪১৬. যায়িদ (প্রকৃত নাম নয়) তার স্ত্রীকে বলেছিলেন- 'আমার অনুমতি ছাড়া তোমার বাপের বাড়ি গেলে তালাক', কিছুদিন পর অন্য কারণে সে তার স্ত্রীকে দু'তালাক দিলেন এবং স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। পরে স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন কিংবা স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেলেন। এমতাবস্থায় দু'তালাকই কার্যকর হবে নাকি আগেরটিও এর সাথে যোগ হবে?

উত্তর ঃ মু'আল্লাক তালাক বিয়ে কিংবা ইদ্দতের মধ্যে শর্ত পুরো হয়ে গেলেই তা কার্যকর হয়ে যায়। বর্তমান মাসয়ালা দু'তালাকের পর স্ত্রী তার বাপের বাড়ি যাওয়া প্রসঙ্গে। যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী তার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকেন তাহলে মু'আল্লাক তালাক কার্যকর হবে না। আর যদি ইদ্দতের মধ্যেই হয় এবং স্বামী তাকে পাঠিয়ে থাকেন তবু তৃতীয় তালাক কার্যকর হবে না। কেননা শর্ত পূরণ না হলে তালাকও কার্যকর হয় না। স্বামী পাঠিয়ে থাকলে সেই যাওয়া স্বামীর বিনা অনুমতিতে যাওয়া হিসেবে গণ্য হবে না। আর যদি স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই তৃতীয় তালাকও কার্যকর হয়ে যাবে। তখন হাল্লালা বা তাহলীল ছাড়া আগের স্বামীর সাথে বিয়ে জায়েয হবে না।

দ্বিতীয় বিয়ে করলে প্রথম স্ত্রী তালাক-এই মর্মে চুক্তি

প্রশ্ন-১৪১৭. আঠারো বছর আগে এক ব্যক্তি বিয়ে করেছে। তখন সে কৈশোর পেরোয়নি। তার শ্বশুর একটি চুক্তিনামায় স্বাক্ষর নেন। যেখানে লেখা ছিলো- 'তুমি যদি দ্বিতীয় বিয়ে কর তাহলে আমার মেয়ে তালাক হয়ে যাবে'। তখন সেই ব্যক্তি বুঝতে পারেনি। এমতাবস্থায় সে যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে ফলাফল কি হবে?

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নের মধ্যে দুটো জিনিস ব্যাখ্যার দাবী রাখে। এক. আপনি যে লিখেছেন 'কৈশোর পেরোয়নি' একথা দিয়ে কি বুঝাতে চেয়েছেন? যদি বুঝিয়ে থাকেন তখন সে নাবালক ছিলো, তাহলে নাবালকের কোনো চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

তাই দ্বিতীয় বিয়ে করলে তার আগের স্ত্রী তালাক হবেনা। আর যদি আপনি বুঝিয়ে থাকেন, বালেগ ছিলো তবে বুদ্ধির পরিপক্কতা ছিলো না, তাহলে চুক্তি গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিয়ে করলে প্রথম স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

প্রশ্নের পরের অংশটিও ব্যাখ্যার দাবী রাখে। প্রশ্নে বলা হয়েছে, কন্যার পিতা লিখিয়ে নিয়েছিলেন– 'যদি দ্বিতীয় বিয়ে কর তাহলে আমার মেয়ে তালাক,' প্রশ্ন থেকে যায় তালাক বলতে তিনি কি তিন তালাকের কথা লিখিয়েছিলেন?

আপনি প্রশ্নে যেটুকু লিখেছেন, যদি তাই লিখে থাকেন তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে করলে প্রথম স্ত্রী এক তালাক হবে। রিজঈ তালাক। অর্থাৎ স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে তাকে প্রত্যাহার করা যাবে আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে নতুন করে বিয়ে করা যাবে। তাহলীলের প্রয়োজন নেই। আর যদি তিন তালাকের কথা উল্লেখ করে চুক্তিপত্রে সই নিয়ে থাকেন তাহলে স্ত্রী তিন তালাক হয়ে যাবে, ফিরিয়ে নেয়ার কোনো উপায়ই আর থাকবে না। (তবে তাহলীল বা হিলা বিয়ের পর নতুনভাবে বিয়ে করতে পারবে)।

অবিবাহিত কেউ তিন তালাকের শর্তে শপথ করলে বিয়ের পর কি তা কার্যকর হবে?

প্রশ্ন-১৪১৮. বালেগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই বলে শপথ করলেন, 'যদি আমি কোনো দিন ধুমপান করি তাহলে আমি মুসলমান নই। তারপরও যদি ধুমপান করি তাহলে পৃথিবীর যত মেয়ে আছে সবার উপর সকল তালাক।' প্রকাশ থাকে যে, সেই ব্যক্তি অবিবাহিত। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি যদি পুনরায় ধুমপান করেন তাহলে কি কাফির হয়ে যাবেন? আর যদি বিয়ে করেন তাহলে কি স্ত্রী তালাক হবেন?

উত্তর ঃ 'যদি অমুক কাজ করি তাহলে মুসলমান নই– এ ধরনের শপথ অনর্থক। এরূপ শপথ ভাঙ্গলে গুনাহ হবে কিন্তু কাফির হয়ে যাবে না। তাকে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। আর যদি বলে– 'আমি একাজ করলে পৃথিবীর সকল মেয়ের উপর তালাক'– এটিও অনর্থক কথা। এ ধরনের কথার কোনো মূল্য নেই।

অবশ্য যদি বলে– 'আমি যাকে বিয়ে করবো সে তালাক' তাহলে বিয়ে করা মাত্র স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। তবে তা হবে এক তালাক রিজঈ। দ্বিতীয়বার তাকে বিয়ে করলে আর সে তালাক হবে না।

গর্ভবতীকে তালাক

গর্ভবতীকে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে কি?

প্রশ্ন-১৪১৯. চারজন মহিলার সামনে তিনবার যায়িদ (আসল নাম নয়) তার স্ত্রীকে বললেন– 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম'। মহিলাদের বললেন– 'আপনারা সাক্ষী থাকুন'। যায়িদের স্ত্রী ছ'মাসের গর্ভবতী। এমতাবস্থায় তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বলবত রাখার কোনো উপায় আছে কি?

উত্তর ঃ যায়িদের জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে গেছেন। স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার কোনো অধিকার তার নেই। এমন কি তাহলীল (বা অন্যত্র বিয়ে) ছাড়া সেই স্ত্রীকে নতুনভাবে বিয়েও করতে পারবেন না। প্রসব হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। তখন তিনি অন্য জায়গায় বিয়ে বসতে চাইলে বিয়ে বসতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, গর্ভাবস্থায় তালাক দিলেও স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

যেসব অবস্থায় তালাক কার্যকর হয়

তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে কি?

প্রশ্ন-১৪২০. কেউ যদি তার স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তিনবার তালাক দেন, কোনো সাক্ষী না থাকে তাহলে তালাক কার্যকর হবে কি?

উত্তর ঃ তালাকের কথাটি শুধু মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট, কেউ শুনলেন কিনা তা বিবেচনার বিষয় নয়। এমনকি স্ত্রী যদি না শুনেন বা না জানেন তবু তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

তালাকের কথা মনে মনে চিন্তা করলেও কি তালাক হয়ে যাবে?

প্রশ্ন-১৪২১. আমার এক বন্ধু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন– 'যদি আমি এ কাজ করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক, পরে নিরুপায় হয়ে তিনি সেই কাজ করে ফেলেছেন, এমতাবস্থায় তার স্ত্রী তালাক হবে কি?

উত্তর ঃ মুখে বললে কিংবা (লেখনী দিয়ে) লিখলে তালাক কার্যকর হয়ে যায়। মনে মনে চিন্তা বা প্রতিজ্ঞা করলে তালাক হয় না।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক

প্রশ্ন-১৪২২. একরাতে আমার স্বামী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাসায় এসে রাগ করে বললেন– 'মানুষ তিনবার তালাক দেয়, আমি তোকে দশবার তালাক দিলাম। তুই

মনে করেছিস আমি নেশা করেছি, না আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।' মূলত ও সেদিন নেশায় বুঁদ হয়েছিলো। আমি খুব পেরেশানে আছি। মেহেরবানী করে জানাবেন, আমার করণীয় কি?

উত্তর : নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দিলেও তা কার্যকর হয়ে যায়। আপনার স্বামী আপনাকে দশ তালাক দিয়েছেন, তিনটি কার্যকর হয়েছে, বাকীগুলো অনর্থক। আপনারা একজন আরেকজনের জন্য হারাম হয়ে গেছেন। তাহলীল ছাড়া ভবিষ্যতে আপনাদের মধ্যে পুনরায় বিয়ে হওয়াও সম্ভব নয়।

পাগলের স্ত্রীকে পাগল স্বামীর পক্ষ থেকে তার ভাই তালাক দিতে পারে কি?

প্রশ্ন-১৪২৩. আমাদের এখানে বালেগ ও বুদ্ধিমান এক ব্যক্তি ছিলেন। বিয়ের পর সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। লোকেরা সিদ্ধান্ত দিয়েছে এ অবস্থায় তার স্ত্রীকে তার ভাই তালাক দিতে পারবে। ফলে তার ভাই তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন এবং সেই স্ত্রী অন্য জায়গায় বিয়ে বসেছেন। এ কাজটি শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক হয়েছে কি?

উত্তর : পাগলের পক্ষ থেকে তার স্ত্রীকে আর কেউ তালাক দিতে পারে না। কাজেই তার স্ত্রীকে যে তালাক দিয়েছে তার কাজটি ঠিক হয়নি এবং স্ত্রীর অন্য জায়গায় বিয়েও ঠিক হয়নি। তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বপ্নে কিংবা বেহুঁশ অবস্থায় দেয়া তালাক

প্রশ্ন-১৪২৪. স্বপ্নে কিংবা বেহুঁশ অবস্থায় কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেন, তাহলে তালাক হবে কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর : স্বপ্নে কিংবা বেহুঁশ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে তা কার্যকর হয় না।

'দাঁড়াও তোমাকে তালাক দিচ্ছি' এরূপ বললে তালাক হবে কি?

প্রশ্ন-১৪২৫. আমার স্ত্রী ভীষণ ঝগড়াটে। তার মুখে কোনো কিছুই আটকায় না। একদিন আমি রাগ করে বললাম– 'দাঁড়াও তোমাকে তালাক দিচ্ছি' একথা বলে কাগজ কলম খুঁজতে লাগলাম। আমার ধারণা ছিলো লিখে না দিলে তালাক হয় না। আমার স্ত্রী দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে ফেললো, লিখতে দিলো না। এ অবস্থায় আমার স্ত্রী কি তালাক হয়েছে? আমার ছেলেমেয়ের কথা বিবেচনা করে তাকে রাখতে চাচ্ছি, কিভাবে সম্ভব?

উত্তর : 'দাঁড়াও তোমাকে এখনই তালাক দিচ্ছি' বাক্যটি নিকটবর্তী ভবিষ্যত

কালের। অর্থাৎ তালাক দেইনি তবে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবো। আমার মতে তালাক হয়নি কিন্তু কতিপয় আলিমের মতে তালাক হয়েছে। সতর্কতামূলক পরামর্শ হচ্ছে– যদি ইদ্দত শেষ না হয়ে থাকে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক আচরণেই তা প্রত্যাহার হয়ে যাবে। আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পুনরায় নতুনভাবে বিয়ে করে নিতে হবে। আর ভবিষ্যতে তালাকের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ পরবর্তীতে আর একবার মাত্র তালাকের কথা বললেই আগের দুটো যোগ হয়ে মোট তিন তালাক হয়ে যাবে।

তালাকের সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বললে

প্রশ্ন-১৪২৬. আমি শুনেছি তালাকের সাথে ইনশাআল্লাহ বললে সেই তালাক কার্যকর হয় না, কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ আপনি ঠিকই শুনেছেন। তালাকের সাথে ইনশাআল্লাহ বললে তালাক কার্যকর হয়না।

খুলা'

খুলা'র পরিচয়

প্রশ্ন-১৪২৭. খুলা' কী? এটি কি ইসলাম সম্মত? যায়িদ (আসল নাম নয়) তার স্ত্রী গুলশানকে বিয়ের পর তার সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে স্ত্রী খুলা'র দাবীতে আদালতে মামলা দায়ের করেন। দু'বছর কেস চলার পর আদালত খুলা'র রায় দেয়। উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। পরে তাদের মধ্যে নতুন করে বুঝাপড়া হওয়ায় উভয়ে পুনর্বিবাহ ছাড়া দাম্পত্য জীবন শুরু করেছেন। এরূপ করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ (দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য) স্বামীকে যেমন তালাকের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীকেও প্রয়োজনে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নতাকেই ইসলামী আইনের পরিভাষায় খুলা' বলা হয়।

খুলা'র নিয়ম ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন আর সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়না, তখন স্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত তাকে দেনমোহরের টাকা স্বামীকে ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে কিংবা মাফ করে দেয়ার শর্তে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। স্বামী যদি তার বিনিময়ে তালাক দিতে রাজী না হয় তাহলে স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আদালত খুলা'র নির্দেশ দিতে পারে না। খুলা'র মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটালে তা এক তালাক বাইন হিসেবে পরিগণিত হয়।

অবশ্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয়ে গেলে পুনরায় নতুন করে বিয়ে করে নিতে হবে।

খুলা' এবং তালাকের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন-১৪২৮. স্ত্রী যদি খুলা' নিতে চান তাহলে স্বামীকে তালাক দিতে হবে, নাকি স্ত্রীর দাবী মেনে নিলেই দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটে যায়। যদি তালাকের প্রয়োজন হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে খুলা' ও তালাকের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ তালাক এবং খুলা'র মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, খুলা'র প্রস্তাব সাধারণত স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়। আর যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয় তা গ্রহণ করা না করার অধিকার স্ত্রীর থাকে। স্ত্রী রাজী হলে খুলা' হবে, নইলে হবে না। কিন্তু তালাক কার্যকর হওয়া না হওয়া স্ত্রীর ইচ্ছেধীন নয়। স্বামী তালাক দিলেই তা কার্যকর হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে, স্ত্রী খুলা' গ্রহণ করলে তাকে দেন মোহরের দাবী প্রত্যাহার করতে হয়। কিন্তু তালাকপ্রাপ্ত হলে তার দেন মোহরের দাবী বিলুপ্ত হয় না। অবশ্য স্বামী যদি প্রস্তাব দেন যে, তুমি দেনমোহরের দাবী প্রত্যাহার করে নিলে তোমাকে তালাক দিতে পারি, স্ত্রী যদি মেনে নেন তাহলে তালাক হয়ে যাবে। একে 'বিনিময়ী তালাক' বলা হয়। এর নির্দেশ খুলা'র নির্দেশের মতই।

খুলা' কার্যকর হওয়ার জন্য 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করা স্বামীর জন্য জরুরী নয়। স্ত্রী যদি বলেন– 'আমি খুলা' (পৃথক) চাচ্ছি', আর স্বামী জবাবে বলেন– 'ঠিক আছে আমি খুলা' দিয়ে দিলাম', তাহলে খুলা' কার্যকর হয়ে যাবে। তখন স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন না। তবে ইদ্দত শেষে উভয়ে চাইলে নতুনভাবে বিয়ে করতে পারেন।

প্রশ্ন-১৪২৯. আপনি এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন– 'খুলা' গ্রহণ করলে দেনমোহরের অধিকার রহিত হয়ে যায় কিন্তু তালাকে তা হয় না... খুলা' গ্রহণ করা স্ত্রীর অধিকার', তাহলে খুলা'র পর ইদ্দত পালন আবশ্যকীয় কিনা? খুলা'র মাধ্যমে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত দম্পতি তাহলীল ছাড়া (শুধু বিয়ের মাধ্যমে) একত্রিত হতে পারেন কি?

উত্তর ঃ খুলা'র বিধান এক বাইন তালাকের বিধানের অনুরূপ। স্বামী-স্ত্রী নির্জনে মিলিত হওয়ার পর খুলা' সংঘটিত হলে স্ত্রীর জন্য ইদ্দত পালন করা অপরিহার্য। পুনরায় তারা দাম্পত্য জীবন শুরু করতে চাইলে তাহলীলের প্রয়োজন নেই। অবশ্য স্ত্রী খুলা' চাওয়ার কারণে স্বামী যদি রাগ করে তিন তালাক দিয়ে দেন তাহলে তাহলীল ছাড়া দ্বিতীয়বার বিয়ে করা জায়েয হবে না।

স্ত্রী যদি বলে 'আমাকে তালাক দাও'

প্রশ্ন-১৪৩০. স্ত্রী যদি তার স্বামীকে তিনবার বলেন– 'আমাকে তালাক দাও', আর স্বামী চুপ করে থাকেন তাহলে তালাক কার্যকর হবে কি?

উত্তর ঃ স্বামী যদি জবাবে কিছুই না বলেন তাহলে তালাক কার্যকর হবে না।

খুলা' সংঘটিত হলে ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

প্রশ্ন-১৪৩১. খুলা'র মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

উত্তর ঃ খুলা' বলতে বুঝায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন। স্ত্রী স্বামীকে বলবেন- 'আমার দেন মোহরের বিনিময়ে আমাকে খুলা' দিয়ে দাও'। স্বামী যদি রাজী হন তাহলে খুলা' কার্যকর হয়ে যাবে এবং তা এক তালাক বাইন হিসেবে গণ্য হবে। তালাক-এর পর যেমন ইদ্দত পালন করতে হয় তেমনিভাবে খুলা'র পরও স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে। ইদ্দত শেষে যেখানে মন চায় বিয়ে বসতে পারেন।

শৈশবের বিয়েতে খুলা' করার অধিকার থাকে কি?

প্রশ্ন-১৪৩২. পাঁচ বছর বয়সের সময় আমার মেয়েকে ৭ বছর বয়সী এক ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু এখন সে বড়ো হয়ে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় মেয়ে এখন তার কাছে যেতে চাচ্ছে না। এ মুহূর্তে আমরা কি করতে পারি?

উত্তর ঃ বাপ যদি তার মেয়েকে শৈশবে বিয়ে দেন তাহলে বড়ো হওয়ার পর সেই বিয়ে অস্বীকার করার কোনো অধিকার মেয়ের থাকে না। তাই যেহেতু আপনি নিজেই আপনার মেয়েকে দুশ্চরিত্র ছেলের কাছে দিতে চাচ্ছেন না তখন আপনার মেয়েকে তার কাছ থেকে খুলা' করিয়ে নেন। অর্থাৎ দেন মোহরের বিনিময়ে তার থেকে তালাক চেয়ে নিন।

খুলা' করতে চাইলে স্বামী প্রদত্ত সম্পদ ফেরত দিতে হবে কি না

প্রশ্ন-১৪৩৩. যদি কেউ বিয়ের পর পরিশ্রমের টাকা দিয়ে একটি বাড়ি করে এবং তা স্ত্রীর নামে লিখে দেয়, আর স্ত্রী সেই স্বামী থেকে খুলা' চায় তাহলে সেই বাড়ি স্বামীকে ফেরত দিতে হবে কি? কুরআন হাদীসের আলোকে মেহেরবানী করে জানাবেন। কারণ আমি খুলা' চাওয়ায় আমার স্বামী বলছে– আমার নামে লিখে দেয়া বাড়ি ফেরত না দেয়া পর্যন্ত আমাকে খুলা' দেবে না।

উত্তর ঃ খুলা' দেয়ার জন্য এ ধরনের শর্তারোপ করা স্বামীর জন্য জায়েয আছে। তাই আপনি যদি সত্যিই খুলা' চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে সেই বাড়ি ফেরত দিতে হবে। তা ফেরত না দেয়া পর্যন্ত খুলা' হবে না।

যিহার

যিহারের পরিচয়

প্রশ্ন-১৪৩৪. 'যিহার' বলতে কি বুঝায়? বুঝিয়ে বলবেন কি?

উত্তর ঃ 'যিহার' বলতে বুঝায় স্ত্রীকে মুহাররাম কোনো মহিলার সাথে তুলনা করা। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললেন– 'তুমি আমার মা কিংবা বোনের মত'। এরূপ কথায় স্ত্রী তালাক হয় না কিন্তু এর জন্য কাফফারা প্রদান না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে বিছানায় যাওয়া হারাম।

কাফফারা ঃ দু'মাস একটানা রোযা রাখা। সম্ভব না হলে ষাটজন অভাবীকে দু'বেলা পেট পুরে খাওয়ানো। এই কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না।

স্ত্রীকে এরূপ বলা–'তুমি আমার মা এবং বোনের মতো'

প্রশ্ন-১৪৩৫. এক মহিলার স্বামী পাড়ার তিনজন লোককে ডেকে এনে তাদের সামনে স্ত্রীকে বললেন– 'এখন থেকে তোমার আমার সম্পর্ক মা এবং বোনের মতো'। একথা তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। এখন সেই মহিলা দু'সন্তানের দিকে চেয়ে স্বামীর বাড়ি পৃথকভাবে অবস্থান করছেন। কারও সাথে কোনো কথাবার্তা নেই। প্রায় পাঁচ-ছ 'মাস যাবৎ এরূপ চলছে। এতে তালাক হবে কি?

উত্তর ঃ 'তোমার আমার সম্পর্ক মা এবং বোনের মতো' এটি 'যিহার' এর কথা। এরূপ কথায় স্ত্রী তালাক হয় না কিন্তু পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের আগে কাফফারা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। কাফফারা প্রদানের আগে স্ত্রীর সাথে বিছানায় যাওয়া হারাম। (যিহারের কাফফারা দেখুন ১৪৩৪ নং প্রশ্নের উত্তরে)

বিবাহ বিচ্ছেদ

বিবাহ বিচ্ছেদের সঠিক নিয়ম

প্রশ্ন-১৪৩৬. আমার স্ত্রী আট হাজার টাকা দেনমোহর পাওয়ার শর্তে আদালত থেকে তালাক নিয়েছে। আমার বিপক্ষে কোনো সাক্ষী সে আদালতে হাজির করতে পারেনি। আর আদালতও তার কাছে কোনো সাক্ষী তলব করেনি। আদালতে

তালাক চাওয়ার একমাত্র কারণ তার বাপ মা আমাকে পছন্দ করেন না। কারণ আমি সামান্য এক চাকুরীজীবী। অথচ আমার স্ত্রীর গর্ভজাত পাঁচ ও তিন বছরের দুটো ছেলে আছে। এই তালাক হয়েছে কি? সে ইচ্ছে করলে আরেক জায়গায় বিয়ে বসতে পারবে কি?

উত্তর ঃ শরী'আহ্ অনুযায়ী বিচারের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে– স্ত্রীর আবেদনের পর আদালত স্বামীকে ডাকবে এবং স্ত্রীর অভিযোগ সম্পর্কে তাকে জেরা করবে। যদি সে স্ত্রীর অভিযোগকে খণ্ডন করতে পারে তাহলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হবে। এক্ষেত্রেও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ স্বামীকে দেয়া হবে। সবকিছুর পর আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে পৌছে, স্বামী অত্যাচারী এবং অবিলম্বে স্ত্রীর পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত, তখন আদালত স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য স্বামীকে আহ্বান জানাবে। স্বামী যদি তাকে তালাক না দিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, আদালত তখন উভয়ের মধ্যে 'বিবাহ বিচ্ছেদ' এর ঘোষণা দেবে। আদালতের এই রায় উভয়পক্ষকেই মেনে নিতে হবে।

কিন্তু এরূপ না করে আপনি যা লিখেছেন– শুধু স্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে রায় দেয়া হয়েছে; স্বামীকে ডাকা হয়নি এবং স্ত্রী থেকেও সাক্ষী নেয়া হয়নি– এরূপ রায় শরী'আহ্ বিরোধী। এরূপ রায়ে স্ত্রীর সাথে স্বামীর বিচ্ছেদ হবে না এবং ইদ্দত শেষে স্ত্রীও অন্য জায়গায় বিয়ে বসতে পারবেন না।

আদালতে বিয়ের মিথ্যে ডকুমেন্ট পেশ করে রায় নিজের অনুকূলে নিলে বিয়ের উপর তার প্রভাব

প্রশ্ন-১৪৩৭. এক ব্যক্তির স্ত্রীকে অন্য এক ব্যক্তি ভাগিয়ে নিয়ে গেল। তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করলে সে উচ্চতর আদালতে বিয়ের মিথ্যে ডকুমেন্ট পেশ করলো। স্বামীপক্ষ আদালতে আসল ডকুমেন্ট উপস্থাপন করার পরও সে আদালতকে ফাঁকি দিয়ে নিজের অনুকূলে রায় নিতে সক্ষম হলো। সেই রায় স্বামী মেনে নিতে পারলো না এমনকি স্ত্রীকে তালাকও দিলো না, এমতাবস্থায় আদালতের রায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে কি?

উত্তর ঃ প্রতারণার মাধ্যমে আদালত থেকে ভুল রায় বের করলেও বিয়ের উপর তার কোনো প্রভাব পড়বে না। যতক্ষণ স্বামী তালাক না দেবে ততক্ষণ আগের বিয়েই বলবত থাকবে। দ্বিতীয় বিয়ে কার্যকর হবে না। এমতাবস্থায় তারা যদি স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করে তা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে।

তালাকের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলে

স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করলে স্ত্রী কী করবে?

প্রশ্ন-১৪৩৮. আমার বোনকে তার স্বামী তিনবার তালাক দিয়েছে। সে এখন আমাদের বাড়িতে। আব্বা-আম্মা যখন তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে গেছে, সে তালাকের ব্যাপারটি পুরোপুরি অস্বীকার করেছে, এখন আমরা কী করতে পারি?

উত্তর ঃ তালাকের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী মতবিরোধে লিপ্ত হলে এবং তালাক সংক্রান্ত কোনো সাক্ষ্য না পাওয়া গেলে আদালত স্বামীর কথাকে গ্রহণযোগ্য মনে করবে। কিন্তু আজকাল মানুষের ঈমান ও সততায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফলে তালাক দিলেও নিজের মত পাল্টাতে বেশীক্ষণ লাগে না। তাই স্বামী যদি দীনদার না হয় এবং স্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তার স্বামী তাকে তিনবার তালাক দিয়েছে, তাহলে সেই স্বামীর সাথে ঘর সংসার করা জায়েয নেই। স্বামীর আইনের বেড়াজাল থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে, স্ত্রী আদালতে গিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে খুলা' দাবী করবে, আদালত তাদের দু'জনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে।

প্রশ্ন-১৪৩৯. এক প্রশ্নের জবাবে আপনি লিখেছেন, 'মহিলা তালাকের কথা স্বীকার করছে আর স্বামী অস্বীকার করছে– এমতাবস্থায় স্ত্রীকে সাক্ষী হাজির করতে হবে, তারা সাক্ষ্য দেবে, সেই মহিলার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে, তখন স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হবে।'

তো জনাব দয়া করে বলবেন কি, মহিলার দাবী সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু তার কোনো সাক্ষী নেই, এমতাবস্থায় স্বামী দেনমোহর ফাঁকি দেয়ার জন্য কিংবা তাকে নির্যাতনের জন্য তালাকের কথা অস্বীকার করলো, এমতাবস্থায় স্ত্রী সেই স্বামীর কাছে ফিরে গেলে গুনাহ্গার হবে কি না?

উত্তর ঃ আপনি যে মাসয়ালার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার সম্পর্ক আদালতের রায়ের সাথে, মহিলার ইচ্ছে ও মর্জির সাথে নয়। যখন স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করবে এবং স্ত্রী স্বীকার করবে কিন্তু সেজন্য সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না তখন আদালত স্ত্রীর দাবী নাকচ করে রায় দিতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় স্ত্রীর দায়িত্বে যে কাজটি করা সম্ভব তা হচ্ছে, তালাক দেয়ার পরও যে দুষ্ট স্বামী তা অস্বীকার করলো, তার কাছে ফিরে না যাওয়া। সেই স্বামীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় না রাখার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া এবং দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন

করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমন খুলা'র দাবী করা কিংবা স্বামীর সাথে বিছানায় যেতে রাজী না হওয়া কিংবা স্বামীর বাড়িতে না যাওয়া ইত্যাদি। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১/৩৫৪)

স্ত্রী যদি তালাকের কথা অস্বীকার করে

প্রশ্ন-১৪৪০. একদিন আমার বন্ধুর স্ত্রীর সাথে তার তুমুল ঝগড়া হয়। উভয়ের আচরণ এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে, আমার বন্ধু তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। আমার সামনে তাকে তিন তালাক দেয়া হয়। পরে সেই স্ত্রী এবং তার মা তালাকের ব্যাপারটি অস্বীকার করে। এবার আপনি বলুন, এ তালাক কার্যকর হয়েছে কিনা?

উত্তর ঃ যদি আপনার বন্ধুর আস্থা থাকে, তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন, তাহলে তাই কার্যকর হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে তার স্ত্রী ও শাশুড়ির কথার কোনো মূল্য নেই।

তালাকের সংখ্যা নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ হলে

প্রশ্ন-১৪৪১. আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়ে চলে যায়। পরে এসে কান্নাকাটি করে এবং বলে আমি দু'বার তালাক দিয়েছি, কাজেই তোমাকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ রয়েছে। আমি তা অস্বীকার করি। বলি, 'তুমি কসম খেয়ে বলতো ক'বার তালাক দিয়েছো'? সে ঈমানের কসম খেয়ে বলে, দু'বার তালাক দিয়েছি, তুমি আমার সাথে চলো যত গুনাহ্ হোক সব আমার।' আপনি মেহেরবানী করে জানাবেন, সে মিথ্যে বলে থাকলে সেই দোষ কার উপর বর্তাবে?

উত্তর ঃ যদি আপনি নিশ্চিত থাকেন তিনি আপনাকে তিনবার তালাক দিয়েছেন, তাহলে তার কসমের কোনো পরওয়া করবেন না। তার কাছে যেতে এবং তার ঘর সংসার করতে অস্বীকার করুন। দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার বিকল্প ব্যবস্থা করুন। আর যদি তিন তালাকের ব্যাপারে আপনার স্থির বিশ্বাস না থাকে তাহলে গুনাহ্-সওয়াব তার কাঁধে চাপিয়ে তার কথা মেনে নিন।

নপুংসক (যৌন অক্ষম) স্বামীর স্ত্রী

নপুংসকের সাথে বিয়ে হলে স্ত্রীর করণীয়

প্রশ্ন-১৪৪২. এক নপুংসক ব্যক্তি চার মাস আগে বিয়ে করেছে। স্ত্রী এ চার মাস তার সাথে একই কামরায় রাত কাটিয়েছে, কিন্তু স্ত্রী বাপের বাড়ি ফিরে এসে সবকিছু তার মা বাবাকে জানিয়েছে। তারা এখন ছেলের কাছ থেকে তালাক নিতে

ব্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু ছেলে তালাক দিতে চাচ্ছে না। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

উত্তর ঃ বিয়ের সময় কুমারী ছিলো এমন মেয়ের স্বামী নপুংসক প্রমাণিত হলে আদালত (আবেদনের প্রেক্ষিতে) তাকে চিকিৎসার জন্য এক বছর সময় দেবে। এক বছর পর যদি সে চিকিৎসা করে সুস্থ হয় এবং যৌন মিলনে সক্ষম হয় তাহলে স্ত্রী তারই থাকবে। আর যদি এক বছরেও যৌন অক্ষমতা দূর না হয় তাহলে আদালত তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে। যা এক তালাক বাইন হিসেবে পরিগণিত হবে।

স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে এবং স্বামীও স্ত্রীকে পুরো দেনমোহর দিতে বাধ্য থাকবে।

ইদ্দত

[স্বামী তালাক দিলে কিংবা স্বামী থেকে খুলা' করলে অথবা স্বামী মারা গেলে সেই মহিলাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অন্য জায়গায় বিয়ে বসা থেকে বিরত থাকতে হয়। এই সময়কে ইসলামী আইনের পরিভাষায় ইদ্দত বলা হয়।]

বিধবার ইদ্দত ঃ স্বামী মারা গেলে স্ত্রী যদি গর্ভবতী না হন তাহলে তার ইদ্দত ৪ মাস ১০ দিন অর্থাৎ ১৩০ দিন। আর স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত প্রসব হওয়া পর্যন্ত। যদি স্বামী মরার ১ ঘন্টার মধ্যেও তার প্রসব হয়ে যায় তবু তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত ঃ এখানে তালাকপ্রাপ্তাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. এমন মহিলা যার মাসিক শুরুই হয়নি। ২. নিয়মিত মাসিক হয় এমন মহিলা। ৩. বার্ধক্যের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে (অর্থাৎ মনোপোজ শুরু হয়েছে) এমন মহিলা। ৪. গর্ভবতী।

১. বয়সের স্বল্পতার কারণে যাদের এখনও মাসিক শুরুই হয়নি তাদের ইদ্দত তিন মাস।

২. নিয়মিত মাসিক হয় এমন মহিলার ইদ্দত তিনটি মাসিকের সময় অতিবাহিত হওয়া। তা যে কয় মাসেই হোক।

৩. বয়সের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এমন মহিলার ইদ্দতও তিন মাস।

৪. যারা গর্ভবতী তাদের ইদ্দত প্রসব পর্যন্ত। [প্রসব হতে যদি ৯/১০ মাস লেগে যায় তবু। – অনুবাদক]

বিধবার ইদ্দত পালনের নিয়ম

প্রশ্ন-১৪৪৩. মুরুব্বীরা বলেন, যে মহিলার স্বামী মারা যায় সে মাথায় তেল ব্যবহার করতে পারবে না, সাদা কাপড় পরতে হবে, হাতে চুড়ি পরা যাবে না ইত্যাদি। মেহেরবানী করে জানাবেন শরী'আহ্ কিভাবে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছে?

উত্তর ঃ ইদ্দত পালনের নিয়ম–

১. বিধবার ইদ্দত চার মাস দশ দিন। যদি চাঁদের প্রথম তারিখে স্বামী মারা যায় তাহলে চাঁদের হিসেবে চার মাস এবং আরও দশদিন ইদ্দত পালন করতে হবে। সেই মাস উনত্রিশ দিনে হোক কিংবা ত্রিশ দিনে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি চাঁদের মাসের প্রথম তারিখে মৃত্যু না হয়ে অন্য কোনো তারিখে হয় তাহলে মোট ১৩০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে।

২. ইদ্দত চলাকালীন সময়ে বাড়ির কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বসে থাকতে হবে, এমন নয়। বাড়ির যে কোনো জায়গায় সে চলাফেরা করতে পারবে।

৩. ইদ্দতের মধ্যে সাজসজ্জা করা, চুড়ি পরা, গয়না পরা, সেন্ট ব্যবহার করা, সুরমা লাগানো, পান খেয়ে মুখ লাল করা, মেকআপ লাগানো, মাথায় তেল দেয়া, মাথা আঁচড়ানো, মেহেদী ব্যবহার করা, রেশম বা সিল্কের কাপড় পরা, কারুকাজ করা শাড়ি বা ভালো কাপড় চোপড় পরা জায়েয নেই। সাধারণ কাপড় পরা উচিত, যাতে সৌন্দর্য প্রকাশ না পায়।

৪. মাথা ধোয়া এবং গোসল করা জায়েয। মাথায় ব্যথা থাকলে তেল ব্যবহার করাও জায়েয। প্রয়োজনে মোটা দাঁতের চিরুণী ব্যবহার করা যেতে পারে। ওষুধ হিসেবে চোখে সুরমা লাগানো জায়েয আছে। তবে তা শুধু রাতের বেলা ব্যবহার করতে হবে। দিনে চোখ ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

৫. ইদ্দতের সময় বাড়ি থেকে বাইরে যাওয়া জায়েয নেই। তবে দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনে চাকুরী বা শ্রমের জন্য বাইরে যেতে পারবে। রাত হওয়ার আগেই বাড়িতে পৌঁছতে হবে। বিনা প্রয়োজনে বাইরে থাকা জায়েয নেই।

৬. তেমনিভাবে অসুখ হলে ডাক্তার বা কবিরাজের কাছেও চিকিৎসার জন্য যেতে পারবে।

বিয়ের পর স্বামীর বাড়ি তুলে নেবার আগেই স্বামী মারা গেলে

প্রশ্ন-১৪৪৪. বিয়ের পর স্বামীর বাড়ি তুলে নেবার আগেই যদি কোনো মেয়ের স্বামী দুর্ঘটনায় মারা যায় তাহলে ইদ্দত পালন করতে হবে কি? মেয়ে কি দেনমোহার পাবে? পেলে কী পরিমাণ পাবে?

উত্তর ঃ (স্বামীর সাথে নিরিবিলি মিলিত হয়েছে এমন মেয়ের) স্বামী যদি তার নিজের বাড়ি স্ত্রীকে তুলে নেয়ার আগেই ইন্তিকাল করে তাহলে স্ত্রীকে চার মাস দশদিন (১৩০ দিন) ইদ্দত পালন করতে হবে। স্ত্রী পুরো দেনমোহর পাবে যা স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে দিতে হবে। সেই সাথে স্বামীর সম্পদের ওয়ারিশও হবে।

গর্ভবতীর ইদ্দত

প্রশ্ন-১৪৪৫. আমার বাড়িতে আমার সামনেই আমার মেয়েকে তাঁর স্বামী রাগ করে তালাক দিয়েছে। আমার মেয়ে গর্ভবতী। এক মৌলভী সাহেব বলেছেন, গর্ভাবস্থায় তালাক দিলে স্ত্রী তালাক হয় না। মেহেরবানী করে জানাবেন আমার মেয়ের তালাক হয়েছে কি না?

উত্তর ঃ গর্ভাবস্থায় দেয়া তালাক (কার্যকর) হয়ে যায়। প্রসব পর্যন্ত তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। প্রসবের সাথে সাথে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। আপনার জামাই যদি এক কিংবা দু'তালাক রিজঈ দিয়ে থাকেন তাহলে ইদ্দতের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেও উভয়ে রাজী থাকলে পুনরায় বিয়ে হতে পারে। আর যদি তিন তালাক দিয়ে থাকে তাহলে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবে না, এমনকি ইদ্দত শেষে পুনরায় বিয়েও করতে পারবে না।

পঞ্চাশ বছরের মহিলা বিধবা হলে তার ইদ্দত

প্রশ্ন-১৪৪৬. পঞ্চাশ বছর বয়সের কোনো মহিলা বিধবা হলে তার ইদ্দত কতদিন? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ বিধবা গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত গর্ভ প্রসব পর্যন্ত। আর যে গর্ভবতী নয় তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন (বা ১৩০ দিন)। চাই সে বুড়ি হোক কিংবা যুবতী অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা।

তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই যদি স্বামী মারা যান

প্রশ্ন-১৪৪৭. স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন। স্ত্রী তালাকের ইদ্দত পালন করছেন, এমন সময় স্বামী মারা গেলেন। এখন স্ত্রী কী করবেন? বিধবার ইদ্দত পালন করবেন নাকি তালাকের ইদ্দত?

উত্তর ঃ তালাকের ইদ্দত পালন করা অবস্থায় যদি স্বামী মারা যান, তার তিনটি অবস্থা আছে। প্রত্যেকটি অবস্থার হুকুম পৃথক পৃথক।

১. স্ত্রী গর্ভবতী, তার ইদ্দত প্রসব হওয়া পর্যন্ত। তালাক দেয়ার পরই হোক কিংবা

স্বামী মারা যাবার পরই হোক, তখনই যদি প্রসব হয়ে যায়, সাথে সাথে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

২. স্ত্রী গর্ভবতী নন এবং স্বামী রিজঈ তালাক দিলেন, স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তিনি মারা গেলেন। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে তালাকের ইদ্দত বাদ দিয়ে নতুনভাবে বিধবার ইদ্দত পালন করতে হবে। অর্থাৎ তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন।

৩. স্ত্রী গর্ভবতী নন এবং স্বামী তাকে বাইন তালাক দিয়েছেন। স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তিনি মরে গেলেন, এখন দেখতে হবে ইদ্দত কোনটি দীর্ঘস্থায়ী তালাকের নাকি মৃত্যুর? এ দুটোর মধ্যে যেটি দীর্ঘস্থায়ী হবে স্ত্রীকে সেই ইদ্দতই পালন করতে হবে।

অন্য কথায় বলতে গেলে স্ত্রী দুটো ইদ্দতই পালন করবে। যেমন প্রথমে তালাকের ইদ্দত, তারপর বিধবার ইদ্দতের অবশিষ্ট ইদ্দত।

ইদ্দত পালনের সময় বিধবা কোথায় অবস্থান করবে?

প্রশ্ন-১৪৪৮. আমার ভাবী ভাইয়ার মৃত্যুর পর বাপের বাড়ি চলে গেছেন এবং সেখানেই ইদ্দত পালন করেছেন। তিনি আমার ভাইয়ের দেনমোহরের টাকাও মাফ করে দিয়েছেন। অথচ এখন বলছেন আমি সেই টাকা নেবো। এমতাবস্থায় আমরা কী করতে পারি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর বাড়িতেই বিধবা স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে হবে। ইদ্দত পালন না করে অন্য কোথাও যাওয়া শক্ত গুনাহ্। দেনমোহরের টাকা একবার মাফ করে দিয়ে পুনরায় দাবী করা জায়েয নেই।

ব্যভিচারের ইদ্দত

প্রশ্ন-১৪৪৯. একজন পুরুষ ও মহিলা গোপনে অবৈধ সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলো। লোকজন টের পেয়ে দু'জনের বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে। ইদ্দতের ব্যাপারে কোনো খেয়াল রাখা হয়নি, এ বিয়ে ঠিক হয়েছে কি?

উত্তর ঃ বিয়ে ঠিক হয়েছে। ব্যভিচারের কোনো ইদ্দত নেই।

ইদ্দত পালনকালে সেই মহিলা কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেতে পারে কি?

প্রশ্ন-১৪৫০. কোনো বিধবা মহিলা ইদ্দত পালনকালে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যেতে পারে কি?

উত্তর ঃ বিধবা মহিলা ইদ্দত পালনকালে প্রয়োজনে দিনের বেলা বাইরে যেতে পারেন। রাতে অবশ্যই তাকে বাড়িতে ফিরতে হবে। একান্ত প্রয়োজন না হলে দিনের বেলাও বাইরে না যাওয়া উত্তম।

বিচ্ছিন্ন দম্পত্তির সন্তান পালনের দায়িত্ব কার?

পিতার সাথে সন্তানকে দেখা করার ব্যাপারে বাধা দান

প্রশ্ন-১৪৫১. যায়িদ (আসল নাম নয়) তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। তাদের এক কন্যা সন্তান আছে। বয়স আনুমানিক দু'বছর। মায়ের সাথে থাকে। যায়িদ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ইদ্দত চলাকালীন সময়ে খোরপোষও দিচ্ছেন। কিন্তু যায়িদ তার কন্যাকে দেখতে গেলে তার সাথে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না। মা এবং নানা বাধা দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর ঃ পিতা তার কন্যার সাথে যখন ইচ্ছে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারেন। পিতার সাথে সন্তানকে দেখা করতে না দেয়া বাড়াবাড়ি, যুল্ম। মা হয়তো আশংকা করছেন, বাপ তার মেয়েকে নিয়ে যাবেন। এমতাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করা যেতে পারে, তাই বলে বাধা দেয়া যাবে না।

সন্তান প্রতিপালনের অধিকার কার বেশী?

প্রশ্ন-১৪৫২. আমি আমার স্ত্রীকে শরী'আহ্ বিরোধী কাজের জন্য তালাক দিয়েছি। ভাষা ছিলো এরূপ– 'আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছি'। তিনবার একথাটি বলেছি। এতে তালাক হয়েছে কি? স্ত্রীর দেনমোহরের টাকা কতদিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে? আমার ছোট দুই বাচ্চা যাদের বয়স আড়াই বছর ও এক বছর তার মায়ের কাছে রয়েছে। কতদিন সে তাদের তার কাছে রাখতে পারবে? তাদের খরচের টাকা কি আমাকেই বহন করতে হবে?

উত্তর ঃ আপনার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। তাকে ফিরিয়ে আনা কিংবা নতুন করে বিয়ে করার সুযোগও শেষ হয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেনমোহর পরিশোধ করা উচিত। সন্তানের মা সন্তান বড়ো হওয়ার আগ পর্যন্ত (অর্থাৎ ৭ কিংবা ৯ বছর) তার কাছে রাখতে পারবেন। তবে তার চারিত্রিক স্খলন কিংবা অন্য জায়গায় বিয়ে হলে সেই অধিকার রহিত হয়ে যাবে। সন্তানের ব্যয়ভার সর্বদা পিতাকেই বহন করতে হবে।

প্রশ্ন-১৪৫৩. তালাক দিলে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ তালাকের পর সন্তানের বয়স ৭ বছর হওয়া পর্যন্ত মা তার কাছে রাখতে পারবেন। এরপর পিতা তাকে নিয়ে যাবেন। মেয়ে যুবতী হওয়ার আগ পর্যন্ত মা তার কাছে রাখতে পারেন। যুবতী হওয়ার পর পিতা তাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারবেন। বিয়ে দেবার দায়িত্বও তার। যদি কোনো বিপর্যয়ের আশংকা করেন তাহলে মেয়ের বয়স ৯ বছর হলে পিতা তার কাছে নিয়ে যেতে পারেন।

প্রশ্ন-১৪৫৪. স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তার ৫ মাসের সন্তান স্ত্রীর কাছে দিয়ে দেয়া হলো। যখন ছেলের বয়স ছয় বছর হলো তখন ছেলের পিতা তাকে আনতে গেলেন। তখন ছেলের মা আদালতে মামলা ঠুকে দিলো 'হয় ছেলে তার কাছে থাকবে, না হয় ছেলের বাপ ছয় বছরের যাবতীয় খরচ বাবদ বিশ হাজার টাকা প্রদান করবে' এই দাবীতে। এমতাবস্থায় ছেলের পিতার করণীয় কী?

উত্তর ঃ সন্তানের যাবতীয় খরচ তার পিতার দায়িত্বে। তার উচিত ছিলো সন্তানের খরচ মাসে মাসে পাঠিয়ে দেয়া। যেহেতু তিনি তা করেননি, তাই সন্তানের মা সেই খরচ আদায় করার অধিকার রাখেন।

ব্যয়ভার নির্বাহ (খোরপোষ)

তালাকপ্রাপ্তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব কার?

প্রশ্ন-১৪৫৫. তালাকপ্রাপ্তা মহিলার আহার, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার খরচ বহন করার দায়িত্ব কার?

উত্তর ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতা স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দত পালন করবেন। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত যাবতীয় খরচ তালাকদাতা স্বামীই বহন করবেন। এটি তার দায়িত্ব। তবে তা স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হতে হবে।

বিনা কারণে স্ত্রী বাপের বাড়ি থাকতে চাইলে কতদিন পর্যন্ত স্বামী তার খরচ চালাবে?

প্রশ্ন-১৪৫৬. আমার স্ত্রী সাত মাস যাবত তার বাপের বাড়ি চলে গেছে, আসছেনা। এ পর্যন্ত আমি তার যাবতীয় খরচ চালিয়ে আসছি। কতদিন পর্যন্ত আমাকে তার খরচ চালিয়ে যেতে হবে? সেও আসছে না, এমনকি তার মা বাবাও মেয়েকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করছে না।

উত্তর ঃ স্ত্রী ততদিন পর্যন্ত স্বামীর কাছে খরচ পাওয়ার অধিকারী যতদিন সে স্বামীর বাড়ি অবস্থান করবে। যদি সে স্বামীর অনুমতি না নিয়ে এবং তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে তাহলে তার খরচপাতি দিতে স্বামী বাধ্য নয়।

বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শ্রম ও মজুরী অধ্যায়

ব্যবসায়ে লাভের সীমা কতটুকু?

প্রশ্ন-১৪৫৭. ব্যবসায় কী পরিমাণ লাভ করা যাবে? তার কোনো সীমা পরিসীমা নির্দিষ্ট আছে কী?

উত্তর ঃ ব্যবসায় লাভের কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। তবে সাধারণ বাজারদরের চেয়ে বেশী উসুল করা কিংবা ক্রেতাকে বাধ্য করে অবৈধ ফায়দা উঠানো জায়েয নেই।

প্রশ্ন-১৪৫৮. যদি কোনো দোকানদার ইচ্ছেমত লাভ রেখে জিনিস বিক্রি করে তা জায়েয কি? যেমন দশ টাকা গজ কাপড় কিনে ৩০ টাকা গজ বিক্রি করা। আবার একজন ঘড়ির মেকার ২/৩ মিনিটের মধ্যে একটি ঘড়ি ঠিক করে ৩০/৪০ টাকা মজুরী দাবী করা, এটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ শরী'আহ লাভের ব্যাপারে এরূপ নির্দেশ দেয়নি যে, এতটুকু জায়েয কিংবা এতটুকু না জায়েয। তাই বলে শরী'আহ যুল্‌মের অনুমতিও দেয়নি, যাকে সাধারণ মানুষ গলাকাটা দাম বলে থাকে। যারা এরূপ মুনাফাখোর তাদের টাকার বরকত উঠে যায়। সুবিধাবাদী মুনাফাখোররা যাতে ইচ্ছেমত লাভ না করতে পারে সেজন্য লাভের সীমা বেঁধে দেয়ার অধিকার (ইসলামী) রাষ্ট্রের রয়েছে।

যেসব জিনিস বিনিময়ে কমবেশী করা যাবে না

প্রশ্ন-১৪৫৯. হাদীসে কিছু জিনিসের বিনিময়ে কমবেশী করতে নিষেধ করা হয়েছে, কেউ যদি তা বিনিময়ে কিংবা বিকি কিনিতে কমবেশী করে তা কি হারাম হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ যেসব জিনিস ওজন করে কিংবা পরিমাপে বেচাকেনা হয় সেগুলো বিনিময়ের সময় একজাতীয় হলে সমান সমান এবং নগদ হতে হবে। তা বাকীতে নেয়া কিংবা কমবেশী করা না-জায়েয। যেমন গম দিয়ে গমের বিনিময় করতে চাইলে তা ওজন বা পরিমাপে সমান হতে হবে এবং তা হাতে হাতে বিনিময় হওয়া চাই। বাকীতে বিনিময় জায়েয নেই। হাদীসে বলা হয়েছে–

নবী করীম (সা) ছ'টি জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন, সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর এবং লবণ। তারপর বলেছেন– যখন সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ বেচাকেনা করা হবে, তা সমান সমান ও নগদ হতে হবে। কমবেশী হলে তা সুদ। (মুসনাদ আহমদ ২/২৩২ পৃ)

প্রশ্ন-১৪৬০. আপনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, যেসব জিনিস ওজন করে কিংবা পরিমাপে লেনদেন হয় তা সমান ও নগদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমাদের এখানে ফসল তোলার সময় এদিকটির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়না। অনেক সময় দেখা যায় ধার স্বরূপ একজনের কাছ থেকে ভালো গম নেয়া হলো, পরের বার ফসল তোলার সময় সেই গম পরিশোধ করার শর্তে। আবার কেউ পরিমাণে কমবেশি করে বদলে নিল। কারণ ভালো গমের মন হয়তো ১৫০ টাকা কিন্তু একটু নিরস গমের মন ১০০/১১০ টাকা, এক্ষেত্রে কমবেশি না করেই বা উপায় কী?

উত্তর ঃ একই জাতীয় ফসল বিনিময় করতে হলে (গুণগত মান সমান না হলেও) তা সমান সমান ও নগদ বিনিময় করতে হবে। কমবেশী করা জায়েয নেই। তাছাড়া বাকীতে লেনদেনও জায়েয নেই। আপনি লিখছেন 'গুণগত মানের তারতম্যের কারণে বেশকম করে লেনদেন করা হয়।' এরূপ করা ঠিক নয়। জিনিস দিয়ে জিনিস বিনিময় না করে একটি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে অন্যটি কেনা উচিত।

লাভের অংশ প্রদানের শর্তে ব্যবসার জন্য টাকা নেয়া

প্রশ্ন-১৪৬১. ব্যবসার জন্য একজনের কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলাম। তিনি জানতে চাইলেন লাভের কত অংশ আমাকে দেবে? আমি আনুমানিক একটি কথা বলে দিলাম। তিনি টাকা দিতে রাজী হলেন। এভাবে ব্যবসার জন্য টাকা নেয়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ কারও কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা করা এবং তাকে লাভের একটি অংশ প্রদান করা, এটি দুভাবে হতে পারে।

এক. ব্যবসায় যা লাভ হবে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ দেয়া। যেমন ৫০% কিংবা ২৫% অথবা ২০% ভাগ দেয়া। আর যদি লোকসান হয় তাহলে শতকরা সেই নির্দিষ্ট হারে বিনিয়োগকারীর তা বহন করা। এভাবে ব্যবসায়ে নিয়োগ জায়েয আছে।

দুই. ব্যবসায় লাভ হোক কিংবা লোকসান, অল্প লাভ হোক কিংবা বেশী সর্বাবস্থায় বিনিয়োগকারীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ দিতে হবে। এরূপ শর্তে ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করা কিংবা নেয়া জায়েয নয়। আপনি প্রথম পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

একই মাল বিভিন্ন খরিদ্দারের কাছে আলাদা আলাদা দামে বিক্রি করা

প্রশ্ন-১৪৬২. আমরা অনেক সময় একই মাল বিভিন্ন খরিদ্দারের কাছে সময় অবস্থা ও খরিদ্দার ভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি করে থাকি। এরূপ করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ প্রত্যেকের কাছে একই দামে বিক্রি করতে হবে এটি জরুরী নয়। কারও কাছ থেকে লাভ না নিয়েও বিক্রি করা যাবে। তবে কাউকে চড়া মূল্যে কিনতে বাধ্য করা কিংবা কাউকে ঠেকিয়ে বেশি দামে বিক্রি করা জায়েয নেই।

দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করা

প্রশ্ন-১৪৬৩. আমি কাপড়ের ব্যবসা করি। কাপড় সম্পর্কে খরিদ্দার নানা রকম প্রশ্ন করেন। কাপড়ের অনেক দোষ থাকলেও উল্টাপাল্টা কথা বলে তা বিক্রি করে থাকি। আমি একজনের কাছে শুনেছি, যে দোষ না বলে তার পণ্য বিক্রি করে সে মুসলমান নয়। কাপড় বিক্রির সময় খরিদ্দার যদি কিছুই জিজ্ঞেস না করেন, তবু কি সেগুলোর দোষ বলে দিতে হবে? মেহেরবানী করে জানাবেন। আমি অস্থিরচিত্তে আপনার জবাবের আশায় রইলাম।

উত্তর ঃ একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, সে বিক্রির সময় তার জিনিসের দোষ বলে দেবে। কমপক্ষে এতটুকু তাকে বলতেই হবে- 'ভাই দেখুন যা আছে আপনার সামনেই আছে, ভালোভাবে দেখে নিন, এর কোনো দোষ দেখা দিলে আমি দায়ী নই।'

পত্রিকা হকারদের নির্দিষ্ট এলাকা অন্য হকারের কাছে বিক্রি করে দেয়া

প্রশ্ন-১৪৬৪. পত্রিকা দেয়ার জন্য প্রত্যেক হকারের নির্দিষ্ট একটি এলাকা আছে। অনেক সময় সেই এলাকা অন্য হকারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। এরূপ করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ পানির মাছ যেমন (না ধরে) ঠিকা বিক্রি করা না জায়েয ঠিক তেমনিভাবে এলাকার পত্রিকা-গ্রাহককে অন্য হকারের কাছে বিক্রি করে দেয়াও না জায়েয। এ বাবদে যে টাকা পাওয়া যাবে তা হারাম হিসেবেই গণ্য হবে।

বিক্রির জন্য কেনা মালের বাজারদর হঠাৎ বেড়ে গেল, তা কিভাবে বিক্রি করা উচিত

প্রশ্ন-১৪৬৫. যদি কোনো জিনিসের বাজার মূল্য ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়ে যায়, তাহলে আগের কমমূল্যে কেনা জিনিস কিভাবে বিক্রি করা উচিত?

উত্তর ঃ বিক্রিযোগ্য পণ্য তখন বাজারে সর্বোচ্চ যে দামে কেনাবেচা হতে থাকে সেই দামে বিক্রি করা জায়েয। সেই জিনিস যত কম মূল্যেই কেনা হয়ে থাকুক না কেন।

স্বামীর জিনিস স্ত্রী তার বিনা অনুমতিতে বিক্রি করতে পারেন কি?

প্রশ্ন-১৪৬৬. স্বামী বাড়ি থেকে অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কোনো জিনিস বিক্রি করতে পারেন কি?

উত্তর ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো জিনিস বিক্রি করা স্ত্রীর জন্য ঠিক নয়। স্বামী চাইলে সেই বিক্রি বলবত রাখতে পারেন আবার বাতিলও করতে পারেন।

এক লাখ টাকা দিয়ে গাড়ি কিনে দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করা

প্রশ্ন-১৪৬৭. কেউ যদি এক লাখ টাকা দিয়ে গাড়ি কিনে দেড় দু'বছর পর টাকা পরিশোধের শর্তে সেই গাড়ি দেড়লাখ টাকা বিক্রি করেন তা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি এক লাখ টাকায় গাড়ি কিনে দেড় বছর বা দু'বছর পর পরিশোধ করার শর্তে বাকীতে তা দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করে, জায়েয আছে। তবে গাড়ী কেনার শর্তে কাউকে একলাখ টাকা ঋণ দিয়ে দেড় বছর পর পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি নেয়া অর্থাৎ দেড় লাখ টাকা নেয়া জায়েয নেই। পুরোপুরি সুদ।

কেনা গাড়ি ডেলিভারী পাওয়ার আগে রশিদ বিক্রি করে দেয়া

প্রশ্ন-১৪৬৮. এক ব্যক্তি কোম্পানী থেকে গাড়ি কিনলেন, দু'মাস পর ডেলিভারী দেয়া হবে এই শর্তে। দেখা গেল ছ'মাস পর সেই গাড়ির দাম বেড়ে গেছে। তখন বেশি দাম পেয়ে গাড়ি সরবরাহ না পেয়েই রশিদ বিক্রি করে দেয়া হলো। এরূপ করা জায়েয কিনা? একইভাবে দোকান, বাড়ি কিংবা প্লট বিক্রি করলে তা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ যে জিনিস কেনা হয় তা আয়ত্তে আসার আগেই বিক্রি করে দেয়া জায়েয নেই। দোকান, বাড়ি, প্লটেরও একই হুকুম।

চুক্তি লংঘনের দায়ে জামানত বাজেয়াপ্ত করা

প্রশ্ন-১৪৬৯. আবদুল গাফফার মসজিদের দোকান ভাড়া নিয়েছে। সরকারী স্ট্যাম্পের উপর চুক্তিপত্র লিখিত হয়েছে। সেখানে একটি শর্ত ছিলো– 'দোকান আমি নিজ মালিকানায় রেখে পরিচালনা করবো। কাউকে হস্তান্তর করতে পারবো না। এমনকি কাউকে ভাড়াও দিতে পারবো না।' তারপরও কিছুদিন হয় সে দোকান অন্য একজনকে বুঝিয়ে দিয়ে লা পাত্তা হয়ে গেছে। নতুন ব্যক্তি বলছে, আমার নামে ভাড়ার রশিদ দেবেন। মেহেরবানী করে জানাবেন, মসজিদ কমিটি তার সাথে কী আচরণ করতে পারে? উল্লেখ্য যে, আবদুল গাফফারের কাছ থেকে জামানত রাখা হয়েছে। যা দোকান ছেড়ে দেয়ার পর ফেরত দেয়া হবে। তার জামানত ফেরত দিতে মসজিদ কমিটি বাধ্য কিনা?

উত্তর ঃ চুক্তি লংঘন করা আবদুল গাফফারের উচিত হয়নি। মসজিদ কমিটি চাইলে দোকান অন্য জায়গায় ভাড়া দিতে পারেন কিন্তু আবদুল গাফফারের কাছ থেকে যে জামানত রাখা হয়েছে তা বাজেয়াপ্ত করার কোনো অধিকার মসজিদ কমিটির নেই।

কাফালত (জামিন)

প্রশ্ন-১৪৭০. কেউ যদি কোনো ব্যক্তির জামিন হন তাহলে বাদী চাওয়ামাত্র বিবাদীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজির করা জামিনদারের দায়িত্ব কিনা? যদি তিনি হাজির করতে না পারেন তাহলে তার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে?

উত্তর ঃ যদি বিবাদীর যিম্মায় মালের দায়িত্ব থাকে তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কফিল (জামিনদার) তাকে হাজির করতে না পারলে সেই মাল জামিনদারের কাছ থেকে আদায় করা হবে। আর যদি জামিনদার মালের জামিন না হয়ে শুধু কোনো ব্যক্তির জামিন হন এবং তাকে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির করতে ব্যর্থ হন তাহলে জামিনদারকে গৃহবন্দী করতে হবে।

'আল্লাহ্' খচিত লকেট বেচাকেনা

প্রশ্ন-১৪৭১. মহিলা ও বাচ্চাদের গলায় এমন লকেট ব্যবহার করা হয় যার উপর আল্লাহ্ শব্দটি খোদাই করা থাকে। অনেকে সেই লকেট শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করে আবার অনেকে সেই লকেটের প্রতি কোনো গুরুত্বই দেয়না। এমতাবস্থায় 'আল্লাহ' লেখা লকেট বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে উপকৃত হওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ এ ধরনের লকেট বেচাকেনা করা জায়েয। যদি কেউ আল্লাহর নামের সাথে বেআদবী করে সেই দায় দায়িত্ব তার।

ফল ধরার আগেই বাগান বিক্রি করে দেয়া

প্রশ্ন-১৪৭২. এক ব্যক্তি ফল ধরার আগেই বাগান বিক্রি করে দিলেন। এমতাবস্থায় তাকে উশর দিতে হবে কি? আর যদি সেই টাকা একবছর পর্যন্ত তার কাছে থাকে তাহলে যাকাত দিতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ ফল ধরার আগে বাগান বিক্রি করে দেয়া জায়েয নেই। তবে মাটিসহ পুরো বাগান যদি আবাদের জন্য বর্গা দেয়া হয় তা জায়েয আছে। এমতাবস্থায় 'উশরের দায়িত্ব তার নয়। তবে (নিসাব পরিমাণ) টাকা এক বছর থাকলে যাকাত দিতে হবে।

(বি.দ্র. মাটিসহ পুরো বাগানের স্বত্ত্ব বিক্রি করে দিলে, তা জায়েয আছে। শুধু গাছের অগ্রিম ফল বিক্রি করে দেয়া না জায়েয।)

জুমআর আযানের পর বেচাকেনা করা

প্রশ্ন-১৪৭৩. শুনেছি জুম'আর নামাযের আযানের পর বেচাকেনা করা সম্পূর্ণ হারাম এটি কি ঠিক? যদি ঠিক হয় তাহলে কোন আযানের পর হারাম প্রথমটি নাকি দ্বিতীয়টি?

উত্তর ঃ কুরআনুল কারীমে (সূরা আল জুম'আয়) জুমু'আর নামাযের আযানের পর বেচাকেনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এজন্য জুম'আর প্রথম আযানের পর ব্যবসা বাণিজ্য এবং কেনাবেচা করা না জায়েয।

মুদ্রা ক্রয়বিক্রয়

প্রশ্ন-১৪৭৪. টাকা দিয়ে টাকা বিনিময় করা জায়েয কি? বিনিময় কি সামনাসামনি হতে হবে নাকি একদিন পরে হলেও চলবে?

উত্তর ঃ টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন করা জায়েয আছে। তবে উভয় পক্ষের টাকার মূল্যমান সমান হতে হবে। কমবেশি হলে বিনিময় জায়েয নয়। তাছাড়া সেই লেনদেন নগদ হতে হবে বাকী হলে চলবে না।

প্রশ্ন- ১৪৭৫. আমরা একদেশের মুদ্রার সাথে (যেমন ডলার, পাউন্ড, রিয়াল) আরেক দেশের মুদ্রা বিনিময় করে থাকি, এটি জায়েয কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ জায়েয আছে। তবে এই লেনদেন নগদ করতে হবে।

প্রশ্ন-১৪৭৬. যদি কারও কাছে (উপস্থিত ক্ষেত্রে) টাকা না থাকে এবং সে অন্য একজন থেকে এই শর্তে টাকা নেয় যে, পরদিন দিয়ে দেবে। এরূপ বাকীতে নেয়া জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ হ্যাঁ জায়েয আছে। এ ধরনের লেনদেন কর্জ বা ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন-১৪৭৭. ভাংতি বা খুচরা টাকার বেচাকেনা বৈধ হবে কি?

উত্তর ঃ ভাংতি বা খুচরা টাকার বেচাকেনা জায়েয আছে। তবে তা মূল্যমানের দিক থেকে সমান হতে হবে। নইলে সুদ হবে।

শাকসবজি পানি দিয়ে বিক্রি করা

প্রশ্ন-১৪৭৮. আমি সবজির ব্যবসা করি। আপনি তো জানেন এমন কিছু শাক সবজি আছে যা খুব বেশী পানি খায়। পানি দিয়ে শাক সবজি বিক্রি করা ঠিক হয় কিনা, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ প্রকৃতিগতভাবেই কিছু সবজি এমন রয়েছে যাতে পানি না দিলে নষ্ট হয়ে যায়। সেরূপ শাক সবজিতে পানি দিয়ে বিক্রি করা জায়েয। তবে তা ওজনের সময় যে পরিমাণ পানি আছে বলে মনে হয় সেই পরিমাণ ওজনে বেশী দেয়া উচিত। অথবা সেই পরিমাণ সবজির দাম কম রাখা উচিত।

বিক্রির সময় মূল্য নির্ধারণ না করা

প্রশ্ন-১৪৭৯. অনেকে জিনিসপত্র বিক্রির সময় দর দাম ঠিক করেন না, বলেন– আপনি ইনসাফ করে দিয়ে দেবেন। এ ব্যাপারে শরঈ নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ এটি জায়েয নয়। বিক্রির সময়ই দরদাম ঠিক করতে হবে।

হারাম কাজের পারিশ্রমিক

প্রশ্ন-১৪৮০. দর্জিরা রেশমী কাপড়ের পাঞ্জাবী সেলাই করে থাকেন, অথচ পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহার করা হারাম। আবার অনেক টাইপিস্ট খরিদ্দারের মিথ্যা বক্তব্য সম্বলিত কথা টাইপ করে পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন, এটি জায়েয কি না?

উত্তর ঃ যেসব কাজ হারাম তার পারিশ্রমিকও হারাম।

বিক্রিত জিনিস ওজন করার সময় ক্রেতার উপস্থিতি জরুরী কিনা

প্রশ্ন-১৪৮১. বিক্রিত জিনিস ওজন করার সময় খরিদ্দারের উপস্থিতি জরুরী কিনা, যদি কোনো কারণে খরিদ্দার উপস্থিত থাকতে না পারে তাহলে তা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ ওজন করে যেসব জিনিস বিক্রি করা হয় তা তিনভাবে হতে পারে:

১. বিক্রেতা ক্রেতার সামনে ওজন করে দিলেন। সেই জিনিস ক্রেতা এনে বিক্রি করতে চাইলে তা পুনরায় ওজন করার প্রয়োজন নেই। পুনরায় ওজন করা ছাড়া তিনি বিক্রিও করতে পারেন কিংবা তা ব্যবহারও করতে পারেন।

২. দোকানদার ওজন করার সময় খরিদ্দার উপস্থিত ছিলেন না, এমতাবস্থায় সেই জিনিস এনে পুনরায় ওজন করা ছাড়া বিক্রি করা কিংবা ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে বিক্রেতাকে যদি বলে দেয়া হয় এখানে যা ওজন করা হয়েছে তা কমবেশি হতে পারে কিন্তু দাম দেবো এত। তাহলে পুনরায় ওজন করার প্রয়োজন নেই।

৩. স্তূপ, বস্তা কিংবা পুটলী হিসেবে ঠিকা কেনাবেচা হলে তা ওজন করার প্রয়োজন নেই।

নির্মাণ কাজের ঠিকাদারী

প্রশ্ন-১৪৮২. নির্মাণ কাজের ঠিকাদারী জায়েয নাকি না জায়েয? মেহেরবানী করে জানাবেন। এ কাজে লাভ হয় আবার অনেক সময় ক্ষতিও হয়।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এরূপ ঠিকাদারী জায়েয আছে।

ঠিকাদারীর কমিশন

প্রশ্ন-১৪৮৩. কোনো টেন্ডার ওপেনের সময় অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারগণ নিজেরা বসে সিদ্ধান্ত নেন। আজকে টেন্ডার অমুক নিয়ে যাক এবং অন্যান্যদেরকে শতকরা একটি নির্দিষ্ট হারে টাকা ভাগ করে দিক। এটি জায়েয কি? অবশ্য ঠিকাদারদের বক্তব্য হচ্ছে–

- আমরা সরকারকে ট্যাক্স দেই।
- উপস্থিত ঠিকাদারীর জন্য ২% কলডিপোজিট জামানত স্বরূপ জমা দেই।
- অফেরতযোগ্য কিছু টাকার বিনিময়ে টেন্ডার ফরম কিনে থাকি। কাজেই এ টাকা আমাদের জন্য অবৈধ হতে পারেনা।

উত্তর : এ টাকা ঘুষের পর্যায়ভুক্ত, কাজেই এটি নেয়া জায়েয নয়।

প্রশ্ন-১৪৮৪. সরকারী অফিসের একটি নিয়ম আছে, ঠিকাদার যত ভালো কাজই করুক না কেন অফিসারদের একটি নির্দিষ্ট কমিশন দিতেই হবে। সিডিউল অনুযায়ী কাজ হওয়ার পরও যদি ঠিকাদার তাদেরকে কমিশন না দেন তাহলে আর তাদের বিল হয় না। এমতাবস্থায় ঠিকাদার যদি তাদেরকে কমিশন দিয়ে বিল উঠিয়ে আনেন তা কি হারাম হয়ে যাবে?

উত্তর : এ ব্যাপারটিও ঘুষের পর্যায়ে পড়ে। সিডিউল অনুযায়ী কাজ করার পরও যদি ঠিকাদার তাদের কমিশন দিতে বাধ্য হন। আশা করা যায় দোষটি ঠিকাদারের কাঁধে পড়বেনা। তবে যিনি কমিশন গ্রহণ করবেন অবশ্যই সেটি তার জন্য হারাম হবে।

প্রশ্ন-১৪৮৫. ঠিকাদারীতে অনেক সময় বন্ধুত্বের সুবাদে অফিসারগণ একটু বেশী বিল দিয়ে থাকেন, যেমন কোথাও ৯০ ফুট খনন করার কথা সেখানে দেখিয়ে দিলেন ১০০ ফুট খনন করা হয়েছে। অতিরিক্ত দশ ফুটের টাকা গ্রহণ করা কেমন?

উত্তর : এটি নির্ভেজাল হারাম।

প্রশ্ন-১৪৮৬. অনেক সময় কাজ শেষে ঠিকাদারগণ অফিসারদের যোগসাজশে বেশী বিল করেন, অতিরিক্ত টাকা অফিসার ও ঠিকাদারগণ ভাগ করে নেন। এরূপ করা জায়েয কি?

উত্তর : যে কাজের জন্য যে পরিমাণ টাকা ঠিকা দেয়া হয় সেই কাজ কম করে পুরো টাকা উঠানো কিংবা তার চেয়ে বেশী টাকা উঠানো জায়েয নয়। হারাম।

শুফ'আ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয়)

প্রশ্ন-১৪৮৭. পিতামাতা তাদের সম্পত্তির অংশ কিংবা পুরো সম্পত্তি যদি অন্যের কাছে বিক্রি করে দেন তাহলে তাদের সন্তান কিংবা অন্য আত্মীয় স্বজন সেই সম্পত্তিতে শুফ'আ করতে পারেন কি? ইসলামী আইন অনুয়ায়ী তারা কি সেই সম্পত্তি ফিরিয়ে নিতে পারেন?

উত্তর : যদিও শুফ'আ ইসলামী আইনের অন্যতম একটি আইন তবু এ সম্পর্কে লোকজনের ধারণা একেবারে নেই বললেই চলে। শুফ'আ বা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয় সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার (রাহ) এর বক্তব্য নিম্নরূপ–

ইমাম আবু হানিফা (রাহ) দৃষ্টিতে শুধু তিন প্রকার লোক শুফ'আর অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

১. যারা সেই বিক্রিত সম্পত্তির শরীক বা অংশীদার।

২. যারা বিক্রিত সম্পত্তিতে সরাসরি অংশীদার না হলেও পরোক্ষভাবে তার সাথে জড়িত। যেমন বিক্রিত বাড়ির রাস্তার সাথে তার বাড়ির রাস্তা সংশ্লিষ্ট কিংবা জমিতে সেচ দেয়ার যে নালা বা ড্রেন তা বিক্রিত জমির নালা বা ড্রেনের সাথে সম্মিলিত।

৩. যাদের জমি বা সম্পত্তি বিক্রিত জমি বা সম্পত্তি সংলগ্ন।

এ তিন প্রকার লোক পর্যায়ক্রমে শুফ'আর অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি শুফ'আ না করতে চাইলে দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি তা করতে পারেন। আর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিগণ যদি শুফ'আ না করতে চান তাহলে তৃতীয় প্রকার ব্যক্তি করতে পারেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, সন্তান কিংবা বিক্রেতার আত্মীয়-স্বজন উল্লেখিত তিন প্রকার লোকের মধ্যে পড়েনা, যারা শুফ'আর দাবী করতে পারেন।

শুফ'আ দাবী করার অধিকার যাদের আছে তাদের কর্তব্য হচ্ছে সম্পত্তি বিক্রির সংবাদ শোনার সাথে সাথে অবিলম্বে শুফ'আর অধিকার প্রয়োগের ঘোষণা দেয়া এবং সে সম্পর্কে সাক্ষী ঠিক করে রাখা।

তারপর তিনি বিক্রেতা কিংবা ক্রেতার কাছে (যার দায়িত্বে সম্পত্তি থাকবে) গিয়ে শুফ'আর ঘোষণা দেবেন। তাহলে শুফ'আর অধিকার ঠিক থাকবে। নইলে শুফ'আর অধিকার রহিত হয়ে যাবে। দু'জন সাক্ষীসহ তিনি আদালতে যাবেন এবং নিজের অধিকারের সপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপন করবেন।

রাষ্ট্র কি পণ্যের মূল্য নির্ধারিত করে দিতে পারে?

প্রশ্ন-১৪৮৮. অনেক সময় রাষ্ট্র বিভিন্ন জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, এটি জায়েয কি না? কেউ যদি গোপনে নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে বিক্রি করে তা জায়েয হবে কি?

উত্তর : যদি জিনিসের সরবরাহ কম থাকার কারণে অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক উচ্চ মূল্যে তা বিক্রির চেষ্টা করা হয় তাহলে এমন প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রাষ্ট্র কর্তৃক মূল্য নির্দিষ্ট করে দেয়া জায়েয আছে। হানাফীদের মতে প্রয়োজনে সব দ্রব্যেরই বিক্রি মূল্য নির্দিষ্ট করে দেয়া যেতে পারে।

নির্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে কোনো জিনিস বিক্রি করা নৈতিকতা বিরোধী, তবে ক্রয় বিক্রয় কার্যকর হয়ে যাবে।

স্বর্ণকারের কাছে গচ্ছিত সোনা যদি তার মালিক ফেরত না নেয়

প্রশ্ন-১৪৮৯. আমার এক বন্ধু স্বর্ণকার, তার পিতাও ছিলেন স্বর্ণকার। তার পিতার ইন্তিকালের সময় তার কাছে অনেক মানুষের স্বর্ণ ছিলো, যা অলংকার বানানোর জন্যে দেয়া হয়েছিলো। তার পিতা মারা গেছেন প্রায় বিশ বছর হয়। এরই মধ্যে কয়েকজন এসে তাদের স্বর্ণ দিয়ে অলংকার বানিয়ে নিয়ে গেছেন। এখনও অনেকে আছেন যারা তাদের জিনিসের জন্য আজও আসেননি। আমার বন্ধু জানতে চেয়েছেন, এমতাবস্থায় তিনি কী করবেন?

উত্তর : সাধারণত স্বর্ণকারের কাছে খরিদ্দারের নাম ঠিকানা লিখা থাকে। যেহেতু মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি নেই, তাই নাম ঠিকানা লিখে রাখাও জরুরী।

যদি আপনার বন্ধুর কাছে তার পিতার খরিদ্দারের জিনিসের সাথে তাদের নাম ঠিকানাও থেকে থাকে তাহলে সেই ঠিকানা অনুযায়ী তাদের সংবাদ পাঠানো উচিত। ঠিকানা না থাকলে কোনো প্রচার মাধ্যমে তাদের জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচারের দিন থেকে এক বছর পর্যন্ত কেউ সেই জিনিসের খোঁজে না

এলে সেক্ষেত্রে হারানো বস্তুর বিধান কার্যকর হবে। (অর্থাৎ তা দান করে দিতে হবে)। দান করে দেয়ার পর যদি মালিক কিংবা তার ওয়ারিশগণের সন্ধান পাওয়া যায়, তাদেরকে অবগত করানো অপরিহার্য। তখন তারা চাইলে সেই দান মেনে নেবেন কিংবা তাদের পাওনা নিয়ে চলে যাবেন।

(সদকা করার পরও) মালিক যখন তা ফেরত চাবেন তখন তাকে ফেরত দিতে হবে। আর দান নিজের পক্ষ থেকে হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। সে জন্য দান করার সময় কত দান করা হলো তা লিখে রাখা উচিত, যেন পরবর্তীতে দাবী করা মাত্র সেই পরিমাণ টাকা ফেরত দেয়া সম্ভব হয়।

টেইলারিং শপে খরিদ্দারের বেঁচে যাওয়া কাপড়

প্রশ্ন-১৪৯০. আমার ছোট ভাই ক'মাস আগে টেইলারিং শপ খুলেছে। সে দোকান খোলার ক'দিন পরই রমযান শুরু হয়ে যায়। রমযানে অন্যান্য দর্জিদের কাছে যেমন খরিদ্দারের কাপড়ের ভীড় হয়ে যায়, তার দোকানেও তেমনি ভীড় হয়ে গিয়েছিলো। কাপড় ডেলিভারী দেয়ার সময় বেঁচে যাওয়া কাপড় ফেরত দেয়নি (এমনকি টেইলাররা তা ফেরত দেনওনা)। পরে দেখা গেল সেই টুকরা কাপড়ের পরিমাণ অনেক হয়ে গেছে। একই রঙের একই কাপড়ের একাধিক টুকরা জমা পড়েছে। সেই কাপড়গুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো কি? নাকি গরীবদের দান করে দেবো? না খরিদ্দারের কাপড় খরিদ্দারকেই ফেরত দিতে হবে?

উত্তর : জামা কাপড় বানানোর পর যে কাপড় বেশী হয় তা মালিকের প্রাপ্য। তাকে ফেরত দেয়া অবশ্যকর্তব্য। সেই কাপড় নিজেরা ব্যবহার করা কিংবা গরীবদের দান করে দেয়া জায়েয নয়। এরূপ করলে তা চুরি বা খেয়ানত হিসেবে গণ্য হবে।

জানাযার জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ফকৃত জায়গা বিক্রি করা

প্রশ্ন-১৪৯১. আমাদের গ্রামে জানাযার জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ফকৃত একটি জায়গা ছিলো। সঠিকভাবে তা সংরক্ষণের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। বর্তমানে সেখানে গ্রামবাসীর উপকারের জন্য একটি কূপ খনন করা হয়েছে। আরও কিছু জায়গা রয়ে গেছে। আমার বাড়ির সাথেই। আমার বাড়িটি বেশী প্রশস্ত নয়। এখন সেই জায়গাটুকু কিনে আমার বাড়ির সাথে মিলিয়ে নেয়া

জায়েয হবে কি?

উত্তর : ওয়াক্ফকৃত কোনো জায়গা বেচাকেনা করা জয়েয নয়। হাঁ, যদি সেই জায়গা ওয়াক্ফকৃত না হয়, খালি জায়গা মনে করে লোকজন সেখানে জানাযা পড়ার ব্যবস্থা করে থাকে এবং এই কারণেই বর্তমানে তা বাদ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আপনি কিনতে পারেন।

মাসজিদের পুরনো মাল কিনে ব্যবহার করা

প্রশ্ন-১৪৯২. আমাদের এলাকার একটি মসজিদ এক দানবীরের মাধ্যমে আরও বড়ো করে বিল্ডিং করা হচ্ছে। মাসজিদে ব্যবহার করা হতো এমন কিছু মাল যেমন চাদর, ফ্যান ইত্যাদি মাসজিদ কমিটি বিক্রি করে দিয়েছে। সেসব জিনিস এলাকার লোকজন কিনে নিয়ে ব্যবহার করছে। এরূপ করা জায়েয কি?

উত্তর : মাসজিদের কোনো জিনিস যদি অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় বিক্রি করে সেই টাকা মাসজিদ ফান্ডে জমা করা হয়, তা জায়েয আছে। আর সেই জিনিস যে কেউ কিনে নিয়ে ব্যবহার করতে পারে, এতে কোনো দোষ নেই। তেমনিভাবে সেই জিনিষ কিনে অন্য কোনো মাসজিদেও দেয়া যেতে পারে। এক মাসজিদের অতিরিক্ত জিনিস অন্য মসজিদের কাজে লাগানো জায়েয আছে।

পেনশন বিক্রি করে দেয়া

প্রশ্ন-১৪৯৩. সরকারী চাকুরীজীবী যারা পেনশনে যান, তাদের পেনশন বিক্রি করে দেন। বর্তমানে এটি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই পেনশন সরকার কিনে রাখে এবং পেনশনারকে এককালীন টাকা দিয়ে দেয়। এরপর পেনশনার একদিন বাঁচুক কিংবা একশ' বছর। এরূপ করা জায়েয কি?

উত্তর : হাঁ, এরূপ করা জায়েয আছে। কারণ যিনি পেনশনে যাচ্ছেন রাষ্ট্রের দায়িত্বে তার যে টাকা পেনশনের আকারে প্রদেয়, তিনি সেই সময় পর্যন্ত তার মালিক নন যতক্ষণ সেই টাকা উসুল না করবেন। এখন এই পেনশন বিক্রির অর্থ দাঁড়ায় সরকার তাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তিনি তার অধিকার ছেড়ে দেবেন বিনিময়ে তিনি এত টাকা পাবেন। আর চাকুরীজীবী তার সেই অধিকার ছেড়ে দেয়ার জন্য তৈরী হয়ে যান। এটি আসলে টাকার বিনিময়ে টাকা নেয়া নয় বরং আজীবন তার যে অধিকার সরকারের কাছে ছিলো তার বিনিময় গ্রহণ করা। শরঈ দৃষ্টিতে এটি খারাপ কিছু নয়।

মহিলাদের চাকুরী

প্রশ্ন-১৪৯৪. ইদানিং মহিলারা চাকুরির পেছনে ছুটছেন। যে কোনো মূল্যেই হোক চাকুরী তাদের চাইই। এ মানসিকতা ইসলাম সমর্থন করে কি?

উত্তর : স্ত্রীর যাবতীয় খরচপাতি দেয়া স্বামীর দায়িত্ব। কোনো মহিলার যদি স্বামী না থাকেন এবং তার ব্যয়ভার নির্বাহের কেউ না থাকেন তাহলে সেই মহিলাকে চাকুরী করার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে অবশ্যই সেই চাকুরী শালীনতা ও পর্দার সাথে হতে হবে। পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা হয় এরূপ পরিবেশে মহিলাদের চাকুরী করা জায়েয নেই।

মিথ্যে কথা বলে বিক্রি করা

প্রশ্ন-১৪৯৫. আমি এক কাপড়ের মার্কেটের দোকানদার। খরিদ্দার যখন অন্যান্য দোকানে যায় তখন তারা দেশী কাপড়কে বিদেশী বলে তাদের কাছে বিক্রি করেন। যখন আমার দোকানে কোনো খরিদ্দার আসেন তখন আমি সেই কাপড়কে দেশী কাপড় বলা মাত্র তারা বিদেশী কাপড় অনুসন্ধান করেন। আমি যতই বলি এখানে বিদেশী কাপড় নেই, সবই দেশী আপনাদের কাছে বিদেশী বলে বিক্রি করা হয়। তারা সেই কথা বিশ্বাস না করে অন্য দোকানে গিয়ে সেই একই কাপড় বিদেশী শুনে কিনে নেয়। আমি বিক্রি করতে পারছিনা। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি? আমি কি তাদের মত মিথ্যে কথা বলে বিক্রি করবো?

উত্তর : মিথ্যে কথা বলে জিনিসপত্র বিক্রি করা হারাম। তাতে দু'ধরনের গুনাহ হয়। এক. মিথ্যে কথা বলার জন্য। দুই. মানুষের সাথে প্রতারণার জন্য। রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন– 'ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন অপরাধীদের সাথে ওঠানো হবে শুধু তাদের ছাড়া যারা সৎকাজ করে (অর্থাৎ দান সাদকা করে) এবং সত্য কথা বলে (ব্যবসা করে)।

তিনি আরও বলেছেন– 'যে ব্যক্তি আমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) সাথে প্রতারণা করবে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।'

তিনি আরেক হাদীসে বলেছেন– 'সবচেয়ে বড়ো খিয়ানত হচ্ছে, তুমি তোমার ভাইকে (অর্থাৎ মুসলমানকে) এমন কথা বললে যা সে সত্য বলে বিশ্বাস করলো, অথচ তা নির্জলা মিথ্যে।'

যারা মিথ্যে কথা বলে ব্যবসা করে তারা আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়ার জীবনটাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। এই লোকদের উপার্জনে বরকত থাকেনা। মানসিক স্বস্তি ও প্রশান্তি এই লোকদের ভাগ্যে জোটে না। তাদের টাকা যেভাবে হারাম পথে আসে ঠিক সেইভাবেই হারাম পথে বেরিয়ে যায়। তাদের দেখে আপনি ঈর্ষা করবেন না। বরং খরিদ্দারকে বুঝিয়ে বলুন, এই একই কাপড় অন্য দোকানে বিদেশী বলে বিক্রি করে, আপনি যাচাই করে দেখুন, ঠকবেন না। আশা করি এতে আল্লাহ আপনার ব্যবসায়ে বরকত দেবেন। কিয়ামতের দিনেও আপনি বিরাট প্রতিদান পাবেন। নবী করীম (সা) বলেছেন– 'সৎ এবং বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে।'

অমুসলিমের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রশ্ন-১৪৯৬. অমুসলিমের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করা এবং তাদের থেকে ঋণ গ্রহণ করা জায়েয কি?

উত্তর : হাঁ, অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেন করা জায়েয আছে। তবে মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগী)-এর সাথে জায়েয নেই।

অতিরিক্ত বিল বা ভাউচার দেখিয়ে টাকা উঠানো

প্রশ্ন-১৪৯৭. আমি এক সরকারী কর্মচারী। যখন সরকারী কাজের জন্য ফটোকপি করা হয় তখন পিয়ন-চাপরাসিরা অতিরিক্ত ভাউচার লিখে আমার কাছে জমা দেয়। আমি আরেকটি ফরমে তা লিখে সেই ভাউচার অফিসারের কাছ থেকে পাশ করিয়ে দেই। এ জন্য আমি তাদের থেকে একটি পয়সাও নেই না। এতে আমার গুনাহ হবে কি?

উত্তর : গুনাহের কাজে সহযোগিতা করার কারণে আপনি গুনাহগার হবেন। অপরের পার্থিব স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে আপনি আপনার আখিরাতকে বরবাদ করে চলেছেন।

বন্ধকী জিনিস বিক্রি করা

প্রশ্ন-১৪৯৮. অভাবী অনেক মহিলা পরিচিত জনের কাছে তাদের অলংকার বন্ধক রেখে টাকা এনে নিজের প্রয়োজন সারেন। জিনিস রাখার সময় একটি সময় বেঁধে দেয়া হয়, বলা হয় এই সময়ের মধ্যে টাকা দিয়ে জিনিস ফেরত না নিলে

তা বন্ধক গ্রহণকারীর মালিকানায় চলে যাবে। এরূপ শর্ত সাপেক্ষে বন্ধক রাখা জায়েয কি না?

উত্তর : বন্ধকী লেনদেন জায়েয আছে। কিন্তু যার কাছে তা বন্ধক রাখা হয় সেতো তার মালিক হতে পারে না। এমনকি তা ব্যবহার করার কোনো অধিকারও তার নেই। বরং মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সেই জিনিসের মালিককে খবর পাঠাতে হবে। টাকা দিয়ে তার জিনিস ফেরত নেয়ার জন্য। ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে মালিকের অনুমতি নিয়ে তা বিক্রি করা যাবে। চাইলে নির্ধারিত মূল্যের অবশিষ্ট টাকা মালিককে দিয়ে সেই জিনিস নিজেও রাখা যাবে।

অন্যের সম্পদ জোর করে দখলকারীর নামায রোযা

প্রশ্ন-১৪৯৯ অন্যের জায়গা-জমি জোর করে দখলকারী ব্যক্তির নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ও অন্যান্য ইবাদতের কি হবে?

উত্তর : যদি জোর করে দখলকৃত জায়গা তার মালিককে ফেরত দেয়া না হয় তাহলে কিয়ামতের দিন তার সমস্ত নেক নিপীড়িত ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে।

নগদ ও বাকীতে বেচাকেনা

বায়ে সালাম

প্রশ্ন-১৫০০. বর্তমানে ৫০০ টাকা মণ দরে বাজারে বেচাকেনা হচ্ছে কিন্তু নির্দিষ্ট একটি সময় পর মূল্য পরিশোধের শর্তে তা ৬০০ টাকা মণ দরে বিক্রি করা হলো। অবশ্য সময়ের হেরফেরের কারণে দামেরও হেরফের হয়। এরূপ বেচাকেনা শরঈ দৃষ্টিতে জায়েয কি?

উত্তর : যদি কোনো জিনিসের মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা হয় এবং মাল এক মাস, দু মাস কিংবা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের পর ডেলিভারি দেয়া হয়, তাকে 'বায়ে সালাম' বলে। নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে 'বায়ে সালাম' বৈধ।

১. জিনিসের ধরন জেনে নেয়া। ২. বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মান সম্পর্কে অবগত হওয়া। ৩. শস্য হলে তা কোন্ জাতীয় শস্য তা জেনে নেয়া। ৪. পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেয়া। ৫. ডেলিভারীর তারিখ নির্ধারণ করা। ৬. অগ্রিম যে মূল্য পরিশোধ করতে হবে তার পরিমাণ ঠিক করা। এবং ৭. কোথা থেকে ডেলিভারী দেয়া হবে তা নির্ধারণ করা।

প্রশ্ন-১৫০১. মাল যায়িদের (আসল নাম নয়); খালিদ তার খরিদ্দার। খালিদ বাজার দরের চেয়ে কম মূল্যে যায়িদের কাছ থেকে মাল কিনলেন। টাকার প্রয়োজন হওয়ায় যায়িদও কম মূল্যেই তা বিক্রি করলেন। তারপর খালিদ সেই মাল বাজার দরের চেয়ে বেশী মূল্যে আমরের কাছে বাকীতে বিক্রি করলেন। খালিদের এ কাজ শরঈ দৃষ্টিতে বৈধ কিনা?

উত্তর : এখানে দুটো দিক লক্ষ্য রাখতে হবে। এক. কারও প্রয়োজন ও অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে কমদামে মাল কেনা আইনত বৈধ হলেও মানবিক ও নৈতিক দিক থেকে তা ঠিক নয়।

দুই. বাকীতে বেশী মূল্যে বিক্রি করা বৈধ হলেও নগদ এবং বাকী মূল্যের মধ্যে পার্থক্যটা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের হওয়া উচিত।

কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রি করা

প্রশ্ন-১৫০২. বর্তমানে বিভিন্ন সামগ্রী কিস্তিতে বিক্রি হচ্ছে, যেমন ফ্রিজ, টিভি, টেপরেকর্ডার, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি। তবে বাজার মূল্যের চেয়ে কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্তে কিনলে দাম বেশী রাখা হয়। দেখা যায় নগদ মূল্যে কিনলে যে জিনিসের দাম ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা, বাকীতে কিস্তিতে কিনলে সেই জিনিসের দাম রাখা হয় ১৩,০০০ (তেরো হাজার) টাকা। মেহেরবানী করে বলবেন, এটি সূদের পর্যায়ে পড়ে কিনা?

উত্তর : কোনো জিনিস নগদ কম মূল্যে এবং বাকীতে বেশী মূল্যে বিক্রি করা জায়েয আছে। এটি সূদের পর্যায়ে পড়ে না। তবে বাকীতে এবং কিস্তিতে বিক্রির সময় অবশ্যই জিনিসের মূল্য এবং কত কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে তা ভালো ভাবে ঠিক করে নিতে হবে।

হস্তগত হওয়ার আগেই পণ্য বিক্রি করা

কোম্পানী থেকে ডেলিভারী পাওয়ার আগেই ডিলারদের বিক্রি করা

প্রশ্ন-১৫০৩. অনেক কোম্পানী তাদের মাল বাজারজাত করার জন্য এজেন্ট নিয়োগ করেন। কোম্পানীর মাল এজেন্টদের কাছে পৌছার আগেই তারা তা বিক্রি করতে শুরু করে দেন। এরূপ করা জায়েয কি?

উত্তর : সম্পদ হস্তগত হওয়ার আগে তা বিক্রি করা জায়েয নেই। তবে একটি অবস্থাতেই তা জায়েয, যাকে 'বায়ে সালাম' বলা হয়। দরদাম ঠিক করে নির্দিষ্ট সময় পর মাল ডেলিভারি দেয়ার শর্তে এ ধরনের বেচাকেনা হয়ে থাকে। অবশ্য সেই সাথে নিম্নোক্ত শর্তাবলীও পূরণ করা জরুরী।

১. মালের ধরন নির্দিষ্ট করা।

২. প্রকৃতি নির্ধারণ করা। যেমন দেশী না বিদেশী ইত্যাদি।

৩. মান সম্পর্কে অবহিত করানো। যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাকি মোটামুটি, নাকি নিম্ন মানের ইত্যাদি।

৪. পরিমাণ নির্দিষ্ট করা।

৫. ডেলিভারীর তারিখ নির্ধারণ করা। যা এক মাসের কম হবে না।

৬. জিনিসের মূল্য চূড়ান্ত করা।

৭. যেসব জিনিসের পরিবহন কিংবা স্থানান্তরে টাকা ব্যয় হয় সেই ব্যয়ভার কে বহন করবে তাও ঠিক করে নেয়া। এবং কোথা থেকে মাল ডেলিভারী দেয়া হবে সে কথাও পাকা করে নেয়া।

৮. দু পক্ষ পৃথক হওয়ার আগেই নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ হওয়া।

যদি এ আট শর্তের কোনো একটি শর্তও না পাওয়া যায় তাহলে তা 'বায়ে সালাম' বলে গণ্য হবেনা।

না দেখে কোনো জিনিস কেনা

প্রশ্ন-১৫০৪. বর্তমানে মাল না দেখে শুধু তার নাম ও ব্রান্ডের উপর কেনাবেচা হয়। এটি শরঈ দৃষ্টিতে বৈধ কিনা?

উত্তর : না দেখে কোনো জিনিস কেনা জায়েয আছে। তবে ক্রেতা মাল দেখার পর অপছন্দ হলে সেই মাল ফেরত দিতে পারবেন। এ অধিকার তার আছে।

স্টক বা গুদামজাত করা

প্রশ্ন-১৫০৫. অনেক সময় দেখা যায়, কোম্পানী তার মাল একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ কমিশনে বাজারে ছাড়ে। তখন ব্যবসায়ীগণ সেই মাল কিনে স্টক করে রাখেন। পরে বাজারে সেসব মালের ঘাটতি দেখা দিলে তা বেশী দামে বিক্রি করেন। এরূপ ব্যবসা কি বৈধ হবে?

উত্তর : জনসাধারণের কষ্ট হয় এমন মাল স্টক করে দাম বাড়ার পর তা বিক্রি করা হারাম। হাদীসে এ ধরনের স্টককারী বা গুদামজাতকারীকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। হাঁ বাজারে যদি সেই মালের ঘাটতি না থাকে এবং লোকদের কষ্ট না হয় তাহলে স্টক বা গুদামজাত করা জায়েয আছে। তবু যেহেতু এ কাজটির পেছনে মোটা অংকের লাভ করার প্রবণতা থেকে যায়, তাই এরূপ না করাই ভালো।

প্রশ্ন-১৫০৬. কোনো মাল স্টক করে রাখা জায়েয আছে কি না, জানতে চাই।

উত্তর : মাল স্টক করার কয়েকটি অবস্থা রয়েছে, প্রত্যেক অবস্থার বিধান ভিন্ন ভিন্ন।

এক. কেউ তার জমির শস্য মজুদ করে রাখলেন, বিক্রি করলেন না, এটি জায়েয আছে। কিন্তু বাজার মূল্য বাড়া কিংবা সেই জিনিসের সরবরাহ কমার অপেক্ষায় থাকা গুনাহ্। যদি বাজারে সরবরাহ কমে যায় এবং মানুষের কষ্ট বেড়ে যায় তাহলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্টককৃত শস্য বিক্রি করে দিতে তাকে বাধ্য করা যাবে।

দুই. কেউ বাজার থেকে কিনে খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখলেন। যখন বাজারে সেই দ্রব্যের ঘাটতি দেখা গেল এবং বাজার দর বেড়ে গেল তখন বিক্রি করলেন। এটি হারাম। নবী করীম (সা) এ ধরনের লোকদের অভিশাপ দিয়েছেন।

তিন. বাজারে কোনো জিনিসের সরবরাহ প্রচুর, দামও মানুষের নাগালের মধ্যে এরূপ জিনিস কেউ যদি স্টক করে রাখেন, তার কোনো বিরূপ প্রভাব বাজারে না পড়ে তাহলে জায়েয আছে।

চার. যেসব জিনিস মানুষ কিংবা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেসব ছাড়া অন্য কোনো জিনিস স্টক করে রাখা জায়েয আছে। কিন্তু মার্কেটে সেসব জিনিসের ঘাটতি দেখা দিলে তখন আর স্টক করে রাখা বৈধ হবেনা।

বায়না

বায়নার টাকা ফেরত দেয়া

প্রশ্ন-১৫০৭. আমি আমার এক বন্ধুর কাছে একটি মেশিন রাখি বিক্রি করার জন্য। মূল্যও বলে দেই চার হাজার টাকা। এক খরিদ্দার এসে ৫০০ টাকা বায়না

দিয়ে যায় এবং বলে যায় চার দিন পর এসে বাকী টাকা দিয়ে মেশিন নিয়ে যাবে। কিন্তু সে আসে দশদিন পর। এদিকে আমার বন্ধু সেই মেশিনটি অন্য খরিদ্দারের কাছে বিক্রি করে দেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আগের খরিদ্দারের বায়নার টাকা ফেরত দিতে হবে কিনা?

উত্তর : বায়নার টাকা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।

বায়না প্রদানকারী ফিরে না এলে বায়নার টাকা কী করবে?

প্রশ্ন-১৫০৮. কোনো জিনিস কেনার জন্য বায়না করে বায়নাকারী যদি ফিরে না আসেন কিংবা তার খোঁজ না পাওয়া যায় তাহলে বায়নার সেই টাকা কী করতে হবে?

উত্তর : বায়না প্রদানকারী যদি ফিরে না আসেন এবং তার কোনো খোঁজ না পাওয়া যায়, এমনকি তিনি ফিরে আসবেন সেই আশাও না থাকে, তাহলে সেই টাকা কোনো অভাবীকে দান করতে হবে। পরে যদি তিনি আসেন এবং তার বায়নার টাকা ফেরত চান তাহলে তাকে সেই টাকা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। দানকৃত টাকা মালিকের পক্ষ থেকে সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

শেয়ার ক্রয় বিক্রয়

শেয়ার ব্যবসার শরঈ দৃষ্টিকোণ

প্রশ্ন-১৫০৯. কয়েকভাবে শেয়ারের বেচাকেনা হয়ে থাকে। যেমন–

১. কোম্পানী থেকে নিজের নামে শেয়ার কিনে সাথে সাথে তা বিক্রি করে দেয়া কিংবা দীর্ঘদিন কাছে রেখে তারপর বিক্রি করা। এতে লাভও হতে পারে আবার লোকসানও হতে পারে।

২. কোনো ব্যক্তি কোম্পানীর শেয়ার কিনে রেখে দিলেন। নির্দিষ্ট সময় পর কোম্পানী লাভ ঘোষণা করলো কিংবা বোনাস প্রদান করলো।

৩. শেয়ার দীর্ঘদিন নিজের কাছে রেখে তারপর দাম বাড়ায় তা বিক্রি করা।

উপরোক্ত তিন প্রকার বেচাকেনার মধ্যে কোনটি শরী'আহ্ সম্মত?

উত্তর : শেয়ারের অর্থ হচ্ছে, কোনো কোম্পানীর মালিকানার আংশিক হস্তান্তর। যেমন কোনো কোম্পানীর দশ লাখ টাকার সম্পদ আছে। সেখানে এক লাখ টাকা

নিজ মালিকানায় রেখে বাকী নয় লাখ টাকার মালিকানা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিলো। যারা সেসব অংশ কিনবেন তারা সেই কোম্পানীর মালিকানায় অংশীদার হবেন। এখন কেউ তার মালিকানার অংশ বিক্রি করে দিলে অন্য কেউ কিনলে সেও সেই অংশ অনুপাতে মালিকানা লাভ করবে। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানার এরূপ হস্তান্তর জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে, অবশ্যই সেই কোম্পানীর ব্যবসা হালাল হতে হবে। কোম্পানী প্রদত্ত লাভ বা বোনাস গ্রহণ করা জায়েয।

প্রশ্ন-১৫১০. আজকাল বিভিন্ন কোম্পানী নির্দিষ্ট হারে তাদের শেয়ারের লাভ প্রদান করে থাকে। এরূপ করা শরঈ দৃষ্টিতে জায়েয কি?

উত্তর : কোম্পানী তার শেয়ার হোল্ডারদের যে লাভ প্রদান করে থাকে তা হালাল হবার জন্য শর্ত দুটো।

এক. কোম্পানীর ব্যবসা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে হালাল বা বৈধ হতে হবে। হারাম ব্যবসার শেয়ার কেনা এবং তার লাভ গ্রহণ করা হারাম।

দুই. কোম্পানীর সম্পূর্ণ লাভ হিসেব করে প্রাপ্ত অংশ অনুযায়ী প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারকে তা প্রদান করা। পুরো হিসেব না করে শতকরা হারে একটি নির্দিষ্ট অংকের লাভ প্রদান করা জায়েয নয়। এটি সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

মুদারাবা বা অংশীদারী কারবার

ভ্যারাইটি স্টোরে অংশীদারী কারবারে লাভের হিসেব

প্রশ্ন-১৫১১ একটি ভ্যারাইটি স্টোরে হরেক রকম মাল থাকে। অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক মালের পৃথকভাবে লাভ বের করা এক জটিল ব্যাপার। এরূপ অবস্থায় কি করা যেতে পারে?

উত্তর : অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক জিনিসের লাভ পৃথকভাবে হিসেবে করা জরুরী নয়। বরং ছয় মাস এক বছর পর পর হিসেব করে দেখা উচিত ব্যবসায়ে কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিলো এবং বর্তমানে তা কত টাকায় দাঁড়িয়েছে। যে পরিমাণ টাকা বেড়ে যাবে তা লাভ হিসেবে গণ্য হবে।

অংশীদারী কারবারে লাভ বা ক্ষতি নির্দিষ্ট করে দেয়া

প্রশ্ন-১৫১২. এক ব্যক্তি এক লাখ টাকা মূলধন নিয়ে কোনো ব্যবসা শুরু করলেন। দশ হাজার টাকা দিয়ে কেউ সেই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করলেন। কথা

হলো, লাভ যাই হোক তাকে প্রতিমাসে পাঁচশ' টাকা দেয়া হবে আর লোকসান হলেও তার থেকে পাঁচশ' টাকার বেশী কেটে নেয়া হবেনা। এরূপ শর্তে পার্টনারশীপ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা জায়েয কি না?

উত্তর : না, জায়েয নয়। এটি সরাসরি সুদ। তবে চুক্তিটি এভাবে হতে পারে- তার দশ হাজার টাকায় যে পরিমাণ লাভ হবে তার অর্ধেক কিংবা এক তৃতীয়াংশ তাকে দেয়া হবে। (এবং লোকসানও সেই হারে তার থেকে কেটে নেয়া হবে)।

'এক পক্ষের মূলধন আরেক পক্ষের শ্রম' এই শর্তে অংশীদারী কারবারে লোকসান হলে তা কে বহন করবে?

প্রশ্ন-১৫১৩. দু'জন মিলে অংশীদারী ব্যবসা শুরু করলেন। একজনের মূলধন এবং আরেক জনের শ্রম। কথা হলো, লাভ দু'জনের সমান সমান। এমতাবস্থায় যদি ব্যবসায় লোকসান হয় তাহলে সেই দায় কে বহন করবে?

উত্তর : এ ধরনের ব্যবসাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'মুদারাবা' বলা হয়। মুদারাবা ব্যবসায় লোকসান হলে তা মূলধনের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় যদি উভয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দেন তাহলে বিনিয়োগকারীর মূলধন থেকে যাবে টাকা আর অংশীদারীর যাবে শ্রম। কিন্তু তারা যদি এর পরও ব্যবসা অব্যাহত রাখেন, তাহলে ভবিষ্যতে যে লাভ হবে তা থেকে প্রথমে মূলধনের ঘাটতি পূরণ করে তারপর অতিরিক্ত যা থাকবে তা উভয় পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেবেন।

দু'জন অংশীদারীর মধ্যে একজন যদি লোকসানের দায় নিতে অস্বীকার করেন

প্রশ্ন-১৫১৪. দুজন একত্রে ব্যবসা শুরু করলেন। বিনিয়োগ একজনের ৬৬% ভাগ এবং আরেকজনের ৩৪% ভাগ। ৬৬% ভাগ বিনিয়োগকারী ব্যবসায় শ্রম দেবেন না। শ্রম দেবেন ৩৪% ভাগ বিনিয়োগকারী। যিনি শ্রম দেবেন তার দাবী, লাভ হলে আমাকে লাভের ৫০% ভাগ দিতে হবে আর লোকসান হলে আমি তার দায়ভার নেবো না। এরূপ করা শরঈ দৃষ্টিতে বৈধ কিনা?

উত্তর : যিনি ব্যবসায় শ্রম দেবেন লাভের হার তার জন্য বেশী রাখা জায়েয আছে। যেমন এখানে মাত্র ৩৪% ভাগ বিনিয়োগ করে এবং সেইসাথে শ্রম দিয়ে

লাভের ৫০% ভাগ নেয়ার জন্য চুক্তি। কিন্তু আল্লাহ না করুন যদি ব্যবসায় লোকসান হয়ে যায় তাহলে বিনিয়োগের হার অনুযায়ী উভয়েরই তা গ্রহণ করা উচিত। কোনো পক্ষ লোকসানের দায়ভার বহন করবেন না তা ঠিক নয়।

বর্গা চাষ

জমি বর্গা দেয়া

প্রশ্ন-১৫১৫. জমি বর্গা দেয়ার বিপক্ষে শরঈ যেসব বক্তব্য রয়েছে তার একটি হচ্ছে এটি সূদের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। সূদী ব্যবসায় যেমন বিনিয়োগ করে বিনা শ্রমে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভ পেয়ে থাকে, লোকসানের কোনো ঝুঁকি নেই, তেমনিভাবে বর্গাচাষে জমি প্রদানকারীও কোনো শ্রম ছাড়া নির্দিষ্ট হারে $\frac{১}{২}$ অংশ কিংবা $\frac{১}{৩}$ অংশ ফসল পেয়ে থাকেন, লোকসানের কোনো দায়ভার তার নেই, এ জন্যই এটি সূদের মত। এ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

উত্তর : মজুরী প্রদানের শর্তে জমিতে কাউকে শ্রম দিতে দেয়া এবং ঘর বাড়ি, দোকান পাট ভাড়ায় দেয়া ইসলামী আইন বিশারদ সকল ইমামের মতেই জায়েয। তবে বর্গাচাষের জন্য জমি প্রদান করা জায়েয কিনা এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু ফতোয়া হচ্ছে জমি বর্গা দেয়া জায়েয। একে সূদের সদৃশ মনে করা ভুল। এটি মুদারাবা বা অংশীদারী কারবারের অনুরূপ একটি ব্যাপার।

প্রশ্ন-১৫১৬. বর্গাচাষ ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা জানতে চাই। তিরমিযী, ইবনু মাজা, নাসাঈ, আবু দাউদ, মুসলিম এবং বুখারী শরীফের অনেক হাদীস থেকে বুঝা যায়, নবী করীম (সাঃ) বর্গাচাষকে সূদী কারবারের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন রাফি ইবনু খাদীজ (রা) এর ছেলে রাফি থেকে (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এমন এক কাজ থেকে বাধা দিয়েছেন যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিলো। অবশ্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) এর অনুগত করা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী লাভজনক। (সুনান-আবু দাউদ)

একবার নবী করীম (সা) একটি ক্ষেতের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এ ক্ষেতটি কার? বললাম, আমার। বীজ ও শ্রম আমি দিয়েছি, জমি অন্যের।

তখন নবী করীম (সা) বললেন, তুমি সূদের কারবারে নিয়োজিত হয়েছো। (সুনান-আবু দাউদ)

উত্তর : ইসলামে বর্গাচাষ জায়েয়। অনেক হাদীস ও সাহাবা কিরামের আমল থেকেই এ বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আপনি যেসব হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা এমন বর্গাচাষের সাথে সংশ্লিষ্ট যেখানে অবৈধ শর্তারোপ করা হয়েছিলো।

ভাড়া

বাড়ী, দোকান ইত্যাদি ভাড়া দেয়া

প্রশ্ন-১৫১৭. বাড়ি, ঘর, দোকান ইত্যাদি কিনে তা ভাড়া দেয়া সূদের পর্যায়ে পড়ে কিনা। তাছাড়া আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডেকোরেটরের যেসব জিনিস ভাড়ায় এনে ব্যবহার করি তা বৈধ কি না মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর : বাড়ি, ঘর, দোকান ইত্যাদি কিনে তা ভাড়া দেয়া এবং ডেকোরেটরের জিনিসপত্র ভাড়ায় এনে ব্যবহার করা জায়েয। সূদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে অগ্রিম নেয়া

প্রশ্ন-১৫১৮. ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে মালিক যে অগ্রিম বা এ্যাডভান্স নেন তা কি আমানত হিসেবে গণ্য হবে নাকি ঋণ? মালিক কি সেই টাকা নিজের প্রয়োজনে ব্যায় করতে পারেন?

উত্তর : এটি মূলত আমানত। কিন্তু ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে অনুমতি সাপেক্ষে তা মালিক নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারেন। তখন এটি ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

সরকারী জমি দখল করে ভাড়া দেয়া

প্রশ্ন-১৫১৯. অনাবাদী সরকারী জমি, জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিলো, সেখানে ঘর উঠিয়ে ভাড়া দেয়া হলো। এটি বৈধ কি না?

উত্তর : সরকারের অনুমতি নিয়ে যদি ঘর উঠানো হয় তাহলে ভাড়া দেয়া বৈধ হবে।

প্রদত্ত এ্যাডভান্সের যাকাত কে দেবেন মালিক নাকি ভাড়াটিয়া?

প্রশ্ন-১৫২০. এ্যাডভান্স বাবদ যে টাকা দেয়া হয় সেই টাকার যাকাত কে পরিশোধ করবেন, মালিক নাকি ভাড়াটিয়া?

উত্তর : ভাড়াটিয়া বা অগ্রিম প্রদানকারী নিজে সেই টাকার যাকাত প্রদান করবেন।

অগ্রিম টাকা নেয়ার প্রথাটি কি ভাড়াটিয়ার প্রতি যুলুম নয়?

প্রশ্ন-১৫২১. মালিক একদিকে মোটা অংকের ভাড়া পাচ্ছেন আবার এ্যাডভান্সের নামে টাকা নিয়ে লাভবান হচ্ছেন, তারপর দু'এক বছর পর পর ভাড়া বাড়াচ্ছেন, এটি কি সুস্পষ্ট যুল্‌ম নয়? তাহলে উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে সোচ্চার হচ্ছেন না কেন?

উত্তর : জামানত নেয়ার উদ্দেশ্য, ভাড়াটিয়া অনেক সময় বাড়ি বা দোকানের ক্ষতি করে থাকেন। আবার অনেক সময় বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানির বিল পরিশোধ না করেই চলে যান যা পরবর্তীতে মালিকের ঘাড়েই পড়ে। এ জন্যই মালিক পক্ষ অগ্রিমের নামে জামানত রেখে থাকেন। ভাড়াটিয়ার উপর যদি মালিকের পূর্ণ আস্থা থাকে তাহলে এ্যাডভান্সের কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন-১৫২২. এক ডাক্তার আমার বাড়ি ভাড়া নিয়ে ক্লিনিক বানিয়েছিলেন। পনেরো মাসের বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল বাকী রেখে তিনি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। আমার বয়স প্রায় ৭৫ বছর। এই বয়সে আইন আদালতে দৌড়াদৌড়ি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিয়ামতের দিন আমি আমার অধিকার ফিরে পাবো কি?

উত্তর : কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে। আপনিও আপনার অধিকার অবশ্যই ফিরে পাবেন।

ঋণ (Loan)

বাড়ি বন্ধক রেখে লোন নেয়া

প্রশ্ন-১৫২৩. আমি ভীষণ অসুবিধায় পড়ে বাড়ি বন্ধক রেখে সূদে টাকা এনেছি। এছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না। সূদ নেয়া এবং দেয়া মারাত্মক গুনাহ্ একথা জেনেও আমি এ গুনাহে জড়িয়ে পড়েছি। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে কি মাফ পাবো না?

উত্তর : সূদ নেয়া এবং দেয়া হারাম। জমি বন্ধক রেখে টাকা এনে সূদ দেয়া তাও হারাম। আপনি সূদে টাকা নিয়ে আল্লাহ্‌র গযবকেই আহ্বান জানিয়েছেন। তাওবা

ইসতিগ্ফার ছাড়া আপনার আর কোনো প্রতিকার নেই। আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। আপনি বাড়ির কিছু অংশ বিক্রি করে কি সূদ ও ঋণ থেকে বাঁচতে পারেন না?

ঋণ হিসেবে সোনা নিলে

প্রশ্ন-১৫২৪. আমার এক বন্ধু 'ক' তেত্রিশ বছর আগে স্বর্ণকার 'খ' এর কাছ থেকে পনেরো ভরি সোনা ধার নিয়েছিলেন। তখন সবগুলো সোনার দাম ছিলো ১৩ হাজার টাকার মত। সেই টাকা দিয়ে তিনি বিদেশ গিয়েছিলেন। বর্তমানে 'খ' সেই সোনা ফেরত চাচ্ছেন। 'ক' এর বক্তব্য তখন আমি সেই সোনা মাত্র তেরো হাজার টাকা বিক্রি করেছি কাজেই আমি তোমাকে তেরো হাজার টাকাই ফেরত দেবো। আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা এখন কি তাকে সেই পনেরো ভরি সোনা ফেরত দিতে হবে নাকি তেরো হাজার টাকা?

উত্তর : যে পরিমাণ সোনা ওজন করে নিয়েছিলেন ঠিক সেই পরিমাণ সোনা-ই ফেরত দিতে হবে। সোনার দামের কথা এখানে অবান্তর।

জাতীয় ঋণের দায়ে গুনাহ্গার কে হবে

প্রশ্ন-১৫২৫. আমাদের সরকার বিদেশ থেকে কোটি কোটি ডলার ঋণ করছে। যা আমাদের প্রত্যেকের মাথাপিছু একটি বিরাট অংকে এসে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মৃত্যু হলে সেই ঋণের দায় কার উপর বর্তাবে?

উত্তর : জাতীয় ঋণের দায় কোনো ব্যক্তির নয়। রাষ্ট্রের। এজন্য সেই ঋণের জন্য কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং তারা গুনাহ্গারও হবে না।

নিজ পরিচয় গোপন করে কেউ আর্থিক সাহায্য করলে

প্রশ্ন-১৫২৬. কিছু দিন আগে আমি অন্য এক শহরে গিয়ে বিপদে পড়ি। তখন এক ভদ্রলোক আমাকে আর্থিক সহযোগিতা করেন, নিজের নাম পরিচয় গোপন করে। তখন থেকেই আমি মানসিক পীড়নে উৎপীড়িত হচ্ছি। মেহেরবানী করে বলবেন কি আমি কিভাবে তাকে সেই টাকা ফেরত দিতে পারি?

উত্তর : সেই ভদ্রলোক যখন নিজের নাম পরিচয় গোপন রেখে আপনাকে সাহায্য করেছে তখন বুঝা যায় তিনি সেই টাকা ফেরত পাওয়ার নিয়তে আপনাকে দেননি। এজন্য আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। যদি আল্লাহ্ আপনাকে

তওফিক দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি সেই পরিমাণ টাকা ভদ্র, লোকের নামে দান করে দিন।

রাহ্ন বা বন্ধকী জমির ফসল কে পাবে?

প্রশ্ন-১৫২৭. জমি বন্ধক রেখে রহিম উদ্দিন (আসল নাম নয়) করিম উদ্দিনের কাছ থেকে দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা নিলেন। শর্ত হচ্ছে, যতদিন রহিম উদ্দিন সেই টাকা ফেরত দিতে না পারবেন ততদিন করিম উদ্দিন জমির চাষাবাদ করবেন এবং তার ফসল ভোগ করবেন। এরূপ করা শরঈ দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : রাহ্ন বা বন্ধকী জমির মালিক তিনি, যিনি বন্ধক রাখলেন। যার কাছে বন্ধক রাখা হলো তিনি সেই জমির মালিক নন, আমানতদার মাত্র। কাজেই সেই জমির ফসলসহ যাবতীয় জিনিসের তিনি আমানতদার; যখন মালিক টাকা ফেরত দেবেন তখন ফসল সহ সবকিছুই তাকে ফেরত দিতে হবে। বন্ধকী জমির ফসল ভোগ করা প্রকৃতপক্ষে সূদ গ্রহণ করারই নামান্তর, যা ইসলাম হারাম করেছে।

আমানত

আমানতের টাকা চুরি হয়ে গেলে

প্রশ্ন-১৫২৮. বিদেশ থেকে এক ব্যক্তি দেশে ফেরার সময় কিছু টাকা তার এক বন্ধুর কাছে এই বলে রেখে গেলেন যে, ফিরে এসে নেবো। কিন্তু তিনি দেশ থেকে কোনো কারণে আর ফিরলেন না। এদিকে সেই বন্ধু টাকা ফেরত পাঠাতে চেয়েছে তাও তিনি অনুমতি দেননি, পুনরায় ফিরে যাবেন সেই আশায়। টাকাগুলো একটি ব্রিফকেসে রাখা ছিলো। ব্রিফকেসসহ সেই টাকাগুলো চুরি হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় পুরো টাকাই কি তার বন্ধুকে ফেরত দিতে হবে?

উত্তর : যদি আমানতের টাকা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে থাকেন এবং সংরক্ষণের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন তাহলে সেই টাকার কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে না। পক্ষান্তরে যদি সেই টাকা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হয় কিংবা নিজের জন্য খরচ করা হয় অথবা নিজের টাকার সাথে মিলিয়ে রাখা হয়। পার্থক্য করা না যায়, তাহলে সেই টাকার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

ধার নেয়ার পর সেই জিনিস ফেরত না দেয়া

প্রশ্ন-১৫২৯. আমার পরিচিত এক ব্যক্তি আছেন যিনি কারও কাছ থেকে কোনো জিনিস ধার নিলে আর ফেরত দেয়ার নাম করেন না, এরূপ করা কেমন?

উত্তর : যে জিনিস কারও থেকে ধার নেয়া হয় তা ধার গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট আমানত স্বরূপ। কাজেই তা ফেরত না দেয়া আমানতের খিয়ানত। আর খিয়ানত হচ্ছে কবীরাহ গুনাহ্।

আমানতের কথা অস্বীকার করলে

প্রশ্ন-১৫৩০. এক ব্যক্তির কাছে কিছু জিনিস আমানত রাখা হয়েছিলো, এখন সে অস্বীকার করছে। তাকে শপথ করতে বললে তাও রাজী হচ্ছে না। এখন কী করা উচিত?

উত্তর : যার কাছে আমানত রাখা হয় সে যদি তা অস্বীকার করে তাহলে অবশ্যই তাকে শপথ করতে হবে। হয় সে আমানতদাতার মাল ফেরত দেবে আর না হয় শপথ করবে। আর প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত মযলুমের পক্ষ নিয়ে তাকে সাহায্য করা।

ঘুষ

ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেয়া

প্রশ্ন-১৫৩১. ঘুষ যিনি দেন এবং যিনি ঘুষ নেন উভয়েই জাহান্নামী। কিন্তু বর্তমানে এ ঘুণে ধরা সমাজে ঘুষ না দিতে চাইলেও দিতে বাধ্য করা হয়। ঘুষ না দিলে সেই কাজ হয় না। চাকুরীর ব্যাপারটিও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কেউ যদি এ দুর্মূলের বাজারে একটি চাকুরির জন্য নিরুপায় হয়ে ঘুষ দিতে বাধ্য হয় তাহলে সেই চাকুরির মাধ্যমে তার উপার্জিত টাকা হালাল হবে কি না?

উত্তর : ঘুষ গ্রহণকারী সর্বাবস্থায়ই জাহান্নামী। তবে যিনি নিরুপায় হয়ে ঘুষ প্রদানে বাধ্য হন, আশা করা যায় এ ব্যাপারে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন না। ঘুষ দিয়ে চাকুরি নেয়ার ব্যাপারে কথা হচ্ছে, যদি সেই ব্যক্তি ঐ চাকুরির উপযুক্ত হন এবং সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন তাহলে সেই চাকুরির মাধ্যমে উপার্জিত টাকা হালাল। আর যদি সে ঐ চাকুরীর উপযুক্ত না হয় ঘুষ দিয়ে জোর করে নিয়ে থাকে তাহলে সেই চাকুরির বেতন হালাল হবেনা।

প্রশ্ন-১৫৩২. আপনি এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন, যুলুম নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য কিংবা নিরুপায় হয়ে ঘুষ দিতে বাধ্য হলে তা জায়েয। অথচ হাদীসে ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহিতা উভয়েরই নিন্দা করা হয়েছে। আপনি কিভাবে তা বৈধ করলেন?

উত্তর : ব্যাপারটি নিয়ে আমি বেশী কথা বলতে চাইনি, অল্প কথায় সেরে দিতে চেয়েছিলাম। আপনার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আরও কিছু বলতে হচ্ছে, এর পরও যদি আপনি সন্তুষ্ট হতে না পারেন তাহলে আমার কিছু করার নেই। আমি অপারগ।

আপনার বক্তব্য হচ্ছে, ঘুষ অকাট্যভাবে হারাম। ঘুষ দাতা ও গ্রহিতাকে হাদীসে নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের কথাও বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই জানা থাকার কথা যে, নিরুপায় অবস্থায় মৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। ঘুষের ব্যাপারটিও অনুরূপ। কেউ যদি অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দেয় তাহলে ফকীহগণ মনে করেন, এজন্য হয়তো আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন না। আমি এ কথাটিই তো বলেছি। এটি তো সুস্পষ্ট, এখানে স্বাভাবিক অবস্থার কথা বলা হয়নি। ঘুষ নেয়া তো সর্বাবস্থায়ই হারাম এবং কবীরাহ গুনাহ কিন্তু ঘুষ দেয়ার দুটো অবস্থা আছে। এক. উপকার ও স্বাচ্ছন্দ লাভের জন্যে ঘুষ প্রদান করা। এটি হারাম। এদেরকেই হাদীসে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। দুই. নিরুপায় অবস্থায় ঘুষ দিতে বাধ্য হলে। এদের ব্যাপারে ফকীহ বা ইসলামী আইন বিশারদগণ বলেছেন, এ জন্যে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করবেন না।

এ কথা শুনে হয়তো আপনি বলে বসবেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুকাবেলায় ফকীহদের মতকে আমি প্রাধান্য দিয়েছি। তাহলে আমি বলবো, আপনিইতো এক জন বড়ো মুজতাহিদ (গবেষক) এ ক্ষেত্রে আমার মতামতের এমন কী-ই বা দাম আছে?

স্বামী ঘুষখোর হলে স্ত্রীর করণীয়

প্রশ্ন-১৫৩৩. স্বামী যদি ঘুষখোর হন আর স্ত্রী যদি তা অপছন্দ করেন কিন্তু ভয়ে স্বামীকে বলতে না পারেন তাহলে তিনি কী করবেন?

উত্তর : স্বামী অবৈধভাবে উপার্জন করলে স্ত্রীর উচিত তাকে দরদ ও ভালোবাসা দিয়ে সেই পথ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। যদি তিনি ফিরে না আসেন তাকে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া 'আমি প্রয়োজনে না খেয়ে থাকবো তবু হারাম টাকা বাড়িতে আনতে পারবেন না। হালাল টাকা পরিমাণে যতই কম হোক তাই আমার জন্য যথেষ্ট।' স্ত্রীর জোরালো প্রতিবাদের পরও যদি স্বামী অবৈধ রোজগার থেকে ফিরে না আসেন, সেজন্য স্ত্রী দায়ী হবেন না। দায়ী হবেন স্বামী। আর যদি

স্ত্রী স্বামীর ব্যাপারটি জেনেও কিছু না বলেন বরং সেই টাকা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে থাকেন তাহলে উভয়েই জাহান্নামী হবেন।

ঘুষের টাকা জনকল্যাণে ব্যয় করা

প্রশ্ন-১৫৩৪. আমাদের এক অফিসার আছেন যিনি মানুষের খেদমতে হাতেম তাঈ এর চেয়ে কম নন। কারও মেয়ের বিয়েতে যৌতুক লাগবে? কারও প্লট কিংবা ফ্ল্যাট বুক করতে হবে? তিনি আছেন। আর এসব কিছুই করেন ঘুষের টাকা থেকে। ঘুষের টাকা দিয়ে এরূপ জনকল্যাণমূলক কাজ করলে তার সওয়াব পাবেন কি?

উত্তর : ঘুষ নেয়া হারাম। আর হারাম টাকা কোনো জনকল্যাণমুলক কাজে ব্যায় করে সওয়াবের আশা করাতো আরও বড়ো গুনাহ। হাদীসে এসেছে– 'হারাম উপায়ে অর্জিত টাকা দান করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়না।' ফকীহ্গণ বলেছেন– হারাম উপায়ে অর্জিত টাকা দান করে সওয়াব পাওয়ার আশা করা মারাত্মক গুনাহ। কেউ যদি নোংরা ও অপবিত্র জিনিস জমা করে কোনো সম্মানী লোককে উপহার দেয় এটি যেমন চরম ধৃষ্টতা তেমনিভাবে অপবিত্র ও হারাম মাল আল্লাহকে দান করাও চরম ধৃষ্টতা ও বেয়াদবি। আপনাদের হাতেম তাঈ এর উচিত ঘুষের সকল টাকা তার মালিকদের ফেরত দেয়া, তারপর নিজে বিগত অপকর্মের জন্য তওবা করা।

অফিসের জিনিস ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা

প্রশ্ন-১৫৩৫. যদি কোনো ব্যক্তি অফিসের জিনিসপত্র যেমন কাগজ, কলম, রেজিস্টার খাতা, টেলিফোন ইত্যাদি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করে, তা বৈধ কিনা? আবার অনেকে অফিসের মাল কেনা কিংবা বিক্রির সময় কমিশন নিয়ে থাকেন, এটিই বা কেমন?

উত্তর : কোম্পানী বা সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়া থাকলে তা ব্যবহার করা জায়েয আছে। নইলে তা চুরি বা খেয়ানত হিসেবে গণ্য হবে। আর অফিসের মাল ক্রয়বিক্রয়ে কমিশন নেয়া সুস্পষ্ট ঘুষ। আর ঘুষ হারাম হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

কোনো সংস্থা থেকে ডায়েরী ও ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করা

প্রশ্ন-১৫৩৬. আজকাল ডায়েরী ও ক্যালেন্ডার বিতরণের নিয়মটি সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। উদ্দেশ্য এ গুলোর মাধ্যমে সংস্থার প্রচার করা। কিন্তু এগুলো দেয়া হয় বিশেষ ব্যক্তিদের। যেমন বড়ো কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারী আমলা বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকেই দেয়া হয় যেন তারা প্রতিষ্ঠানের জন্য সেগুলো কেনার চেষ্টা করেন। এরূপ উপহার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গ্রহণ করা বৈধ কিনা?

উত্তর : ডায়েরী বা ক্যালেন্ডার যেসব সংস্থা বের করে থাকে তাদের ব্যবসা যদি শরঈ দৃষ্টিতে বৈধ হয় তাহলে তাদের ডায়েরী বা ক্যালেন্ডার গ্রহণ করাও বৈধ হবে।

ক্রয় বিক্রয়ের আরও কতিপয় মাসয়ালা

আফিম (এক ধরনের মাদকদ্রব্য) এর ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন-১৫৩৭. আফিম একদিকে যেমন নেশা উদ্রেককারী আবার অন্যদিকে ওষুদের উপকরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। প্রশ্ন হচ্ছে আফিমের ব্যবসা বৈধ কিনা?

উত্তর : ওষুধে আফিমের ব্যবহার জায়েয আছে এবং এর ক্রয় বিক্রয়ও জায়েয। শর্ত হচ্ছে এ ব্যবসা কেবলমাত্র ওষুধের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে। (মাদকদ্রব্য হিসেবে এর ক্রয় বিক্রয় জায়েয নয়, হারাম)।

সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছে অস্ত্র বিক্রি করা

প্রশ্ন-১৫৩৮. যদি সন্দেহ হয় যে, এই ব্যক্তি অস্ত্র কিনে মানুষের ক্ষতি করবে তাহলে তার কাছে অস্ত্র বিক্রি করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : কারও কাছে অস্ত্র বিক্রির সময় যদি সন্দেহ হয় যে, এ ব্যক্তি অস্ত্র কিনে অবৈধ কাজ করবে কিংবা মানুষের ক্ষতি করবে তাহলে তার কাছে অস্ত্র বিক্রি করা জায়েয নয়। বিক্রিকারী গুনাহ্‌গার হবেন। তবু বিক্রি ফাসিদ হবেনা, শুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

আসমাউল হুসনা কিংবা কুরআনের আয়াত লেখা কাগজের ঠোঙায় ভরে জিনিসপত্র বিক্রি করা

প্রশ্ন-১৫৩৯. দোকানে কিছু কিনলে অনেক সময় সেসব জিনিসপত্র এমন

কাগজের ঠোঙায় দেয়া হয়, যার উপর কুরআনের আয়াত কিংবা আসমাউল হুসনা লিখা থাকে। এরূপ ঠোঙা ব্যবহার করা জায়েয কি? আর এভাবে উপার্জিত টাকা হালাল কিনা?

উত্তর : এতে উপার্জিত টাকা হারাম হয়না কিন্তু এরূপ করা গুনাহ্।

বিয়ের কাপড় বিক্রি করে দেয়া

প্রশ্ন-১৫৪০. আমি প্রায় দু' বছর আগে বিয়ের জন্য হাতে কাজ করানো কিছু কাপড় কিনেছিলাম। এগুলো বলতে গেলে প্রায় অব্যবহৃতই থাকে। মাঝে মধ্যে দু' একদিন ব্যবহার করেছি। এখন যদি আমি সেগুলো থেকে কিছু কাপড় বিক্রি করি তাহলে কেনা দামের চেয়েও বেশী বিক্রি করতে পারি, এরূপ করা আমার জন্য বৈধ হবে কি?

উত্তর : হাঁ এগুলো বিক্রি করা এবং বিক্রিত কাপড়ের লাভ উভয়ই বৈধ। এতে দোষের কিছু নেই।

লাইসেন্স এর ক্রয়বিক্রয়

প্রশ্ন-১৫৪১. ঠিকাদারী কাজের জন্য যে লাইসেন্স করা হয় অনেকে তা বিক্রি করে দেন। ক্রেতা সেই লাইসেন্স ব্যবহার করে নিজে ঠিকাদারী কাজ চালিয়ে যান। এরূপ করা জায়েয কিনা?

উত্তর : লাইসেন্স কোনো সম্পদ নয় বরং এটি কাজের যোগ্যতার অনুমোদন পত্র। এর ক্রয় বিক্রয়ের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। এরূপ না করাই ভালো।

সূদ অধ্যায়

সূদের টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া মাদ্রাসায় দান করা

প্রশ্ন-১৫৪২. ব্যাংকে জমাকৃত টাকার সূদ উঠিয়ে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া মাদ্রাসায় দান করা যাবে কি? এতে সওয়াব না হোক গুনাহ্ তো হবেনা?

উত্তর : কেন ইল্ম ও আলিমদের জন্য হালাল উপার্জন থেকে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই? কেবল এ অপবিত্র আর নোংরা জিনিসগুলোই দিতে চাচ্ছেন?

সূদের টাকা কি ব্যাংক থেকে না আনা ভালো নাকি এনে গরীবদের দেয়া ভালো?

আমার আব্বা আম্মা দু'জনেই ব্যবসায়ী। তাদের ব্যাংক একাউন্ট থেকে মোটা অংকের সূদ পাওয়া যায়। আমি আব্বা আম্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম– আপনারা জানেন সূদ হারাম, তবু কেন ব্যাংক থেকে সূদের টাকা উঠাচ্ছেন? তারা বলেছেন, সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবদের দিয়ে দেই। না উঠালে ব্যাংক ওয়ালাদের উপকার হবে আর উঠিয়ে গরীবদের দিলে তাদের উপকার হবে। আপনার কাছে প্রশ্ন, সূদের টাকাগুলো কী করা উচিত?

উত্তর : ব্যাংক থেকে সূদের টাকা উঠিয়ে গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু দান কিংবা সওয়াবের নিয়তে দেয়া যাবেনা। মনে করতে হবে নোংরা এ জিনিসগুলো নিজের কাছ থেকে দূর করে দিচ্ছি।

হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন থেকে লোন নিয়ে বাড়ী করা

প্রশ্ন-১৫৪৩. হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করা জায়েয কিনা, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর : না, জায়েয নয়। এ সংস্থার লেনদেন সূদের সাথে জড়িত।

ঋণের টাকার সাথে অন্য কিছু গ্রহণ করা

প্রশ্ন-১৫৪৪. আমার চাচা আমার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছেন। বলেছেন, এক বছর পর টাকা ফেরত দেবেন এবং সেইসাথে ২৫ মন ধান দেবেন। ধান এবং টাকা দুটো নেয়াই কি আমার জন্য বৈধ হবে?

উত্তর : আপনার দশ হাজার টাকা ফেরত নেয়ার সময় সেইসাথে অন্য কিছু নেয়া জায়েয নয়। এটি সুস্পষ্ট সূদ।

ঋণগ্রস্তকে ঋণ পরিশোধের জন্য সূদের টাকা দেয়া

প্রশ্ন-১৫৪৫. আমার কাছে যদি সূদের টাকা থাকে তাহলে সেই টাকায় কোনো ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য দেয়া যাবে কি? নাকি সেই টাকা দিয়ে মাসজিদের পায়খানা বানিয়ে দেবো?

উত্তর : সূদের টাকা দিয়ে নিজের ঋণ পরিশোধ করা কিংবা মাসজিদের পায়খানা বানিয়ে দেয়া জায়েয নয়। সওয়াবের নিয়ত ছাড়া কোনো গরীবকে দেয়া যেতে পারে। আপনি ঋণগ্রস্তের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন, যদি সে সত্যিকার অর্থে মুখাপেক্ষী হয় তাহলে ঋণ পরিশোধের জন্য তাকেও দেয়া যাবে।

সূদ ভিত্তিক লেনদেন করেন এমন ব্যক্তির দেয়া উপহার

প্রশ্ন-১৫৪৬. সূদ ভিত্তিক লেনদেন করেন এমন ব্যক্তি যদি কাউকে কিছু উপহার দেন, তিনি তা গ্রহণ করতে পারবেন কি?

উত্তর : দেখতে হবে তার বৈধ ও অবৈধ টাকার হার কি রকম, যদি অবৈধ টাকার চেয়ে বৈধ টাকার হার বেশী হয় তাহলে উপহার গ্রহণ করা বৈধ।

আর যদি বৈধ ও অবৈধ টাকার হার সমান সমান হয় তবু উপহার গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু অবৈধ টাকার হার যদি বৈধ টাকার চেয়ে বেশী হয় তাহলে উপহার গ্রহণ করা যাবেনা।

সূদের টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ের কেনাকাটা করা

প্রশ্ন-১৫৪৭. এক গরীব লোক ব্যাংকে টাকা জমিয়েছেন মেয়ের বিয়ের জন্য। সেখানে প্রায় ৭/৮ শ' টাকার মত সূদ হয়েছে। এ টাকা দিয়ে তিনি মেয়ের বিয়ের কেনাকাটা করতে পারবেন কি?

উত্তর : সূদের টাকা ব্যবহার করা হারাম এবং গুনাহ। সেই টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ের কেনাকাটা করা জায়েয নয়।

স্বামী যদি স্ত্রীর হাত-খরচার জন্য সূদের টাকা দেন, তার দায় কার উপর বর্তাবে?

প্রশ্ন-১৫৪৮. স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সংসারের খরচের জন্য সূদের টাকা নিতে বাধ্য করেন এবং স্ত্রীর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেজন্য কে দায়ী হবেন?

উত্তর : সেজন্য স্বামীই দায়ী হবেন। তবু স্ত্রীর বলা উচিত, আমি প্রয়োজনে কোথাও কাজ করে খাব কিন্তু তোমার দেয়া এ হারাম খাবো না।

সূদের টাকা নিজে ব্যবহার করা হারাম তাহলে গরীবকে দেয়া জায়েয হয় কিভাবে?

প্রশ্ন-১৫৪৯. আপনি সূদের টাকা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন 'তা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবকে দেয়া যেতে পারে।' আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যে টাকা নিজের জন্য ব্যয় করা যাবেনা এবং হারাম, তা গরীবের জন্য হালাল হয় কিভাবে?

উত্তর : যদি অপবিত্র ও নোংরা কোনো সম্পদ কারও হাতে এসে যায় তার উচিত অনতিবিলম্বে তা তার মালিকানা থেকে বের করে দেয়া। দুটো অবস্থায়ই তা হতে পারে। এক. নদীতে ফেলে দেয়া। দুই. কোন গরীব মানুষকে দিয়ে দেয়া। এতে সওয়াব হবে এরূপ ধারণা না করা। বরং নদীতে ফেলে দেয়ার চেয়ে একজন গরীব মানুষের উপকার হবে এই মনে করে দেয়া। প্রথমটি শরী'আত অনুমতি দেয়নি, অনুমতি দিয়েছে দ্বিতীয়টি।

সূদী ব্যাংকে চাকুরী

প্রশ্ন-১৫৫০. যারা সূদী ব্যাংকে চাকুরী করেন তাদের চাকুরী কি হালাল না হারাম? অনেক ভদ্রলোক আছেন যাদের নামায রোযা কাযা হয়না কিন্তু পনেরো বিশ বছর যাবৎ সূদী ব্যাংকে চাকুরী করছেন। আবার সেসব ব্যাংকে সন্তানের চাকুরীর ব্যবস্থাও করেছেন। আর বলেন, আমরা তো বিশ্বাস করি, সূদ সম্পূর্ণরূপে হারাম কিন্তু ব্যাংকের চাকুরী তো সেই শ্রমিকের মত যারা শ্রম দিয়ে বেতন নেয়। সূদের সাথে জড়িত তো স্বয়ং সরকার, আমরা সাধারণ এক কর্মচারী হয়ে কিভাবে জড়িত হলাম? এ ব্যাপারে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

উত্তর : ব্যাংক যতক্ষণ পর্যন্ত সূদের উপর ভিত্তি করে চলবে ততক্ষণ সেখানে চাকুরী করা হারাম। যিনি বলেন আমরা চাকুরী করি, শ্রম দেই পয়সা নেই, সূদের সাথে জড়িত কিভাবে? এ কথা বললেই তাদের চাকুরী বৈধ হয়ে যাবেনা। কারণ নবী করীম (সা) বলেছেন– 'যে সূদ দেয়, যে সূদ নেয়, যে তার লেখালেখি করে এবং যে তার সাক্ষী থাকে সকলেই সমান (অপরাধী)।'

নবী করীম (সা) যেখানে সকলকে একই রকম বলেছেন সেখানে সূদী ব্যাংকে চাকুরী করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের কোনো অবকাশ নেই।

তাছাড়া ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যে বেতন দেয়া হয় তা ব্যাংকের সূদী ব্যবসা থেকেই প্রাপ্ত টাকা। কাজেই যে টাকা হারাম, বেতন হিসেবে দিলেই তা হালাল হয়ে যায় কিভাবে? কেউ যদি জুয়ার আস্তানায় চাকুরী করে এবং তাকে জুয়ার আয় ব্যয় থেকে বেতন দেয়া হয় তাহলে শ্রম দেয়ার কারণে তার চাকুরী এবং বেতন হালাল হয়ে যাবে?

যারা সূদী ব্যাংকে চাকুরী করেন তারা যে গুনাহ্‌র কাজ করছেন এবং তাদের বেতনের টাকা যে অপবিত্র এ কথা মনে রেখে আল্লাহর কাছে তাদের তওবা ইস্‌তিগফার করা উচিত এবং এ চাকুরীর পরিবর্তে অন্য কোনো চাকুরীর চেষ্টা করা উচিত। হালাল কোনো ব্যবস্থা হওয়া মাত্র এ চাকুরী ছেড়ে দেয়া উচিত।

ইন্স্যুরেন্স বা বীমা

ইন্স্যুরেন্স বা বীমার শরঈ বিধান

প্রশ্ন-১৫৫১. ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কী? অনেক সময় ইন্স্যুরেন্সকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। যেমন জাহাজ ডুবে গেল কিংবা কোনো যান আগুনে পুড়ে গেল তখন ইন্স্যুরেন্সকৃত যানের জন্যে মালিক কোম্পানীর কাছে দাবী করলে সে পুরো টাকাটাই পেতে পারে।

উত্তর : ইন্স্যুরেন্স বা বীমার প্রচলিত যে পদ্ধতি রয়েছে তা শরী'আহ্ সম্মত নয়। বরং তা জুয়ার রকমফের মাত্র। এ জন্য স্বেচ্ছায় ইন্স্যুরেন্স করা বৈধ নয়। আর যদি ইন্স্যুরেন্স করতে আইনগতভাবে বাধ্য করা হয় তাহলে জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত নেয়া জায়েয নেই। কারণ বীমা কোম্পানীগুলো সেই টাকা দিয়ে যে ব্যবসা করে থাকে তা বৈধ নয় (সূদ ভিত্তিক)। এ জন্য বীমা করা বা বীমা

কোম্পানীতে চাকুরী করা জায়েয নয়।

বীমা তো মৃত ব্যক্তির সন্তানদের কল্যাণেই আসে তাহলে হারাম কেন?

প্রশ্ন-১৫৫২. কোনো গরীব মানুষ যদি মারা যায় এবং তার বীমা করা থাকে তাহলে সেই টাকা উঠিয়ে ছেলে মেয়েরা চলতে পারে, লেখাপড়া শিখতে পারে, তাহলে বীমা করা হারাম হবে কেন?

উত্তর : বীমার বর্তমান যে সিস্টেম তার ভিত্তি সূদের উপর, এ জন্য বীমা জায়েয নয়। আর বীমা কোম্পানী থেকে যে টাকা দেয়া হয় তাও গ্রহণ করা বৈধ নয় একই কারণে।

চাঁদা কালেকশনকারীকে চাঁদা থেকে কমিশন দেয়া

প্রশ্ন-১৫৫৩. অনেক মসজিদ মাদ্রাসার জন্য চাঁদা কালেকশনকারী নিয়োগ করা হয়। কালেকশনকৃত টাকা থেকে তাদেরকে ৩৩% কিংবা ৩৫% হারে প্রদান করা হয়। এক মুফতি সাহেব বলেছেন এটি জায়েয নয়। আপনার অভিমত কী? তাকে চাঁদার টাকা থেকে কমিশন দেয়া যাবে, নাকি বেতন ভিত্তিক নিয়োগ দিতে হবে?

উত্তর : চাঁদা কালেকশনকারীকে চাঁদার টাকা থেকে কমিশন প্রদানের শর্তে নিয়োগ দেয়া দুটো কারণে না জায়েয।

এক. সেই আয় অনির্দিষ্ট। কারণ মাসে সে কত টাকা কালেকশন করতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর অনিশ্চিত কোনো কিছু বিক্রি বা লেনদেন জায়েয নয়।

দুই. শ্রমিক যে কাজ করবে সেই কাজ থেকেই তার পারিশ্রমিক দেয়া বৈধ নয়। এ জন্য তাকে বেতন ভিত্তিক নিয়োগ দিতে হবে।

কোম্পানীর কমিশন

প্রশ্ন-১৫৫৪. বড়ো বড়ো অনেক কোম্পানী তাদের মাল বিক্রি করে দিলে বিক্রেতাকে কমিশন দিয়ে থাকে। আমি অনেক পার্টিকে তাদের শো-রুমে নিয়ে মাল পছন্দ করাই এবং তাদের কাছে বিক্রি করে দেই। কোম্পানীর রেটে তারা মাল কিনে আনেন। পরে কোম্পানী আমাকে বিক্রিত মালের উপর কমিশন দেয়। এরূপ করা বৈধ কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, এরূপ কমিশন নেয়া জায়েয আছে।

প্রশ্ন-১৫৫৫. এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে জিনিস পত্রের দাম জেনে বললেন, আপনার জিনিস আমি এই দামে বিক্রি করে দিলে আমাকে ৫% কমিশন দিতে হবে। এটি জায়েয কিনা?

উত্তর : এই ব্যক্তি দোকানদারের পক্ষ থেকে দালালী করছেন। আর দালালীর পারিশ্রমিক হিসেবে ৫% কমিশন নিচ্ছেন। দালালী করে এরূপ পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয আছে।

ক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য দেখিয়ে বিল বানানো

প্রশ্ন-১৫৫৬. আমার দোকানে অনেক সময় এমন খরিদ্দার আসেন যিনি বিক্রি দামের চেয়ে ১০% বেশী লিখে মেমো দিতে বলেন, আমি এরূপ লিখতে অপারগতা প্রকাশ করলে তারা অন্য দোকান থেকে মাল নিয়ে যান। আমি যদি তাদের কথামত মেমো করে দেই তা জায়েয হবে কি?

উত্তর : এ তো নির্জলা মিথ্যে। তবে আপনি যদি ১০০ টাকা দামের জিনিস ৯০ টাকা কমে বিক্রি করেন, তাহলে জায়েয আছে। কিন্তু তারা যে পরিমাণ টাকা বেশী লেখাতে চান তা তাদের পকেটে রাখার কৌশল মাত্র। নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তারা এরূপ করেন না।

জুয়া

প্রশ্ন-১৫৫৭. অনেকদিন আগে আমি একটি হাদীস শুনেছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন– 'যে জুয়া খেলে, সে যেন আমার রক্ত দিয়ে তার হাত রাঙা করে।'

যদিও আমি মানুষকে বুঝাতে গিয়ে এটি বিভিন্ন জায়গায় বলি তবু ভেতরে খটকা থেকে যায়। কারণ এ পর্যন্ত আমি কোনো হাদীসের গ্রন্থে এ হাদীসটি পাইনি। আপনি মেহেরবানী করে জানাবেন এ হাদীসটি সহীহ কিনা?

উত্তর : আপনি যেসব শব্দে হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেভাবে আমি কোথাও দেখিনি। অবশ্য সহীহ মুসলিমে হযরত বুরাইদা আসলামী (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন– যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে যেন নিজের হাতে শুকরের গোশত ও রক্ত মেখে নিলো।

মুসনাদে আহমাদে আছে নবী করীম (সা) বলেছেন– 'যে ব্যক্তি পাশা খেলার পর

উঠে গিয়ে নামায পড়লো তার উদাহরণ হচ্ছে কোনো ব্যক্তি পূজ ও শুকরের রক্ত দিয়ে ওযু করে নামায পড়লো।' (তাফসীরে ইবনু কাসীর ২/২৯)

হযরত আলী (রা) বলেছেন– 'পাশা হচ্ছে অনারবদের জুয়া।'

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বলেছেন– 'পাশা নাফরমান ও গুনাহগাররাই খেলে থাকে।'

প্রশ্ন-১৫৫৮. বাজী ধরে কিংবা টাকা দিয়ে খেলাধূলা করা কী?

উত্তর : শর্ত দিয়ে কিংবা টাকা দিয়ে খেলা জুয়া, আর জুয়া ইসলামে নিষিদ্ধ।

উত্তরাধিকার অধ্যায়

কাউকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা

প্রশ্ন-১৫৫৯. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন– 'যে তার উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার (মীরাস) থেকে বঞ্চিত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার জান্নাতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন।' (ইবনু মাজা)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর এ আইন অবশ্য পালনীয়। যে এটি লংঘন করবে সে প্রকারান্তরে কুফরীতে লিপ্ত হবে। কিন্তু সমাজে দেখা যায়, ছেলে অনেক সময় বাপের অবাধ্য হলে তাকে ত্যাজ্য-পুত্র ঘোষণা করা হয় এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। উপরিউক্ত হাদীসের ঘোষণা অনুযায়ী এ কাজ কতটুকু সমর্থন যোগ্য?

উত্তর : কাউকে ত্যাজ্য-পুত্র করা কিংবা মৃত্যুর সময় ওসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হারাম এবং অবৈধ। শরঈ দৃষ্টিতে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই যাকে ত্যাজ্য-পুত্র ঘোষণা করা হয় কিংবা যাকে উত্তরাধিকারের অংশ থেকে বঞ্চিত করার ওসিয়ত করা হয় সে যথারীতি তার অংশ পেয়ে যাবে।

ওয়ারিশ হিসেবে একজন সন্তান যে অংশ পাবে, বাপ মা তার চেয়ে বেশী দেয়ার জন্য ওসিয়ত করতে পারেন কি?

প্রশ্ন-১৫৬০. উত্তরাধিকার আইনে ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পায়। কোনো ছেলে বা মেয়ের প্রাপ্য অংশের চেয়ে বেশী দেয়ার ওসিয়ত বাপ মা করতে পারেন কি? যদি তারা কাউকে তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে বেশী দান করে যান, তাহলে?

উত্তর : যারা ওয়ারিশ তাদের কাউকে তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে বেশী প্রদানের ওসিয়ত করলে তা কার্যকর হবেনা। বাতিল বলে গণ্য হবে। অবশ্য সকল ওয়ারিশ যদি বালিগ ও স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারী হয় এবং তারা সকলে মিলে কারও প্রাপ্য অংশের চেয়ে তাকে বেশী প্রদান করতে চান, তা জায়েয আছে।

কেউ যদি জীবিতাবস্থায় তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে অন্যান্য ওয়ারিশদের বঞ্চিত করে একজন ওয়ারিশকে সব দিয়ে যান

প্রশ্ন-১৫৬১. কেউ যদি অন্যান্য ওয়ারিশদের বঞ্চিত করার জন্য জীবিতাবস্থায় তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে একজন ওয়ারিশকে সব টাকা দিয়ে দেন তা কি আদালত ও নৈতিকতার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হবে?

উত্তর : কেউ যদি জীবিতাবস্থায় এরূপ করে যান, আইনত তা কার্যকরী হবে। তবু আদালত তার এ পদক্ষেপ বাতিল করার অধিকার রাখে।

মৃত্যুর পরও যে সকল সম্পদ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে তার সবগুলোই কি বন্টনযোগ্য?

প্রশ্ন-১৫৬২. মৃত্যুর পরও যদি সম্পদ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে তাহলে সকল সম্পদই কি বন্টন করতে হবে, নাকি মৃত্যুর সময় যে পরিমাণ সম্পদ ছিলো শুধু সেইটুকু বন্টন করতে হবে?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির যেসব সম্পদ মৃত্যুর পরও বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে বন্টনের সময় সকল সম্পদই বন্টন করতে হবে।

অন্য দেশে বসবাসরত কন্যা পিতার সম্পদে ওয়ারিশ হবে কি?

প্রশ্ন-১৫৬৩. আমার শ্বশুর ইন্তিকাল করেছেন। তার তিন ছেলে (একজন মৃত্যুবরণ করেছেন), ছয় মেয়ে এবং এক স্ত্রী। এক মেয়ে স্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাসরত। তিনি পিতার সম্পদের অংশ পাবেন কি? পেলে তারা কে কত অংশ পাবেন?

উত্তর : মরহুমের যে ছেলে ইন্তিকাল করেছেন তিনি পিতার আগে না পরে ইন্তিকাল করেছেন সে কথা আপনি স্পষ্ট করে লিখেননি। যদি পিতার আগে তিনি ইন্তিকাল করে থাকেন তাহলে পুরো সম্পত্তি মোট ৮০ ভাগে ভাগ করে $\frac{১০}{৮০}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{১৪}{৮০}$ অংশ করে প্রত্যেক ছেলে এবং $\frac{৭}{৮০}$ অংশ করে প্রত্যেক মেয়ে পাবেন। যে মেয়ে বিদেশে বসবাস করছেন তিনিও তার অংশ পাবেন। আর যদি উক্ত ছেলে পিতার পরে ইন্তিকাল করে থাকেন তাহলে পুরো সম্পত্তি মোট ৯৬ ভাগে ভাগ

করে স্ত্রী পাবেন $\frac{১২}{৯৬}$ অংশ, প্রত্যেক ছেলে পাবেন $\frac{১৪}{৯৬}$ অংশ করে এবং প্রত্যেক মেয়ে পাবেন $\frac{৭}{৯৬}$ অংশ করে। যে ছেলে ইন্তিকাল করেছেন তার অংশ তার ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে।

বোনদের কাছ থেকে তাদের অংশ মাফ করিয়ে নেয়া

প্রশ্ন-১৫৬৪. আমাদের দেশের প্রচলিত রীতি, পিতার ইন্তিকালের পর বোনদের সম্পত্তি না দিয়ে তাদের থেকে ভাইয়েরা এই মর্মে লিখিয়ে নেন যে, 'আমরা সম্পত্তি চাই না, আমরা আমাদের সম্পত্তি ভাইদের দিয়ে দিলাম।' এভাবে সমস্ত সম্পত্তি ভাইদের করায়ত্তে চলে যায়। এরূপ করা বৈধ কি না? এতে কি তাদের সন্তানগণ বঞ্চিত হন না? তাদের সন্তানদের কি মায়ের অংশ দাবী করার অধিকার রয়েছে?

উত্তর : আল্লাহ্ তা'আলা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ছেলেদের যেমন অংশ রেখেছেন তেমনিভাবে মেয়েদেরও অংশ রেখেছেন। হিন্দু মেয়েরা ভাইয়ের উপস্থিতিতে বাপের সম্পত্তির অংশ পায় না। তাই দেখে দেখে মুসলিম সমাজে এ ধারণা জন্মেছে যে, মেয়েরা তাদের পিতার সম্পত্তির অংশ নেয়া এক ধরনের যুল্ম বা অপরাধ। ভাই যদি বোনের কাছ থেকে লিখে নেয়, তিনি তার অংশ চান না। তবু তা ঠিক নয়। কারণ এটি আল্লাহর আইনের পরিপন্থী। কাজেই কোনো ভাই তার বোনকে এভাবে বঞ্চিত করতে পারেন না। সত্যি কথা বলতে কি, বোন ইচ্ছে করে তার অংশ ছেড়ে দেন না বরং সামাজিক রীতি ও লোকলজ্জার ভয়ে এরূপ করে থাকেন।

যদি কোনো বোন স্বেচ্ছায় খুশী হয়ে তার ভাইকে তার অংশ ছেড়ে দিয়ে আসেন তাহলে সেই সম্পত্তি দাবী করার কোনো অধিকার তার সন্তানের নেই। কারণ মায়ের মৃত্যুর পর সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মা জীবিত থাকাবস্থায় তার সম্পদের উপর সন্তানের কোনো অধিকার নেই। এ জন্য কোনো মা যদি তার সম্পদ কাউকে দিয়ে দেন, সেখানে সন্তানের বাঁধা দেয়ার কোনো অধিকার নেই।

যৌতুক কি ওয়ারিশী-স্বত্বের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে?

প্রশ্ন-১৫৬৫. আমার মরহুম আব্বাজান প্রায় চল্লিশ লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে ইন্তিকাল করেছেন। আমার ভাইদের অবস্থাও মাশাআল্লাহ্ ভালো। তবে আমরা

যে ক'বোন বিবাহিতা আমাদের অবস্থা ততটা সচ্ছল নয়। এদিকে আমার আম্মা আমাদের অংশ দিতে নারাজ। তার বক্তব্য মেয়েদেরকে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিয়েছি, কাজেই তারা এ সম্পত্তিতে কোনো অংশ পেতে পারে না। আপনি মেহেরবানী করে বলবেন, আম্মার এ যুক্তি ঠিক কি না? আমরা যদি আমাদের অধিকার আদায় করি তাহলে তার প্রতি আমাদের কোনো বেয়াদবি হবে কি?

উত্তর : মেয়েদের বিয়েতে যদি যৌতুক দেয়া হয়ে থাকে তাহলে ছেলেদের বিয়েতেও তার চেয়ে বেশী খরচ করা হয়েছে, এ জন্য কি পিতার সম্পত্তি থেকে ছেলেদেরও বঞ্চিত করা হবে?

তাছাড়া মেয়ের যৌতুক পিতা জীবিত থাকতেই দিয়ে গেছেন আর মেয়েরা ওয়ারিশী সম্পদের অধিকারী হয়েছেন পিতার মৃত্যুর পর। কাজেই যে জিনিস পিতার মৃত্যুর কারণে পাওনা হয়েছেন তা পিতার জীবদ্দশায় কেটে রাখা কী করে সম্ভব?

ওয়ারিশী-স্বত্বের অংশ নির্দিষ্ট কিন্তু যৌতুকের অংশ নির্দিষ্ট নয়। বরং পিতার সাধ ও সাধ্য অনুযায়ী তা দেয়া হয়ে থাকে। তাহলে যৌতুক ওয়ারিশীস্বত্বের স্থলাভিষিক্ত হয় কি করে?

মোটকথা, আপনার মায়ের অবস্থান ভুল এবং যুল্‌মের পর্যায়ের। তিনি মেয়েদের অংশ না দিয়ে জাহান্নাম কিনে নিচ্ছেন। এ থেকে তওবা করা উচিত।

আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, জোর করে অধিকার আদায় করলে মায়ের সাথে বেয়াদবি হবে কি না। উত্তর হচ্ছে, চাইলে বেয়াদবি হবে না। মানুষ তো আল্লাহ্‌র কাছেও চায় তাহলে মা-বাপের কাছে চাইলে বেয়াদবি হবে কেন। হাঁ যদি চাইতে গিয়ে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয় তাহলে অবশ্যই বেয়াদবি হবে। ভদ্রভাবে চাপ প্রয়োগ করলেও বেয়াদবি বলা যাবে না।

মায়ের সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার

প্রশ্ন-১৫৬৬. প্রায় আট বছর হয় আমাদের আম্মা মারা গেছেন। আমরা চার বোন দু'ভাই। আব্বা এবং ভাইয়েরা তার সম্পত্তি ভোগ দখল করছেন। আমরা আব্বাকে বলেছিলাম আমাদের অংশ আমাদেরকে দিয়ে দেয়ার জন্য। তিনি

বললেন– মেয়েরা মায়ের সম্পত্তি পায় না। এমতাবস্থায় আমরা কী করতে পারি?

উত্তর : মেয়েরা মায়ের সম্পত্তির অংশ পায় না' আপনার আব্বার এ কথা ভুল। পিতার সম্পত্তিতে মেয়েরা যেমন অংশ পায় ঠিক তেমনিভাবে মায়ের সম্পত্তিতেও তারা অংশ পায়। আপনি যেভাবে লিখেছেন তাতে পুরো সম্পত্তি ৩২ ভাগ করে $\frac{৮}{৩২}$ অংশ পিতার, $\frac{৬}{৩২}$ অংশ করে প্রত্যেক ভাই এবং $\frac{৩}{৩২}$ অংশ করে প্রত্যেক বোন পাবেন।

পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণকারী সন্তানের অংশ

প্রশ্ন-১৫৬৭. এক ব্যক্তি ইন্তিকাল করলেন, দু'ছেলে, এক মেয়ে এবং স্ত্রী রেখে। ইন্তিকালের পর তার সম্পত্তি শরী'আহ্ অনুযায়ী স্ত্রী, দু'ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। স্ত্রী তখন চার মাসের গর্ভবর্তী। পাঁচ মাস পর তিনি আরও একজন কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, নবজাতক পিতার সম্পত্তির অংশ. পাবে কি-না। যদি পায় তাহলে কিভাবে? আগেই তো সম্পত্তি ওয়ারিশগণ ভাগ করে নিয়েছেন।

উত্তর : নবজাতক কন্যা তার পিতার সম্পত্তিতে অংশ পাবে। কন্যা জন্মের আগে সম্পত্তি ভাগ করা-ই ঠিক হয়নি। কারণ এটি কারও জানা ছিলো না, ছেলে নাকি মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। প্রথমে যে ভাগ বাটোয়ারা করা হয়েছে তা ভুল। পুনরায় ভাগ করতে হবে এবং সেখানে নবজাতকের অংশও রাখতে হবে। মরহুমের সমস্ত সম্পত্তি ৪৮ ভাগে ভাগ করে $\frac{৬}{৪৮}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{১৪}{৪৮}$ অংশ করে প্রত্যেক ছেলে এবং $\frac{৭}{৪৮}$ অংশ করে প্রত্যেক মেয়ে পাবে।

পিতার পরিত্যক্ত সম্পদে ভাই বোনের অংশ

প্রশ্ন-১৫৬৮. আমরা তিন বোন এক ভাই। আমাদের মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই। আমাদের একটি বাড়ি আছে। যা আমরা ১,৫০,০০০ (দেড় লাখ) টাকা বিক্রি করতে যাচ্ছি। এখন আমরা ভাই বোনেরা কে কত টাকা পাবো?

উত্তর : আপনার পিতার কোনো ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে। তারপর বৈধ কোনো ওসিয়ত থাকলে, সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে তা পরিশোধ করে

অবশিষ্ট সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করে $\frac{২}{৫}$ অংশ ভাই এবং $\frac{১}{৫}$ অংশ করে প্রত্যেক বোন পাবেন।

মৃত ব্যক্তির পিতামাতা ও ভাই বোনের উপস্থিতিতে স্ত্রী ও সন্তানের অংশ

প্রশ্ন-১৫৬৯. বাবা, মা, তিন ভাই, দু'বোন, স্ত্রী, চার ছেলে ও চার মেয়ে রেখে যায়িদ (প্রকৃত নাম নয়) মারা গেলেন। তার সম্পদ এদের মধ্যে কিভাবে ভাগ করতে হবে?

উত্তর : যায়িদের ইন্তিকালের সময় যদি এরা সবাই জীবিত থাকেন তাহলে $\frac{১}{৮}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{১}{৬}$ অংশ বাবা, $\frac{১}{৬}$ অংশ মা এবং অবশিষ্ট সম্পদ ছেলে মেয়েরা (এক মেয়ের দ্বিগুণ পাবে এক ছেলে এই সূত্র অনুযায়ী) পাবে। বাপ-মা এবং সন্তানের উপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির ভাই বোনেরা কোনো অংশ পাবে না। পুরো সম্পত্তিকে মোট ২৮৮ ভাগে ভাগ করে $\frac{৩৬}{২৮৮}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{৪৮}{২৮৮}$ অংশ বাবা, $\frac{৪৮}{২৮৮}$ অংশ মা, $\frac{২৬}{২৮৮}$ অংশ করে প্রত্যেক ছেলে এবং $\frac{১৩}{২৮৮}$ অংশ করে প্রত্যেক মেয়ে পাবে। যেমন–

$$\frac{৩৬}{২৮৮}+\frac{৪৮}{২৮৮}+\frac{৪৮}{২৮৮}+\frac{২৬}{২৮৮}+\frac{২৬}{২৮৮}+\frac{২৬}{২৮৮}+\frac{২৬}{২৮৮}+$$
$$\frac{১৩}{২৮৮}+\frac{১৩}{২৮৮}+\frac{১৩}{২৮৮}+\frac{১৩}{২৮৮}=\frac{২৮৮}{২৮৮}=১$$

প্রশ্ন-১৫৭০. আমার ভগ্নিপতি ইন্তিকাল করেছেন। স্ত্রী, এক মেয়ে, পিতা এবং দুই ভাই রেখে গেছেন। কোনো ঋণ নেই। তার সম্পত্তি কিভাবে ভাগ করতে হবে?

উত্তর : মরহুমের সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{১}{২}$ অংশ মেয়ে এবং অবশিষ্ট $\frac{৩}{৮}$ অংশ সম্পদ পিতা পাবেন। সমস্ত সম্পত্তি মোট ২৪ ভাগে ভাগ করে $\frac{৩}{২৪}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{১২}{২৪}$ অংশ

মেয়ে এবং $\frac{৯}{২৪}$ অংশ পিতা পাবেন।

[বি.দ্র. সবগুলো অংশকে সমহর বিশিষ্ট করলে প্রত্যেকের পাওনা অংশ দাঁড়ায় নিম্নরূপ–

$$\frac{১\times৩}{৮\times৩}+\frac{১\times১২}{২\times১২}+\frac{৩\times৩}{৮\times৩}=\frac{৩}{২৪}+\frac{১২}{২৪}+\frac{৯}{২৪}=১$$ অনুবাদক।]

মৃত ব্যক্তি স্ত্রী, এক ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেলে

প্রশ্ন-১৫৭১. আমার দূর সম্পর্কীয় এক মামার আব্বা ইন্তিকাল করেছেন। তার ছেলে হিসেবে মামা একা। এক স্ত্রী এবং আরও তিন মেয়ে আছে। তাদের সম্পত্তি কিভাবে ভাগ করা হবে?

উত্তর : সেই সম্পত্তিকে ৪০ ভাগে ভাগ করে $\frac{৫}{৪০}$ অংশ পাবেন মামার আম্মা, $\frac{১৪}{৪০}$ অংশ পাবেন আপনার মামা এবং $\frac{৭}{৪০}$ অংশ করে মামার প্রত্যেক বোনেরা পাবেন।

[ব্যাখ্যা : মৃতব্যক্তির স্ত্রী পাবেন $\frac{১}{৮}$ অংশ এবং অবশিষ্ট $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবেন এক ছেলে ও তিন মেয়ে। আমরা জানি ছেলে একজন মেয়ের দ্বিগুণ পায়। সেই সূত্র অনুযায়ী $\frac{৭}{৮}$ অংশ সমান পাঁচ ভাগে ভাগ (২+১+১+১ = ৫) করে ছেলে পাবে দু'ভাগ এবং তিন মেয়ে পাবে তিন ভাগ। যেহেতু ৭ কে ৫ দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায় না তাই এমন একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে যাতে সেই গুণ ফলকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে সেই সংখ্যাটি পাঁচ। আমরা আরও জানি যে কোন সংখ্যা দিয়ে কোনো ভগ্নাংশের হর ও লব উভয়কে গুণ করলে সেই ভগ্নাংশের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

যেমন– $\frac{৭\times৫}{৮\times৫}=\frac{৩৫}{৪০}\div৫=\frac{৩৫}{৪০}+\frac{১}{৫}=\frac{৭}{৪০}$ অংশ

তিন কন্যা পাবে $\frac{৭}{৪০}$ অংশ করে মোট $\frac{৭}{৪০}+\frac{৭}{৪০}+\frac{৭}{৪০}=\frac{২১}{৪০}$ অংশ

ছেলে পাবে $\frac{৭}{৪০}$ অংশ করে $\frac{৭}{৪০} + \frac{৭}{৪০} = \frac{১৪}{৪০}$ অংশ

মা পাবে $\frac{১\times৫}{৮\times৫} = \frac{৫}{৪০}$ অংশ

প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ যোগ করলেই মূল ও অখন্ড ১ পাই। যেমন–

$\frac{২১}{৪০} + \frac{১৪}{৪০} + \frac{৫}{৪০}$ $\frac{৪০}{৪০}$ = ১ অনুবাদক।

মৃত ব্যক্তির পিতা, স্ত্রী, এক ছেলে ও দু'মেয়ের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন

প্রশ্ন-১৫৭২. যায়িদ (আসল নাম নয়) পিতা, স্ত্রী, এক ছেলে এবং দু'মেয়ে রেখে ইন্তিকাল করলেন। তাদের মধ্যে যায়িদের সম্পত্তি কিভাবে ভাগ করা হবে?

উত্তর : সমস্ত সম্পত্তি থেকে প্রথমে তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে (যদি থাকে) তারপর ওসিয়ত থাকলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে ওসিয়ত পুরা করতে হবে। অতপর যে সম্পত্তি থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করতে হবে।

প্রশ্নানুযায়ী যায়িদের পিতা পাবেন $\frac{১}{৬}$ পুরো সম্পত্তিকে মোট ৯৬ ভাগে ভাগ করে (১৫৭৩নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) পিতা পাবেন $\frac{১৬}{৯৬}$ অংশ, স্ত্রী $\frac{১২}{৯৬}$ অংশ ছেলে $\frac{৩৪}{৯৬}$ এবং প্রত্যেক কন্যা পাবেন $\frac{১৭}{৯৬}$ অংশ করে।

মৃত ব্যক্তির মা, স্ত্রী, তিন ছেলে এবং এক মেয়ের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন

প্রশ্ন-১৫৭৩. এক ব্যক্তি মা, স্ত্রী, তিন ছেলে এবং এক মেয়ে রেখে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। এমতাবস্থায় তার রেখে যাওয়া সম্পদ কিভাবে বণ্টন করতে হবে?

উত্তর : তার সমস্ত সম্পত্তিকে মোট ১৬৮ ভাগে ভাগ করে $\frac{২৮}{১৬৮}$ অংশ মা, $\frac{২১}{১৬৮}$ অংশ স্ত্রী, প্রত্যেক ছেলে $\frac{৩৪}{১৬৮}$ অংশ করে এবং মেয়ে পাবে $\frac{১৭}{১৬৮}$ অংশ।

স্ত্রী, তিন ছেলে এবং এক মেয়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন

প্রশ্ন-১৫৭৪. আমরা তিন ভাই এক বোন, আমাদের আম্মা আছেন। আব্বা একটি দোকান রেখে মারা গেছেন, যার মূল্য দেড় লাখ টাকা। আমরা কিভাবে এ টাকা ভাগ করে নেবো?

উত্তর : আপনার আব্বার ওসিয়ত ও ঋণ (যদি থাকে) পুরো করে অবশিষ্ট সম্পদ আপনাদের মধ্যে নিচের নিয়মে ভাগ করে নেবেন।

মোট সম্পদ ৮ ভাগে ভাগ করে $\frac{১}{৮}$ অংশ আপনার আম্মা, $\frac{১}{৮}$ অংশ আপনার বোন এবং $\frac{২}{৮}$ অংশ করে আপনারা প্রত্যেক ভাই নেবেন। যেমন–

আপনার মায়ের অংশ ১৫০০০০ ÷ $\frac{১}{৮}$ = ১৮৭৫.০০ টাকা। আপনার বোন পাবে ১৫০০০০ - $\frac{১}{৮}$ ১৮৭৫০.০০ টাকা। আপনারা প্রত্যেক ভাই পাবেন ১৫০০০০ ÷ $\frac{২}{৮}$ = ৩৭৫০০.০০ টাকা।

মৃত ব্যক্তির বাপ, মা, স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন

প্রশ্ন-১৫৭৫. এক ব্যক্তি স্ত্রী, তিন ছেলে, এক মেয়ে, বাপ-মা, এক ভাই ও তিন বোন রেখে মারা গেলেন। তার সম্পত্তি কিভাবে ভাগ করা হবে?

উত্তর : মরহুমের সমস্ত সম্পত্তি থেকে প্রথমে ওসিয়ত ও ঋণ (যদি থাকে) পরিশোধ করতে হবে। তারপর যা থাকবে তাকে ১৬৮ ভাগে ভাগ করে স্ত্রী পাবেন $\frac{২১}{১৬৮}$ অংশ, পিতা $\frac{২৮}{১৬৮}$ অংশ,

মা $\frac{২২৮}{১৬৮}$ অংশ, প্রত্যেক ছেলে পাবে $\frac{২৬}{১৬৮}$ অংশ

এবং মেয়ে পাবে $\frac{১৩}{১৬৮}$ অংশ। অবশিষ্টরা কোন অংশ পাবেন না।

স্বামী, চার ছেলে এবং তিন মেয়ে রেখে কোনো মহিলা ইন্তিকাল করলে

প্রশ্ন-১৫৭৬. কোন মহিলা স্বামী, চার ছেলে এবং তিন মেয়ে রেখে মারা গেলে

তার সম্পত্তি কিভাবে বণ্টন করা হবে?

উত্তর : মরহুমার কাফন-দাফন, ওসিয়ত ও ঋণ (যদি থাকে) পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি (ওসিয়ত ও ঋণ না থাকলে পুরো সম্পত্তি) মোট ৪৪ ভাগে ভাগ করে $\frac{১১}{৪৪}$ অংশ স্বামী, প্রত্যেক ছেলে $\frac{৬}{৪৪}$ অংশ করে এবং প্রত্যেক মেয়ে $\frac{৩}{৪৪}$ অংশ করে পাবেন। যেমন–

$$\frac{১১}{৪৪} + \frac{৬}{৪৪} + \frac{৬}{৪৪} + \frac{৬}{৪৪} + \frac{৬}{৪৪} + \frac{৩}{৪৪} + \frac{৩}{৪৪} + \frac{৩}{৪৪} = \frac{৪৪}{৪৪} = ১।$$

মৃত ব্যক্তির পিতার বর্তমানে তার ভাই বোনের অংশ

প্রশ্ন-১৫৭৭. এক ব্যক্তি মা, বাবা, চার ভাই (দু'জন বিবাহিত), পাঁচ বোন (একজন বিবাহিতা) রেখে মারা গেলেন। এমতাবস্থায় তারা কে কত অংশ সম্পত্তি পাবেন?

উত্তর : সমস্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ অংশ মা পাবেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক হবে পিতা। পিতা বেঁচে থাকলে মৃত ব্যক্তির ভাই বোনেরা কোনো অংশ পাবে না।

উত্তরাধিকার (ওয়ারিশী-স্বত্ব) থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করা

প্রশ্ন-১৫৭৮. আমাদের সমাজে ভাই যে ক'জনই থাক না কেন তাদের অংশ দিতে কারও কোনো কার্পণ্য নেই কিন্তু মেয়েদের বেলায় এমন কেন? লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে চাইতে পারলে দেয়া হয়, নইলে নয় । এমন অনেক মহিলা আছেন যারা লজ্জায় কিছু বলতে পারেন না। আবার আর্থিক অবস্থাও তেমন সচ্ছল নয়। এদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : শরী'আতে বোনের অংশ ভাইয়ের অর্ধেক এবং মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক নির্ধারণ করা হয়েছে। শরী'আহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণের বেলায় লজ্জা শরমের দোহাই দেয়াটা অবান্তর। কন্যা কিংবা বোনের অংশ অবশ্যই তাকে দিতে হবে। না দেয়া মানে আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করা। আর যিনি আল্লাহর

নির্দেশকে অমান্য করবেন তিনি আদালতে আখিরাতে শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হবেন। কিয়ামতের দিন তাকে সম্পূর্ণ ঋণ-ই পরিশোধ করতে হবে।

অপ্রাপ্ত বয়স্কের উত্তরাধিকার

প্রশ্ন-১৫৭৯. অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো ভাই-বোনের অংশ বড়ো ভাই কিংবা বোন নিজের নামে লিখে নিতে পারেন কি?

উত্তর : নাবালিগ ভাই-বোনের অংশ নিজ নামে লিখে নেয়া জায়য নয়। ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাতের পরিণতি খুব ভয়াবহ।

ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাত

প্রশ্ন-১৫৮০. ছোট এক কন্যা রেখে এক ব্যক্তি ইন্তিকাল করলেন। তার ভাই সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিলেন। ভাইয়ের মেয়েকে কিছুই দিলেন না। পরবর্তীতে সেই সম্পত্তি নিজের ছেলের নামে লিখে দিয়ে তিনিও মারা গেলেন। এখন যার নামে লিখে দিয়েছেন সেই ছেলেও যদি প্রকৃত মালিককে তা ফেরত না দেন তাহলে তিনি গুনাহ্গার হবেন কি? ইয়াতিম মেয়েটি কি সেই সম্পত্তির কোনো অংশই আর পাবে না?

উত্তর : সেই ছেলের উচিত, ইয়াতিম মেয়ের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া। নইলে সেও তার বাপের সাথে জাহান্নামে জ্বলবে।

পালক সন্তানের অংশ

প্রশ্ন-১৫৮১. কারও যদি সন্তানাদি না হয় এবং তিনি কারও সন্তান দত্তক নিয়ে প্রতিপালন করেন, সেই সন্তান দত্তক পিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে কি?

উত্তর : শরঈ আইন অনুযায়ী পালক সন্তান সম্পত্তির কোনো ওয়ারিশ হয় না। চাই সে সন্তান নিজের বংশের হোক কিংবা বাইরের। নিঃসন্তান ব্যক্তি মারা গেলে শরী'আহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট ওয়ারিশগণ সেই সম্পত্তির অংশ পাবেন। পালক সন্তান কিছুই পাবে না। (তবে তার জন্য কিছু সম্পত্তি ওসিয়ত করে গেলে তা সে পাবে –অনুবাদক)।

মানসিক প্রতিবন্ধী সন্তানের অংশ

প্রশ্ন-১৫৮২. আমার তিন সন্তান। দু'ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলেটি জন্মের সময় থেকেই মানসিক প্রতিবন্ধী। অনেক চিকিৎসা করিয়েও কোনো ফল হয়নি।

এমতাবস্থায় আমার সমস্ত সম্পত্তি যদি তিন ভাগ করে দু'ভাগ ছোট ছেলেকে এবং এক ভাগ মেয়েকে লিখে দিয়ে যাই তাহলে কোনো দোষ হবে কি?

উত্তর : প্রতিবন্ধী সন্তান তো সবচেয়ে বেশী সহানুভূতি পাবার অধিকারী। তাকে ওয়ারিশী-স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই আপনি তাকে আপনার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করে পৃথিবী থেকে জাহান্নাম কিনে নেবেন না। তার অংশটি সংরক্ষিত থাকা চাই। তার প্রয়োজন হোক বা না হোক। পরিবারের নির্ভরযোগ্য কাউকে তার অংশটি বুঝিয়ে দেয়া যেতে পারে।

সন্তান নিরুদ্দেশ থাকলে সে ওয়ারিশ হয় কি?

প্রশ্ন-১৮৮৩. বশির (প্রকৃত নাম নয়) এর প্রথম স্ত্রীর দু'সন্তান। এক ছেলে এবং এক মেয়ে। বশির জীবিত থাকাবস্থায়ই মেয়ে মারা গেছে। তার আবার দু'মেয়ে এক ছেলে। বশিরের দ্বিতীয় স্ত্রীর এক ছেলে। সে প্রায় ৪৯ বছর পর্যন্ত নিরুদ্দেশ থাকার পর হঠাৎ এসে তার অংশের সম্পত্তির দাবী করছে। উত্তরাধিকার আইনে সে অংশ পাবে কি?

উত্তর : বশির জীবিত থাকাবস্থায় যে মেয়ে মারা গেছে তার ছেলে মেয়েরা কোনো অংশ পাবে না। অংশ পাবে বশিরের দু'ছেলে এবং স্ত্রী। স্ত্রী মারা গেলে তার অংশ শুধু তার নিজের ছেলে পাবে।

দ্বিতীয় স্বামী, সন্তান, পিতা এবং ভাই রেখে কোনো মহিলা মারা গেলে

প্রশ্ন-১৫৮৪. রিয়াজ আহমাদ খান মেহেরুন নিসার দ্বিতীয় স্বামী। আগের স্বামীর ঘরের এক ছেলে, পিতা, দ্বিতীয় স্বামী এবং ভাই রেখে মারা গেলেন। পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে নগদ টাকা, অলংকার, ফার্নিচার, কাপড়-চোপড়, সেলাই মেশিন, একটি স্কুটার (যা দ্বিতীয় স্বামীকে দান করে দিয়েছেন), দুই স্বামী থেকে প্রাপ্ত দেনমোহরের টাকা। এগুলো কিভাবে বন্টন করা যাবে?

উত্তর : মরহুমার ঋণ ও ওসিয়ত পূর্ণ করার পর (যদি থাকে) অবশিষ্ট সম্পদ মোট ১২ ভাগে ভাগ করে $\frac{২}{১২}$ অংশ পিতা, $\frac{৩}{১২}$ অংশ দ্বিতীয় স্বামী এবং অবশিষ্ট $\frac{৭}{১২}$ অংশ প্রথম স্বামীর ছেলে পাবেন। ভাই কোন অংশ পাবে না। স্কুটার যা দ্বিতীয় স্বামীকে দান করে গেছেন তা পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে গণ্য হবে না।

পিতা, সৎ মা, স্ত্রী, ছেলে এবং ভাইদের মধ্যে ওয়ারিশীস্বত্ব বণ্টন

প্রশ্ন-১৫৮৫. সৎ মা, পিতা, দু'ভাই, দু'ছেলে এবং এক স্ত্রী রেখে আমার আব্বা ইন্তিকাল করেছেন। তার সম্পত্তি কিভাবে ভাগ করবো, মেহেরবানী করে বলবেন কি?

উত্তর : তার সমস্ত সম্পত্তি মোট ৪৮ ভাগে ভাগ করে $\frac{৬}{৪৮}$ স্ত্রী, $\frac{৮}{৪৮}$ অংশ পিতা, $\frac{১৭}{৪৮}$ অংশ করে প্রত্যেক ছেলে পাবেন। অন্যেরা তার সম্পত্তিতে ওয়ারিশ হবেনা।

$$\text{স্ত্রী}\ \frac{৬}{৪৮} + \text{পিতা}\ \frac{৮}{৪৪} + \frac{৮}{৪৮}\ \text{ছেলে}\ \frac{১৭}{৪৮}\ \text{ছেলে}\ \frac{১৭}{৪৮} = ১$$

স্ত্রী, মা ও তিন বোনের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন

প্রশ্ন-১৫৮৬. এক ব্যক্তি স্ত্রী, তিন বোন ও এক মা (যিনি অন্য জায়গায় বিয়ে বসেছেন) রেখে মারা গেলেন। তার সম্পত্তি কিভাবে ভাগ করা হবে?

উত্তর : তার সমস্ত সম্পদ মোট ৩৯ ভাগে ভাগ করে $\frac{৯}{৩৯}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{৬}{৩৯}$ অংশ মা এবং $\frac{৮}{৩৯}$ অংশ করে প্রত্যেক বোন পাবেন।

দু' স্ত্রী ও সন্তানের মধ্যে সম্পত্তি ভাগভাগি

প্রশ্ন-১৫৮৭. আমার আব্বা দু'বিয়ে করেছেন। তার প্রথম স্ত্রীর সন্তান আমরা দু'ভাই এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে এক মেয়ে। কিছুদিন হয় আব্বা ইন্তিকাল করেছেন। আমরা আমাদের সম্পদ কিভাবে বণ্টন করবো?

উত্তর : আপনার আব্বার পরিত্যক্ত সম্পত্তি আপনার দু' মা এবং তিন ভাই বোনের মধ্যে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করতে হবে।

$\frac{৫}{৮০}$ অংশ করে প্রত্যেক মা অর্থাৎ দু' মা একত্রে পাবেন

$\frac{৫}{৮০} + \frac{৫}{৮০} = \frac{১০}{৮০}$ অংশ,

দুই ভাই পাবে $\frac{২৮}{৮০} + \frac{২৮}{৮০} = \frac{৫৬}{৮০}$ অংশ

এবং বোন পাবেন $\frac{১৪}{৮০}$ অংশ।

মোট $\frac{১০}{৮০} + \frac{৫৬}{৮০} + \frac{১৪}{৮০} = \frac{৮০}{৮০} = ১$ ।

তিন ভাই, তিন বোন ও দু'মেয়ের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন

প্রশ্ন-১৫৮৮. এক ব্যক্তি তিন ভাই, তিন বোন এবং দু'মেয়ে রেখে ইন্তিকাল করলেন। তাদের মধ্যে সম্পত্তি কিভাবে ভাগ করতে হবে?

উত্তর : সমস্ত সম্পত্তি মোট ২৭ ভাগে ভাগ করে $\frac{৯}{২৭}$ অংশ করে দু' মেয়ে, $\frac{২}{২৭}$ অংশ করে তিন ভাই এবং $\frac{১}{২৭}$ অংশ করে তিন বোন পাবেন। চিত্র নিম্নরূপ–

$$\frac{৯}{২৭} + \frac{৯}{২৭} + \frac{২}{২৭} + \frac{২}{২৭} + \frac{২}{২৭} + \frac{১}{২৭} + \frac{১}{২৭} + \frac{১}{২৭}$$

$$= \frac{২৭}{২৭} = ১$$

নিঃসন্তান ফুফুর সম্পত্তিতে ভাইঝির সন্তানদের অধিকার

প্রশ্ন-১৫৮৯. কয়েক মাস আগে আমার মায়ের ফুফু ইন্তিকাল করেছেন। তিনি নিঃসন্তান। তাঁর ওয়ারিশ কেবল তার ভাইপো ও ভাইঝিরা। তারা সকলে তাঁর তিন ভাইয়ের সন্তান। তিন ভাইয়ের কেউই বেঁচে নেই। বড়ো ভাইয়ের দু'ছেলে এবং চার মেয়ে। এক মেয়ে (যিনি আমার মা) অবশ্য আগেই ইন্তিকাল করেছেন।

ছোট ভাইয়ের দু'মেয়ে এবং চার ছেলে। যার মধ্যে এক ছেলে আগেই মারা গেছেন।

যে দু'জন ভাইপো-ভাইঝি আমার আম্মার ফুফু জীবিত থাকাবস্থায় মারা গেছেন, তাদের উভয়েরই সন্তান আছে। সেই সন্তানেরা কি তাদের বাপ মায়ের পরিবর্তে

অংশ পাবে না?

তাছাড়া আম্মার সেই ফুফুর একজন সৎ বোনও ছিলেন (অর্থাৎ বাপ এক, মা দু'জন), তিনিও ইন্তিকাল করেছেন। তার সন্তানেরা কি অংশ পাবে? মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : আপনার মরহুমা আম্মার ফুফুর সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন তার সৎ বোন। তিনি মারা গেলে তার অংশের মালিক হবে তার স্বামী ও সন্তানেরা। বাকী ভাইপো যারা তাদের ফুফুর মৃত্যুর সময় জীবিত ছিলেন সব ভাইপো সমানভাবে অংশ পাবেন (কেউ বেশী কম পাবেন না)। ভাইঝিরা (যাদের মধ্যে আপনার আম্মাও একজন) কোনো অংশ পাবেন না। যেসব ভাইপো তাদের ফুফুর আগে মারা গেছেন তাদের সন্তানেরাও কোনো অংশ পাবেন না।

মৃত নানার সম্পত্তির অংশ

প্রশ্ন-১৫৯০. দু'মাস আগে আমার নানা ইন্তিকাল করেছেন। তিনি কিছু নগদ টাকা ও একটি বাড়ি রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু নগদ টাকাগুলো তার দাফন-কাফনে ব্যয় হয়ে গেছে। আছে শুধু বাড়িটি। তার সন্তানের মধ্যে কেবল আমার মা। যিনি আমার সাথেই আছেন। আমার মা ছাড়া তার আর কোনো সন্তান জীবিত নেই। এক খালা ছিলেন যিনি অনেক আগে মারা গেছেন।

আমার মায়ের সন্তানের মধ্যে আমরা পাঁচ ভাই তিন বোন। আম্মা চাচ্ছেন সেই সম্পত্তি আমাদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেবেন। শরঈ দৃষ্টিতে এতে কোনো আপত্তি আছে কি?

উত্তর : জানতে হবে আপনার নানার কোনো ভাই ভাতিজা কিংবা তাদের সন্তান আছে কি না। যদি ভাই ভাতিজা না থাকে তাহলে দেখতে হবে তার কোনো চাচা কিংবা চাচার সন্তান আছে কি না। না থাকলে দাদার চাচার সন্তান বা এভাবে উপরের দিকের কারও সন্তান আছে কি-না খোঁজ করতে হবে। যদি পাওয়া যায় তাহলে অর্ধেক সম্পত্তি পাবেন তারা এবং বাকী অর্ধেক পাবেন আপনার আম্মা। আর যদি আপনার নানার সমপর্যায়ের কিংবা উর্ধতন বংশধর কেউ না থাকেন তাহলে আপনার আম্মা-ই পুরো সম্পত্তি পাবেন। তার সম্পত্তি তিনি যেভাবে চান বন্টন করতে পারবেন।

মৃত মহিলার নিকটাত্মীয় কেউ না থাকলে

প্রশ্ন-১৫৯১. আমাদের এখানে এমন একজন মহিলা মারা গেছেন নিকটাত্মীয় বলতে যার কেউ নেই। নিঃসন্তান। স্বামী, বাপ-মা, ভাই-বোন তিনি বেঁচে থাকাবস্থাই মারা গেছেন। অবশ্য সহোদর এক ভাই ও এক বোনের সন্তানেরা আছেন। মৃত ভাইয়ের এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। আরেক মেয়ে মরহুমা জীবিত থাকাবস্থায় মারা গেছে। তারও স্বামী সন্তান আছে। মৃত বোনের রয়েছে দু'ছেলে ও তিন মেয়ে। অবশ্য মরহুমা জীবিত থাকাকালিন অবস্থায় তার বোনেরও এক ছেলে ইন্তিকাল করেছেন। সেই ছেলেরও সন্তানাদি রয়েছে। এমতাবস্থায় মরহুমার সম্পত্তি কিভাবে বণ্টন করতে হবে?

উত্তর : কেবলমাত্র মরহুমার ভাইপো বা ভাইয়ের ছেলেরা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। এছাড়া প্রশ্নে যাদের আলোচনা এসেছে তারা কেউই কোনো অংশ পাবেন না।

মা, চাচা, ফুফু রেখে অবিবাহিত কেউ মারা গেলে

প্রশ্ন-১৫৯২. এক ব্যক্তি মারা গেলেন, যিনি বিয়ে করেননি, চিরকুমার। তার মা, এক চাচা ও এক ফুফু জীবিত আছেন। হানাফী মাসলক অনুযায়ী তারা কে কত অংশ পাবেন?

উত্তর : সমস্ত সম্পদ ৩ ভাগে ভাগ করে $\frac{১}{৩}$ অংশ মা এবং অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ চাচা পাবেন। ফুফু কোনো অংশ পাবেন না।

বোন, ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগ্নে এবং ভাগ্নীর মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন

প্রশ্ন-১৫৯৩. ইসমাঈল নামক এক ভদ্রলোক ইন্তিকাল করেছেন। এক সহোদর বোন, চার ভাতিজা, এক ভাতিজী, দু'ভাগ্নে এবং এক ভাগ্নী রেখে গেছেন। বাপ মা এবং ছেলে সন্তান কেউ নেই। এমনকি নাতি নাতনীও নেই। এমতাবস্থায় তার সম্পত্তি কিভাবে বণ্টন করতে হবে?

উত্তর : ওসিয়ত এবং ঋণ (যদি থাকে) পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ৮ ভাগে ভাগ করে $\frac{৪}{৮}$ অংশ বোন এবং $\frac{১}{৮}$ অংশ করে চার ভাতিজা পাবেন। ভাতিজী, ভাগ্নে ও ভাগ্নি কোনো অংশ পাবেন না। চিত্র নিম্নরূপ–

$$\frac{৪}{৮} + \frac{১}{৮} + \frac{১}{৮} + \frac{১}{৮} + \frac{১}{৮} = \frac{৮}{৮} = ১$$

স্ত্রী, ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন

প্রশ্ন-১৫৯৪. আমার এক বন্ধু ছিলেন নিঃসন্তান। স্ত্রী, এক সহোদর ভাই ও তিন বোন এবং এক চাচা রেখে সম্প্রতি তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তারা সম্পত্তির কে কত অংশ পাবেন?

উত্তর : সমস্ত সম্পত্তি মোট ২০ ভাগে ভাগ করে $\frac{৫}{২০}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{৬}{২০}$ অংশ ভাই এবং $\frac{৩}{২০}$ অংশ করে প্রত্যেক বোন পাবেন। চাচা কোনো অংশ পাবেন না।

মা, স্ত্রী, ভাই ও বোনদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন

প্রশ্ন-১৫৯৫. আমার এক ভাই ইন্তিকাল করেছেন। তার ওয়ারিশ হিসেবে বর্তমানে আছেন তার স্ত্রী, মা, চার ভাই ও চার বোন। কোনো সন্তান নেই। ওয়ারিশী-স্বত্ব থেকে তারা কে কত অংশ পাবেন?

উত্তর : সর্বপ্রথম যদি মরহুমের ঋণ থাকে, ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তারপর কাউকে সম্পত্তি থেকে ওসিয়ত করে গেলে সেই ওসিয়ত পুরা করতে হবে। স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করা না হলে তাও মরহুমের ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। এসব কিছুর পর যা থাকবে তা মোট ১৪৪ ভাগে ভাগ করে $\frac{৩৬}{১৪৪}$ অংশ স্ত্রী,

$\frac{২৪}{১৪৪}$ অংশ মা, $\frac{১৪}{১৪৪}$ অংশ করে প্রত্যেক ভাই এবং

$\frac{৭}{১৪৪}$ করে প্রত্যেক বোন পাবেন। যেমন–

$$\frac{৩৬}{১৪৪} + \frac{২৪}{১৪৪} + \frac{১৪}{১৪৪} + \frac{১৪}{১৪৪} + \frac{১৪}{১৪৪} + \frac{১৪}{১৪৪} + \frac{৭}{১৪৪}$$

$$\frac{৭}{১৪৪} + \frac{৭}{১৪৪} + \frac{৭}{১৪৪} = \frac{১৪৪}{১৪৪} = ১$$

প্রশ্ন-১৫৯৬. এক স্ত্রী, এক মা, চার বোন ও তিন ভাই রেখে নিঃসন্তান এক ভদ্রলোক ইন্তিকাল করলেন। তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে কে কত অংশ পাবেন?

উত্তর : (প্রশ্ন ১৫৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী) ঋণ ও ওসিয়ত পুরা করার পর অবশিষ্ট সম্পদ মোট ২৪০ ভাগে ভাগ করে $\frac{৪০}{২৪০}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{৩০}{২৪০}$ অংশ মা, $\frac{৩৪}{২৪০}$ অংশ করে তিন ভাই এবং $\frac{১৭}{২৪০}$ অংশ করে চার বোন পাবেন।

স্ত্রী, মা, এক সহোদর বোন ও এক চাচার মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন।

প্রশ্ন-১৫৯৭. এক ব্যক্তি স্ত্রী, মা, এক সহোদর বোন ও এক চাচা রেখে মারা গেলেন। নিঃসন্তান থাকায় কোনো সন্তান নেই। এমতাবস্থায় তার সম্পত্তি কিভাবে ভাগ করতে হবে?

উত্তর : ওসিয়ত ও ঋণ (যদি থাকে) পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি মোট ১২ ভাগে ভাগ করে $\frac{৩}{১২}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{২}{১২}$ অংশ মা, $\frac{৬}{১২}$ অংশ বোন এবং $\frac{১}{১২}$ অংশ চাচা পাবেন।

$$\frac{৩}{১২} + \frac{২}{১২} + \frac{৬}{১২} + \frac{১}{১২} = ১।$$

এক স্ত্রী ও এক ভাইয়ের অংশ

প্রশ্ন-১৫৯৮. আমার এক চাচাতো ভাই ইন্তিকাল করেছেন। বিয়ে করেছেন কিন্তু স্ত্রী নিঃসন্তান। তার এক সহোদর ভাই ও স্ত্রী ছাড়া আপনজন বলতে আর কেউ নেই। তিনি স্ত্রী ও ভাই থেকে পৃথকভাবে বসবাস করতেন। তার মৃত্যুর তিন বছর আগের ও মৃত্যুর পরের সব বাড়ি ভাড়া আমার কাছে জমা আছে। আমি এ টাকা কাকে কিভাবে দেবো?

উত্তর : বাড়ি এবং তার বাড়ির ভাড়া ও অন্যান্য সম্পদ স্ত্রী এবং তার ভাই পাবেন। চার ভাগ করে $\frac{১}{৪}$ অংশ স্ত্রী এবং অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশ ভাই পাবেন।

বোন, ভাতিজা ও ভাতিজীর অংশ

প্রশ্ন-১৫৯৯. এক ব্যক্তি ইন্তিকাল করেছেন। মা-বাবা, স্ত্রী কিংবা ছেলেমেয়ে কেউ নেই। এক বোন, আট ভাতিজা ও পাঁচ ভাতিজী বর্তমানে আছেন। সহোদর দু'ভাই তার আগেই মারা গেছেন। এখন কিভাবে তার সম্পত্তি বন্টন করা হবে?

উত্তর : যদি ঋণ বা ওসিয়ত থাকে তা পুরা করার পর অর্ধেক সম্পত্তি পাবেন বোন এবং বাকী অর্ধেক আট ভাতিজার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে হবে। ভাতিজীগণ কোনো অংশ পাবেন না। পুরো সম্পত্তিকে ১৬ ভাগে ভাগ করে $\frac{৮}{১৬}$ অংশ বোন এবং $\frac{১}{১৬}$ অংশ করে ৮ ভাতিজা পাবেন।

$$\frac{৮}{১৬} + \frac{১}{১৬} + \frac{১}{১৬} + \frac{১}{১৬} + \frac{১}{১৬} + \frac{১}{১৬} + \frac{১}{১৬} + \frac{১}{১৬} + \frac{১}{১৬} = \frac{১৬}{১৬} = ১$$

এক ভাই, এক বোন ও মায়ের অংশ

প্রশ্ন-১৬০০. এক ভাই, এক বোন ও মা রেখে এক ব্যক্তি ইন্তিকাল করলেন। স্ত্রী ও সন্তান নেই। তার সম্পদ কিভাবে ভাগ করা হবে?

উত্তর : মরহুমের সম্পদ $\frac{১}{৩}$ অংশ মায়ের এবং অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ ভাই ও বোন পাবেন। মোট ৯ ভাগে ভাগ করে $\frac{৩}{৯}$ অংশ মা, $\frac{৪}{৯}$ অংশ ভাই এবং $\frac{২}{৯}$ অংশ বোন পাবেন।

মৃত ব্যক্তি অবিবাহিত হলে তার সম্পদ বণ্টন

প্রশ্ন-১৬০১. অবিবাহিত এক ব্যক্তি একটি বাড়ি রেখে মারা গেছেন।

উত্তরাধিকারের মধ্যে তার মা, বাবা, দু'ভাই এবং চার বোন (সবাই বিবাহিত) ছিলেন। কিছুদিন হয় তার মা ইন্তিকাল করেছেন। এখন সেই বাড়ি কিভাবে ভাগ করতে হবে?

উত্তর : প্রথমে সেই বাড়ি ৬ ভাগে ভাগ হবে। $\frac{১}{৬}$ অংশ মায়ের এবং অবশিষ্ট $\frac{৫}{৬}$ বাপের। পরে মায়ের $\frac{১}{৬}$ অংশকে আবার ৩২ ভাগে ভাগ করে $\frac{৮}{৩২}$ অংশ স্বামী, $\frac{৬}{৩২}$ অংশ করে উভয় ছেলে এবং $\frac{৩}{৩২}$ অংশ করে চার মেয়ে পাবেন।

১ সম্পত্তি

$\frac{৫}{৬}$ অংশ বাবা, $\frac{১}{৬}$ অংশ মা,

$\frac{৮}{৩২}$ অংশ স্বামী, $\frac{৬}{৩২}$ ছেলে, $\frac{৬}{৩২}$ ছেলে, $\frac{৩}{৩২}$ মেয়ে, $\frac{৩}{৩২}$ মেয়ে

$\frac{৩}{৩২}$ মেয়ে, $\frac{৩}{৩২}$ মেয়ে,

বিকল্প বন্টন

পুরো সম্পত্তিকে ১৯২ ভাগে ভাগ করে $\frac{১৬৮}{১৯২}$ অংশ বাবা, $\frac{৬}{১৯২}$ অংশ করে প্রত্যেক ছেলে এবং $\frac{৩}{১৯২}$ অংশ করে প্রত্যেক মেয়ে। যেমন =

$$\frac{১৬৮}{১৯২} + \frac{৬}{১৯২} + \frac{৬}{১৯২} + \frac{৩}{১৯২} + \frac{৩}{১৯২} + \frac{৩}{১৯২} + \frac{৩}{১৯২} = \frac{১৯২}{১৯২} = ১$$

উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন

প্রশ্ন-১৬০২. শরী'আহ্ মানুষের জন্য যেসব নিয়ম কানুন দিয়েছে তা অত্যন্ত কল্যাণকর ও চমকপ্রদ। আমরা বুঝি বা না বুঝি। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন,

এক কথায় লা জওয়াব। অন্য কোনো ধর্মে বা সমাজে এমন ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ কোনো আইন নেই বললেই চলে। তবু একটি বিষয় মনে বড়ো পীড়া দেয়। তা হচ্ছে, বাপ, মা জীবিত থাকাবস্থায় কোনো সন্তান মারা গেলে মৃত ব্যক্তির সন্তানেরা দাদার সম্পত্তিতে অংশ পায় না, অথচ তারা ইয়াতিম হিসেবে সেই সম্পত্তির সবচেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী। এতটুকু তো হওয়া উচিত ছিলো, তাদের পিতা জীবিত থাকলে যেটুকু অংশ পেতেন, সেইটুকু অংশ তাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া। এ বিষয়ে আপনার কাছে হৃদয়গ্রাহী একটি ব্যাখ্যা চাই।

উত্তর : এখানে দুটো কথা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে।

এক. উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশ হওয়ার জন্য নিকটাত্মীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো ওয়ারিশের বিত্তশালী হওয়া না হওয়া কিংবা অনুগ্রহ পাওয়ার অধিকারী হওয়া না হওয়া মুখ্য নয়।

দুই. শরঈ আইন ও বিবেক অনুযায়ী উত্তরাধিকারের বেলায় আগে সবচেয়ে কাছের আত্মীয়, তারপর তার কাছাকাছি যে, তারপর তার কাছাকাছি, এভাবে ওয়ারিশ নির্ণীত হয়। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে কাছের যিনি আত্মীয় তিনি আগে ওয়ারিশ হবেন তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যেরা।

এ দুটো কথা সামনে রেখে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এক ব্যক্তির চার ছেলে, প্রত্যেক ছেলের আবার চার ছেলে, তাদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করা হচ্ছে। এখানে নাতিদের কিছুই দেয়া হচ্ছেনা। এতে কারও কোনো আপত্তি নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় ছেলের উপস্থিতিতে নাতিরা ওয়ারিশ হয় না।

ধরুন চার ছেলের মধ্যে একজন পিতা জীবিত থাকাবস্থায়ই মারা গেলেন। তারও সন্তান রয়েছে। সেই সন্তানেরা দাদার কাছে ঠিক সেইরূপ যেরূপ অন্য তিন ছেলের সন্তান। অর্থাৎ নাতি হিসেবে সবাই সমান। কেউই দাদার সম্পত্তির ওয়ারিশ হচ্ছেনা। কারণ তাদের চেয়ে দাদার আরও নিকটতম আত্মীয় অর্থাৎ তার সন্তানেরা রয়েছেন।

হয়তো বলবেন, চতুর্থ ছেলে বেঁচে থাকলে তিনিও তো এক চতুর্থাংশ সম্পত্তি পেতেন। সেই অংশটুকুই না হয় তার ছেলে মেয়েকে দেয়া হোক। এ কথাটি ঠিক নয়। কারণ যে ছেলেটি তার পিতা জীবিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন আপনি তাকে বাপ মরার আগেই ওয়ারিশ দিয়ে দিলেন। অথচ শরঈ আইন ও বিবেকের

রায় হচ্ছে এক ব্যক্তি মৃত্যুর পরই কেবল তার সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে, তার আগে নয়।

তাছাড়া নাতি কেবল তখনই দাদার সম্পত্তিতে ওয়ারিশ হতে পারে যখন দাদার আর কোনো সন্তান জীবিত না থাকে। নইলে দাদার আগে বাপ মরার কারণে যদি এক নাতিকে আপনি ওয়ারিশ বানাতে চান তাহলে অন্য নাতিরা দোষ করলো কী? তারপরও কথা থেকে যায় আপনি মৃত পিতার অংশ তার পুত্রকে দিতে বলবেন, যেখানে দাদা নিজেই জীবিত সেখানে তার মৃত ছেলে অংশ পায় কি করে, আর আপনি কি করেই বা তার ছেলেকে সেই অংশ দেবেন?

আবার এমনও বলা যেতে পারে, নাতি ইয়াতিম তাই তারা অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য, এজন্য দাদার সম্পত্তি থেকে তাদের দেয়া উচিত। এ যুক্তিও ভুল। কারণ উত্তরাধিকার আইনে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, কে অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য আর কে যোগ্য নয়। এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে নৈকট্য। নইলে একজন ধনী ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিশ ধনী ছেলে না হয়ে প্রতিবেশী গরীব দুখী ওয়ারিশ হতো।

হাঁ, ইয়াতিম নাতি নাতনী অনুগ্রহ পাবার অধিকারী। এজন্য শরী'আহ্ সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ $\frac{১}{৩}$ ওসিয়তের অনুমতি দিয়েছে। দাদার উচিত মরার অপেক্ষা না করে আগেই তাদের নামে কিছু সম্পত্তি লিখে দেয়া কিংবা মরার আগে তাদের জন্য ওসিয়ত করে যাওয়া। পিতা জীবিত থাকলে যেখানে তারা এক চতুর্থাংশের মালিক হতো সেখানে তারা ওসিয়তের কারণে এক তৃতীয়াংশ $\frac{১}{৩}$ সম্পত্তির মালিক হতে পারে। তারপরও দাদা যদি ওসিয়ত করে না যান তাহলে চাচাদের উচিত তাদেরকে কিছু দেয়া। যদি পাষাণ দাদার ওসিয়তের কথা মনে না থাকে এবং বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন চাচাদের অন্তরেও অনুকম্পা সৃষ্টি না হয়, তাহলে বলুন এতে শরী'আতের দোষ কোথায়?

যারা আবেগের বশবর্তী হয়ে ইসলামী আইনকে পরিবর্তন করতে চান এবং ইয়াতিম নাত-নাতীদের দুঃখে আপ্লুত হন তাদের উচিত নিজের সম্পত্তি থেকে কিছু তাদেরকে দিয়ে দেয়া। ইসলাম তো অসহায়ের প্রতি সদয় ব্যবহারেরই নির্দেশ দিয়েছে। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, অসহায় এ ছেলে-মেয়েদের প্রতি তাদের দরদ কতটুকু।

দাদার ওসিয়ত চাচারা বাস্তবায়ন না করলে

প্রশ্ন-১৬০৩. দাদা ওসিয়ত করে গেলে নাতি কি তা পাবেনা? আমার চাচারা বলছেন, তোমার দাদার আগে তোমার আব্বা মারা গেছেন কাজেই তুমি কোনো সম্পত্তির অংশ পাবেনা। অথচ দাদা মরার আগে স্ট্যাম্পের উপর আমাকে দুই চাচার সমান অংশ লিখে দিয়ে গেছেন।

উত্তর : দাদা ওসিয়ত করে গেলে কিংবা স্ট্যাম্পে লিখে দিলে তা অবশ্যই আপনি পাবেন। তবে তা যেন পুরো সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশের চেয়ে বেশী না হয় (কারণ ওসিয়ত করার ক্ষমতা সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশের উপর)।

কোনো মহিলার মৃত্যুর পর ছেলে মারা গেছে, সেই ছেলে ও জীবিত ছেলে-মেয়েদের অংশ

প্রশ্ন-১৬০৪. এক মহিলার তিন ছেলে ও তিন মেয়ে ছিলো। এক ছেলে মহিলার মৃত্যুর আগে মারা গেছেন। আরেক ছেলে মহিলার মৃত্যুর কয়েকদিন পর মারা গেছে। বাকীরা এখনও জীবিত রয়েছেন। এমতাবস্থায় মহিলার সম্পত্তির কে কত অংশ পাবেন?

উত্তর : ঋণ ও ওসিয়ত আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি মোট ৭ ভাগে ভাগ হবে। $\frac{২}{৭}$ অংশ করে দু' ছেলে $\frac{১}{৭}$ অংশ করে তিন মেয়ে পাবেন।

যে ছেলে মায়ের মৃত্যুর পর মারা গেছেন তার অংশ তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা নির্দিষ্ট হারে অংশ পাবেন। আর যে ছেলে মায়ের আগে মারা গেছেন তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা কিছুই পাবেন না। তবে মরহুম যদি মৃত ছেলের স্ত্রী ও সন্তানের জন্য ওসিয়ত করে যান তাহলে তারা ওসিয়ত মুতাবেক অংশ পাবেন।

যারা ওয়ারিশ এমন লোকদের জন্য ওসিয়ত

প্রশ্ন-১৬০৫. প্রায় সাড়ে তিন মাস হয় আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর কাছে দুটো সোনার চুড়ি এবং একটি চেইন ছিলো। তিনি জীবিত থাকতে বলেছেন, চেইনটি (যা প্রায় দেড় ভরি) আমার ছেলের বউকে দেবো। ছেলের মধ্যে আমি একা। আমার বোন আছে চারজন। দু বোন মায়ের ইন্তিকালের আগেই মারা গেছে। তাদের দুজনেরই একজন করে মেয়ে। চুড়ির ব্যাপারে বলেছেন

চারজনকে (অর্থাৎ দু মেয়ে এবং দু'নাতী) অর্ধেক করে দেবো। মেহেরবানী করে বলবেন, আমার দু বোনের সাথে তারাও কি ওয়ারিশ হবে?

উত্তর : আপনার দু'ভাগ্নী আপনার মায়ের সম্পদের ওয়ারিশ হবে না। তবে ওসিয়ত মুতাবেক তাদের অংশ তাদেরকে দিতে হবে, অর্থাৎ একটি চুড়ি তাদের দু'জনকে ভাগ করে দিতে হবে। কিন্তু আপনি ও আপনার দু'বোনের জন্য ওসিয়ত করা ঠিক হয়নি। কারণ যারা ওয়ারিশ তাদের জন্য ওসিয়ত করা চলে না। এ জন্য আপনার মায়ের সমস্ত সম্পদ যা তিনি রেখে গেছেন যদি ঋণ থাকে কিংবা আর কোথাও ওসিয়ত করে থাকেন তা পরিশোধ করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মোট চার ভাগে ভাগ করে $\frac{২}{৪}$ অংশ আপনার এবং $\frac{১}{৪}$ অংশ করে প্রত্যেক বোনকে দিতে হবে।

সম্পত্তি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এই ভয়ে আগেই তা ম্যানেজ করা

প্রশ্ন-১৬০৬. কেউ যদি তার সম্পত্তি টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ভয়ে মৃত্যুর আগেই কিছু ওয়ারিশকে নগদ টাকা দিয়ে তাদের প্রাপ্য অংশের নি-দাবী নামা লিখিয়ে নেন তা জায়েয হবে কি?

উত্তর : গরীব হোক কিংবা ধনী, শরী'আহ্ সবার জন্যই অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সকল ওয়ারিশদের সম্মতিতে কাউকে যদি তার পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয় তাতে কোনো দোষ নেই। ওয়ারিশগণ যদি রাজী না হন তাহলে জায়েয হবে না। যিনি নিজেই মরে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন তার নিজের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত নাকি সম্পত্তি যাতে টুকরো টুকরো হয়ে না যায় সেই চিন্তা করা উচিত? কী বিচিত্র মানুষের চিন্তাধারা!

পিতা জীবিত থাকাবস্থায় উত্তরাধিকার দাবী করা

প্রশ্ন-১৬০৭. পিতা জীবিত থাকাবস্থায় যদি সন্তানেরা উত্তরাধিকার দাবী করে তাতে কোনো দোষ হবে কি?

উত্তর : উত্তরাধিকারের প্রশ্ন দাঁড়ায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর। জীবিতাবস্থায় পিতা সন্তানদের যা কিছু দেন তা দান হিসেবে গণ্য হয়। আর দানের ব্যাপারে কাউকে বাধ্য করা যায় না।

জীবিত অবস্থায় কাউকে নিজের সম্পত্তি দান করা

প্রশ্ন-১৬০৮. সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো লোক কাউকে নিজের সম্পত্তি দান করতে পারেন কি?

উত্তর : হাঁ, পারেন। তবে উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ) দের বঞ্চিত করার নিয়তে এরূপ করলে তিনি গুনাহগার হবেন।

মৃত্যুর আগেই যদি কেউ তার সম্পত্তি সন্তানদের দিয়ে যেতে চান

প্রশ্ন-১৬০৯. কেউ যদি তার সম্পত্তি মৃত্যুর আগেই সব ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিতে চান, তাতে শরঈ বাধা নিষেধ আছে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর : শরঈ কোনো বাধা নেই। তবে সকল ছেলে মেয়েকেই সমান ভাগে ভাগ করে দিতে হবে। (ছেলে-মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যাবেনা)।

ছয় ছেলেমেয়ের মধ্যে এক ছেলেকে সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেলে

প্রশ্ন-১৬১০. আমরা পাঁচ ভাই এক বোন। আম্মাও বেঁচে আছেন। আব্বা ইন্তিকালের আগে তার সমস্ত সম্পত্তি আমাদের এক ভাই নওশাদ আলীকে দিয়ে গেছেন। ভাই বলছেন, আব্বা আমাকে এ সম্পত্তি দান করে গিয়েছেন, এর মধ্যে আর কারও অধিকার নেই। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এ সম্পত্তির মধ্যে আমাদের অন্য ভাই-বোনের কি কোনো অধিকারই নেই?

উত্তর : আপনার প্রশ্ন থেকে বুঝা যায়, আপনার আব্বা মৃত্যুর আগে অসুস্থ ছিলেন। আর অসুস্থ অবস্থায় তিনি সব নওশাদ আলীকে দিয়ে অসুস্থ থাকাবস্থায়ই ইন্তিকাল করেছেন। যদি আপনার প্রশ্ন আমি বুঝে থাকি তাহলে উত্তর হচ্ছে–

মৃত্যুকালিন অসুস্থ অবস্থায় কাউকে কিছু দিতে চাইলে তা ওসিয়ত হিসেবে গণ্য হয়। আর যারা তার সম্পত্তির ওয়ারিশ তাদের কারও নামে ওসিয়ত করা জায়েয নয়। মোটকথা আপনার আব্বার সম্পত্তি এভাবে হস্তান্তর করাটা যদি আপনারা সবাই মেনে না নেন তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। এবং সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী বন্টন করে দিতে হবে।

আর যদি মৃত্যুর আগে অসুস্থ অবস্থায় আপনার আব্বা নওশাদ আলীকে সম্পত্তি না দিয়ে সুস্থ অবস্থায় দিয়ে থাকেন তার দুটো অবস্থা রয়েছে।

এক. সরকারীভাবে দলিল করে দিয়েছেন কিন্তু তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় দখল বুঝিয়ে দেননি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেগুলো আপনার আব্বার দখলেই ছিলো। তাহলে ধরে নেয়া হবে এ দান অসম্পূর্ণ ছিলো। আর যে কোনো দান গ্রহীতার করায়ত্তে যাওয়ার পূর্বে তা দান হিসেবে গণ্য হয় না। এমতাবস্থায় সেই সম্পত্তির উপর নওশাদ আলীর এককভাবে কোনো অধিকার নেই। আপনারা সবাই সেই সম্পত্তির অধিকারী। উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সবাই ভাগ করে নেবেন।

দুই. আপনার আব্বা তার সম্পত্তি নওশাদ আলীকে দেয়ার সাথে সাথে সেগুলোর দখলও তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মালিকানা ও দখলদারিত্ব দুটোই হস্তান্তর করেছেন। নওশাদ আলী সেই সম্পত্তি বিক্রি কিংবা দান করলে তিনি আপত্তি করেননি। তাহলে সেই দান পাকাপাকি হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সমস্ত সম্পত্তির মালিক আইনত নওশাদ আলী। অন্য ওয়ারিশদের বঞ্চিত করে একজনকে দিয়ে গেছেন, তাই কাজটি সুস্পষ্ট যুল্‌ম হয়েছে। এ জন্য অবশ্যই তিনি কবরে শাস্তি ভোগ করতে থাকবেন। তাকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর পথ একটিই তা হচ্ছে, আপনার ভাই নওশাদ যদি তার দখল প্রত্যাহার করে নেন এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী তা আপনাদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

কেনো মহিলার মৃত্যুর পর তার দেন মোহরের টাকা কে পাবে?

প্রশ্ন-১৬১১. কোনো মহিলার মৃত্যুর পর তার দেন মোহরের টাকা ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী কে পাবেন?

উত্তর : মহিলাদের মৃত্যুর পর দেনমোহরের টাকাও তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং ওয়ারিশদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতে হবে।

মৃত মহিলা যদি নিঃসন্তান হোন

প্রশ্ন-১৬১২. বিয়ের এক বছর পর সন্তান হওয়ার আগেই এক মেয়ে মারা গেলেন। এমতাবস্থায় তার দেনমোহরের টাকা ও গয়নাগাটি কে পাবেন?

উত্তর : দেনমোহরের টাকা সহ যাবতীয় সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন তার স্বামী এবং বাকী অর্ধেক পাবেন মহিলার বাবা ও মা। বাবা পাবেন দু'ভাগ এবং মা পাবেন এক ভাগ। পুরো সম্পত্তি মোট ৬ ভাগে ভাগ করে $\frac{৩}{৬}$ অংশ স্বামী, $\frac{২}{৬}$ অংশ বাবা

এবং $\frac{১}{৬}$ অংশ মা পাবেন। বাপ-মা যতটুকু অংশ পাবেন তার চেয়ে বেশী চাওয়ার কোনো অধিকার তাদের নেই।

স্বামী স্ত্রীর নামে বাড়ি করে দেয়ার পর সেই বাড়ি শ্বশুর প্রতারণা করে নিজ নামে লিখিয়ে নিলে

প্রশ্ন-১৬১৩. আমার স্বামী ইন্তিকালের আগে আমার নামে একটি বাড়ি করে দিয়েছিলেন। আমার শ্বশুর প্রতারণা করে তা নিজ নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। আমি এ কথা আগে জানতে পারিনি, শ্বশুরের মৃত্যুর পর জানতে পেরেছি। শরঈ দৃষ্টিতে এর ফায়সালা কী? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর : যদি আপনার স্বামী সেই বাড়ি আপনার নামে লিখে দিয়ে থাকেন এবং তা এখনও আপনার ভোগ দখলে থেকে থাকে তাহলে আপনার শ্বশুরের এ ধরনের প্রতারণা করা ঠিক হয়নি। কাজেই যারা সেই বাড়িকে আপনার শ্বশুরের সম্পত্তি মনে করবে তারাও গুনাহ্‌গার হবে। অবিলম্বে তা আপনাকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত।

ত্যাজ্য পুত্র বাপের ঋণ পরিশোধ করতে পারে কি?

প্রশ্ন-১৬১৪. বাপ ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। কারণ তিনি ছেলেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য। ছেলে স্ত্রীর কোনো দোষ না থাকায় বাপের কথায় তাকে তালাক দেয়নি। তখন বাপ তাকে ত্যাজ্য ঘোষণা করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। পিতার মৃত্যুর পর তার ঋণ সেই ছেলে পরিশোধ করবে কি?

উত্তর : নির্দোষ স্ত্রীকে বাপের নির্দেশে তালাক দেয়া জায়েয নয়। এই অপরাধে ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ঘোষণা দেয়া তাও জায়েয নয়। পিতা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ঘোষণা দিলেও মূলত কোনো সন্তান পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় না। অন্যান্য সন্তানের মত সেও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

পিতা ঋণ করে থাকলে এবং সেই ঋণ পরিশোধ করে না গেলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব সন্তানের। যদি তাদের সেই সামর্থ্য থাকে। শরঈ নির্দেশ হচ্ছে, মৃত

ব্যক্তির ঋণ থাকলে তার সম্পত্তি থেকে সেই ঋণ পরিশোধ করে তারপর তার অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে।

স্ত্রীর সম্পদে তার বাপ মায়ের হক

প্রশ্ন-১৬১৫. আমাদের বিয়ের এগারো মাস পর এক ছেলে হয়েছে। ছেলে জন্মগ্রহণের সময় আমার স্ত্রী মারা গেছে। আমাদের (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের বাপ-মা বেঁচে আছেন। স্ত্রীর বাপ-মা মেয়েকে যেসব দান-দেহাজ দিয়েছেন এখন তারা সেগুলো ফেরত চাচ্ছেন। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী?

উত্তর : আপনার স্ত্রীর সমস্ত সম্পদ মোট ১২ ভাগে ভাগ করে $\frac{৩}{১২}$ অংশ স্বামী হিসেবে আপনার; $\frac{২}{১২}$ অংশ তার পিতা, $\frac{২}{১২}$ অংশ তার মা এবং অবশিষ্ট $\frac{৫}{১২}$ অংশ সন্তান পাবে।

আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী তাদের দান-দেহাজ ফেরত নেয়ার যে দাবী করেছেন তা ঠিক নয়। তারা উভয়ে (অর্থাৎ আপনার শ্বশুর-শাশুরী) মাত্র $\frac{১}{৩}$ অংশের মালিক। চাইলে তারা নিয়ে যেতে পারেন আবার নাতিকে দিয়েও দিতে পারেন।

মৃত্যুর পর বাড়ি সংস্কার হয়ে থাকলে কিভাবে তার মূল্য নির্ধারণ করা হবে?

প্রশ্ন-১৬১৬. একটি অসমাপ্ত বাড়ি রেখে এক ব্যক্তি ইন্তিকাল করলেন। তার মৃত্যুর পর সেই বাড়ি তার এক ছেলে নিজের টাকা দিয়ে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করে বিক্রি করলেন চার লাখ বিশ হাজার টাকায়। তাহলে ওয়ারিশগণ কিভাবে সেই বাড়ির মূল্য নির্ধারণ করে ভাগ করে নেবেন? ওয়ারিশগণ হচ্ছেন মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, চার ছেলে এবং চার মেয়ে (অবশ্য দু'মেয়ে বিবাহিত)।

উত্তর : দেখতে হবে যদি বাড়ির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না করে সেই অবস্থায় বিক্রি করা হতো তাহলে কত টাকা বিক্রি করা যেত, চার লাখ বিশ হাজার টাকা থেকে সেই পরিমাণ টাকা পৃথক করে সকল ওয়ারিশগণ ভাগ করে নেবেন।

মোট ৯৬ ভাগে ভাগ করে $\frac{১২}{৯৬}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{১৪}{৯৬}$ অংশ করে প্রত্যেক ছেলে এবং $\frac{৭}{৯৬}$ অংশ করে প্রত্যেক মেয়ে পাবে।

মৃত স্ত্রীর সন্তানের প্রাপ্য অংশ কার যিম্মায় থাকবে?

প্রশ্ন-১৬১৭. মৃত স্ত্রীর সন্তান যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে সেই সন্তানের অংশ কার যিম্মায় থাকবে?

উত্তর : মৃত স্ত্রীর সম্পদের যে অংশ সন্তানেরা পাবে, তারা যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে সন্তানের পিতার যিম্মায় তাদের প্রাপ্ত অংশ থাকবে। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পিতা তা থেকে খরচ করতে পারবেন।

শ্বশুর বাড়ি থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ ভাইয়েরা পাবে কি?

প্রশ্ন-১৬১৮. আমার আব্বার বিয়ের সময় তার শ্বশুর তাকে একটি বাড়ি করে দিয়েছিলেন এবং কিছু জমি দান করেছেন। কিছুদিন হয় তিনি ইন্তিকাল করেছেন। এখন তার ভাইয়েরা সেই সম্পত্তির অংশ দাবী করছে, শরঈ দৃষ্টিতে সেই সম্পত্তিতে তাদের কোনো অংশ আছে কি?

উত্তর : যদি সেসব সম্পত্তি আপনার আব্বাকে তার শ্বশুর দান করে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনার আব্বার ভাইয়েরা (অর্থাৎ আপনার চাচারা) কোনো অংশ পাবেন না। কেবল তার সন্তানগণই সেই সম্পত্তির অংশ পাবেন। (অবশ্য আপনার মা জীবিত থাকলে তিনিও পাবেন)।

পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের আগে অবিবাহিত ছেলেমেয়ের বিয়ের খরচ পৃথক করে রাখা

প্রশ্ন-১৬১৯. আমার আব্বা দু'বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রীর এক ছেলে ও দু'মেয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রীর এক ছেলে ও সাত মেয়ে। এক ছেলে ও তিন মেয়ের বিয়ে এখনও বাকী। আমার আব্বা ইন্তিকাল করেছেন ক'দিন আগে। আমার আম্মা বলছেন, যারা এখনও অবিবাহিত তাদের বিয়ের পর সম্পত্তি ভাগ করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে–

১. উত্তরাধিকার কখন বণ্টন করা উচিত?

২. উত্তরাধিকার থেকে অবিবাহিতদের বিয়ের খরচ পৃথক করা যাবে কি?

উত্তর : তোমাদের আব্বার ইন্তিকালের সাথে সাথে প্রত্যেক ওয়ারিশের ভাগে তার প্রাপ্য অংশ চলে গেছে। তোমাদের যখন খুশি ভাগ করে নিতে পারো।

সকল ভাইবোন যদি বিয়ের খরচ পৃথক করে রাখার ব্যাপারে একমত হয় তাহলে বিয়ের খরচ পৃথক করে রেখে অবশিষ্ট সম্পত্তি ভাগ করা যাবে। আর যদি তারা রাজী না হয় তাহলে পুরো সম্পত্তি ভাগ করে দিতে হবে। অবশ্য পরবর্তীতে বিয়ের সময় অন্য ভাইবোনদের শেয়ার করা উচিত।

ওয়ারিশদের সম্মতি ছাড়া তর্‌কা (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) থেকে খরচ করা

প্রশ্ন-১৬২০. ওয়ারিশদের সম্মতি ছাড়া বন্টনের আগে ওয়ারিশী-স্বত্ব থেকে খরচ করা জায়েয কি না?

উত্তর : ওয়ারিশদের সম্মতি ছাড়া এ ধরনের খরচ করা জায়েয নয়। হাঁ, যদি সকল ওয়ারিশের সম্মতির ভিত্তিতে এরূপ করা হয় তাহলে জায়েয আছে।

ওসিয়ত

ওসিয়ত কিভাবে করা হয় এবং কতটুকু সম্পদ ওসিয়ত করা যায়?

প্রশ্ন-১৬২১. আমি সুন্নাত পদ্ধতিতে আমার সম্পত্তি ওসিয়ত করতে চাই। আমার মাত্র একটি মেয়ে। আর কোনো সন্তান নেই। আমরা চার ভাই এবং পাঁচ বোন। প্রত্যেক ভাই আলাদা। পৃথক পৃথকভাবে উপার্জন করে নিজ নিজ নামে আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করেছি। আমার দু'টো বাড়ি এবং দু'টো দোকান রয়েছে। এক বাড়িতে আমি বসবাস করছি এবং আরেকটি ভাড়া দিয়েছি। আমার ইচ্ছে একটি বাড়ি এবং একটি দোকান আমার মেয়ে ও স্ত্রীকে লিখে দেবো। অবশিষ্ট বাড়ি ও দোকান আল্লাহর নামে কোনো মসজিদ কিংবা মাদরাসায় দিয়ে যাব। আমার তো ছেলে নেই, যে আমার মৃত্যুর পর দু'আ খায়ের করবে, তাই আমি সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে ওসিয়ত করে যেতে চাই। বিক্রি করে আমি নিজেই তা দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু জীবিকার আমার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। ভয় হয় সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে পাছে আবার পর মুখাপেক্ষী হয়ে না যাই। সে জন্য ওসিয়ত করে যেতে চাই, যেন তা আমার মৃত্যুর পর কার্যকর হয়।

সমস্যা হচ্ছে, আমি কাকে এ দায়িত্ব দিয়ে যাব ভেবে পাচ্ছি না। ওয়ারিশদের বলে গেলে তারা হয়তো লোভে পড়ে আমার ওসিয়তকে কার্যকর করবে না। আপনি মেহেরবানী করে জানাবেন, আমি কিভাবে আমার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারি?

উত্তর : আপনার চিঠির জবাবে কয়েকটি জরুরী মাসয়ালা বর্ণনা করছি–

১. আপনি জীবিত থাকা অবস্থায় চাইলে আপনার বাড়ি এবং দোকান স্ত্রী ও কন্যার নামে লিখে দিতে পারেন, জায়েয আছে।

২. 'আমার মৃত্যুর পর এই পরিমাণ সম্পত্তি মাসজিদ কিংবা কোনো মাদরাসায় দিয়ে দেবে' এরূপ ওসিয়ত করা জায়েয।

৩. সমস্ত সম্পত্তির সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করা যেতে পারে। তার বেশী ওয়ারিশদের অনুমতি ছাড়া ওসিয়ত করা যাবে না। কেউ যদি এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী সম্পত্তি ওসিয়ত করে যান তাহলে এক তৃতীয়াংশ ওসিয়ত হিসেবে কার্যকর হবে, অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিশগণ তাদের অংশ অনুযায়ী পাবেন।

৪. কেউ যদি আশংকা করেন, তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ ওসিয়ত পুরা করবেন না। তাহলে কোনো দীনদার মুত্তাকী লোককে ওসিয়ত পুরা করার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। লিখিতভাবে সাক্ষী রেখে দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত।

৫. মৃত্যুর সময় আপনি যে পরিমাণ সম্পত্তির মালিক থাকবেন তার এক তৃতীয়াংশের উপর ওসিয়ত কার্যকর হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবেন আপনার স্ত্রী, আপনার মা পাবেন $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং মেয়ে পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ। তারপর যা থাকবে তা আপনার ভাইবোনেরা পাবেন। প্রত্যেক ভাই প্রত্যেক বোনের দ্বিগুণ পাবেন।

প্রশ্ন-১৬২২. এক মাস আগে আমার আব্বা ইন্তিকাল করেছেন। তিনি মৃত্যুর আগে একটি উইল করে গেছেন। সেখানে এক বাড়ি আমাদের দু'ভাইকে এবং এক বাড়ি আমার দু'বোনকে সমানভাবে ভাগ করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন এ ধরনের উইলের কোনো মূল্য নেই। আপনার কাছে আমরা জানতে চাই এর কোনো শরঈ মর্যাদা আছে কিনা? এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা চার ভাইবোন ছাড়াও আমার আব্বার আম্মা (অর্থাৎ আমাদের দাদী) এখনও জাবিত আছেন। আব্বার একজন বোনও আছেন।

উত্তর : সেই উইলের মর্যাদা এক টুকরা কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি সব ওয়ারিশ উইলকে মেনে নেন তাহলে ঠিক আছে। নইলে নতুনভাবে শরীআহ্ মুতাবিক ভাগ করে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে দাদীকেও অংশ দিতে হবে।

সৎ মা ও সৎ ভাইয়ের জন্য ওসিয়ত

প্রশ্ন-১৬২৩. আমার স্ত্রী নেই। নাবালিগ এক ছেলে আছে। সৎ মা এবং একজন সৎ ভাই রয়েছে। হানাফী ফিক্হ অনুযায়ী জানাবেন তাদের মধ্যে কে কে আমার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। এমন ব্যক্তির জন্য কি আমি ওসিয়ত করতে পারি না, যার স্নেহ ও ভালোবাসা আমাকে ঘিরে রেখেছে?

উত্তর : ছেলে আপনার সম্পত্তির ওয়ারিশ। ছেলের বর্তমানে আপনার সৎ ভাই ও সৎ মা ওয়ারিশ হবে না। যারা আপনার সম্পত্তির ওয়ারিশ নন তাদের জন্য আপনি (সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ) ওসিয়ত করতে পারেন।

ওসিয়ত প্রত্যাহার

প্রশ্ন-১৬২৪. আমার দাদা এবং দাদী হজ্বে যাওয়ার সময় তার একটি বাড়ি ও দু'টো প্রাইভেট কার আমার নামে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিছু অলংকার দিয়েছিলেন আমার আম্মাকে। আমার দাদার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে আমার আব্বা এবং ফুফু বিবাহিতা। ফুফু বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

দাদা হজ্ব থেকে ফিরে এসে তার উইল তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন এবং প্রাইভেট কারও নিজে ব্যবহার শুরু করেছেন। আপনি মেহেরবানী করে জানিয়ে বাধিত করবেন, এ কাজটি শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক হয়েছে কি না?

উত্তর : আপনার দাদা আপনার জন্য ওসিয়ত করেছিলেন, সেই ওসিয়ত এখন তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ওসিয়ত করে তা মৃত্যুর আগে প্রত্যাহার করে নেয়ার সুযোগ আছে। ধরে নিন আপনার দাদাও সেই রকম করেছেন।

ওয়ারিশ নেই এমনকি ওসিয়তও করে যাননি এমন ব্যক্তির উত্তরাধিকার

প্রশ্ন-১৬২৫. এক বিদেশী ইন্তিকাল করলেন। সেখানে তার কোনো ওয়ারিশ উপস্থিত নেই। এমনকি তিনি কোনো ওসিয়তও করে যাননি। এমতাবস্থায় তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কী করা হবে? মাসজিদ মাদরাসায় তা খরচ করা যাবে কি?

উত্তর : তার যাবতীয় সম্পদ তার নিজ দেশে আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে কিংবা তাদেরকে সংবাদ দিতে হবে এসে সেগুলো নিয়ে যাবার জন্য। যদি তেমন কেউ না থাকেন তাহলে তিনি যে দেশের নাগরিক ছিলেন সেই দেশের সরকারের কাছে তা পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তার পরিত্যক্ত সম্পদ অন্য কোনোভাবে খরচ করার কোনো অধিকার কারও নেই।

বিবিধ অধ্যায়

পতিত জমি আবাদ

প্রশ্ন-১৬২৬. শুনেছি পতিত জমি যে আবাদ করবে সেই জমির মালিকানা তার। এক্ষেত্রে দলিল দস্তাবেজের কোনো মূল্যই নেই। কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর : এ মাসয়ালা সেই পতিত জমির ব্যাপারে প্রযোজ্য যার কোনো মালিক নেই। সরকারের কাছ থেকে লীজ নিয়ে তা আবাদ করা যেতে পারে। যেসব জমির মালিক রয়েছে তা অনাবাদী থাকলেও আবাদের নামে হাতিয়ে নেয়া জায়েয নয়।

শ্রমিকের বোনাস

প্রশ্ন-১৬২৭. বোনাস নেয়া শ্রমিকের জন্য বৈধ কিনা?

উত্তর : মালিক পক্ষ খুশী হয়ে দিলে জায়েয আছে।

স্ত্রীর আগের স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের সাথে পরের স্বামীর সম্পর্ক ও মর্যাদা

প্রশ্ন-১৬২৮. এক মহিলাকে সন্তান সহ তার স্বামী তালাক দিলেন। ইদ্দত শেষে সেই ছেলে সহ মহিলাকে এক ভদ্রলোক বিয়ে করলেন। তখন ছেলের বয়স দেড় বছর। মহিলার দ্বিতীয় স্বামীর কাছে সেই ছেলের শরঈ মর্যাদা কী? ছেলের প্রকৃত পিতার পরিবর্তে সৎপিতার সন্তান হিসেবে পরিচিত হতে পারবে কি? উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : সৎপিতা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। অপরদিকে তার কর্তব্য, স্ত্রীর (আগের স্বামীর) ছেলেকে স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালন করা। কিন্তু বংশ পরিচয় তার প্রকৃত পিতার নামেই হতে হবে। সৎপিতার পরিচয়ে তার বংশ পরিচয় হওয়া ঠিক নয়।

শ্বাশুড়ি ও দেবরের টাকার থলি থেকে চুরি করা টাকা তাদের মৃত্যুর পর কিভাবে পরিশোধ করা যাবে?

প্রশ্ন-১৬২৯. আমার স্বামী আমাকে কখনও হাত খরচার টাকা দিতেন না। যখন টাকার প্রয়োজন হতো তার আলমারি থেকে গোপনে নিয়ে খরচ করতাম। তিনি

টের পেতেন না। একবার টাকার ভীষণ প্রয়োজন হলো। কোথাও না পেয়ে দেবরের মানিব্যাগ থেকে দু'শো টাকা চুরি করি। দ্বিতীয় বার চুরি করি আমার স্বামীর ইন্তিকালের পর। সেদিন নিরুপায় হয়ে আমার শ্বাশুড়ির পার্স থেকে পাঁচশ' টাকা চুরি করি। এখন আমি বুঝতে পারছি কাজটি খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। তারা কেউ জীবিত নেই। এখন আমি কী করতে পারি?

উত্তর : শ্বাশুড়ি এবং দেবরের ইন্তিকালের পর তাদের সম্পদ তাদের ওয়ারিশদের প্রাপ্য। তাই আপনার শ্বাশুড়ি এবং দেবরের যারা ওয়ারিশ আছেন তাদের প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী সেই টাকা তাদেরকে দিয়ে দিন। কারণ বলতে যদি লজ্জাবোধ করেন তাহলে উপহার উপঢৌকনের নামে তা দিয়ে দিন।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা

প্রশ্ন-১৬৩০. প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর কাছ থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের নামে টাকা কেটে রাখা হয়। অবসর গ্রহণের সময় সেই টাকার দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা ফেরত দেয়া হয়। এটিতো সুস্পষ্ট সূদ। মেহেরবানী করে জানাবেন এ ধরনের বাড়তি টাকা নেয়া জায়েয কিনা? তাছাড়া যে টাকাটা কেটে নিয়ে জমা করা হয় তার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর : সরকারের পক্ষ থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যে অতিরিক্ত টাকা প্রদান করা হয় তা নেয়া জায়েয আছে। আর যতদিন পর্যন্ত সেই টাকা পাওয়া না যাবে ততদিন যাকাত দিতে হবেনা। পুরো টাকা পাওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত হলে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে।

কোনো মুসলিমের জীবন বাঁচানোর জন্য অমুসলিম ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করা

প্রশ্ন-১৬৩১. কোনো মুসলিমের জীবন বাঁচানোর জন্য অমুসলিম ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করা জায়েয কি?

উত্তর : হাঁ, জায়েয আছে।

অমুসলিমদের মন্দির, গীর্জা প্রভৃতি নির্মাণে সাহায্য করা

প্রশ্ন-১৬৩২. অমুসলিমদের মন্দির, গীর্জা প্রভৃতি নির্মাণে সাহায্য করার ব্যাপারটি ইসলাম অনুমোদন করে কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর : ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবে।

বিভিন্ন ধর্মের লোক কোনো অনুষ্ঠানে একসাথে আমন্ত্রিত হলে

প্রশ্ন-১৬৩৩. যদি কোনো অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের লোক একসাথে আমন্ত্রিত হয়ে পর্যায়ক্রমে খেতে থাকে। এক ব্যাচ খাওয়ার পর প্লেটগুলো ধুয়ে পরবর্তী ব্যাচের জন্য দেয়া হয়, এরূপ অবস্থায় মুসলমানদের জন্য সেই প্লেটে খাওয়া বৈধ কিনা?

উত্তর : অমুসলিমদের হাত যদি পবিত্র থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে এক সাথে খাওয়াও জায়েয আছে। কাজেই অমুসলিমদের ব্যবহৃত প্লেট ধুয়ে পুনরায় ব্যবহার করায় কোনো দোষ নেই।

প্রশ্ন-১৬৩৪. আমি বড়ো এক প্রজেক্টে চাকুরী করি। যেখানে মুসলমানদের সাথে কিছু খৃস্টান কর্মকর্তাও রয়েছেন। অনেক সময় একসাথে বসেই খেতে হয়। এভাবে খেলে ঈমান আমলে কোন ত্রুটি আসবে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর : নবী করীম (সা)-এর সাথে কাফিররাও খানা খেয়েছেন, তাই এরূপ করায় কোনো দোষ নেই। তবে অমুসলিমদের অনুসরণ করা কিংবা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ঠিক নয়।

নবী করীম (সা) কি মাটির তৈরী না নূরের?

প্রশ্ন-১৬৩৫. জনাব, কিছুদিন আগে আপনার একটি লেখা পড়লাম। পড়ে বেশ খটকা লাগলো। অন্যান্য আলিমের বক্তব্যের সাথে আপনার বক্তব্যে বিস্তর ব্যবধান। আপনি লিখেছেন, ব্যক্তিসত্তার দিক থেকে নবী করীম (সা) শুধু একজন মানুষই নন বরং সর্বোত্তম মানুষ। মানব জাতির নেতা। আদম (আ)-এর সন্তানদের এক জন। 'বাশার' এবং 'ইনসান' দুটো শব্দই সমার্থক।

কিন্তু যখন আমি অন্যদের লেখা সামনে রাখি তখন আসমান জমিনের ব্যবধান দৃষ্টিগোচর হয়। তাছাড়া শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের বক্তব্যেরই বা তাৎপর্য কী? যেখানে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভী (রাহ) বলেছেন–

'উম্মতের মুহাক্কিকগণ এ কথার উপর একমত হয়েছেন যে, শরীআতের পরিচয় লাভের জন্য পূর্ববর্তীদের উপর আস্থা রাখা যাবে। যেমন তাবিঈগণ আস্থা

রেখেছিলেন সাহাবাদের উপর এবং তাবি তাবিঈগণ আস্থা রেখেছেন তাবিঈদের উপর, এভাবে প্রত্যেক যুগের আলিমগণ তাদের পূর্ববর্তী আলিমদের উপর আস্থা রেখে আসছেন। (আকদুল জীদ পৃষ্ঠা ৩৬)

কাজেই যারা দ্বীনি ইলমে পরিপক্ক কিংবা নিদেনপক্ষে দ্বীনের পথে চলতে বদ্ধপরিকর তাদের তো অবশ্যই উপরিউক্ত পথ অবলম্বন করতে হবে যাতে দ্বীনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তাই নয় কি? তাহলে যেখানে বড়ো বড়ো উলামায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিসগণ রাসূল (সা)-কে নূরের তৈরী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেখানে আপনি শুধু একজন মানুষ এবং উত্তম মানুষ ও আদম (আ) এর বংশধর বলে দায় সেরেছেন কেন? যেমন–

আশরাফ আলী থানবী (রহ) 'নশরুত তীব' নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামই করেছেন 'নূরে মুহাম্মাদী' নামে। সেখানে বলা হয়েছে নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌র নূর সৃষ্ট এবং তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছে তামাম জাহান। এ প্রসঙ্গে কিছু হাদীসও রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে একটি হাদীসে বলা হয়েছে 'আদম (আ) এর জন্মের চৌদ্দ হাজার বছর আগেও নবী করীম (সা) তাঁর রবের নিকট নূর হিসেবে বিদ্যমান ছিলেন।'

আরও বলা হয়েছে– 'আদম (আ) যখন কাদা পানির মিশ্রণ হিসেবে ছিলেন তখনও আমি নবী ছিলাম।'

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহ) 'ইমদাদুস সুলূক'-এ বলেছেন 'মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস থেকে প্রমাণিত, নবী করীম (সা)-এর কোনো ছায়া ছিলো না। উল্লেখ্য যে, নূর ছাড়া সকল অবয়বই ছায়াবিশিষ্ট হয়।'

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাহ) তাঁর মাকতাবে বলেছেন– 'যা থেকে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

১. নবী করীম (সা) ছিলেন এক প্রকার নূর। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন–

خلقت من نور الله (আমি আল্লাহ্‌র নূরে সৃষ্ট)।

২. তিনি যে নূরের তৈরী ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর কোনো ছায়া ছিলো না।

৩. নবী করীম (সা) এর নূরের শরীরটাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরত ও কারিশমায় মানবরূপে প্রকাশ করেছেন।

মোটকথা মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাহ)ও নবী করীম (সা)-কে নূরের তৈরী বলে মনে করতেন।

মাওলানা মুশতাক আহমদ সাহেব কর্তৃক দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত 'আত তাওয়াসসুল' পত্রিকায়– যার সহযোগিতায় ছিলেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব, মুফতী কিফায়েতুল্লাহ্ সাহেব এবং মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেবসহ আরও অনেকে– বলা হয়েছে–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

এ আয়াতে নূর বলতে নবী করীম (সা) এবং কিতাব বলতে কুরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে। নবী করীম (সা)-কে 'নূর' বলার অর্থ নূরে মুজাস্সাম (অবয়ব যুক্ত নূর) এবং 'সিরাজুম মুনীর' বলতে উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা বলা হয়েছে। নূর (আলো) এবং প্রদীপ (সিরাজ) সর্বদা অন্ধকার বিভীষিকা থেকে মানুষকে সঠিক ও সুন্দর পথের দিকে নিয়ে আসতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দুনিয়ার জীবনে যেমন এ দুটো জিনিস সহায়ক ভূমিকা পালন করে তেমনিভাবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও এগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এমনকি নবী করীম (সা)-এর পৃথিবীতে আগমনের আগে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের দুর্যোগের সময় সেই নূরের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করে দুর্যোগ থেকে মুক্তির প্রয়াস পেয়েছেন।

(আত-তাওয়াসসুল পৃ-২২ রেফারেন্স তাফসীরে কাবীর ৩/৫৬৬)

এবার আপনি মেহেরবানী করে জানাবেন তাঁদের এ আকীদা সঠিক কিনা?

উত্তর : হাকীমুল উম্মাত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রাহ)-এর যে মূলনীতি 'শরী'আতের পরিচয়ের জন্য পূর্ববর্তীদের উপর আস্থা রাখতে হবে' উল্লেখ করেছেন তা বিলকুল ঠিক। কিন্তু আপনি নূর ও বাশার (মানব) সম্পর্কিত আমার আলোচনাকে যেভাবে পৃথক করে দেখছেন তা ঠিক নয়। আমি যা লিখেছিলাম তার সারকথা হচ্ছে– নবী করীম (সা) একই সাথে নূর (আলো) এবং বাশার (মানব) উভয়টিই। নবী করীম (সা)-এর নূর এবং বাশার হওয়ার মধ্যে এমন কোনো বৈপরিত্য নেই যে একটিকে অস্বীকার করে আরেকটি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অদৃশ্য বা আভ্যন্তরীন দিক থেকে তিনি ছিলেন নূরে মুজাস্সাম (অবয়ব

যুক্ত নূর) এবং বাহ্যিক ও প্রকৃতিগত দিক থেকে নির্ভেজাল এবং পরিপূর্ণ একজন মানুষ।

মানুষ হওয়া কোনো দোষের নয় যে, রাসূলে আকরাম (সা)-কে তার সাথে সম্পৃক্ত করলে তা দূষণীয় হবে। কেননা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই মানুষকে 'আহ্সানু তাকভীম' বা সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন। এজন্য নবী করীম (সা)-এর মানুষ হওয়া মানবতার জন্য গৌরবের বিষয়। আমার জানামতে পূর্ববর্তী এমন একজন আলিমও নেই যিনি নবী করীম (সা) এর মানুষ হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন এবং তাঁকে মানবতার কাতার থেকে বের করে দিয়েছেন। অবশ্য এ কথাও ঠিক, মানুষ হিসেবে তিনি সম্পূর্ণ একক বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। সম্ভ্রম ও মর্যাদার দিক থেকেও তিনি সকল সৃষ্টির সেরা। এ কথারই সমার্থক একটি কথা ফার্সীতে প্রচলিত রয়েছে

بعد از خدا بزرک توئی قصه مختصر ـ

(আল্লাহ্র পরই আপনি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, ব্যস্ এখানেই কথা শেষ)

এ জন্য রাসূল (সা)-কে 'আকমালুল বাশার' (পরিপূর্ণ মানব), 'আফযালুল বাশার' (সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি) এবং 'সায়্যিদুল বাশার' (মানব গোষ্ঠীর নেতা) বলায় কোনো দোষ নেই। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন–

اَنَا سَيِّدُ وَلَدُ اٰدَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَفَخْرُ ـ

'কিয়ামতের দিন আমি সমস্ত আদম-সন্তানের নেতা হবো, এতে আমার কোন অহংকার নেই।' (মিশকাত)

কুরআনে কারীমে এক জায়গায়–

لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرُوَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

এ কথা বলা হলেও [অর্থাৎ নূর বলতে রাসূল (সা) বুঝানো হলেও] অন্য জায়গায় বলা হয়েছে–

قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً

'বলুন, পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন মানুষ, একজন রাসূল ছাড়া আর

আমি কে?' (সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৩)

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

'বলুন আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার কাছে ওহী আসে যে, তোমাদের ইলাহ্-ই একমাত্র ইলাহ্।' (সূরা আল কাহ্ফ ১১০)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ

'আপনার আগেও কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি অমর হয়ে যাবে? (সূরা আল আম্বিয়া : ৩৪)

কুরআনুল কারীম তো এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে, প্রত্যেক নবী রাসূলকেই মানুষের মধ্য থেকে পাঠানো হয়েছে।

وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّي مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

'কোনো মানুষকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও, এটি সম্ভব নয়।'

(সূরা আলে ইমরান : ৭৯)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ط

'আল্লাহ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন, এমনটি কোনো মানুষের জন্য হতে পারেনা। তবে ওহীর মাধ্যমে হতে পারে। তখন আল্লাহ্ যা চান সে তা তাঁর ইচ্ছেনুযায়ী পৌছে দেবে।' (সূরা আশ শূরা : ৫১)

এমনকি আম্বিয়া কিরামদের দ্বারা এ ঘোষণাও দেয়া হয়েছে–

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُم وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

'তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলেছেন, আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু

আল্লাহ্ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপর ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন।' (সূরা ইবরাহীম : ১১)

কুরআনুল কারীমে এ কথাও বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম ইবলিসই মানুষকে অবজ্ঞা করেছে। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)-কে সে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিলো।

قَالَ لَمْ اَكُنْ لاَّسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنَ

'ইবলিস বললো– আমি এমন নই যে, একজন মানুষকে সিজদা করবো, যাকে আপনি পঁচা কাদার শুষ্ক ঠনঠনে অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আল হিজর : ০৩)

কুরআন আমাদেরকে এ কথাও বলেছে, কাফিররা নবীদের অস্বীকার করার যেসব যুক্তি প্রদর্শন করেছিলো তার মধ্যে অন্যতম ছিলো তাদের মানুষ হওয়ার ব্যাপারটি।

فَقَالُوْا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ لا اِنَّا اِذًا لَّفِىْ ضَلَلٍ وَّسُعُرٍ

'তারা বলেছিলো– আমরা কি আমাদের মত একজন মানুষেরই অনুসরণ করবো? তাহলে তো আমরা বিপথগামী ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বো।' (সূরা আল কামার : ২৪)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً– قُلْ لَوْ كَانَ فِى الاَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلاً

'তারা কি এই অভিযোগে মানুষকে ঈমান থেকে বিরত রাখছে সুস্পষ্ট হিদায়াত আসার পরও যে, আল্লাহ্ কেন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? বলুন, পৃথিবীতে যদি ফেরেশতারা বিচরণ করতো তাহলে আমি আসমান থেকে কোনো ফেরেশতাকেই রাসূল করে তাদের কাছে পাঠাতাম।' (সূরা বানী ইসরাঈল : ৯৪-৯৫)

এসব আয়াত থেকে বুঝা যায় নবী রাসূলগণ মাটির তৈরী মানুষ। মোটকথা, নবীর নবুওয়তের উপর ঈমান আনার অর্থই হচ্ছে তাকে মানুষ এবং রাসূল হিসেবে মেনে নেয়া। এ জন্য আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ রাসূলের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে–

انسان بعثه الله لتبليغ الرسالة والاحكام ۔

'রাসূল সেই মানুষ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হুকুম ও পয়গাম মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য নিয়োগ করেন।' (শরহে আকাঈদে নসফী)

কুরআনুল কারীম যেভাবে রাসূলদের মানুষ হওয়ার ব্যাপারটি ঘোষণা করেছে ঠিক সেইভাবেই হাদীস শরীফে নবী করীম (সা) এর মানুষ হবার ব্যাপারটি ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন নবী করীম (সা) বলেছেন– সবার আগে আমার নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। (যদি এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মেনে নেয়া যায়) সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে

اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ لَعَنْتُهُ اَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَّ اَجْرًا ۔

'হে আল্লাহ! আমিও তো একজন মানুষ, তাই যে মুসলমানকে আমি অভিশাপ দিয়েছি কিংবা মন্দ বলেছি আপনি তা তার জন্য পবিত্রতা ও নেকীর মাধ্যম বানিয়ে দিন।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৩৭৭)

اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ۔

'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ তো একজন মানুষ, সাধারণ মানুষ যেমন রেগে যায় তেমনভিাবে সেও তো রাগান্বিত হয়। (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৬৩৮৫, আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত)

اِنِّى اشْتَرَطْتُ عَلٰى رَبِّى فَقُلْتُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَرضى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَاَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ۔

'আমি আমার প্রতিপালকের সাথে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি এবং আমি

বলেছি– আমি তো একজন মানুষ। মানুষ যাতে সন্তুষ্ট থাকে আমিও তাতে সন্তুষ্ট থাকি। যেভাবে মানুষ রাগান্বিত হয় সেভাবে আমিও রাগান্বিত হই। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৩৮৯, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত)

انَّمَاانَا بَشَرٌ وَانَّه يَاْ تِيْنِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَادِقٌ فَا قَضِى لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقٍّ مُسْلِمٍ فَانَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا اَوْيَذَرْهَا

'আমিও একজন মানুষ। আমার কাছে যখন কোনো ঝগড়াকারী আসে তখন হয়তো একজন আরেকজনের চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত কথা বলে, আর আমি মনে করি সেই বুঝি সত্যবাদী, তার পক্ষেই হয়তো রায় দিয়ে দেই। আমি যার পক্ষেই মুসলিমদের হকের ব্যাপারে রায় দেই না কেন তা মূলত জাহান্নামের একটি টুকরা। চাইলে সে গ্রহণ করুক কিংবা ছেড়ে দিক।' (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩২৬, উম্মে সালমা রা. কর্তৃক বর্ণিত)

انَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْسى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاذَانَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِى -

'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও ঠিক আমিও তেমন ভুলে যাই। কাজেই যখনই আমি ভুলে যাই তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।' (সহীহ্ আল বুখারী ১/৫৮, সহীহ মুসলিম ১/২১২, ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত)

انَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَااَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍمِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِه وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ رَائِى فَانَّمَااَنَابَشَرٌ

'আমি তো একজন মানুষ। আমি যখন দ্বীনি বিষয়ে তোমাদের কোনো নির্দেশ দেই তোমরা তা গ্রহণ করবে আর যদি অন্য কোনো বিষয়ে আমার মতামত ব্যক্ত করি, মনে করবে আমিও একজন মানুষ।' (সহীহ্ মুসলিম, ২/২৬৪, রাফি' বিন খাদীজা রা. থেকে বর্ণিত)

اَلاَ اَيُّهَا النَّاسُ! فَاِنَّمَااَنَابَشَرٌ يُوْشَكُ اَنْ يَاتِىَ رَسُوْلُ رَبِّىْ فَاَجِيْبْ

'শোন, হে লোক সকল! আমি তো একজন মানুষ, অচিরেই আমার প্রতিপালকের দূত চলে আসবে আর আমিও তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব।' (সহীহ, মুসলিম, ২/২৭৯, যায়িদ বিন আরকাম রা. থেকে বর্ণিত)

কুরআনুল কারীম ও হাদীসে রাসূল থেকে বুঝা যায়, রাসূলে আকরাম (সা)-কে নূরের গুণে গুণান্বিত করার অর্থ এই নয় যে, তিনি মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন, এ কথাকে অস্বীকার করা। এমনকি এতগুলো নস্ (অকাট্য দলিল)-কে অস্বীকার করে তা করাও সম্ভব নয়।

আমি এ কথাও লিখেছিলাম, মানুষ হওয়ার ব্যাপারটি কোনো বাধা কিংবা দোষের জিনিসও নয় যে, নবী করীম (সা)-এর সাথে সেটিকে সম্পৃক্ত করলে তা তাঁর মর্যাদাহানির কারণ হয়ে যাবে। মাটির তৈরী মানুষ সেতো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। এ জন্যই তিনি পরিপূর্ণ মানব। ক্রটিযুক্ত মানব নন। রাসূল (সা) আশরাফুল মাখলুকাতের মধ্যে সর্বোত্তম হওয়া সেতো মানবতার গৌরব।

সালফে সালেহীন এবং আকাবিরগণ এই আকীদাই পোষণ করতেন। যেমন, কাজী আয়ায (রাহ) 'আশশুফা বিতা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা' ২/১৫৭, মুলতান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে লিখেছেন–

قد قدمنا انه صلى الله عليه وسلم وسائرالا نبياء والرسل من البشر - وان جسمه وظاهره خالص للبشر يجوز عليه من الافات والتغيرات والا لام والاسقام وتجرع كأس الحمام مايجوز على البشز وهذا كله ليس بنقيصة - لان الشى انما يسمى ناقصا بالاضافة الى ما هو اتم منه واكمل من نوعه وقد كتب الله تعالى على اهل هذه الدار فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون وخلق جميع البشر بدرجة الغير -

'আমরা আগেই বলেছি নবী করীম (সা) এবং অন্যান্য আম্বিয়া কিরাম মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন। নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর বাহ্যিক শরীর ছিলো নির্ভেজাল মাটির। তাঁর পবিত্র দেহে অসুখ বিসুখ , ভালো মন্দ এবং মৃত্যু সবকিছুর প্রভাবই পড়েছে। যেসব জিনিস মানুষের সাথে সম্পর্কিত তা কোনটাই দোষের নয়। কেননা কোনো জিনিসকে অপূর্ণাঙ্গ তখনই বলা হয় যখন তার বিপরীতে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জিনিস বিদ্যমান থাকে। পৃথিবীতে যারা বসবাস করছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত হচ্ছে তারা পৃথিবীতেই জীবন ধারণ করবে আবার পৃথিবীতেই মৃত্যুবরণ করবে অতঃপর সেখান থেকেই তাদের উঠানো হবে। তাছাড়া প্রতিটি মানুষের দৈহিক পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বিলুপ্তি ঘটবেই।'

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নূর নবী হওয়ার অর্থ কখনও এই নয় যে, মাটির মানুষের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। আপনি যেসব উদ্ধৃতি পেশ করেছেন সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো– রাসূল নূরের গুণে গুণান্বিত ছিলেন– এ কথার সত্যতা স্বীকার করা। এ থেকে তাঁর মানুষ হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করা যায়না এবং আমি যে বক্তব্য রেখেছি তার পরিপন্থীও নয়। আর আমার আকীদাও সেসব বুজুর্গ থেকে ভিন্নতর নয়।

আপনি হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহ)-এর নূরে মুহাম্মাদী সৃষ্টি সম্পর্কিত যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে নূরে মুহাম্মাদীর ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। যেমন প্রথম বর্ণনাটি মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকের রেফারেন্সে হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে–

তিনি বললেন– হে জাবির! আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তার নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি অন্যান্য সৃষ্টির ইচ্ছে করলেন তখন সেই নূরকে চার ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ কলম, আরেক ভাগ দিয়ে লাওহে মাহফুয এবং আরেক ভাগ দিয়ে আরশ... এভাবে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। সেই হাদীসের টীকায় লিখা হয়েছে– 'নূরে মুহাম্মাদী' বলতে 'রুহে মুহাম্মাদী' বুঝতে হবে। আর রুহের ব্যাপারে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের অভিমত হচ্ছে তা কোনো পদার্থ নয়। কাজেই যা পদার্থ নয় তা কোনো বস্তু সৃষ্টির উপাদান হওয়াও সম্ভব নয়। হতে পারে কোনো বস্তুর উপর সেই নূরের ঝলক ফেলা হয়েছে তারপর সেই বস্তুটি চার ভাগ করে তা থেকে অন্য বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত আরেকটি হাদীস সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যার ভাষা নিম্নরূপ–

'আদম (আ) যখন কাদা মাটির খামির হিসেবে পড়েছিলেন নিঃসন্দেহে তখনও আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খাতামুন নাবী বা শেষ নবী হিসেবে বিদ্যমান ছিলাম।'

এ হাদীসের টীকায় বলা হয়েছে 'তখন তো তার দেহ তৈরীই হয়নি, সম্ভবত তার রুহকেই নবুওয়তের গুণে গুণান্বিত করেছিলেন। আর নূরে মুহাম্মাদী মূলত সেই রুহে মুহাম্মাদীরই নাম, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।'

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় 'নূরে মুহাম্মাদী' বলতে মাওলানা থানভী (রাহ)-ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র রুহকে বুঝিয়েছেন। সেই অধ্যায়ে যা কিছু বলা হয়েছে তা পবিত্র রুহ সম্পর্কেই বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পবিত্র রুহ এর প্রাথমিক সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিশ্বাস করতে গেলে তাঁর মাটির তৈরী শরীর বা অবকাঠামোকে অস্বীকার করতে হবে ব্যাপারটি এমন নয়।

তাছাড়া থানভী (রাহ)-এর ব্যাখ্যা থেকে আরও বুঝা যায়, নবী করীম (সা)-এর নূর আল্লাহ্র নূর থেকে সৃষ্টি হওয়া অর্থ এই নয় যে, 'নূরে মুহাম্মাদী' আল্লাহ্র নূরেরই কোনো অংশ (নাউযু বিল্লাহ)। বরং এ কথার অর্থ তাঁর রুহ্ মুবারকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নূরের ঝিলিক (Reflection) পড়েছে। আপনি কুতুবুল আলম মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহ)-এর 'ইমদাদুস সুলুক' এর রেফারেন্সে লিখেছেন 'মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস থেকে প্রমাণিত, নবী করীম (সা)-এর কোনো ছায়া ছিলোনা। উল্লেখ্য যে, নূর ছাড়া সকল অবয়বই ছায়া বিশিষ্ট হয়।'

'ইমদাদুস সুলূক' এর ফার্সী সংস্করণ এই মুহূর্তে আমার সামনে নেই। মাওলানা আশেকে ইলাহী মিরাঠী তার যে উর্দূ অনুবাদ করেছেন তা আমার সামনে আছে। সেখানে বলা হয়েছে–

'নবী করীম (সা)ও তো আদম (আ)-এর সন্তানদের একজন। কিন্তু তিনি তাঁর সত্তাকে এমন পবিত্র করে নিয়েছিলেন যেন খাঁটি নূর। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁকে নূর আখ্যা দিয়েছেন। কথিত আছে তাঁর কোনো ছায়া ছিলোনা। আর এ কথা তো ঠিক, একমাত্র নূর বা আলোর অবয়ব ছাড়া সকল কিছুরই ছায়া তৈরী হয়। তেমনিভাবে রাসূল (সা) তাঁর অনুসারীদের তাযকিয়ায়ে নফসের মাধ্যমে

এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন, তারাও নূর হয়ে উঠেছিলেন। তাদের কারামতের কথা এত বেশী বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, এখানে পৃথকভাবে তা আর বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজনই নেই। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেছেন–

'যারা আমার রাসূলের উপর ঈমান আনবে তাদের নূর তাদের আগে আগে চলতে থাকবে'।

আরেক জায়গায় বলেছেন–

'স্মরণ কর সেই দিনটিকে যেদিন মুমিনদের নূর তাদের সামনে এবং ডান দিকে দৌড়াতে থাকবে। মুনাফিকরা বলতে থাকবে– একটু দাঁড়াও যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরাও কিছুটা উপকৃত হতে পারি।'

এ দুটো আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় রাসূল (সা) এর অনুসরণে ঈমান এবং নূর অর্জিত হয়। (ইমদাদুস সুলূক, পৃ-১১৪-১১৫, সাহ্রানপুর থেকে প্রকাশিত)

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়–

১. নবী করীম (সা)-কে আদম সন্তান বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। আর আদম (আ) যে মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন তা আল কুরআন থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

২. রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ব্যাপারে যে নূরের আলোচনা করা হয়ে থাকে তা আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়ায়ে নফসের মাধ্যমে অর্জিত বস্তু। আত্মশুদ্ধির এমন পরিপূর্ণ এক অবস্থায় তিনি পৌছে গিয়েছিলেন যা ছিলো খাঁটি নূরের পর্যায়।

৩. নবী করীম (সা)-এর দেহের ছায়া সম্পর্কে মুতাওয়াতির (বা সর্বজন বিদিত) হাদীসের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে 'কথিত আছে'।

বিশেষ অর্থ বহন করে কিংবা সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে এ রকম বহু হাদীস রয়েছে কিন্তু 'কথিত আছে' এরূপ বলা কোনো হাদীসের পর্যায়েই পড়েনা। মুতাওয়াতির (সর্বজন বিদিত) তো দূরের কথা খবরে ওয়াহিদ কিংবা জয়ীফ বা দুর্বল কোনো হাদীসের পর্যায়েও তা পড়েনা। ছায়া না থাকা সম্পর্কে যেসব হাদীস পেশ করা হয় তা সনদের দিক থেকে খুব-ই দুর্বল, এজন্য অনেক রাবী (বর্ণনাকারী) এগুলোকে জাল হাদীস বলে অভিহিত করেছেন।

৪. শায়খ কুতুবুদ্দীন মাক্কী (রাহ) যার একটি পুস্তিকা মাওলানা রশীদ আহমদ

গাঙ্গুহী অনুবাদ করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে, রাসূল- (সা) আত্মশুদ্ধির এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন যার কারণে মুজিযা হিসেবে তাঁর দেহের কোনো ছায়া ছিলোনা। যাহোক, ছায়া না থাকার রিওয়ায়েতটি যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেয়া হয় তবু বড়জোর এতটুকু বলা যায়, এটি ছিলো একটি মুজিযা। সম্ভবত নূরের প্রভাব তাঁর দেহ মুবারকে এমনভাবে পড়েছিলো যে, তা রুহের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছিলো যার ফলে তাঁর দেহের কোনো ছায়া পড়তো না। শুধু এই কারণে তাঁর মানব হবার ব্যাপারটিকে অস্বীকার করা যায় না। রাসূল (সা)-এর নূরের যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, তদ্রুপ ঈমানদারদের সাথেও নূরের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এই নূরের কারণে যদি রাসূল (সা)-এর মানুষ হবার ব্যাপারটিকে অস্বীকার করা হয় তাহলে সকল ঈমানদারদের মানুষ হওয়ার ব্যাপারটিকে অস্বীকার করতে হবে। তাছাড়া উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা) যিনি রাসূলে আকরাম (সা) সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানতেন, তিনি বলেছেন-

كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ - 'তিনি অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন।' (তিরমিযী, মিশকাত)

আপনি তাফসীরে কবীরের রেফারেন্সে এ আয়াত-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

এর ব্যাখা উল্লেখ করেছেন, এখানে 'নূর' বলতে নবী করীম (সা) কে বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতে উল্লেখিত 'নূর' শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এক. এক দলের মতে 'নূর' বলতে নবী করীম (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। দুই. অন্য দলের মতে 'নূর' বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। তিন. আরেক দলের মতে 'নূর' বলতে এখানে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহ) তাঁর তাফসীর বয়ানুল কুরআনে লিখেছেন-

'নূর' বলতে নবী করীম (সা)-কেই বুঝানো হোক কিংবা ইসলাম অথবা কুরআনুল কারীম সর্বাবস্থায় এখানে হিদায়াতের নূর উদ্দেশ্য। কারণ আয়াতের

পূর্বাপর সম্পর্ক থেকেও এ কথাই প্রকাশ পায়।

يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِه وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (سورة المائده - ١٦)

'এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে, যে তাঁর সত্যিকার সন্তুষ্টি পাবার জন্য লালায়িত, তাকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ জান্নাতে পৌছার পথ। বিশেষ করে আমল ও আকীদার শিক্ষা দেন। কারণ পুরো নিরাপত্তা ও শান্তি, শারীরিক ও মানসিক জান্নাতেই পাওয়া যাবে) এবং তাদেরকে স্বীয় ক্ষমতায় ও দয়ায় (কুফুরী ও গুনাহ্র) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমান ও আনুগত্যের) নূরের দিকে নিয়ে আসেন। আর তাদের (সর্বদা) সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। (বয়ানুল কুরআন)

ঈমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহ) বলেন-

'নবী করীম (সা), কুরআন এবং ইসলামকে নূর বলার অর্থ- সাধারণ আলোতে যেমন মানুষ দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে বিভিন্ন বস্তু দেখতে পায় তেমনিভাবে নূরের সাহায্যে মানুষ অন্তরদৃষ্টি দিয়ে তাৎপর্য ও নিগূঢ় রহস্য অনুধবান করতে পারে।' (তাফসীরে কাবীর ১১/১৮৯)

আল্লামা নসফী (রাহ্) তার তাফসীরে লিখেছেন-

او النور محمد صلى اللّه عليه وسلم لانه يهتدى به كما سمى سراجاً -

'এখানে নূর বলতে নবী করীম (সা)-কে বুঝানো হয়েছে, কারণ তিনিই হিদায়াতের মাধ্যম। যেমন তাকে প্রদীপও বলা হয়েছে।' (১/১৩৬)

একই বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বর্ণনা তাফসীরে খাযেন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে সাভী, রুহুল বয়ানসহ অন্যান্য তাফসীরেও রয়েছে। সেদিকে ইঙ্গিত করে আমি লিখেছিলাম-

'প্রকৃতিগত দিক থেকে তিনি যেমন মাটির তৈরী মানুষ, তেমনিভাবে হিদায়াত ও

গুনগত দিক থেকে সকল মানুষের জন্য তিনি নূরের মিনার। এমন নূর যার আলোতে মানুষ আল্লাহ্র রাস্তা পেয়ে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, সারাক্ষণ তিনি নূরও ছিলেন এবং মানুষও ছিলেন।'

বস্তুত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন সেকথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। রাসূল (সা) নূরের তৈরী ছিলেন এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাঁকে মানুষের কাতার থেকে বাদ দেয়া কোনো মতেই জায়েয নয়। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য তেমনিভাবে তিনি মানুষ ছিলেন একথা বিশ্বাস করাও অপরিহার্য। যেমন ফতোয়া-ই-আলমগীরিতে বলা হয়েছে–

ومن قال لا ادرى ان النبى صلى الله عليه وسلم كان انسنِياً اَوْ جنيًا يكفر -

'যে ব্যক্তি বললো, আমি জানিনা নবী করীম (সা) মানুষ ছিলেন নাকি জ্বিন, সে কুফুরী করলো।' (ফতোয়া-ই-আলমগীরি ২/২৬৩)

হায়াতুন নবী

প্রশ্ন-১৬৩৬. এক মাওলানা সাহেব লিখেছেন– 'নবী করীম (সা) এখনও জীবিত। আমাদের মত শরীর ও অনুভূতি নিয়েই তিনি বর্তমান রয়েছেন।' এ কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর : আমার এবং বিশেষজ্ঞদের আকীদা হচ্ছে, নবী করীম (সা) মাটির তৈরী শরীর নিয়েই রওযা মুবারকে জীবিত রয়েছেন কিন্তু সেই জীবন আলমে বারযাখের জীবন, দুনিয়ার জীবনের মত নয়। তবে সেই জীবন দুনিয়ার জীবনের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ও উত্তম। যারা এ ধারণার বিপরীত কোনো মত পোষণ করবে, মনে করতে হবে তারা হকের পথে নেই।

নবী করীম (সা) মিরা'জ থেকে কিভাবে ফিরেছেন?

প্রশ্ন-১৬৩৭. সেদিন আমরা ক'বন্ধু মিরাজের ঘটনাটি নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। হঠাৎ আমাদের সামনে প্রশ্ন চলে এলো তিনি তো বুরাকে চড়ে মিরাজে গিয়েছিলেন কিন্তু ফেরার সময় কিভাবে ফিরেছেন? আমরা নিজেরা এর

সমাধান না করতে পেরে আপনার শরণাপন্ন হলাম, মেহেরবানী করে সঠিক জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু তো আমার নজরে পড়েনি। হতে পারে যেভাবে তিনি মি'রাজে গিয়েছিলেন ঠিক সেইভাবেই আবার ফিরে এসেছেন।

ইয়াহ্ইয়া (আ) বিবাহিত ছিলেন কিনা

প্রশ্ন-১৬৩৮. বিএ ক্লাশের ইসলামিয়াত বইয়ে লেখা হয়েছে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) বিবাহিত ছিলেন। কিন্তু দৈনিক পত্রিকায় ছোটদের পাতায় দেখলাম তিনি বিবাহিত ছিলেন না। কোনটি ঠিক?

উত্তর : হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) এই দু'জন নবী অবিবাহিত ছিলেন। হাদীসে ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, তিনি কিয়ামতের আগে পৃথিবীতে অবতরণ করে বিয়ে-শাদী করবেন এবং তাঁর ছেলে সন্তানও হবে। আর ইয়াহ্ইয়া (আ) অবিবাহিত ছিলেন বিধায় আল কুরআনে তাকে 'হুসুর' (حصور) বলা হয়েছে। (যার অর্থ অবিবাহিত বা পূর্ণ সংরক্ষিত)।

দাউদ (আ)-এর যাবুর এবং তাঁর অনুসারীগণ কোথায়

প্রশ্ন-১৬৩৯. ইহুদী, খৃস্টান এবং মুসলমানগণ তো পৃথিবীতে বর্তমান রয়েছেন কিন্তু হযরত দাউদ (আ) এর উপর নাযিলকৃত 'যাবুর' নামক কিতাব কোথায় এবং তাঁর অনুসারীগণ কোথায়, মেহেরবানী করে জানাবেন কি?

উত্তর : হযরত দাউদ (আ) বানী ইসরাঈলের একজন নবী ছিলেন। তিনি 'তাওরাত' কিতাবের সত্যায়নকারী হিসেবে এসেছিলেন। এজন্য বানী ইসরাঈলের লোকজন তাঁর অনুসারী ছিলেন।

বর্তমানে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে 'যাবুর' নামে একটি অংশ রয়েছে যা ইহুদীগণ দাউদ (আ)-এর উপর নাযিলকৃত বলে মনে করেন।

তায়েফ থেকে ফিরে কার নিরাপত্তা নিয়ে নবী করীম (সা) মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন

প্রশ্ন-১৬৪০. রাসূলে আকরাম (সা) যখন তায়েফ গিয়েছিলেন তখন কি মক্কা নগরী থেকে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিলো? তিনি নাকি এক ব্যক্তির

নিরাপত্তা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন? সেই নিরাপত্তা প্রদানকারী কে ছিলেন? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধালুবী (রাহ) 'সীরাতুল মুস্তাফা' (১/২৮১) নামক গ্রন্থে মাওলানা আবুল কাশেম রফীক দিলাওয়ারী (রাহ) 'সীরাতু কুবরা' (২/৭০১) নামক গ্রন্থে ইবনু সা'দের 'তাবাকাত' এর রেফারেন্সে (অবশ্য 'সীরাতুল মুস্তাফা'য় যাদুল মা'আদ এর রেফারেন্স দেয়া হয়েছে) এবং হাফিয ইবনু কাছীর 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' (৩/১৩৭) নামক গ্রন্থে লিখেছেন– তিনি মুতা'যিম ইবনু আদী এর নিরাপত্তা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তবে আপনি যে বলেছেন তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিলো ব্যাপারটি এমন নয়। সেই নিরাপত্তার উদ্দেশ্য ছিলো ভবিষ্যতে যেন মক্কাবাসী তাকে উত্যক্ত না করে।

যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ (সা)-এর স্বামী কি মুসলমান ছিলেন

প্রশ্ন ১৬৪১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যায়নাব (রা)-এর স্বামী কি মুসলমান ছিলেন?

উত্তর : যায়নাব (রা)-এর স্বামীর নাম আবুল আস ইবনু রাবী'। বিয়ের সময় তিনি মুসলমান ছিলেন না। (অমুসলিমের সাথে বিয়ে তখনও নিষিদ্ধ হয়নি)। বদর যুদ্ধের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরাত করেন।

উম্মে হানী (রা) কে ছিলেন

প্রশ্ন-১৬৪২. যার ঘর থেকে নবী করীম (সা) মি'রাজে গিয়েছিলেন সেই উম্মে হানী (রা) কে ছিলেন? তাঁর বংশ পরিচয় জানতে চাই।

উত্তর : উম্মে হানী (রা) হযরত আলী (রা)-এর আপন বোন ছিলেন [এবং নবী করীম (সা)-এর চাচাতো বোন]।

স্বামীর আগে স্ত্রীর মৃত্যু কি সৌভাগ্যের আলামত

প্রশ্ন-১৬৪৩. অনেকে মনে করেন, যেসব মহিলা স্বামীর আগে মৃত্যুবরণ করেন তারা সৌভাগ্যবান, আর যেসব মহিলার স্বামী তাদের আগে মৃত্যুবরণ করেন তারা দুর্ভাগা। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর : সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য তো মানুষের ভালো এবং মন্দ আমলের উপর নির্ভরশীল। স্বামীর আগে কিংবা পরে মরা কোনো ব্যাপার নয়।

মুসলিম ও কাদিয়ানীদের কালিমা এবং ঈমানে মৌলিক পার্থক্য

প্রশ্ন-১৬৪৪. সাধারণ শিক্ষিত এক ভদ্রলোক, যিনি দ্বীন সম্পর্কে যথার্থ ধারণা রাখেন না কিন্তু মুসলমানদের অনৈক্য তাকে ভীষণভাবে পীড়া দেয়। এদিকে কাদিয়ানীদের খপ্পরে পড়ে বিভ্রান্তির পথে পা বাড়াচ্ছেন। তার বক্তব্য হচ্ছে- 'কালিমা পড়েছেন এমন কাউকে কাফির বলা যাবেনা'। তাহলে কাদিয়ানীরাও তো আমাদের মত কালিমা পড়ে, তারা কাফির হবে কেন? মেহেরবানী করে ব্যাখ্যা দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : কাদিয়ানীদের প্রশ্ন করা হয়েছিলো- মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী একজন নবী (তার দাবী অনুযায়ী), তাহলে আপনারা মির্জা সাহেবের কালিমা পড়েন না কেন? মির্জা সাহেবের ছেলে মির্জা বশীর আহমদ এম, এ তার রচিত পুস্তিকা 'কালিমাতুল ফাস্‌ল'-এ এ সম্পর্কে দুটো উত্তর দিয়েছেন। উত্তর দুটো পড়লেই আপনি বুঝতে পারবেন মুসলমান এবং কাদিয়ানীদের কালিমার পার্থক্য কী। আর এসব কাদিয়ানী সাহেবরা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর কি তাৎপর্য গ্রহণ করে থাকেন। মির্জা বশীর সাহেব প্রথম উত্তরটি লিখেছেন এভাবে-

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' বাক্যটি কালিমার মধ্যে এ জন্য রাখা হয়েছে, তিনি নবীদের মুকুট এবং খাতামুন নাবী, তাঁর নাম নেয়ার সাথে সাথে অন্যান্য নবীর নাম আপনাআপনি চলে আসে। পৃথকভাবে প্রত্যেকের নাম নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

হাঁ, মসীহ্ মাওউদ (মির্জা সাহেব) এর আবির্ভাবের সাথে একটি দল অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে মসীহ্ মওউদ (মির্জা সাহেব) এর আবির্ভাবের আগে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বললে শুধু তাঁর আগে অতিবাহিত হওয়া নবীগণ অন্তর্ভূক্ত ছিলেন- সেখানে মসীহ্ মাওউদ (মির্জা সাহেব)-কে পাঠানোর পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ বলতে তার পরে পাঠানো আরেকজন রাসূল অতিরিক্ত হয়ে গেছে।

মোটকথা, এখনও ইসলামে প্রবেশ করার জন্য এই কালিমাই পড়তে হবে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, মসীহ্ মাওউদ (মির্জা সাহেব) এর আবির্ভাবের কারণে একজন অতিরিক্ত রাসূলের কথা মনে রাখতে হবে, ব্যাস।

এ তো হচ্ছে মুসলমান এবং সংখ্যালঘু কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কালিমার প্রথম পার্থক্য। যার সারকথা হচ্ছে, কাদিয়ানীদের কালিমার মধ্যে মির্জা গোলাম

আহমদও অন্তর্ভুক্ত। আর মুসলমানদের কালিমা এ নতুন নবীর অন্তর্ভুক্তি থেকে পবিত্র। এবার দ্বিতীয় পার্থক্যটি দেখুন, মির্জা বশীর আহমদ এম, এ লিখেছেন- 'তাছাড়া আমরা এ কথাও মানতে বাধ্য যে, কালিমা শরীফে নবী করীম (সা) এর পবিত্র নাম এ জন্য রাখা হয়েছে, যদি তিনি আখেরী নবী হনও তবু কোনো দোষ নেই। আর আমাদের নতুন কালিমারও কোনো প্রয়োজন হবেনা, কারণ মসীহ্ মাওউদ (মির্জা সাহেব) নবী করীম (সা) থেকে পৃথক কোনো বস্তু নন। যেমন তিনি (মির্জা সাহেব) নিজেই বলেছেন- صَارَ وَجُوْدِىْ وَجُوْدَهُ (অর্থাৎ আমার শরীর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র শরীর হয়ে গেছে)। আরও বলেছেন-

مَنْ فَرَقَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الْمُصْطَفى فَمَا عَرَفَنِىْ وَمَارَائِىَ -

'যে আমাকে এবং মুস্তফাকে পৃথক পৃথক মনে করবে সে আমাকে চিনতে পারেনি, দেখেনি।' তা এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছিলেন, আরেক বার খাতামুন নাবী পৃথিবীতে পাঠাবেন। যা আয়াতের শেষ অংশ থেকে প্রকাশ পায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে মসীহ মাওউদ (মির্জা সাহেব) স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যিনি ইসলাম প্রচারের জন্য দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে তাশরীফ এনেছেন। এজন্য আমাদের নতুন কালিমার প্রয়োজন নেই। হাঁ, যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র জায়গায় অন্য কেউ আসতেন তাহলে অবশ্যই প্রয়োজন হতো।'

(কালিমাতুল ফাস্‌ল পৃ-১৫৮)

মুসলমান এবং কাদিয়ানীদের কালিমার মধ্যে এ হচ্ছে দ্বিতীয় পার্থক্য। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ বলতে মুসলমানগণ নবী মুহাম্মাদ (সা) ইবনু আবদুল্লাহকে বুঝেন আর কাদিয়ানীরা বুঝেন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে।

মির্জা বশীর আহমদ এম, এ যা লিখেছেন- 'মির্জা সাহেব যিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এবং যিনি ইসলাম প্রচারের জন্য দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে তাশরীফ এনেছেন'- এটিই হচ্ছে কাদিয়ানীদের মূল দর্শন। এ দর্শনের সারকথা হচ্ছে নবী করীম (সা) পৃথিবীতে দু'বার আগমনের কথা ছিলো। তাই প্রথমবার তিনি মক্কা মুকাররমায় তাশরীফ এনেছেন এবং দ্বিতীয়বার মির্জা গোলাম আহমদের অবয়বে মির্জা গোলাম মুস্তফার ছেলে হিসেবে কাদিয়ানে আগমন করেছেন। (নাউযু

বিল্লাহ)। বিস্তারিত দেখুন :খুতবাহ্ ইলহামিয়াহ্ পৃ-১৭১-১৮০।

এ থেকে বুঝা যায়, কাদিয়ানী উম্মতরা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে আসল মুহাম্মাদ (সা) মনে করে। তাদের আকীদা (দৃঢ় বিশ্বাস) হচ্ছে নাম, কাজকর্ম এবং মর্যাদার দিক থেকে মির্জা সাহেব এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য বা ব্যবধান নেই। এমনকি তারা দু'জন পৃথক কোনো সত্তাও নন। (নাউযু বিল্লাহ্)। এজন্য তারা মির্জা গোলাম আহমদকে সেই স্থান ও মর্যাদা প্রদান করে এবং তাকে সেই গুণে গুণান্বিত মনে করে যা কেবলমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট। তাদের মতে গোলাম আহমদ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ পৃথক কোনো সত্তা নয়। তিনিই মুহাম্মাদ মুস্তফা, আহমাদ মুজতবা, খাতিমুল আম্বিয়া, ইমামুর রুসুল, রাহমাতুল্লিল আলামীন, সাহিবে কাওসার, সাহিবে মি'রাজ, সাহিবে মাকামু মাহমুদ, সাহিবে ফাতহুম মুবীন। আকাশ-মাটি, নদ-নদী সকল কিছুই তার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে ইত্যাদি।

এখানেই শেষ নয় আরও আগে বেড়ে তারা বলছে, মির্জা সাহেব নাকি আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকেও উঁচুতে। নবী করীম (সা)-এর যুগ ছিলো উন্নতির শুরু আর মির্জা সাহেবের যুগ উন্নতির শেষ... তখন ইসলাম ছিলো ১ দিনের চাঁদের মত নতুন (তার কোনো আলো ছিলো না) আর মির্জা সাহেবের যুগ ১৪ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের মত। নবী করীম (সা)-কে মাত্র তিন হাজার মুজিযা দেয়া হয়েছিল আর মির্জা সাহেবকে দশ লাখ বা দশ কোটি কিংবা অগুনতি মুজিযা দেয়া হয়েছে। আধ্যাত্মিক সাধানায় মির্জা সাহেব যেখানে পৌঁছেছেন নবী করীম (সা) সেখানে পৌঁছতে পারেননি। সেজন্য তিনি সব রহস্যের জট খুলতে পারেননি কিন্তু মির্জা সাহেব পেরেছেন।

নবী করীম (সা)-এর চেয়ে মির্জা সাহেবের এত মর্যাদা দেখেই নাকি আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে নবী করীম (সা) পর্যন্ত সকল নবীর কাছে ওয়াদা নিয়েছেন, তারা যেন সকলে মির্জা সাহেবের উপর ঈমান আনে এবং তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তার সাহায্য সহযোগিতা করেন। (নাউযু বিল্লাহ্, আস্তাগফিরুল্লাহ্) এই হচ্ছে কাদিয়ানীদের উচ্চারিত কালিমার মর্মকথা। তাই যেসব মুসলমান নবী করীম (সা)-এর উপর ঈমান এনেছেন এবং তাকে খাতামুন

নাবী (সর্বশেষ নবী) মেনে নিয়েছেন তাদের আত্মমর্যাদা বোধ এ কথা মেনে নেবেনা যে, রাসূলে আকরাম (সা)-এর ইন্তিকালের পর আর কোনো নবীর আবির্ভাব হতে পারে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, যারা উপরিউক্ত বিশ্বাস নিয়ে কাদিয়ানীদের কালিমা পড়বে না তাদেরই তারা উল্টা কাফির বলে থাকে। মির্জা বশীর আহমদ এম, এ লিখেছেন–

'এবার পরিষ্কার কথা হচ্ছে– যদি নবী করীমকে অস্বীকার করা কুফুরী হয় তাহলে মসীহ্ মাওউদ (গোলাম আহমদ কাদিয়ানী)-কে অস্বীকার করলেও কাফির হওয়া উচিত। কারণ মসীহ্ মাওউদ নবী করীম থেকে পৃথক কোনো বস্তু নয়।'

'আর যদি মসীহ্ মাওউদকে অস্বীকার করলে কাফির না হয়, তাহলে নাউযুবিল্লাহ নবী করীমকে অস্বীকার করলেও সে কাফির হতে পারেনা। কেননা এটি কি করে হতে পারে, একই ব্যক্তিকে প্রথম বার পাঠানোর পর তাকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে আর দ্বিতীয়বার পাঠানোর পর অস্বীকার করলে কাফির হবেনা।' (কালিমাতুল ফাস্ল পৃ-১৪৭)

অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন–

'এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি মূসাকে মানেন কিন্তু ঈসাকে মানেন না কিংবা ঈসাকে মানেন কিন্তু মুহাম্মাদকে মানেন না অথবা মুহাম্মাদকে মানেন কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (মির্জা গোলাম আহমদ)-কে মানেন না, সে শুধু কাফিরই নয় বরং পাক্কা কাফির এবং ইসলামের সীমা বহির্ভূত মুরতাদ।' (প্রাগুক্ত পৃ-১১০)

তার বড়ো ভাই মির্জা মাহমুদ আহমদ লিখেছেন– 'মুসলমানদের মধ্যে যারা মসীহ্ মাওউদ (মির্জা গোলাম আহমদ)-এর বাইয়াতে শরীক না হবে এমনকি তার নামও যদি না শুনে থাকে সে কাফির এবং ইসলামের সীমানার বাইরে।' (আয়নায়ে সাদাকাত পৃ-৩৫)

বস্তুত একজন কাদিয়ানীও 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' বলে কালিমা পড়ে আবার একজন মুসলমানও সেই কালিমা পড়েন তবু মুসলমানের উপর কুফুরী ফতোয়া। কারণ কালিমার শব্দ ও বাক্য এক হলেও তার ব্যাখ্যা তাৎপর্য এক নয়। আসমান জমিনের পার্থক্য। পার্থক্য ঈমান ও কুফুরের।

জায়নামাযের কোনা উল্টে রাখা

প্রশ্ন-১৬৪৫. অনেকে মনে করেন নামায পড়ে জায়নামায বিছিয়ে রাখলে তাতে শয়তান নামায পড়ে। সেজন্য জায়নামাযের কোনা উল্টে রেখে দেন। তাতে নাকি শয়তান চলে যায়। এরূপ করা শরঈ দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : নামায পড়া তো আল্লাহ্র হুকুমকে মেনে নেয়া কিন্তু শয়তানের কাজই হচ্ছে আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করা, তাহলে শয়তান নামায পড়বে কেন? এ রকম ধারণার কোনো ভিত্তি নেই।

আসলে জায়নামায উল্টে রাখা হয় যাতে তা ময়লা লেগে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য।

বর্ষ বরণ

প্রশ্ন-১৬৪৬. বছরের প্রথম দিনটিকে খুব ধুমধামের সাথে বরণ করা হয়। যেমন নতুন কাপড় পরা, ভালো খাওয়া দাওয়া করা, আমোদ-ফুর্তি করা ইত্যাদি। অনেকে মনে করেন বছরের প্রথম দিনটি যেভাবে কাটাবে অবশিষ্ট দিনগুলো ঠিক সেভাবেই কাটবে। ইসলামে এরূপ ধারণার কোনো ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : না, ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই। এটি বিজাতীয় সংস্কৃতি।

তওবা করলেই কি অপরাধীর শাস্তি মাফ হয়ে যাবে

প্রশ্ন-১৬৪৭. কোনো অপরাধী তাওবা করলেই কি তার শাস্তি মাফ হয়ে যাবে? নবী করীম (সা) এর সময়ে দেখা যায় আগে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হয়েছে তারপর তার মাফের জন্য দু'আ করা হয়েছে।

উত্তর : যদি অপরাধীর বিরুদ্ধে আদালত পর্যন্ত অভিযোগ না পৌছে আর সে খাঁটি অন্তরে তাওবা করে তাহলে আল্লাহ্ তো তাওবাকবুল কারী। কিন্তু আদালতে অভিযোগ দায়ের করার পর তাকে শাস্তি পেতেই হবে, যদি অপরাধ প্রমাণিত হয়। এ ক্ষেত্রে তাওবা করলে শাস্তি মাফ হবে না।

তাই কারও অপরাধ দৃষ্টিগোচর হলে তা গোপন রেখে তাকে তাওবা করার সুযোগ দেয়া উচিত।

॥ সমাপ্ত ॥